আইন

অর্থাৎ

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের
ইং ১৮২২ লাং ১৮২৬ সালের তাবৎ আইন।

তাহা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাতে
সংশোধিত হইয়া

দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল

শ্রীরামপুর।

ইং ১৮৩৩ সাল। বাং ১২৪০ সাল।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্‌সেল
হইতে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালে যেং বিষয়ে
যেং আইন যেং তারিখে জারী
হয় তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের আইনের ফিরিস্তি।

১ প্রথম আইন। ১৮ জানুআরি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন ও ১৮০৩ সালের ৩২ আইন ও ১৮০৯ সালের ৫ আইন শুধরিবার।

২ দ্বিতীয় আইন। ৯ মার্চ্চ।

সরকারী মাসুল ও পরমিটের মাসুল তহসীলের কর্ম্মে নিযুক্ত সরকারী কার্য্যকর্ত্তাদিগের মোতালক চলিত আইনসকলের লিখিত কোন২ কথা নিবৃত্ত করিবার ও শুধরিবার।

৩ তৃতীয় আইন। ১৯ মার্চ্চ।

কলিকাতার হুকুমতের তাবে শাসিত দেশসকলের মধ্যে করসম্পর্কীয় ভূমিসকলহইতে সরকারে মালগুজারী তহসীলের কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে মোকরর্হওয়া তিন বোর্ডের সিরিশতার নকশাসম্পর্কীয় কোন২ কথা শুধরিবার এবং ঐ২ বোর্ডের হুকুমতের তাবে কোন২ স্থান খারিজ দাখিল করিবার।

৪ চতুর্থ আইন। ১৯ মার্চ্চ।

ফৌজদারী মোকদ্দমাসকলের ন্যায় ও বিচারের মোতালক কোন২ কথা শুধরিবার।

৫ পঞ্চম আইন। ১৩ জুন।

ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের লিখিত কোন২ কথা শুধরিবার।

৬ষষ্ঠ আইন। ১ আগস্ত।

বারাণস দেশে কোর্ট ওয়ার্ডসের সিরিশ্তা মোকরর্ করিবার ও ঐ কোর্ট ওয়ার্ডসের প্রত্যেক সিরিশ্তার সাহেবলোককে অর্পণহওয়া ক্ষমতা ও শক্তিসম্পর্কীয় কোন২ দাঁড়া নিরূপণ করিয়া ও বিবরিয়া লিখিবার।

৭ সপ্তম আইন। ৮ আগস্ত।

দত্ত ও জয়করা দেশসকলের ও জিলা কটক ও পরগনা পটাসপুর ও তৎসম্পর্কীয় অন্য২ মহালাতের ভূমির জমার বন্দোবস্ত যেং মূলদাঁড়ানুসারে ইহার পরে করা যাইবেক তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং বন্দোবস্তকরণের কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধ

রণের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগের ক্ষমতা ও কার্য্যোপদেশ বিশেষ করিয়া নিরূপণ করিবার এবং বিশেষ কোনং প্রকারব্যতিরেকে ঐ সকল দেশের ভূমির হালের পাট্টা আদি আর পাঁচ বৎসর মিয়াদপর্য্যন্ত বহাল রাখণের এবং ঐ সকল দেশের মধ্যগত ভূমিতে কিম্বা তাহার খাজানাতে কিম্বা উৎপন্নেতে যে নানা প্রকার লোকবর্গের ও ব্যক্তিদিগের যেং অধিকার আছে ও যেং কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহার বেওরা নিরূপণের ও স্থিরকরণের ও বহীতে লিখনের নিমিত্তে এবং ভূমির কিম্বা ভূমির খাজানা ও উৎপন্নের বিষয়ে কোনং মোকদ্দমা ও দাওয়া উপস্থিত হইলে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগকে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ জজের ন্যায় ক্ষমতার্পণ করিবার।

৮ অষ্টম আইন। ১২ সেপ্তেম্বর।

কোন দোষ কি অপরাধকরণের অপবাদগ্রস্ত লোকদিগকে দোষ কি অপরাধের কর্ম্ম যে যে জিলার সীমার মধ্যে হইয়া থাকে সামান্যতঃ সেই জিলার ফৌজদারী আদালতে কিম্বা সেই জিলায় দায়ের সায়েরসাহেবের দওরার বৈঠকেতে তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের স্থান নিরূপণের বিষয়ে কৌন্সেলের বৈঠকে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরকে ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে আপনারদিগের বিবেচনামত কার্য্য করিবার ক্ষমতার্পণকরণের।

৯ নবম আইন। ১৯ সেপ্তেম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইনের এবং ১৮২২ সালের ১ আইনের ৬ ধারার লিখিত হুকুম এসরকারের অধিকারভিন্ন অন্য অধিকারহইতে আগত লোকেরদের এবং ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাহাদুরের শাসিতদেশের মধ্যে অন্য যে সকল বিদেশি লোক বসত করিয়াছে কিম্বা ছয় মাস অথবা ছয় মাসের অধিককাল তথায় বাস করিয়াছে তাহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখনরূপে বিস্তার করিবার এবং যেং দেশে এসরকারের চলিত আইনের হুকুম চলন নাই ঐং দেশেতে যেং আদালত সরকারহইতে স্থাপিত হইয়াছে সেইং আদালতহইতে হওয়া নিষ্পত্তির হুকুমের মতাচরণ জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের দ্বারা হইবার।

১০ দশম আইন। ১৯ সেপ্তেম্বর।

জিলা রঙ্গপুরের সরহদ্দের উত্তর পূর্ব্ব কোণে গারোনামে খ্যাত যে পর্ব্বতীয় এবং অন্যং ম্লেচ্ছ লোকেরা বাস করে তাহারদিগকে সরকারের চলিত আইনের শাসনহইতে বহির্ভূত করিবার এবং তাহারা যে দেশেতে থাকে সেই দেশের ও তাহারদের অধিকৃত দেশের নিকটবর্ত্তি দেশের শাসনের নিমিত্তে বিশেষ একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট করিবার।

১১ একাদশ আইন। ২২ নবেম্বর।

মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এইক্ষণে চলিতেছে তাহা শুধরিবার ও স্পষ্ট করিবার ও ভূমি নীলামের বিষয়ে আদালতের সাহেব

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের আইনের ফিরিস্তি।

হেবদিগের ভ্রান্তিতে ও আইনের অন্যমতে আচরণ হইলে সে নিমিত্তে সরকারের নামে নালিশ না হইতে পারিবার কথা জানাইবার এবং মালগুজারী তহসীলের কার্য্য কারক সাহেবেদের কার্য্যকরণের সুধারা নিরূপণ করিবার।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. CAREY,

Bengalee Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সাল ১ প্রথম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন ও ১৮০৩ সালের ৩২ আইন ও ১৮০৯ সালের ৫ আইন শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের তারিখ ১৮ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৮ সালের ৬ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৯ সালের ১১ মাঘ মোতাবেকে বিলাতী ১২২৯ সালের ৭ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৮ সালের ১১ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৭ সালের ২৩ রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইহা উচিত বোধ হইল যে সরকারের শাসিত দেশসকলের মধ্যেতে যে সকল লোকেরা কাজিয়া হঙ্গামা করে তাহারা এবং সরকারের তাবে এদেশনিবাসী যে সকল লোকেরা সরকারের শাসিত দেশসকলের সরহদ্দের বাহিরের স্থানসকলেতে অপরাধের কর্ম্ম করে ও সে অপরাধ অল্প হয় ও তাহাকরণেতে অপরাধের আধিক্য হয় যে ক্রিয়াতে তাহা না হইয়া থাকে সে সকল লোকেরা তাহারদিগের মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে বিচারার্থে সোপর্দ্দ না হইয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুকুমেতে শাস্তি পায় ও যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন ও ১৮০৩ সালের ৩২ আইন ও ১৮০৯ সালের ৫ আইন জারীহওনাবধি সরকারের অনেকং কার্য্যকারক লোকের ঐ সকল আইনের লিখিত কথাক্রমে এমত বোধ হইয়াছে যে এমতং অপরাধিদিগের শাস্তি মাজিষ্ট্রেটসাহেবের ক্ষমতামতে না হইতে পারিয়া তাহারদিগের মোকদ্দমা দায়ের সায়েরী আদালতে বিচারার্থে সোপর্দ্দহওয়া আবশ্যক অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে ঐ সকলদাড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি। — হেতুবাদ

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন ও ১৮০৩ সালের ৩২ আইন ও ১৮০৯ সালের ৫ আইনের লিখিত কথা এই আইনের লিখিত নিয়মানুসারে শুধরা গেল ইতি। — আইন শুধরা যাওনের কথা।

৩ ধারা।

যে সকল লোকের উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনের ও ১৮০৩ সালের ২৩ আইনের নিরূপণ করিয়া লিখনমত কাজিয়া হঙ্গামাকরণের তহমৎ হয় ও এমতং — মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা কাজিয়া হঙ্গামার মোকদ্দমা

সকলেতে কএক প্রকার ব্যতিরেকে হুকুম দিতে পারিবার কথা।

কাজিয়া হাঙ্গামাকরণেতে যদি খুন কিম্বা অতিশয় অঙ্গক্ষত অথবা যে ক্রিয়াতে অপরাধের আধিক্য বোধ হয় তাহা না হইয়া থাকে সে সকল লোকেরা তাহারদিগের অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহারদিগের মোকদ্দমা দায়ের সায়েরী আদালতে বিচারার্থে সোপর্দ্দ না হইয়া যে জিলাতে এমত কাজিয়া ও হঙ্গামা হইয়া থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কিম্বা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হুকুমানুসারে শাস্তি পাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের মূলের লিখিত মোকদ্দমা সকলেতে শাস্তির হুকুমদিবার দাঁড়াসকলের কথা।

আসিষ্টাণ্ট সাহেবকে এমত২ মোকদ্দমা সোপর্দ্দ না করিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে ইহা নিষেধ করা যাইতেছে যে এমত২ মোকদ্দমাতে হুকুম দেওনেতে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারানুসারে তাঁহারদিগের প্রতি অর্পণ হওয়া ক্ষমতার অতিরিক্ত শাস্তির হুকুম না দেন্ এবং মাজিষ্ট্রেট্সাহেব এমত২ কাজিয়া ও হঙ্গামাকরণের কোন মোকদ্দমাতে ঐ২ অপরাধকরণিয়াদিগকে শারীরিক শাস্তিদিতে পারিবেন না এবং মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে বারণ করা যাইতেছে যে এমত২ মোকদ্দমা কদাচ আপন আসিষ্টাণ্টসাহেবকে বিচার ও নিষ্পত্তিকরণার্থে সোপর্দ্দ না করেন্ কিন্তু যদি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরেল বাহাদুরের হজুর হইতে ঐ আসিষ্টাণ্টসাহেবকে ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার নিরূপিত বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ হইয়া থাকে তবে করিতে পারিবেন ইতি।

৫ ধারা।

শাস্তির হুকুম দিবার অযোগ্য মোকদ্দমাতে পূর্ব্বের নিরূপিত মতাচরণ করিবার কথা।

কাজিয়া হঙ্গামাকরণের যে সকল মোকদ্দমাতে খুন কি অতিশয় অঙ্গক্ষত অথবা অন্য যে ক্রিয়াতে অপরাধের আধিক্য বোধ হয় তাহা হইয়া থাকে সে সমস্ত মোকদ্দমাতে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের পূর্ব্বের নিরূপিত মতে এমত২ অপরাধিদিগকে দায়েরসায়েরী আদালতে তাহারদিগের মোকদ্দমার তজবীজহওনার্থে সোপর্দ্দ করিতে হইবেক ও যে যেমন মোকদ্দমা তাহার ভাব বুঝিয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ঐ সকল লোকদিগকে দায়ের সায়ের সাহেবের দওরাতে যাওনকালপর্য্যন্ত কয়েদ কিম্বা জামিনীতে রাখিতে পারিবেন ইতি।

৬ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবলোক সরকারের তাবে এদেশনিবাসি লোকদিগহইতে সরকারের শাসিত দেশসকলের সীমার বাহিরে অপরাধ হইলে তাহার তদারক ঐ অপরাধ ঐ সীমার মধ্যে হও

সরকারের তাবে এদেশনিবাসী যে সকল লোকের নিরূপণ ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ৮ আইনে লেখা গিয়াছে তাহারা যদি সরকারের শাসিত দেশসকলের সরহদ্দের বাহিরের স্থানসকলেতে অপরাধ কি ত্রুটি করে তবে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইনের লিখিত হুকুম মতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতি লওনের পরে তাহারদিগের মোকদ্দমার তজবীজ সরকারের শাসিত দেশসকলের সরহদ্দের মধ্যেতে অপরাধকরণের মতে মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কাছারীতে হইবেক ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেব প্রত্যেক মোকদ্দমার ভাব ও বিষয়

বুঝিয়া

বুঝিয়া হয় আপনারাই ঐ সকল লোকের শাস্তির কি খালাসীর হুকুম দিবেন অথবা তাহারদিগের মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে দায়ের সায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ করিবেন ইতি।

নের মতে করিতে পারিবার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

W. H. MACNAGHTEN,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

সরকারী মামুল ও পরমিটের মামুল তহসীলের কর্ম্মে নিযুক্ত সরকারী কার্য্যকারক দিগের মোতালক চলিত আইনসকলের লিখিত কোন২ কথা নিবৃত্ত করিবার ও শুধরি বার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের তারিখ ১৯ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৮ সালের ৭ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২৯ সালের ১২ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৯ সালের ৮ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৮ সালের ১১ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩৭ সালের ২৪ জমাদীয়ংসানীতে জারী করিলেন ইতি।

যে সকল জিনিস কলিকাতার বন্দরে কি ঐ বন্দরহইতে সমুদ্র পথে আমদানী কি রপ্তানী হয় তাহার বাবৎ এবং যে সকল জিনিস এদেশের মধ্যহইতে কলিকাতার বন্দরে আমদানী হয় কি ঐ বন্দরহইতে এদেশের মধ্যে রপ্তানী হয় তাহার বাবৎ সরকারী মামুল তহসীলের সিরিশ্তার মোতালক কর্ম্ম কার্য্যের ভার কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের কার্য্যকারক সাহেবদিগের মধ্যহইতে দুই জন সাহেবকে আলাহিদা২ করিয়া দেওয়া যায় ও তাঁহারদিগের এক সাহেবের খ্যাতি দেশীমামুলাতের কালেক্টরসাহেব ও দ্বিতীয় সাহেবের নাম জাহাজী মামুলাতের কালেক্টরসাহেব হয় ইহা উচিত বোধ হইল ও ইহাও উচিত বোধ হইল যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে এমত ক্ষমতা থাকে যে এক্ষণকার চলিত আইনসকলের অনুসারে সরকারী মামুলাতের কালেক্টরসাহেব ও ডেপুটি কালেক্টরসাহেবদিগকে যে সকল ক্ষমতাদেওয়া গিয়াছে ঐ শ্রীযুত আপন বিহিত বিবেচনাক্রমে সেই সম্যক অথবা তাহার কতক ক্ষমতার কার্য্য করিবার হুকুম সরকারের কার্য্যকারকসাহেবদিগের মধ্যহইতে কোন সাহেব কি সাহেবদিগের নামে কৌন্সেলের বৈঠকহইতে দিতে পারেন্ অতএব নীচের লিখিত দাড়াসকল শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে জারী ও চলন হয় ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ। ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৬ ধারার ও ১০ আইনের ৪ ও ২৬ ধারার লিখিত হুকুম যাহাতে সরকারী মামুল ও পরমিটের মামুল তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগকে ঐ২ আইনানুসারে যে ভার অর্পণ হইয়াছে সেই ভারের কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে সরকারের কার্য্যকারক সাহেবদিগের মধ্য হইতে

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ও১০ আইনের লিখিত কোন২ হুকুম ও চলিত অন্য যে সকল দাঁড়াতে মামুলের কালেক্ট

র ভিন্ন অন্য সাহেব ঐ কর্ম্মে নিযুক্তহওনের নিষেধ থাকে তাহারদ হইবার কথা।

হইতে সাহেবদিগকে নিযুক্ত করিবার কথা লেখা যায় তাহা ও ঐ কালেক্টরসাহেব ভিন্ন অন্যং কার্য্যকারক সাহেবকে ঐ ভারের কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহকরণার্থ নিযুক্তকরণের বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে পূরা ক্ষমতা নাহি ইহা চলিত আইনে যে সকল দাঁড়াতে লেখা থাকে কি তাহার ভাবক্রমে বোধ হয় সে সমস্ত দাঁড়া এই প্রকরণানুসারে রদ হইল ইতি।

শ্রীযুক্ত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সরকারের চিহ্নিত চাকর কোন সাহেবদিগের নামে সরকারী মাসুল ও পরমিটের মাসুল তহসীলকরণের হুকুম দিতে পারিবার ও মাসুলের কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টর সাহেবকে অর্পণহওয়া ক্ষমতা এই আইনানুসারে নিযুক্ত হওয়া সাহেবদিগেরোও হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের মধ্যে যে কোন সাহেব ও যত জন সাহেবকে আপন বিহিত বিবেচনা মতে যখন উচিত বুঝেন্ তখন তাঁহার কি তাঁহারদিগের নামে সরকারী মাসুল ও পরমিটের মাসুল কিম্বা ঐং মাসুলাতের কোন প্রকার মাসুল তহসীল করণের হুকুম দিতে পারিবেন ও এক্ষণে যে সকল আইন চলন আছে কি উত্তরকালে নির্দ্দিষ্ট হইবেক তদনুসারে মাসুলাতের কালেক্টরসাহেব কি ডেপুটি কালেক্টরসাহেব যে সকল ক্ষমতা ও শক্তিমতাচরণ করিতে অনুমতি রাখেন এই আইনানুসারে যে সাহেব কি সাহেবেরা নিযুক্ত হন তাঁহারাও সেই সকল ক্ষমতা ও শক্তি মতাচরণ তাঁহার কি তাঁহারদিগের প্রতি যে সকল মাসুল তহসীলকরণের ভার হয় তাহার ও ঐ সকল মাসুল যে লোকদিগের স্থানে তহসীল হয় তাহারদিগের এবং যে সকল জিনিসের উপর ঐ মাসুল লইতে হয় সে সকল জিনিসের বিষয়ে এবং ঐ মাসুলাতের কি তাহা তহসীলের মোতালক কিম্বা তাঁহারদিগের তাবে যে সকল কার্য্যকারকেরা ঐ সকল মাসুল তহসীলকরণের কি তাহা অথবা মাসুলা দ্রব্যজাতের রক্ষণাবেক্ষণার্থে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের সম্পর্কীয় সমস্ত জব্দ ও কসুর ও মোকদ্দমা ও তহকীকাৎ ও হুকুমনামা সকলের বিষয়ে করিতে পারিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে মাসুলাতের কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টরসাহেবদিগের সহিত যে সকল দাঁড়া ও কথা সম্পর্ক রাখে কি রাখিবেক সেই সকল দাঁড়া ও কথা এই আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া সাহেবদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

ঐ শ্রীযুত সরকারী ও পরমিটের মাসুলাতের কালেক্টর সাহেবদিগকে অর্পণহওয়া ক্ষমতাসকলের কোনং ক্ষমতা সরকারের চিহ্নিত চাকর কোন সাহেবকে দিতে পারিবার কথা

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সরকারী মাসুলাতের ও পরমিটের মাসুলাতের কালেক্টরসাহেবেরা যে সকল ক্ষমতা ও শক্তি মতাচরণকরণের ভার সর্ব্বকালেতে রাখেন সেই সকল ক্ষমতা ও শক্তির মধ্যে যাহা বিষয় বুঝিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের বিহিত বিবেচনা মতে উপযুক্ত বোধহয় তাহা ঐ শ্রীযুত সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের মধ্যে কোন সাহেব কি সাহেবদিগকে সেই সাহেব কি সাহেবেরা সরকারী মাসুল ও পরমিটের মাসুল তহসীলের ভারে পূর্ব্বে নিযুক্ত রহিয়া থাকেন বা না থাকেন কৌন্সেলের বৈঠকের হুকুমমতে দিতে পারিবেন ইতি।

জব্দহওয়া জিনিস বিক্রয়েতে পাওয়া মূল্যের ও নিরূপিত দাঁড়ার অন্যমতাচরণেতে পাওয়া হইয়া

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে জব্দহওয়া জিনিস বিক্রয়দ্বারা পাওয়া মূল্যসকলের যে হিস্যা ও সরকারের মাসুল তহসীলের মোতালক দাঁড়াসকলের অন্য মতাচরণকরণহেতুক হইয়া পাওয়া জরীমানা

ও দণ্ড সকলের যে হিস্যা এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে সরকারী মামুলের কালেক্টর সাহেবদিগকে কি কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের মধ্যে অন্য সাহেব দিগকে দেওয়া যায় তাহা দিবার বিষয়ে সময় বিবেচনামতে যে হুকুম উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা দিতে পারিবেন ইতি।

জরীমানা ও দণ্ডের টাকা দেওয়া যাওনের বিষয়ে শ্রীযুতের হুকুম হইবার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation.

G. J. MORRIS.

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

কলিকাতার হুকুমতের তাবে শাসিত দেশসকলের মধ্যেতে করসম্পর্কীয় ভূমিসকল হইতে সরকারের মালগুজারী তহসীলের কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে মোকরর্ হওয়া তিন বোর্ডের সিরিশ্তার নকশাসম্পর্কীয় কোনং কথা শুধরিবার এবং ঐং বোর্ডের হুকুমতের তাবে কোনং স্থান খারিজ দাখিল করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌনসেলে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের তারিখ ১৯ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৮ সালের ৭ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২৯ সালের ১২ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৯ সালের ৮ চৈত্র মওয়াসেকে সম্বৎ ১৮৭৮ সালের ১১ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩৭ সালের ২৪ জামিদয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক শাহ জাহানাবাদ অর্থাৎ দিল্লী রাজধানীর মোতালক শাসিতদেশসকলের কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহের ভার এইক্ষণে দত্ত ও জয়করাদেশসকলের বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের হুকুমৎ ও কর্ত্তৃত্বতলে আসিযাছে অতএব ও অন্যং হেতুপ্রযুক্ত উচিত যে ঐ বোর্ডেরসাহেবদিগের এলাকাতে এইক্ষণে যে সকল জিলা আছে তাহার মধ্যহইতে কএক জিলা ঐ সাহেবদিগের হুকুমৎ ও ক্ষমতার বহির্ভূত হয ও খেরাজী অর্থাৎ করসম্পর্কীয় ভূমিসকলহইতে সরকারের মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত বোর্ডের সাহেবদিগের তিন সিরিশ্তার নক্সা শুধরা এবং ঐ সকল বোর্ডের হুকুমের তাবে কোনং স্থান খারিজ দাখিল করা উচিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারী হওনের তারিখহইতে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

মূলের লিখিত কোনং আইনের কএক ধারা রদ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ আইনের ২৮ ও ২৯ ও ৩৪ ও ৩৫ ও ৪৯ ও ৫০ ও ৫১ ও ৫২ ও ৫৩ ও ৫৪ ও ৫৫ ও ৫৬ ও ৫৭ ও ৫৮ ও ৫৯ ও ৬০ ও ৬১ ও ৬২ ও ৬৩ ও ৬৪ ও ৬৫ ও ৬৬ ও ৬৭ ও ৬৮ ও ৬৯ ও ৭০ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৫ আইনের ২৭ ধারা এই প্রকরণানুসারে রদ হইল ইতি।

মূলের লিখিত কোনং আইন রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১ আইন ও ১৮১৭ সালের ১ আইন ও ১৮১৭ সালের ২৪ আইনের ২ ও ৩ ধারা রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

জিলা ভাগলপুর ও পুরণীয়া সুবে বেহার ও বারাণসের বোর্ড কমিস্যনরহইতে খারিজ হইয়া পূর্ব্বদেশীয় বোর্ড রেবিনিউর সাসাহেবনামে খ্যাত সাহেবদিগের ক্ষমতার তলে আসিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা ভাগলপুর ও জিলা পুরণীয়ার মোতালক কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহকরণার্থে চলিত আইনানুসারে সুবে বেহার ও বারাণস দেশের বোর্ড কমিস্যন সাহেবদিগকে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে এইক্ষণে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের মে মাসের ১ তারিখহইতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে সেই সকল ক্ষমতা অর্পণ হইবেক ও ইহার পরে ঐ সাহেবেরা পূর্ব্বদেশীয় বোর্ড রেবনিউরসাহেব খ্যাতিতে খ্যাত হইবেন ও জানান যাইতেছে যে চলিত আইনানুসারে ঐ সাহেবলোকের আপনারদিগের হুকুমের তাবে জিলা সকলেতে যে সকল ক্ষমতার কার্য্য করিতে হয় সেই সকল ক্ষমতার কার্য্য ঐ২ জিলাতে করিবেন ইতি।

জিলা বুন্দেলখণ্ডের উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশ দুই জিলা ও জিলা আলাহাবাদ ও কানপুর দত্ত ও জয়করা দেশসকলের বোর্ড কমিস্যনরহইতে খারিজ হইয়া সুবে বেহার ও বারাণস দেশের বোর্ড কমিস্যনরসাহেব লোক যাঁহারা মধ্য দেশীয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবনামে খ্যাত হইবেন তাঁহারদিগের ক্ষমতার তলে আসিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—দত্ত ও জয়করা দেশসকলের বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগকে এক্ষণকার চলিত আইনসকলের অনুসারে জিলা বুন্দেলখণ্ডের উত্তরাংশের জিলার ও দক্ষিণাংশের জিলার ও জিলা আলাহাবাদ ও জিলা কানপুরের বিষয় ও ব্যাপার ও কার্য্য কর্ম্মের নির্ব্বাহকরণার্থে যে সকল ক্ষমতা দেওয়াগিয়াছে এক্ষণে উপরের লিখিত তারিখহইতে সেই সকল ক্ষমতা সুবে বেহার ও বারাণস দেশের বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগকে অর্পণ হইবেক ও ঐ সাহেবেরা উত্তরকালে মধ্যদেশীয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেব নামে খ্যাত হইবেন ও জানান যাইতেছে যে চলিত আইনানুসারে ঐ সাহেব লোকের আপনারদিগের হুকুমের তাবে জিলাসকলেতে যে সকল ক্ষমতার কার্য্য এপর্য্যন্ত করিতে হইতেছে এই আইনানুসারে ঐ সাহেবেরা উপরের প্রকরণের অনুসারে খারিজ হওয়া দুই জিলাব্যতিরেকে ঐ সকল জিলাতেও সেই সকল ক্ষমতার কার্য্য করিবেন ইতি।

দত্ত ও জয়করা দেশসকলের বাকী জিলা সকল তথাকার বোর্ড কমিস্যনর সাহেবলোক যাঁহারা পশ্চিম দেশীয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবনামে খ্যাত হইবেন পূর্ব্বমত তাঁহারদিগের তাবে থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—দত্ত ও জয়করা দেশসকলের মধ্যগত সমস্ত জিলা২ প্রকরণের উক্ত কএক জিলাব্যতিরেকে পূর্ব্বমত তথাকার বোর্ড কমিস্যনরসাহেব দিগের হুকুমের তাবে থাকিবেক ও উত্তরকালে ঐ সাহেব পশ্চিম দেশীয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবনামে খ্যাত হইবেন ইতি।

৪ ধারা।

বোর্ডসকলের সাহেবদিগকে মোকরর করিতে শ্রীযুতের বিশেষক্ষমতার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে উপরের উক্ত বোর্ডসকলের এক২ বোর্ডের সিরিশ্তায় যত২ জন সাহেব মোকরর হইবেন তাহার সংখ্যা নিরূপণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলেতে করিবেন ইতি।

ঐ২ তিনবোর্ডে সাহেব লোক মূলের লিখিত কাল ভিন্ন প্রত্যহ বৈঠক করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের উক্ত তিন বোর্ডের সাহেবলোকেরা আপন২ ভার সম্পর্কীয় কার্য্যকর্ম্মের নির্ব্বাহার্থে রবিবার ও বন্ধের অন্য২ সময়ব্যতিরেকে প্রায় সর্ব্বদাই প্রতিদিন বৈঠক করিবেন ইতি।

৩ তৃতীয়

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ঐ২ বোর্ডের সাহেবলোকের আপনারদিগের ভারসম্পর্কীয় কর্ম্ম কার্য্য চলিবার প্রকরণের কোন প্রকারেতে যদি চলিত আইনের কোন আইনেতে বিশেষ করিয়া কোন হুকুম লেখা না গিয়া থাকে তবে ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমত২ বিষয়েতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে যখন যে হুকুম দেন্ সেই২ হুকুম আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন্ ও শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে চলিত কোন আইনেতে নিষেধের হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিলেও ঐ তিন বোর্ডের সাহেবদিগের অবস্থিতিকরণের স্থান নির্দ্দিষ্ট কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশসকলের মধ্যেতে সময় বিবেচনাক্রমে যে২ মোকামে ঐ শ্রীযুতের বিহিত বোধ হয় তথায় চলিত আইনসকল জারী ও চলন হইয়া থাকে অথবা না হইয়া থাকে সেই২ মোকামেতে করিতে পারিবেন ইতি।

ঐ তিন বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ম্মনির্ব্বাহ করণের কোন প্রকরণে চলিত কোন আইনে কোন উপায় লেখা না থাকিলে ঐ সাহেবেরা যে হুকুম মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

বোর্ডের স্থান নিরূপণ করণে শ্রীযুতের বিশেষ ক্ষমতার কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকহইতে উপরের লিখিত তিন বোর্ডের কোন বোর্ডের সকল সাহেবের প্রতি যে২ সকল ক্ষমতার কার্য্যকরণের ভার হইয়াছে কোন হেতুপ্রযুক্ত যখন ঐ শ্রীযুতের বিবেচনাতে বিহিত বোধ হয় তখন ঐ সাহেবদিগের হুকুমের তাবে সমুদয় স্থানে অথবা বিশেষ কোন২ স্থানে সেই সকল ক্ষমতার কার্য্য করিবার হুকুম সেই বোর্ডের কোন সাহেবের প্রতি দিতে পারিবেন এবং যখন কর্ম্মের নির্ব্বাহ অতিত্বরা হইবার নিমিত্তে ঐ সাহেবদিগের ভারের কর্ত্তব্য কর্ম্মকার্য্যের বিভাগ করা অথবা ঐ বোর্ডের সাহেবহইতে কোন সাহেবকে বিশেষ কোন কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার ভার দেওয়া উচিত বোধ হয় তখন ঐ শ্রীযুত কৌন্সেলের বৈঠকহইতে ঐ তিন বোর্ডের কোন বোর্ডের সাহেবদিগের নামে তাঁহারদিগের এক২ সাহেব এক সময়ে এক স্থানে আলাহিদা২ বৈঠক করিয়া ঐ সকলক্ষমতার কার্য্যকর্ম্ম আপনারা জনে২ কিছু২ করিয়া করিতে ভার লইবার হুকুম দিতে পারিবেন। কিন্তু জানান যাইতেছে যে এই প্রকরণের হুকুমমতে ঐ বোর্ডের সমুদয় ক্ষমতা কিম্বা তাহার কোন২ ক্ষমতা এক জন সাহেবকে অর্পণ হইলে যদি সেই এক জন সাহেব কোন কালেক্টরসাহেবের করা কোন হুকুম কি ফয়সলা পরিবর্ত্ত কি রদ করা উপযুক্ত বুঝেন্ তবে তাহাতে ঐ একসাহেব সেই বোর্ডের এক জন কি তাহাহইতে অধিক সাহেবের মতের ঐক্যতাব্যতিরেকে চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারিবেন না কিন্তু যদি এমত২ বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে ঐ সাহেবকে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ হইয়া থাকে তবে পারিবেন ও ঐ এক সাহেব ঐ বোর্ডের অন্য সাহেবের হুজুরহইতে হওয়া কোন হুকুম কি ফয়সলা রদ কি পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন না ও জানান যাইতেছে যে কিছু কাল মিয়াদে কি সর্ব্বকালের

কোন বোর্ডের সমস্ত সাহেবকে অর্পণহওয়া ক্ষমতা সেই বোর্ডের সাহেবদিগের কোন সাহেবকে দিতে শ্রীযুতের হুজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

শ্রীযুতের হুজুর কৌন্সেলেতে ঐ তিন বোর্ডের সাহেবদিগের প্রত্যেক সাহেবকে পৃথক২ বৈঠক করিয়া কিছু২ ক্ষমতার কার্য্য করিতে হুকুম দিতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

ঐ এক সাহেব শ্রীযুতের হুজুরহইতে বিশেষ ক্ষমতা পাওন ব্যতিরেকে কোন কালেক্টরসাহেবের করা হুকুম কি ফয়সলা রদ কি বদল করিতে না পারিবার এবং ঐ বোর্ডের অন্য সাহেবের করা হুকুম কি ফয়সলা রদ কি

 নিমিত্তে

বদল করিতে ঐ এক সাহেবকে বারণ হওনের কথা।

মিয়াদী কি ইস্তমরারী জমা ধার্য্যের বন্দোবস্ত শ্রীযুতের মঞ্জুরী বিনা সাব্যস্ত না হইবার কথা।

কোন বিষয়ে কোন বোর্ডের দুই সাহেবের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

নিমিত্তে ভূমির জমা মোকররু করিবার কোন বন্দোবস্ত যাবৎ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে তাহা মঞ্জুরহওনের বিষয়ে নিরূপিত মতে হুকুম না হয় তাবৎ পুরা ও সাব্যস্ত বোধ হইবেক না ও তাহা সরকারে কবুল করা হইবেক না ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন বোর্ডের দুই সাহেবের বৈঠকে কি তাঁহারদিগের দুই সাহেবের পৃথক২ বৈঠকে কোন বিষয়ের তজবীজ হইয়া তাহাতে ঐ সাহেবদিগের মতের অনৈক্য হয় তবে সে বিষয়ের নিষ্পত্তিকরা মুলতবী রাখা গিয়া তৃতীয় এতাবতা অন্য যে সাহেব ঐ বোর্ডের মোকররী কিম্বা কায়েম মোকামরূপে অর্থাৎ কিছু কালের নিমিত্তে নিযুক্ত থাকেন্ তাঁহাকে ঐ বিষয় শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে বিষয় বুঝিয়া যে মতে অনুমতি করেন্ সেই মতে সোপর্দ্দ করা যাইবেক ও যে মতেতে অধিক সাহেব একবাক্য হন্ সেই মত প্রবল হইয়া তদনুসারে কার্য্য করা যাইবেক ইতি।

কোন বোর্ডের এক জন সাহেব সেই বোর্ডের সম্যক্ কি কতক ক্ষমতা পাইয়া থাকিলে ঐ বোর্ডের তাবে কোন আমলার তগীর বহালীর কি শাস্তির হুকুম সেই বোর্ডের সকল সাহেবের মত দিতে পারিবার ও এমতে যদি তাঁহার মত কালেক্টর কি সরকারী অন্য কার্য্যকারকসাহেবের মতের সহিত ঐক্য না হয় তবে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে কোন বোর্ডের যে এক জন সাহেবকে ঐ বোর্ডের সমুদয় কি কোন২ ক্ষমতার কার্য্য করিবার ভার এই আইনের লিখিত হুকুমমতে অর্পণ হয় সেই এক সাহেব ঐ বোর্ডের সমস্ত সাহেবদিগের মত সরকারের মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগের এদেশীয় আমলালোকের কিম্বা সরকারের অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবেরা ঐ বোর্ডের হুকুমের তাবে থাকেন্ তাঁহারদিগের এদেশীয় আমলার তগীর বহালীর ও শাস্তির হুকুম তাঁহার হুকুমের তাবে বিশেষ কোন স্থানেতে দিতে পারিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি উপরের লিখিত প্রকারেতে ঐ এক সাহেবের মত কোন কালেক্টরসাহেবের কি সরকারের ঐ বোর্ডের হুকুমের তাবে সরকারী অন্য কার্য্যকারক সাহেবের মতের সহিত ঐক্য না হয় তবে ঐ সাহেবকে নিষেধ করা যাইতেছে যে ঐ বোর্ডের এক কিম্বা ততোধিকসাহেবের একবাক্যতাব্যতিরেকে সে বিষয়েতে চূড়ান্ত হুকুম না দেন্ কিন্তু যদি ঐ সাহেবকে এমত২ বিষয়ের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ হইয়া থাকে তবে পারিবেন ইতি।

এক জন সাহেবের মত কালেকটর কি সরকারের অন্য কার্য্যকারক সাহেবের মতের সহিত ঐক্য না হইলে ঐ সাহেবের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

বোর্ডের তাবে কোন আমলার তগীর বহালীর কি শাস্তির হুকুম সেই বোর্ডের দুই জন সাহেবেতে দিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে কোন বোর্ডের সাহেব ঐ বোর্ডের মোতালক কিম্বা ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের বিশেষ ক্ষমতার তাবে কোন আমলার তগীর বহালীর কি শাস্তির বিষয়ে ঐ বোর্ডের দুই কি ততোধিক সাহেবের একবাক্যতাবিনা [illegible] কোন হুকুম দিতে পারিবেন না কিন্তু যদি শ্রীযুত নওয়াবগবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে এমত বিষয়ের নিমিত্তে বিশেষ ক্ষমতা পাইয়া থাকেন্ তবে পারিবেন ইতি।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—ঐ২ বোর্ডের কোন বোর্ডের সমুদয় সাহেবলোক তাঁহারদিগের তাবে কোন আমলাকে মস্‌পেণ্ড করিতে যে মত ক্ষমতা ও শক্তি রাখেন সেই বোর্ডের এক সাহেবো তাঁহার প্রতি উপরের উক্ত মতে বোর্ডের সমস্ত সাহেবের ক্ষমতা অর্পণ হইলে সেইমত ক্ষমতা ও শক্তি রাখিবেন কিন্তু এমতে কর্ত্তব্য যে এমত আমলাকে সস্পেণ্ড করিবার বিষয়ে ঐ এক জন সাহেবহইতে যে২ হুকুম হয় তাহার কৈফিয়ৎ অবিলম্বে ঐ বোর্ডের অন্য সাহেবের নিকটে পাঠান যায় ও তাহা বোর্ডের সাহেবদিগের মতের আধিক্যানুসারে রদ কিম্বা বহাল হইবেক কিন্তু যদি এবিষয়ের নিমিত্তে ঐ এক সাহেবকে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ হইয়া থাকে অথবা ঐ হুকুম কোন কালেক্টরসাহেবের কি বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমের তাবে অন্য কার্য্যকারক সাহেবের করা হুকুম বহাল রাখণেতে কি পরামর্শ লওনার্থে তাঁহার পাঠান চিঠীর লিখিত মতের ঐক্যতায় হইয়া থাকে তবে পাঠাইতে হইবেক না ইতি।

কোন বোর্ডের তাবে কোন আমলাকে সস্পেণ্ড করণের বিষয়ে সেই বোর্ডের সমস্ত সাহেবের মত ক্ষমতা ঐ বোর্ডের এক জন সাহেব তিনি পৃথক বৈঠক করিবার ক্ষমতা পাওন মতে রাখিবার ও তাহাতে দেওয়া হুকুমের কৈফিয়ৎ সেই বোর্ডের অন্য সাহেবের নিকটে পাঠাইবার ও মূলের লিখিত কএক প্রকারব্যতিরেকে অধিক সাহেবের মত প্রবল হইবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—প্রত্যেকে ঐ তিন বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ কোন বোর্ডের সকল সাহেবের হজুরহইতে কি ঐ বোর্ডের এক জন সাহেবকে উপরের উক্ত মতে সেই বোর্ডের সমস্ত সাহেবের ক্ষমতার্পণ হওনমতে ঐ এক সাহেবের হজুরহইতে কোন বিষয়েতে কোন হুকুম কি ফয়সলা হইলে যদি ঐ বিষয়ের সহিত যে ব্যক্তি এলাকা রাখে সে ব্যক্তি ঐ হুকুম কি ফয়সলা হওনের তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে তাহাতে অসম্মতির দরখাস্ত দেয় কি তাহা দিতে বিলম্ব হওনের বিশিষ্ট হেতু জানায় এবং তাহার দাখিলকরা নিদর্শন পত্রের দ্বারা ঐ সাহেবদিগের বিবেচনায় ঐ বিষয় পুনর্ব্বার শ্রবণ ও তজবীজ করিবার যোগ্য বোধ হয় তবে সে বিষয়ের দ্বিতীয় তজবীজ অর্থাৎ পুনর্ব্বিচারের কি ঐ হুকুম কি ফয়সলা রদ কি পরিবর্ত্ত হইবার কি বহালথাকিবার হুকুম দেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন বোর্ডের যে এক জন সাহেব উপরের উক্ত মতে সেই বোর্ডের সমস্ত সাহেবের ক্ষমতা পাইয়া থাকেন তাঁহার করা কোন হুকুম কি ফয়সলা সেই বোর্ডের দুই কি ততোধিক সাহেবের মতের ঐক্যতা বিনা পরিবর্ত্ত কি রদ কিম্বা মৌকুফ হইতে পারিবেক না ইতি।

বোর্ডের সাহেবলোক কোন বিষয়ে তাঁহারদিগের হজুরহইতে হওয়া হুকুম কি ফয়সলাতে তৎসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি অসম্মত হইয়া তাহা হওনাবধি তিন মাসের মধ্যে ঐ সাহেবদিগের নিকটে দরখাস্ত দিলে কি তাহা দিতে বিলম্বহওনের মাতবর হেতু জানাইলে ঐ হুকুম কি ফয়সলা রদ কি বদল কি তাহার দ্বিতীয় তজবীজ করিতে পারিবার কথা।

কোন বোর্ডের এক জন সাহেব সেইবোর্ডের সকল সাহেবের মত ক্ষমতা পাইলে তাঁহার করা হুকুম কি ফয়সলা সেই বোর্ডের দুই কি ততোধিক সাহেবের মতের ঐক্যতাবিনা রদ কি বদল কিম্বা মৌকুফ না হইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—যদি কোন বিষয়েতে হুকুম দেওনে কি তাহার নিষ্পত্তিকরণেতে কোন বোর্ডের সাহেবদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হয় ও সাহেবেরা দুই পক্ষেতে একবাক্যতায় সংখ্যায় সমান থাকেন এমত২ প্রকারেতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে অন্য সাহেব কি সাহেবদিগকে কায়েম মোকামরূপে এতাবতা কিছু দিনের নিমিত্তে ঐ বিষয়ের নিষ্পত্তির কারণ মোকরর করিবেন ও ঐ সাহেবেরা ঐ বিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তিকরণেতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের প্রতি সর্ব্বকালে যে২ ক্ষমতার কার্য্য করিবার ভার আছে সেই২ ক্ষমতা রাখিয়া কার্য্য করিবেন। ও কোন বোর্ডের দুই সাহেবের বৈঠক যেখানে কায়েম মোকাম সাহেব নিযুক্ত থাকেন ও ঐ

যদি কোন বিষয়ের হুকুম কি নিষ্পত্তিকরণেতে কোন বোর্ডের সাহেবদি

বোর্ডের

গের মধ্যে মতের অনৈক্য হয় ও ঐ দুই পক্ষে সাহেব লোক একবাক্যে সংখ্যায় সমান থাকেন তবে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

বোর্ডের মোকররী অন্য সাহেব কি সাহেবেরা উপস্থিত না থাকেন্ তথায় হইয়া দুই সাহেবের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে সেই সাহেবদিগের আবশ্যক যে সে বিষয় ঐ মোকররী সাহেব কি সাহেবদিগকে সোপর্দ্দ না করিয়া কায়েম মোকাম সাহেবকে সোপর্দ্দ করেন্ ও যে পক্ষে ঐ সাহেবের মতের ঐক্য হয় সেই পক্ষের মতানুসারে কার্য্য হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

G. J. MORRIS,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গজী ১৮২২ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ফৌজদারী মোকদ্দমার ন্যায় ও বিচারের মোতালক কোনং কথা শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের তারিখ ১৯ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৮ সালের ৭ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২৯ সালের ১২ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৯ সালের ৮ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৮ সালের ১১ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩৭ সালের ২৪ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক চলিত আইনেতে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে কোন অপরাধিকে তাহার উপর ঐ আদালতের মৌলবী লোকের ফতওয়ার অনুসারে অপরাধপ্রমাণ হইলে ও ছাড়িয়া দিবার হুকুম দিতে ক্ষমতা অর্পণ হওনের কোন প্রসঙ্গ লেখা যায় নাহি এবং শরার উক্ত যেং দ্রুহবচন স্পষ্টরূপে ন্যায়ের ব্যতিক্রম তাহা এপর্য্যন্ত বিশেষ কোন আইনানুসারে শুধরা যায় নাহি অতএব নীচের লিখিতব্য দাঁড়া ঐং বিষয়ের হুকুম হইবার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে কোন অপরাধিকে তাহার প্রতি ঐ আদালতের মৌলবীদিগের ফতওয়ানুসারে অপরাধপ্রমাণ হইয়া থাকিলে ও ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতার্পণ হইবার কথা।

যদি কোন ব্যক্তির প্রতি কোন অপরাধের কর্ম্মকরণের অপবাদ হইয়া নিজামৎ আদালতের মৌলবীলোকের ফতওয়া অনুসারে তাহার সেই অপরাধকরণপ্রমাণ হয় ও ঐ আদালতের দুই কিম্বা তাহাহইতে অধিক সাহেবের ঐ ফতওয়া বিলক্ষণরূপে দৃষ্টি ও সম্পূর্ণ বিবেচনা করিয়া সাক্ষিদিগের দেওয়া যেং সাক্ষ্যদ্বারা ঐ ব্যক্তির অপরাধপ্রমাণ হইয়া থাকে তাহা পূরা খাতিরজমা অর্থাৎ বিলক্ষণ হৃৎপ্রত্যয় হওনের যোগ্য বোধ না হয় তবে এমতে ঐ আদালতের সাহেবলোক ঐ ব্যক্তির খালাসীর হুকুমদিতে পারিবেন ইতি।

৩ ধারা।

খুন কি অঙ্গক্ষত হওয়া ব্যক্তির পক্ষলোকে নালি

খুনের কি অঙ্গচ্ছেদনের অথবা শারীরিক আত্যন্তিক হানির যে সকল মোকদ্দমাতে খুন হওয়া কি অঙ্গক্ষত হওয়া ব্যক্তির পক্ষ লোক তাহার দাওয়া দরপেশ করিতে স্বীকার

শ না করণমতে যেমতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

না করে সে সমস্ত মোকদ্দমাতে নিজামৎ আদালতের যে সাহেব কি সাহেবেরা বৈঠক করেন সেই সাহেব কি সাহেবেরা ঐ আদালতের মৌলবীদিগকে হুকুম দিবেন যে তাঁহারা ঐ খুন কি অঙ্গক্ষত হওয়া ব্যক্তির পক্ষব্যক্তির তরফহইতে দাওয়া দরপেশ হইলে যেমত ফতওয়া লিখিতেন সেই মত এপ্রকারে ফতওয়া লিখেন ও ঐ সাহেব কি সাহেবেরা মোকদ্দমার সমস্ত ভাবগতিক দেখিয়া ও বিবেচনা করিয়া নালিশ দরপেশ হইলে যে মত শাস্তির হুকুম দিতেন সেইমত চলিত আইনানুসারে ঐ অপরাধি দিগের শাস্তির হুকুম দিবেন ইতি।

৪ ধারা।

খুনের যেং মোকদ্দমাতে তাহা করণের পর ও সাবুদ হইবার পূর্ব্বে খুনীর উন্মাদাবস্থা হয় তাহাতে অপরাধী সুস্থচিত্ত হইলে নিজামৎ আদালতের যে সাহেব কি সাহেবেরা সে মোকদ্দমাতে বৈঠক করেন তাঁহারা যাহা করিবেন তাহার কথা।

যেহেতুক খুনের মোকদ্দমাতে নিজামৎ আদালতের মৌলবীদিগের লেখা ফতওয়ার অনুসারে জানা গেল যে বধকরণের পরে ও তাহা করা প্রমাণ হওনের পূর্ব্বে বধকারি ব্যক্তির উন্মাদাবস্থা হইলে তাহাতে বধকরণের কালে ঐ বধকারি ব্যক্তির প্রকৃত জ্ঞান ও স্থির বুদ্ধি রহিয়া থাকিলেও কেসাস্ অর্থাৎ বধের বদলে তাহার বধ হইতে পারে না এবং হাকিমের বিবেচনার প্রতি নির্ভর রাখা শাসনার্থ শাস্তি হইতে পারে না ও এমতং প্রকারেতে ঐ বধকারি ব্যক্তির দীয়ৎ অর্থাৎ খুনের মূল্য দিতে হয় অতএব এই আইনানুসারে এমত হুকুম হইল যে এইরূপ সমস্ত মোকদ্দমাতে এতাবতা কোন অপরাধের কর্ম্ম করণের পরে অপরাধির উন্মাদাবস্থা হওনের মোকদ্দমাতে ঐ উন্মাদাবস্থাহইতে সেই অপরাধি বিলক্ষণ সুস্থ হইলে নিজামৎ আদালতের যে সাহেব কি সাহেবেরা সে মোকদ্দমাতে বৈঠক করেন তাঁহার কি তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ আদালতের মৌলবীদিগকে হুকুম দেন যে তাঁহারা এপ্রকার মোকদ্দমাতে অপরাধির উন্মাদাবস্থা না হওনমতে যে রূপে ফতওয়া লিখিতেন সেই রূপে লিখেন ও ঐ আদালতের সাহেব কিম্বা সাহেবেরা মোকদ্দমার ভাবগতিকেতে সম্পূর্ণ দৃষ্টি ও বিবেচনা করণের পরে উন্মাদাবস্থা না হইলে যেমত শাস্তির হুকুম দিতেন সেই মত চলিত আইনঅনুসারে ঐ অপরাধির শাস্তির হুকুম দিবেন ইতি।

৫ ধারা।

খুনের কোনং মোকদ্দমাতে আসামীর করা এজ্‌হারেতে নিজামৎ আদালতের মৌলবীদিগের ফতওয়া অনুসারে খুনের বদলে খুন ও হাকিমের বিবেচনায় নির্ভর হওয়া শাস্তিহওনের বাধা হইলে ও তাহাতে নিজামৎ আ

খুনের কোনং মোকদ্দমাতে নিজামৎ আদালতের মৌলবীদিগের দেওয়া ফতওয়াক্রমে ইহা জানা গেলে যে অপরাধের অল্পতা হওনার্থে আসামী বধ করা স্ত্রীকে সে আসামীর ভোগ্যা অথবা স্বসম্পর্কীয়া হয় পরপুরুষের সহিত কুক্রিয়া এতাবতা সংসর্গ করিতে দেখিয়া কিম্বা বধকরা পুরুষকে আসামীর ভোগ্যা অথবা স্বসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোকের সহিত সংসর্গ করিতে অথবা সামান্যতঃ পরস্ত্রী গমন করিতে দেখিয়া বধ করিয়াছে এই রূপ এজ্‌হার করিয়া থাকিলে তাহাতে কেসাস অর্থাৎ বধের বদলে বধ হইতে পারে না এবং হাকিমের বিবেচনার প্রতি নির্ভর রাখা শাসনার্থ শাস্তিও হইতে পারে না ও এমত

প্রকারেতে

প্রকারেতে ঐ বধকারি ব্যক্তির দীয়ৎ অর্থাৎ খুনের মূল্য দিতে হয় অতএব এই আইনানুসারে হুকুম হইল যে এমতং মোকদ্দমাতে নিজামৎ আদালতের যে সাহেব কি সাহেবেরা বৈঠক করেন্ সেই সাহেব কি সাহেবেরা ঐ আদালতের মৌলবী লোক্কে হুকুম দিবেন যে তাঁহারা আসামী এমত এজহার না করিয়া থাকিলে যেমত ফতওয়া লিখিতেন সেইমত এপ্রকারে ফতওয়া লিখেন ও ঐ সাহেব কি সাহেবেরা মোকদ্দমার ভাব গতিকেতে সম্পূর্ণ দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া এমত এজহার না হইয়া থাকিলে যে মত শাস্তির হুকুম দিতেন সেই মত এঁপ্রকারেও শাস্তির হুকুম দিবেন ইতি।

দালতের যে সাহেব কি সাহেবেরা বৈঠক করেন্ তাঁহারদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৬ ধারা।

অঙ্গক্ষত হইয়া থাকে শারীরিক যে হানিতে তাহার অনেকং মোকদ্দমাতে নিজামৎ আদালতের মৌলবীদিগের দেওয়া ফতওয়ার অনুসারে ইহা জানা গেল যে অপরাধির অপরাধ বিলক্ষণরূপে প্রমাণ হইলে পর ঐ অপরাধির শিরে কেবল হুকুমমতে অঙ্গ ক্ষত হওয়া ব্যক্তির ঔষধের মূল্য ও চিকিৎসকের বেতন দেনা অর্হে এপ্রতিফল অতিঅল্প বোধ হইতেছে অতএব এই আইনানুসারে এমত হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ঐ মত ফতওয়া লেখা যাওনমতেও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমার অপরাধির সাতবৎসরের অধিক না হয় এমত মিযাদে কয়েদ থাকনের হুকুম দিতে পারিবেন ও যদি কোন মোকদ্দমাতে ঐ সাহেবদিগের বিবেচনায় ঐ শাস্তি ঐ অপরাধির উপযুক্ত বোধ না হয় তবে ঐ সাহেবেরা সে মোকদ্দমার রোযদাদ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইতে পারিবেন ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা নিজামৎ আদালতের মৌলবীদিগের স্থানে আর এক ফতওয়া লইয়া মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া ন্যায় মতে যে মিয়াদে কয়েদের হুকুম দেওয়া উচিত হয় তাহা দিবেন ইতি।

অঙ্গক্ষত হওনের যেং মোকদ্দমাতে আদালতের মৌলবীদিগের ফতওয়ানুসারে অপরাধির উপর হুকুমমতে আদল্ অর্হে তাহাতে দায়েরসায়েরী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৭ ধারা।

জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ৪ ধারাতে কোন অপরাধের অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির অপরাধ নিজামৎ আদালতের মৌলবীদিগের দেওয়া ফতওয়াক্রমে প্রমাণ না হইয়া থাকিলেও ঐ আদালতের দুই কিম্বা তাহাহইতে অধিক সাহেবকে তাহার অপরাধ প্রমাণ ও শাস্তির হুকুমকরণের বিষয়ে ক্ষমতার্পণ করণের অর্থে যে হুকুম লেখা যায় সেই হুকুম এই আইনের লিখিত হুকুমানুসারে যেং মোকদ্দমাতে শরার মতে হইতে পারে যে শাস্তি কিম্বা সামান্যত উপযুক্ত হয় যে শাস্তি তাহা নিজামৎ আদালতের মৌলবীলোকের ফতওয়ার অনুসারে অপরাধির সেই অপরাধকরণকালেতে স্থির বুদ্ধি ও প্রকৃত জ্ঞান না থাকনের সন্দেহহওনপ্রযুক্ত না হইতে পারে সেইং মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক যদি নিজামৎ আদালতের দুই কি তাহাহইতে অধিক সাহেবের এমত মোকদ্দমাতে সাক্ষিদিগের দেওয়া সাক্ষ্য বাক্যেতে যথোচিত বিবেচনা

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ৪ ধারার হুকুম যে ২ মোকদ্দমাতে নিজামৎ আদালতের মৌলবীদিগের ফতওয়াক্রমে অপরাধকরণকালে অপরাধির বুদ্ধি শুদ্ধি না থাকনের সন্দেহে শাস্তি না হইতে পারে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

করণের পরে বিলক্ষণরূপে ইহা হৃদ্বোধ হয় যে ঐ অপরাধের ক্রিয়াকরণ কালে ঐ অপরাধি ব্যক্তির উন্মাদাবস্থা প্রত্যয়হওনের যোগ্য ছিল না ও সে সর্ব্ব প্রকারেতে শাস্তি পাইবার যোগ্য বটে ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

G. J. MORRIS,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের লিখিত কোনং কথা শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের তারিখ ১৩ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৯ সালের ৩২ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৯ সালের ৯ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৯ সালের ১ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৯ সালের ৯ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৩৭ সালের ২২ রমজানে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনেতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে যদি কোন জন তাহার নামে ডাকাইতীকরণ অপরাধের নিমিত্তে ঐ আইনের ৩ ধারার লিখনমতে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইলে সেই ইশ্‌তিহারনামার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুজুরে হাজির না হয় তবে ঐ ব্যক্তির এমত হুকুম না মানন সাবুদ হইলে তাহার নামে যে অপরাধকরণের নালিশ হইয়া থাকে তাহার সেই অপরাধের কর্ম্মকরণ নিশ্চয় ও প্রমাণ বোধ হইয়া সে নিমিত্তে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কয়েদের ও দেশের বাহির হইয়া সমুদ্রপারে যাওনের শাস্তির যোগ্য হইবেক ও ঐ আইনের লিখিত দাঁড়ামতে ইহা আবশ্যক যে ঐ অপরাধিকে হুকুম না মাননহেতুক তাহার তজবীজের নিমিত্তে দায়ের সায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ করা যায় এবং ঐ আইনেতে এমত হুকুম লেখাও গিয়াছে যে ঐ অপরাধির পক্ষে যে অপরাধের নিমিত্তে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়া থাকে তদ্ভিন্ন অন্য কোন অপরাধের নিমিত্তে হওয়া নালিশের তজবীজ তহকীককরাও যাইতে পারে কিন্তু যে কোনং মোকদ্দমাতে ডাকাইতীকরণের অপবাদগ্রস্ত লোকদিগের নামে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়াছিল তাহাতে ইহা জানা গেল যে সেই অপরাধিরা তাহারদিগের উপর হুকুম না মানন প্রমাণ হওন ও সে নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনানুসারে তাহারদিগের নিরূপিত যে শাস্তি উচিত তাহার অর্থাৎ যাবজ্জীবন কয়েদ ও দেশান্তরকরণের হুকুম হওয়াতে তাহারদিগের যে ডাকাইতী করা প্রমাণ ও নিশ্চয় বোধ হইয়াছে সেই ডাকাইতীকরণেতে খুন হওনপ্রযুক্ত তাহারদিগের প্রতি স্পষ্টতঃ প্রাণদণ্ডের যে হুকুম হওয়া উচিত ও আবশ্যক ছিল তাহাহইতে এড়াইয়াছে তদ্দৃষ্টে ইহা বিহিত বোধ হইল যে যাহার নামে ডাকাইতীকরণহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের লিখিতমতে ইশ্‌তিহারনামা জারী হয় উচিত বোধ হইলে তাহাকে দায়ের

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

সায়েরী আদালতে হুকুম না মাননের তজবীজের নিমিত্তভিন্ন যে অপরাধের নিমিত্তে তাহার নামে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়া থাকে সেই অপরাধের বিচারার্থে সোপর্দ্দ করণের ক্ষমতা থাকে অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের কোন২ ধারা শুধরা যাওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সাহের ৯ আইনের ৩ ও ৬ ও ৭ ও ৮ ও ১০ ধারা এই আইনের লিখিত নিয়মানুসারে শুধরা গেল ইতি।

যাহারদিগের নামে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়া থাকে তাহারদিগ্‌কে উচিত বোধ হইলে হাজির না হওয়াতে হওয়া হুকুম না মাননের নিমিত্ত ভিন্ন আসল অপরাধের বিচারার্থে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ করা যাইতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এই প্রকরণানুসারে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে যদি কোন অপরাধী তাহার নামে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের লিখনমতে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইলে হাজির না হয় তবে তাহার এ হুকুম না মাননেতে যে অপরাধের নিমিত্তে তাহার নামে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়া থাকে সে অপরাধের তজবীজ তহকীককরণের বাধা হইবেক না বরং তাহার তজবীজ তহকীক শরা ও চলিত আইনমতে করা যাইবেক যদি ঐ নালিশের বিষয়ের জওয়াব দিবার নিমিত্তে ইশ্‌তিহারনামার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হাজির না হওয়াতে হওয়া হুকুম না মাননের অপরাধের নিমিত্তভিন্ন ঐ আসল অপরাধের তজবীজের নিমিত্তে তাহাকে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে সোপর্দ্দ করা উচিত বোধ হয় ইতি।

৩ ধারা।

উপরের প্রকরণের লিখিত ঐ২ প্রকারেতে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে অর্পণহওয়া ক্ষমতার কথা।

জানান যাইতেছে যে উপরের প্রকরণেতে যে২ প্রকার লেখা গেল তাহাতে যাহার নামে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইযাছে তাহাকে হুকুম না মানন ও আসল অপরাধ এই দুই অপরাধের মধ্যে কোন্ অপরাধের নিমিত্তে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ করা যাইবেক এবিষয়ের তজবীজ পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের দ্বারা ঐ বিষয়ের সম্বাদ পাইলে পর করিতে পারিবেন ইতি।

৪ ধারা।

ইশ্‌তিহারী লোকেরা তাহারদিগের করা হুকুম না মাননের তজবীজ হইয়া তাহাহইতে খালাসী পাইলে পুনরায় আসল অপরা

যে ব্যক্তির নামে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়া থাকে সে যদি হুকুম না মাননহেতুক দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ হইয়া ঐ আদালতের সাহেবদিগের তজবীজেতে ঐ অপরাধহইতে খালাসী পায় তবে এমত খালাসীতে তাহার পুনরায় ঐ দায়েরসায়েরী আদালতে যে অপরাধের জওয়াব দিবার নিমিত্তে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়া থাকে

সেই অপরাধের নিমিত্তে সোপর্দ্দ হইবার বাধা হইবেক না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি ঐ ব্যক্তি ইশ্‌তিহারনামা জারী হইবার কারণ যে অপরাধ সেই অপরাধের নিমিত্তে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ হইয়া ঐ আদালতের সাহেবদিগের বিচারানুসারে সে অপরাধহইতে খালাসী পায় তবে এমতে ঐ ব্যক্তি হুকুম না মাননের নিমিত্তে কোন প্রকারে পুনরায় দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ হইবেক না ইতি।

ধের নিমিত্তে দায়েরসায়ের সোপর্দ্দ হইতে পারিবার কিন্তু আসল অপরাধের তজবীজ হইয়া খালাসী পাইলে হুকুম না মাননের নিমিত্তে সোপর্দ্দ না হইবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

G. J. MORRIS,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

বারাণসদেশে কোর্ট ওয়ার্ডসের সিরিশ্‌তা মোকরর করিবার ও ঐ কোর্ট ওয়ার্ডসের প্রত্যেক সিরিশ্‌তার সাহেবদিগকে অর্পণহওয়া ক্ষমতা ও শক্তিসম্পর্কীয় কোনং দাঁড়া নিরূপণ করিয়া ও বিবরিয়া লিখিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের তারিখ ১ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৯ সালের ১৮ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৯ সালের ১০ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৯ সালের ১৯ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৯ সালের ১৪ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৭ সালের ১২ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

কোর্ট ওয়ার্ডসের সিরিশ্‌তাসম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের ক্ষমতা নিরূপণার্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ আইনের লিখিত যে ২ হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫২ আইনের ও ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ২৯ ধারানুসারে দত্ত ও জয়করা দেশে ও ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩৬ ধারানুসারে কটক জিলাতে জারী হইয়াছে সেইং হুকুম যদি তাহা বারাণসদেশেতে জারীহওনের বাসনা ও প্রকৃত তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট ছিল ও ইহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৫ আইনের ৭ ধারার ৭ প্রকরণের লিখিত কথার ভাবেতে বোধ হইতেছে তথাপি কখন কোন আইনানুসারে বারাণসদেশেতে চলন হয় নাহি তদ্ব্যতিরিক্ত প্রথমতঃ যে ২ হুকুম অল্পবয়স্ক অধিকারিগণের ভূমির ও অন্য অনুপযুক্ত ব্যক্তিদিগের ভূমির কার্য্যকর্ম্মের নির্ব্বাহ যাহা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের হুকুমের তাবেতে হয় তাহার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে কেবল এই লেখা যায় যে ঐ সাহেবদিগের তাবে থাকিয়া অল্পবয়স্ক কি অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের ভূমির জমা উসুল ও তৎসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যকর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে তাহারদিগের ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব কি আত্মীয় স্বজন কিম্বা প্রত্যয়স্থ চাকরদিগের মধ্যহইতে কেহ সরবরাহকার মোকরর্ হইবেক ও তাহা যে ২ ভূমিতে অল্প মুনাফা হইত তাহার সম্বন্ধে তাহার মুনাফার টাকা সমদয় সরবরাহকারীর খরচে খরচ হইয়া যাওনহেতুক অল্প কালেতেই মৌকুফ হইয়া কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগকে এমত ক্ষমতার্পণ হইল যে এমতং প্রকারেতে ঐ সকল ভূমির কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্তে যে উপায় ও তদবীর আপনারদিগের বিহিত বিবেচনাক্রমে উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা করেন্ পরে যখন ইহা স্থির হইল যে সরবরাহকার লোক কেবল কালেক্টরসাহেবের আমলার মধ্যহইতে হইবেক

তখন সরবরাহকারদিগকে তাহারা ঐ ভূম্যধিকারিদিগের সহিত কিছু নৈকট্য কি সম্পর্ক রাখে অথবা না রাখে তাহাতে দৃষ্টি না করিয়া ঠাহরিয়া নিযুক্তকরণের নির্ভর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের সম্মতিক্রমে কালেকুটরসাহেবদিগের বিবেচনার প্রতি হইল এমতে প্রকৃতার্থে অল্পবয়স্ক ও অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের ভূমিসকলের কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ বিহিতরূপে হওনের বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও ভার সরকারের রাজস্ব তহসীলের কার্য্য ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের এতাবতা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের প্রতি হইলে ও কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা প্রায়ি মফঃসলের যে সরঞ্জামী খরচ সরবরাহকার লোকদ্বারা হয় সে অতিঅসঙ্গত ও আন্দাজ হইতে অতিবেশী ইহা বুঝিয়া সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের অনুমতি লইয়া অনেক২ প্রকারেতে সাহেবকে নক্শার পরিবর্ত্তে ইজারা দেওনের নক্শা জারী কবিলেন ও অল্পবয়স্ক অধিকারিদিগের ফলদায়ক এই ইজারার নক্শা ঐ অনুমতিক্রমে ১৮ অষ্টাদশ বৎসরপর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে তথাপি হজুরের যে সকল আইন কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগকে তাঁহারা বিহিত বুঝিলে সরবরাহকার মোকরর না করিবার বিষয়ে ক্ষমতার্পণহওনার্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল আইনের লিখিত কথার দৃষ্টে সন্দেহ জন্মিল যে ভারী২ ও বহুতর উৎপন্নের ভূমিতে ইজারার নক্শা অর্থাৎ প্রকরণহওয়া সঙ্গত বটে কি না এতদ্দৃষ্টে ইহা স্পষ্ট ও বিশেষ করিয়া লেখা যাইতেছে যে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা তাঁহারদিগের হুকুমের তাবে যে সকল ভূমি থাকে তাহাতে সর্ব্বতোভাবে আপনারদিগের ক্ষমতাচরণ করিতে পারিবেন ও ইহার পুর্ব্বে যে সকল ইজারা ঐ সাহেবদিগের করা হুকুমমতে দেওয়া হইয়াছে তাহা সমস্ত অসঙ্গত বটে ইহা বিবরিয়া লেখা উচিত বোধ হইল তদতিরিক্ত ইহা উপযুক্ত বোধ হইল যে কোর্ট ওয়ার্ডসের প্রত্যেক সিরিশ্তার সাহেবদিগকে ক্ষমতা দেওয়া যায় যে অল্পবয়স্ক অধিকারিদিগের ও অন্য অনুপযুক্ত ব্যক্তিদিগের ভূমিতে যে সময়ে ঐ তদবীর ও উপায় করা তাঁহারদিগের বিবেচনায় উচিত ও বিহিত বোধ না হয় তখন তাহাতে ক্ষান্ত হন এ কারণ নীচের লিখিতব্য দাঁড়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে ঐ২ দাঁড়া জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫২ আইন ও ১৮০৫ সালের ৮ আইনের কতক বারাণসদেশেতে জারী হইবার ও মধ্যদেশীয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ঐ দেশের কোর্ট ওয়ার্ডসের সিরিশ্তাতে নিযুক্ত হইবার কথা।

জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫২ আইনের লিখিত কথা ও তদতিরিক্ত ১৮০৫ আলের ৮ সাইনের ২৯ ধারার লিখিত দাঁড়া এই ধারানুসারে বারাণসদেশে জারী ও চলন হইবেক ও মধ্যদেশীয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ঐ দেশের কোর্ট ওয়ার্ডসের সিরিশ্তার সাহেবনামে খ্যাত হইয়া ঐ২ হুকুম যাহা নীচের লিখিতব্য ধারানুসারে নিরূপণ করিয়া ও স্বধরিয়া লেখা যাইতেছে তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে কলিকাতা রাজধানীর হুকুমের তাবে দেশসকলেতে নির্দ্দিষ্ট হওয়া কোর্টওয়ার্ডসের প্রত্যেক সিরিশ্‌তার সাহেব দিগকে এবিষয়ে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে যেং ভূমি তাঁহারদিগের হুকুমের নীচে আইসে তাহা ১০ দশ সালের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কোন জনকে ইজারা দেন কিম্বা ঐ সকল ভূমির কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে অন্য যে কোন প্রকরণ তাঁহারদিগের বিবেচনাতে উপযুক্ত ও বিহিত বোধ হয় তাহা চলিত কোন আইনেতে তাহা করিতে নিষেধের হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিলেও এই নিয়মে করেন্ যে অল্পবয়স্ক অধিকারিদিগের ভূমি উপরের লিখিতহইতে অধিক মিয়াদে অন্যের হাতে না যায় তদতিরিক্ত হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ভূমির যেং ইজারা বন্দোবস্ত কোর্ট ওয়ার্ডসের যে কোন সিরিশ্‌তার সাহেবদিগের হুজুরহইতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরলবাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের বিশেষ হুকুমের অনুসারে অথবা যেং দাঁড়ানুসারে ঐ সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ হইয়া থাকে তাহার আশয় ও তাৎপর্য্যের দৃষ্টে হওয়া হুকুমমতে হইয়াছে সে সমস্ত ইজারা সর্ব্বপ্রকারেত সঙ্গত ও মাতবর বোধ হইবেক ও এমত ইজারার বিষয়ে আদালতের সাহেবলোক ঐ ইজারা সঙ্গতহওনের অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের লিখিত প্রকারেতে নির্দ্দিষ্ট ও জারী হওয়া কোন আইনেতে কোন হুকুম না থাকনের বিষয়ে কোন ওজর ও বাধা করিবেন না ও অন্যের তরফহইতে হইলে তাহা মঞ্জুর করিবেন না ইতি।

কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা আপনারদিগের ক্ষমতার ব্যাপ্য হওয়া ভূমি দশবৎসরের অনূর্দ্ধ মিয়াদে কোন জনকে ইজারা দিতে কিম্বা তাহা ঐ মিয়াদের অধিক কাল অন্যের হস্তগত না থাকনের নিয়মে অন্য কোন প্রকরণ তাহাতে করিতে পারিবার কথা।

পূর্ব্বে যে সকল ইজারা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেব দিগের হুকুমে হইয়া থাকে তাহা সঙ্গত ও সাব্যস্ত থাকনের ও তাহা না মঞ্জুর করিতে আদালতের সাহেবদিগের নিষেধ হওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— সরকারের মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগের হুকুমের তাবে অধিকারের মধ্যে যে সকল লোকেরা ভূমির এলাকা রাখে তাহারদিগের সহিত যে সকল দাঁড়া ও আইন সম্পর্ক রাখে সেই সকল দাঁড়া ও আইন যে সকল ইজারদার ও অন্যং লোকেরা কোর্ট ওয়ার্ডসের অধিকারক্রমে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমের তাবে অধিকারেতে ভূমির এলাকা রাখে তাহারদিগের প্রতি খাটিবেক ইতি।

যে সকল ইজারদার ও অন্য লোকেরা কোর্ট ওয়ার্ডসের অধিকারক্রমে বোর্ড রেবিনিউর সাহেব দিগের হুকুমের তাবে থাকে তাহারদিগের সহিত যেং দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

৪ ধারা।

জানান যাইতেছে যে কোর্ট ওয়ার্ডসের প্রত্যেক সিরিশ্‌তার সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে অল্পবয়স্ক অধিকারিদিগের ও অন্য অনুপযুক্ত ব্যক্তিদিগের ভূমিতে যে সময়ে ঐ তদবীর ও উপায় করা আপনারদিগের বিহিত বিবেচনাক্রমে উচিত ও আবশ্যক না বুঝেন্ তখন তাহাহইতে হাত উঠাইতে পারিবেন ও জানা কর্ত্তব্য যে যদি এক জন অল্পবয়স্ক বালক পূর্ব্বাধিকারির মরণের পরে উত্তরাধিকারিতাক্রমে অসাধারণে কোন ভূমির সমুদায় স্বত্বাধিকারী হইয়া তাহা পায় ও তাহার অল্পবয়স্কতার কালেতে ঐ ভূমিতে

কোর্ট ওয়ার্ডসের প্রত্যেক সিরিশ্‌তার সাহেব দিগের অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের ভূমিতে ঐ তদ্বীর করা বিহিত না বুঝিলে তাহাহইতে হাত উঠাইতে পারিবার কথা।

তাহার

অল্পবয়স্ক অধিকারিদিগের ভূমি সরকারী বাকীর নিমিত্তে নীলাম না হইবার ও এমতেতে মালগুজারীর কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা ঐ ভূমি ইজারা দিবার ও কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবলোক তাহার অল্পবয়স্কতার যে সে সময়ে ঐ ভূমির কর্ম্মনির্ব্বাহের কর্ত্তৃত্ব করিবার কথা।

তাহার দখীলকারহওনের পরকালীনের বাবৎ সরকারের মালগুজারীর টাকা বাকী পড়ে তবে এমত বাকীর নিমিত্তে সে ভূমি নীলাম হইবেক না কিন্তু এমত বাকী পড়িলে সরকারের রাজস্ব তহসীলের কার্য্যের ভারাক্রান্ত সাহেবলোক ঐ ভূমি দশবৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কোন জনকে ইজারা দিতে পারিবেন এবং এমতে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবলোক তাহার অল্পবয়স্কতার যে কোন সময়ে হয় ঐ ভূমির কর্ম্মনির্ব্বাহের কর্ত্তৃত্ব প্রথমতঃ তাহাহইতে হাত উঠাইয়া থাকিলেও করিতে পারিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,
G. J. MORRIS.
Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সাল ৭ সপ্তম আইন।

দত্ত ও জয়করা দেশসকলের ও জিলা কটক ও পরগনা পটাসপুর ও তৎসম্পর্কীয় অন্যং মহালের ভূমির জমার বন্দোবস্ত যেং মূলদাঁড়ানুসারে ইহার পরে করা যাইবেক তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং বন্দোবস্তকরণের কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টিপুর্ব্বক শুধরণের ভার প্রাপ্ত কালেকটর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগের ক্ষমতা ও কার্য্যোপদেশ বিশেষ করিয়া নিরূপণ করিবার এবং বিশেষ কোনং প্রকারব্যতিরেকে ঐ সকল দেশের ভূমির হালের পাট্টাআদি আর পাঁচ বৎসর মিয়াদপর্য্যন্ত বহাল রাখণের এবং ঐ সকল দেশের মধ্যগত ভূমিতে কিম্বা তাহার খাজানাতে কিম্বা উৎপন্নেতে যে নানা প্রকার লোকবর্গের ও ব্যক্তিদিগের যেং অধিকার আছে ও যেং কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহার বেওরানিরূপণের ও স্থিরকরণের ও বহীতে লিখনের নিমিত্তে এবং ভূমির কিম্বা ভূমির খাজানা ও উৎপন্নের বিষয়ে কোনং মোকদ্দমা ও দাওয়া উপস্থিত হইলে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগকে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ জজের ন্যায় ক্ষমতার্পণ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের তারিখ ৮ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৯ সালের ২৫ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৯ সালের ৫ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৯ সালের ২৬ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৯ সালের ৬ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৭ সালের ১৯ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক দত্ত দেশের মধ্যগত ভূমির জমার হালবন্দোবস্তরে মিয়াদ ফসলী হালসালের শেষেতে পুরা হইবেক এবং সেই কারণেতে সরকারের রাজস্বের পরিমাণ যে মূলদাঁড়া ও নিয়মানুসারে ইহার পরে নির্দ্ধার্য্য হইবেক তাহা এবং ইহার পরে যেং বন্দোবস্ত করা যাইবেক কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপুর্ব্বক শুধরা যাইবেক তাহা করা যাওনের প্রকার স্পষ্টরূপে প্রকাশকরা এবং তাহার বিষয়ে আইন নির্দ্দিষ্টকরা আবশ্যক হইল এবং যেহেতুক পরিমিত রাজস্বের নির্দ্ধার্য্যকরণ যেমন সরকারের পক্ষে বাস্তব গুণদায়ক সেইমত প্রজারদিগের পক্ষেও গুণদায়ক বোধ হইল অতএব সরকারের বাঞ্ছা এবং অভিপ্রায় এই যে হালের বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপুর্ব্বক শুধরণেতে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা জমার সামান্য বৃদ্ধি এবং অতিশয় বৃদ্ধির নিমিত্তে যত্ন না করিয়া বরং যাহাতে সরকারের রাজস্বের তলব সকলের প্রতি সমভাবে হয় তাহাতে এবং যেং ব্যক্তিরা কিম্বা ব্যক্তিবর্গেরা ভূমির অধিকারী হয় কিম্বা তাহা ভোগদখল কার কি তাহাতে কৃষিইত্যাদি করে হেতুবাদ।

কিম্বা

কিম্বা তাহার উৎপন্ন সংগ্রহ কিম্বা বিক্রয় করে কিম্বা ভূমির নিমিত্তে কি ভূমির উৎপন্নের নিমিত্তে যে খাজানা কিম্বা রাজস্ব দাতব্য হয় তাহা তহসীল করে কি বিশেষ কোন কর্ম্মেতে দেয় কিম্বা যে জনেরা কোন গ্রাম কি মহালের কোন স্থানে বাস করে কিম্বা স্বত্বাধিকার রাখে অথবা তাহা দখল করে সেই জনেরদের নিমিত্তে কিম্বা তাহারদিগের স্থানে কোন রাজস্ব কি মাথোট কিম্বা আবওয়াব যে লোকেরা লয় কি দেয় সেই সকল লোকের স্বত্ব এবং উপস্বত্ব এবংলভ্য এবং অধিকারের বেওরা নিরূপণ করিতে এবং স্থির করিতে ও বহীতে লিখিতে যত্ন করেন্ এবং যেহেতুক শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এইং অভিপ্রায়ে ও মনস্থেতে ইহা উচিত ও কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছেন যে নীচের লিখিতব্য বিশেষ কোনং প্রকারব্যতিরিক্ত কোন মহালের বন্দোবস্তকারী জমীদার কিম্বা অন্য যে কোন লোক ঐ মহালের সর্ব্বকালের স্বত্বাধিকারী কি দখীলকাররূপে স্বীকৃত হইয়াছে তাহারদিগের সহিত যে বন্দোবস্ত করা গিয়াছে তাহা যেপর্য্যন্ত সরকারের জমা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের এবং যেং ভাবগতিকে ঐ জমার সংখ্যানিরূপণ করা যাইবেক সাবধানপূর্ব্বক তাহার বিলক্ষণ বিবেচনাকরণের এবং ভূমিসম্বন্ধীয় সকল ব্যক্তিবর্গের যেং স্বত্ব এবং উপস্বত্ব থাকে তাহা যত্নপূর্ব্বক স্থিরকরণের সহিত নূতন বন্দোবস্ত না করা যায় তাবৎকাল বহাল থাকে এবং যেহেতুক ঐং মূলদাঁড়া জিলা কটক ও পরগনা পটাসপুর ও তাহার সম্পর্কীয় মহালেতে যাহার বন্দোবস্তের মিয়াদ আমলী হাল সালের শেষে পূরা হইবেক তাহাতে সম্পর্ক রাখে এবং যেহেতুক জিলা গোরক্ষপুর ও চাকলা আজিমগড় ও পরগনা পটাসপুর ও তাহার সম্পর্কীয় মহালের বন্দোবস্ত অবিলম্বে করণের নিমিত্তে বিশেষ উদ্যোগ করা উচিত বোধ হইল এবং যেহেতুক জয়করা দেশেতে ও জিলা বুন্দেলখণ্ডেতে দেওয়া পাট্টাআদির মিয়াদ বাকি থাকিতে ঐং দেশ ও জিলার বন্দোবস্ত পুনর্ব্বার দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের নিমিত্তে উদ্যোগ করা ও উচিত বোধ হইল এবং যেহেতুক সরকারের এই মনস্থ যে কালেক্টরসাহেবেরা যে সময়ে বন্দোবস্ত করেন্ কিম্বা উপরের লিখনমত কোন অনুসন্ধান করেন্ সেই সময়ে তাঁহারা যাহাং করেন্ ও বহীতে লিখেন যেপর্য্যন্ত ঐ করা কর্ম্ম ও বহীতে লেখা কথা দাঁড়ামতে মতান্তর না করা যায় কিম্বা জাবেতামতে হওয়া নালিশেতে সম্পূর্ণ বিবেচনাপূর্ব্বক যে নিষ্পত্তি হয় তদ্দ্বারা ঐ কালেক্টরসাহেবের করা কার্য্য কিম্বা বহীর লিখিত কথা ভ্রান্তিযুক্ত কিম্বা অসম্পূর্ণ জানা না যায় সেপর্য্যন্ত উপস্থিতহওয়া সকল দরখাস্ত ও দাওয়া ও মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি কালেক্টরসাহেবের করা ঐকার্য্য ও বহীর লিখিত কথার অনুসারে করা যায় এবং যেহেতুক পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধানকরণের ও তাহা করণেতে যেং বিবাদ জন্মে কি জা না যায় তাহার নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবদিগ্‌কে যে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব অর্পণ করাগিয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া জানান ও বিবরিয়া লেখা আবশ্যক এবং যেহেতুক ইহাও উপযুক্ত বোধ হইল যে কোনং বিষয়েতে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের প্রতি উপরের লিখিত মত দাওয়া ও মোকদ্দমা ও দরখাস্ত জজের ন্যায় গ্রহণ ও শ্রবণ ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের ক্ষমতা অর্পণ করা যায় এবং

যেহেতুক

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সাল ৭ সপ্তম আইন।

যেহেতুক সদর মালগুজারেরা কিম্বা অন্য যে ব্যক্তিরা সরকারের রাজস্ব আদায় করিবার কৌলকরারকরণের নিমিত্তে গ্রাহ্য হইয়াছে তাহারা এবং জায়গীরদার ও অন্য লাখেরাজদার কিম্বা লাখেরাজ ভূমির কার্য্যকারকইত্যাদি যে লোকেরা সরকারের ট্রেজরীতে কোন অংশ দেওনের দায়ী না হইয়া সরকারের ভূমির খাজানা কিম্বা রাজস্ব তহসীল করে তাহারা যে ক্ষমতা ও অধিকার রাখে কি তদনুসারে কার্য্য করে তাহার বিষয়ে সরকারের যে বিবেচনা ও অভিপ্রায় তাহা বিবরিয়া জানান ও তাহার অর্থ সুস্পষ্ট করিয়া লেখা উপযুক্ত বোধ হইল এবং যে জমীদারী ও পটীদারী কিম্বা ভাইয়াচাররূপে ভোগদখল করা যায় সেই জমীদারীর যে২ অংশিরা সরকারের সহিত কৌলকরারকরণেতে গ্রাহ্য হইল না তাহারদিগকে সদরমালগুজারদিগের দৌরাত্ম্যহইতে রক্ষা করিবার এবং যে মোটহইতে সরকারের মালগুজারী দেওয়া উচিত হয় তাহা অপহরণকরা কিম্বা অনুচিত কার্য্যেতে খরচকরার বিরুদ্ধ ফলহইতে মালগুজারদিগকে রক্ষা করিবার কারণ বিশেষরূপে ঐ ক্ষমতা ও অধিকারের বেওরা লেখা আবশ্যক বোধ হইল অতএব উপরেতে যে সকল হেতু ও অভিপ্রায় বিশেষ করিয়া লেখা গেল তাহা সিদ্ধহওনের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট করা গেল এবং তাহা দত্ত ও জয়করা দেশসকলের ও জিলা কটকের ও পরগনা পটাসপুরের ও তাহার সম্পর্কীয় মহালাতের সর্ব্বত্র ঐ সকল দাঁড়া জারী হওনের তারিখ অবধি জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

দত্ত দেশের হাল বন্দোবস্ত আর পাঁচবৎসরপর্য্যন্ত বহাল রাখা যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইহার পরে যে২ স্থান বর্জ্জিত করা যাইবেক তাহাব্যতিরেকে দত্ত দেশসকলেতে যে জমীদার কি অন্য ব্যক্তিকে সে যে মহালের মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার করিয়াছে সেই মহালের সর্ব্বকালের স্বত্বাধিকারী কি দখীলকার স্বীকার করিয়া তাহার সহিত সেই মহালের ভূমির জমার যে হাল বন্দোবস্ত করা গিয়াছে সেই বন্দোবস্ত ইহার পরে যে২ নিয়ম লেখা যাইবেক তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া ফসলী ১২৩৪ সালের শেষপর্য্যন্ত বহাল রাখা যাইবেক ইতি।

কটক জিলার হালবন্দোবস্তও ঐমত বহাল রাখা যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলা কটকের ভূমির জমার হাল বন্দোবস্ত উপরের লিখিত যে সকল লোকের সহিত করা গিয়াছে ঐ বন্দোবস্ত উপরের উক্ত মতে এবং উপরের প্রস্তাবিত নিয়ামেত দৃষ্টি রাখিয়া আমলী ১২৩৪ সালের শেষপর্য্যন্ত বহাল রাখা যাইবেক ইতি।

বোর্ড রেবিনিউর ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরা বন্দোবস্ত বহাল রাখণের

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—দত্ত ও জয়করা দেশের বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরা এবং কটক জিলার কমিস্যনরসাহেব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে আপন২ হুকুমের তাবে জিলাসকলেতে এই অর্থে ইশ্তিহারনামা দেওয়াই

যাছেন

বিষয়ে যে ইশ্‌তিহার দেও য়াইয়াছেন তাহা মঞ্জুর ও প্রবল হইবার কথা।

ঐ ইশ্‌তিহারের লিখন মতে যে জমীদারেরা বন্দোবস্ত বহাল রাখিতে অসম্মতির কথা জানাইতে ত্রুটি করে তাহারা আগামী পাচ বৎসরপর্য্যন্ত হালের জমার দায়ী হইবার কথা।

য়াছেন যে সরকারের মনস্থ এই যে হালের পাট্টাআদি উপরের লিখিত মত আর পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত বহাল থাকে এবং পূর্ব্বোক্ত যে সকল জমীদার ও অন্য২ ব্যক্তিরা আপনারদিগের করা কৌলকরার আর পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত বহাল রাখিতে অসম্মত হয় তাহারদিগের এ বিষয়ের সম্বাদ জিলার কালেক্টরসাহেবকে দিতে হইবেক। এই আইনের দ্বারা ঐ ইশ্‌তিহারনামা মঞ্জুর ও প্রবল করা যাইতেছে এবং পূর্ব্বোক্ত যে সকল জমীদার ও অন্য২ ব্যক্তি ঐ ইশ্‌তিহারনামার লিখিত হুকুমমতে তাহার উক্ত মিয়াদের মধ্যে ঐ সম্বাদ না দেয় হাল সালে তাহারদিগের যে মালগুজারী দাতব্য সেই মালগুজারী তাহারদিগের আগামী পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত অর্থাৎ যেখানে যেমন হয় ১২৩৪ ফসলীর কিম্বা ১২৩৪ আমলীর শেষপর্য্যন্ত বৎসর২ দিতে হইবেক ইতি।

জিলা গোরক্ষপুর ও আজিমগঢ় পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকরণের হুকুমের বহির্ভূত হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জিলা গোরক্ষপুর ও আজিমগঢ় এই ধারার উপরের উক্ত প্রকরণ সকলের লিখিত হুকুমের বহির্ভূত। ঐ২ জিলাতে পূর্ব্বোক্ত জমীদার ও অন্য২ ব্যক্তিরা যে২ মহালের মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার করিয়াছে ঐ২ মহালের বন্দোবস্ত মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা যত্নক্রমে পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের আরম্ভ করিতে যাবৎ প্রস্তুত না হন তাবৎ তাহারা হাল সালে যে জমা তাহারদিগের দাতব্য তাহার দায়ী হইয়া সন২ ঐ২ মহাল দখল করিতে পারিবেক এবং ঐ জমীদারেরা ও অন্য২ ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে আপনারদিগের পাট্টাআদি বহাল রাখণের নিমিত্তে তত্তদ্দেশীয় মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের সহিত যে২ কৌলকরার করিয়াছে কি করিবেক সে সকল এই প্রকরণের দ্বারা প্রবল হইবেক ইতি।

নূতন বন্দোবস্ত হওন পর্য্যন্ত ঐ২ জিলার জমীদারেরা সন২ ভূমি দখল করিবার কথা।

পটাসপুর ও তৎসম্বন্ধীয় মহালাতেতে হাল বন্দোবস্তের পাট্টা ঐ মত সন২ বহাল থাকিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—ঐ মত পরগনা পটাসপুর ও তৎসম্বন্ধীয় মহালাতেতে পূর্ব্বোক্ত যে জমীদার এবং অন্য২ ব্যক্তিরা যে২ মহালের নিমিত্তে যে২ কৌলকরার করিয়াছে যেপর্য্যন্ত তাহারদিগের ঐ২ মহালের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা যাইতে না পারে তাবৎ তাহারা উপরের প্রকরণের উক্ত মতে সন২ সেই২ মহাল দখল করিতে পারিবেক ইতি।

পাট্টাআদির মিয়াদ পুরা হইলে পর যে জমীদারদিগের দখলে ভূমি থাকে তাহারদিগের বিষয়ে সামান্য হুকুমের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—এই প্রকরণেতে ইহাও জানান যাইতেছে এবং সাধারণ নিয়ম স্বরূপ হুকুম করা যাইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত যে কোন জমীদার কিম্বা অন্য মালগুজার কোন মহালের নিমিত্তে সরকারে যে মালগুজারী দাতব্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্তে সরকারের সহিত কৌলকরার করিয়াছে কিম্বা ইহার পরে করিবেক সেই জমীদার কি অন্য ব্যক্তি যদি ঐ কৌলকরারের মিয়াদ পূরা হইলে পর মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের বাধা না করণপ্রযুক্ত সেই মহালের কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকে এবং ঐ কৌলকরারের মিয়াদ গত হইলে পরে কোন সনে কি কোন সনের নিমিত্তে ঐ মহালের কৃষিকার্য্য কি কর্ত্তৃত্ব কিম্বা জমার বন্দোবস্ত অথবা রাজস্বের নির্দ্ধার্য্য কি তহসীলকরণের বিষয়ে কোন কার্য্য করে কিম্বা করায় তবে অন্য প্রকারে বিশেষরূপে উভয় সম্মতি হওনব্যতিরেকে ঐ পূর্ব্বোক্ত জমীদার কিম্বা অন্য মালগুজার গুজস্তা সনে যে মালগুজারী তাহার দাতব্য ছিল ঐ

সনের

সনের নিমিত্তে সেই মালগুজারীর দায়ী হইবেক। ইহাও হুকুম করা যাইতেছে যে কালেক্টরসাহেবেরা কিম্বা কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা যে বোর্ডের কিম্বা কমিস্যনরসাহেবের অধীন থাকেন সেই বোর্ডের কি কমিস্যনরসাহেবের সম্মতি লইয়া কোন বন্দোবস্তের মিয়াদ পূরা হইবার পূর্ব্বে ছয় মাসের অধিক না হয় এমন কোন সময়ে পূর্ব্বোক্ত জমীদার কিম্বা মালগুজারেরদিগকে জানাইবার নিমিত্তে হুকুম দিতে পারেন যে তাহারা আগামি সনের নিমিত্তে আপনং করা কৌলকরার বহাল রাখিতে সম্মত বটে কি না এবং ঐ জমীদারেরা কি অন্য মালগুজারেরা যদি তাহা করিতে আপনারদিগের অসম্মতি তৎক্ষণে না জানায় তবে বোধ করা যাইবেক যে তাহারা হালের জমাতে আপনারদিগের পাট্টাআদি বহাল রাখিতে সম্মত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত মত সনং ঐ মতই। যে জমীদার কি অন্য মালগুজারেরা সন ২ ভূমি দখল করিতে অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহারদিগকে যদি সেই কালেক্টর কি কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ সনের আরম্ভে কি আরম্ভের পূর্ব্বে ঐ জমা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণেতে আপনার মনস্থ না জানান্ তবে বিশেষরূপে অন্য প্রকার হুকুম না হইলে ঐ জমীদার কিম্বা অন্য মালগুজারেরা কোন সনের নিমিত্তে বেশী মালগুজারীর দায়ী হইবেক না ইতি।

বোর্ডের সম্মতিক্রমে কালেক্টরসাহেবেরা জমীদারদিগকে তাহারা আপনং কৌলকরার বহাল রাখিতে চাহে কি না ইহার খবর দিতে হুকুম দিবার কথা।

যে জমীদারদিগের ভূমি দখলকরণের বাধা না হয় তাহারা কোনং প্রকারব্যতিরেকে বেশী মালগুজারীর দায়ী না হইবার কথা।

৩ ধারা।

যেং মহাল এক্ষণে ইজারাবিলিতে আছে তাহার বিষয়ে এইং হুকুম করা যাইতেছে যে হালের পাট্টাআদির মিয়াদ গত হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে যে মিয়াদ নিরূপণ করিবেন সেই মিয়াদে ঐং মহালের বন্দোবস্ত করা যাইবেক ও যে জমীদারেরা কি অন্য ব্যক্তিরা সেই মহালেতে সর্ব্বকালের স্বত্ব রাখে তাহারা যদি তাহার উপযুক্ত মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার করিতে সম্মত হয় তবে অন্য লোকঅপেক্ষা সেই জন গ্রাহ্য হইবেক এবং এ হুকুমও করা যাইতেছে যে ঐ প্রকার মহাল ইজারা দেওয়া গেলে ইজারদারকে যে পাট্টাআদি দেওয়া যায় তাহার মিয়াদ ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক হইবেক না ও যেং জমীদারী এক্ষণে খাস তহসীলেতে আছে উপরের লিখিত হুকুমসকল তাহাতেও খাটিবেক ঐ মতও জমীদার ও ভূমির অন্য অধিকারিরা আপনারদিগের হালের করা কৌলকরার বহাল রাখিতে কিম্বা উপযুক্ত জমায় নূতন কৌলকরার করিতে অসম্মত হইলে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে সেইং ভূমি ইজারা দিতে পারেন্ কি ঐ পূর্ব্বোক্ত মিয়াদ কিম্বা তদপেক্ষা কম যে মিয়াদ উপযুক্ত বোধ হয় এমত মিয়াদের কারণ সেই ভূমি আপনারদিগের কর্তৃত্বতলে আনিয়া তাহা খাস তহসীলেতে রাখিতে পারেন। এ হুকুমও করা যাইতেছে যে যে কোন রাজা কিম্বা জমীদার কি তালুকদার কিম্বা অন্য ব্যক্তি কোন মহাল কি মহালাতের কারণ কৌলকরার করিয়া থাকে কিম্বা করিবার দরখাস্ত করিয়া থাকে সেই মহাল সেই জনের কর্তৃত্বে রাখাতে কিম্বা তাহা তাহার হাতে সমর্পণ করাতে দেশের শান্তির ব্যাঘাতহওনের কিম্বা আর কোন অতিশয় হানিহওনের আশঙ্কা আছে

ইজারাবিলিতে থাকা জমীদারীর বন্দোবস্ত করা যাওনের মতের কথা।

খাসতহসীলে থাকা জমীদারীর বন্দোবস্তের মতের কথা।

অসম্মত জমীদারদিগের জমীদারীর বন্দোবস্তের কথা।

জমীদারেরা আপন জমীদারীর কর্তৃত্বহীন হইবার কথা।

মালগুজারী

মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের ইহা বোধ হইলে সেই সকল বিষয়ের সম্বাদ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দিতে হইবেক এবং ঐ শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলের হুকুমেতে উপরের উক্ত মিয়াদহইতে অধিক না হয় এমত যে মিয়াদ উপযুক্ত বোধ হয় সেই মিয়াদে ঐ কি ঐ২ মহাল খাস তহসীলে রাখিতে কিম্বা ইজারা দিতে হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

বিশেষ লোকদিগকে মালগুজারী আদায়ের কৌলকরার করিতে গ্রাহ্যকরণেতে তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের অন্যান্যের স্বত্বের বিবেচনা ও নিষ্পত্তিকরণের বাধা না হইবার কথা।

বিশেষ২ লোকদিগকে সরকারের মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার করিতে গ্রাহ্য করণেতে কোন প্রকারে সরকারের এ অভিপ্রায় নহে যে কাহারো স্বত্বের কি উপস্বত্বের হানি হয় কিম্বা সদর মালগুজারেরা যে ভূমির মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার করিয়াছে সেই ভূমিতে তাহারদিগের যে২ স্বত্ব থাকে সরকারের রাজস্বের পরিমাণের নিরূপণহওয়াতে ঐ২ স্বত্বের দ্বারা কিম্বা স্বয়ং সরকারের যে স্বত্ব পূর্ব্বে ছিল তাহারদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সেই স্বত্ব তাহারদিগকে অর্পণকরণেরও দ্বারা তাহারদিগের যে২ অধিক লাভোদয় হইযাছে তদ্ব্যতিরেকে কিম্বা সরকারের রাজস্ব নির্ব্বিঘ্নে পাইবার নিমিত্তে বিশেষ আইনের দ্বারা সদর মালগুজারদিগকে প্রজাদিগের দ্রব্যজাত ক্রোককরণের কিম্বা বলক্রমে অন্য প্রকারে তাহারদিগের স্থানে খাজানা উসুলকরণের ক্ষমতা দিবার যে প্রযোজন হইয়াছিল তদ্ব্যতিরেকে ঐ সদর মালগুজারদিগকে পূর্ব্বের স্বত্বহইতে কিছু অধিক দেওয়া যায় বরং সরকারের অতিশয় বাঞ্ছা এবং সরকারের কার্য্যকারক সাহেবদিগের অতিকর্ত্তব্য যে প্রত্যেক জনের যে স্বত্ব ও উপস্বত্ব আইনানুসারে হইয়াছে কি হওনের সম্ভাবনা আছে তাহা তাহারদিগের প্রত্যেকের দখলে নির্ব্বিঘ্নে রাখেন এই মূল দাঁড়ানুসারে এই ধারক্রামে জানান যাইতেছে ও হুকুম করা যাইতেছে যে হালের পাট্টাআদির মিয়াদ বাড়াইবার কারণ যে হুকুম করা গিয়াছে তাহার মধ্যে কিম্বা হাল বন্দোবস্তের নিয়মের মধ্যে কোন কথার অভিপ্রায় এমত নহে যে তাহাতে সদর মালগুজারেরদের ও তাহারদিগের প্রজাদিগের পরস্পর ন্যায্য অধিকারের বিবেচনার ও নিষ্পত্তিকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের ঐ কর্ম্মকরণের ব্যাঘাত হয় ও ঐ বিষয়ে কোন নিষ্পত্তি কিম্বা হুকুম হওনহেতুক জমায় মাফ কি কমী পাওনের কোন দাওয়া গ্রাহ্য হইবেক না কিন্তু কোন জমীদার কিম্বা মালগুজার যে মহালেতে অধিকার রাখে কি তাহা দখল করে সে তাহাতে যে মুনাফা পাইত ঐ নিষ্পত্তিতে কি হুকুমেতে যদি তাহার অনেক ক্ষতি হয় তবে সেই জমীদার কি মালগুজার সেই মহালের কৌলকরার আলিতে পারে এবং তাহা হইলে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা সেই মহালের নূতন বন্দোবস্ত করিবেন ইতি।

কিন্তু তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরদের কোন হুকুম কি নিষ্পত্তিতে কোন জমীদারের মুনাফার কমী অধিক হইলে সে আপন করা কৌলকরার আলিতে পারিবার কথা।

৫ ধারা।

মালিকানা এবং নান

১ প্রথম প্রকরণ।— যে জমীদারেরা কি মালগুজারেরা আপনারদিগের অধিকারভুক্ত

কিম্বা

কিম্বা দাওয়া করা মহালের কর্তৃত্বহইতে বেদখল হইয়া থাকে মালিকানা কিম্বা নানকার রূপে তাহারদিগের ঐ মহালের বাবৎ যে প্রাপ্তির বিষয়ে চলিত আইনেতে যে হুকুম লেখা গিয়াছে তাহা এই প্রকরণের দ্বারা রদ হইল ইতি।

কারের বিষয়ে চলিত আইনেতে যেং হুকুম আছে তাহা রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ইজারাতে কি খাস তহসীলেতে থাকা ভূমির অধিকারিরা বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরা কিম্বা তাঁহারদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবলোকেরা যেমত নিরূপণ করেন্ সেই মত মালিকানা চলিত আইনেতে তাহার প্রতিবন্ধক কোন কথা লেখা থাকিলেও পাইবেক ও যে কোন জমীদারীর জমা অনেক অংশিতে সাধারণক্রমে আদায় করে সে অংশিরা সম্মিলিত দখীলকাররূপে কিম্বা আর কোনরূপেই বা সেই ভূমি ভোগ করুক তাহারদের পরস্পর অংশানুসারে ঐ মালিকানার অংশ করিয়া দেওয়া যাইবেক এবং ইহাও হুকুম করা যাইতেছে যে কোন মহালের অধিকারিকে কিম্বা অধিকারিরদিগ্‌কে যে মালিকানা দেওয়া যায় তাহা ঐ মহালের শুদ্ধ উৎপন্ন যত সরকারেতে পাওয়া যায় তাহার উপরে শতকরা পাঁচ টাকার কম ও শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিশেষ হুকুমব্যতিরেকে দশ টাকার বেশী হইবেক না এবং এ হুকুম ও করা যাইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত অধিকারিরা এ সরকারভিন্ন অন্য সরকার হইতে যে নানকার পাইয়াছিল কিম্বা তাহারদিগের অধিকারিত্বপ্রযুক্ত আর যে কিছু পাইয়াছিল তাহার বদলে যদি কোন ভূমির উপস্বত্ব কিম্বা উৎপন্ন পাইতে থাকে তবে এই প্রকরণানুসারে তাহারা যে মালিকানা পাইবেক তাহাহইতে ঐ উপস্বত্বইত্যাদি বাদ দেওয়া যাইবেক ও ইহাও জানান যাইতেছে যে কোন মহাল সরকারের খাস তহসীলে কিম্বা ইজারাবিলিতে থাকনের সময়ে যে জমীদারেরা সেই মহালের মধ্যগত আপনারদিগের ভূমি আপনারদিগের ভোগদখলেতে রাখে অর্থাৎ যে জমীদারেরা আপনারদিগের ভূমির কৃষিকার্য্য করে কি পাট্টাআদির দ্বারা অন্যেরে যোত করিতে দেয় এবং সরকারের ইজারদারের কি কার্য্যকারকের নিকটে রাজস্ব দাখিল করে তাহারদিগের প্রতি এই প্রকরণের লিখিত হুকুম খাটিবেক না এবং সরকারের বিশেষ হুকুম না হইলে যে কোন মালগুজার কিম্বা জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারী কি দখীলকার ঐ ইজারা দেওয়া কিম্বা খাসতহসীলে রাখা ভূমির প্রজাদিগের নিকটহইতে নিজে কিম্বা অন্যের দ্বারা কিছু পায় তাহারদিগের প্রতিও খাটিবেক না ও ইহাও জানান যাইতেছে যে যে মালগুজারেরা যে জমীদারীর মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার পূর্ব্বে করিয়াছিল তাহারদিগের নাম পূর্ব্বের বন্দোবস্তের বহীতে জমীদার কি তালুকদার ইত্যাদিরূপে লেখা গিয়া থাকিলেও যদি ঐ ভূমির প্রকৃত অধিকারী না হয় কিম্বা ঐ ভূমির কেবল এক অংশের অধিকারী হয় তবে জমীদারীর জমার উপর উপরের উক্ত প্রাপ্তির অঙ্ক পাইবেক না কিন্তু তাহারা যে ভূমিতে প্রকৃত স্বত্বাধিকার রাখিয়াও তাহা আপনারদিগের দখলে রাখে না তাহার কারণ যে মালিকানা পাইতে পারে তাহার সহিত তাহারদিগের ঐ জমীদারীর কর্তৃত্বপদের বদলে সরকার যাহা দেওয়া উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা পাইবেক এবং যে ভূমিতে যে কোন সদর মালগুজারের স্বত্বাধিকারিত্ব সেই ভূমির দখীলকারেরা স্বীকার করে না সেই মালগুজার যে পর্য্যন্ত কোন আদালতে জাবেতামতে নালিশকরণের

ইজারাবিলিতে কি খাস তহসীলেতে থাকা ভূমির অধিকারিদিগকে মালিকানা দেওয়া যাইবার কথা।

এক ভূমির অধিকারী অনেক জন হইলে তাহারদিগের মালিকানার অংশ যে প্রকারে করা যাইবেক তাহার কথা।

ঐ মালিকানা সরকারের জমার উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার কম ও সরকারের বিশেষ হুকুমব্যতিরেকে শতকরা ১০ টাকার বেশী না হইবার কথা

তাহাতে যাহা বাদ পড়িবেক তাহার কথা।

যে জমীদারেরা সরকারের তরফ ইজারদার কি কার্য্যকারকের তাবে থাকিয়া আপনং ভূমি দখল করিতে থাকে এই প্রকরণানুসারে তাহারদিগকে কিছু মালিকানা দিতে না হইবার কথা।

যে জমিদারেরা প্রজাদিগের স্থানে ঐ মত কিছু পায় বিশেষ হুকুমহওন ব্যতিরেকে তাহারাও মালিকানা না পাইবার কথা।

যে মালগুজার যে মহালের অধিকারী না হইয়া কিম্বা কেবল তাহার এক অংশের অধিকারীহইয়া তাহার মালগুজারী আদায়ের কৌলকরার করিয়া

দ্বারা

থাকে তাহারদিগের বিষয়ে বিশেষ হুকুমের কথা।

দ্বারা কিম্বা বোর্ডের সম্মতি যাহাতে হয় এমত অন্য প্রকারে আপনার তাহাতে স্বত্বাধিকার রাখণের প্রমাণ না দেয় তাবৎপর্য্যন্ত তাহাকে কোন মালিকানা দেওয়া যাইবেক না কিন্তু এমত হইলে ঐ মালগুজারের তৎকালের ভরণপোষণার্থে বোর্ডের সাহেবদিগের লিখনক্রমে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে তদর্থে যাহা দেওয়া উপযুক্ত বুঝিয়া হুকুম দেন্ এমত ভরণপোষণ তাহাকে দিতে হইবেক ইতি।

জমীদারেরা যে জমা আদায় করিবার কৌলকরার করিতে সম্মত হয় তাহা জানাইতে সরকারহইতে হুকুম পাইবার ও তাহারদিগের সম্মত জমার উপর তাহারদিগের মালিকানার হিসাব করা যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ইহাও জানান যাইতেছে যে যদি কোন জমীদার কি সদর মালগুজার কালেক্টরসাহেবের কি কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবের নিকটহইতে সেই জমীদার কি সদর মালগুজার যত জমা দিতে সম্মত হয় তাহা জানাইবার নিমিত্তে হুকুম পাইয়া তাহা জানাইয়া থাকে তবে সেই জমীদার কিম্বা সদর মালগুজার জমা যত দিতে আপন সম্মতি জানায় সেই জমার উপর মালিকানা পাইবেক ও শেষেতে সরকারের যে জমার নির্দ্ধার্য্য হয় তাহার উপর পাইবেক না ও তাহার সম্মত জমায় বন্দোবস্ত হইলে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা ঐ মোট জমার উপর কিম্বা ঐ জমীদার কি সদর মালগুজার সেই জমীদারীতে যে স্বত্বাধিকার রাখে তাহার পরিমাণানুসারে ঐ জমার কোন অংশের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার অধিক না হয় এমত পরিমাণে ঐ মালিকানার হিসাব করিতে পারিবেন এবং ইহাও জানান যাইতেছে যে যদি কোন জমীদার কি সদর মালগুজার পূর্ব্বোক্তমতে আপন সম্মতি জানাইতে কসুর করে তবে কালেক্টরসাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কোন সাহেব যে সনে তাহা জানাইবার হুকুম দিয়া থাকেন তাহার পূর্ব্ব সনে সরকার ঐ মহালহইতে শুদ্ধ রাজস্ব যত পাইয়া থাকেন তাহার সংখ্যার উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার কম ও ১০ দশ টাকার বেশী না হয় এমত পরিমাণে তাহার মালিকানার হিসাব করা যাইবেক ইতি।

জমীদারেরা জমার বিষয়ে আপন সম্মতি না জানাইলে পূর্ব্ব সনের শুদ্ধ রাজস্বানুসারে মালিকানার হিসাব করা যাইবার কথা।

৬ ধারা।

এই আইনের ২ ধারানুসারে কোন জমীদারীর হালের পাট্টা বহাল রাখা গেলে ঐ পাট্টার মিয়াদ পূরা না হইতে তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা ঐ জমীদারীর বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরিতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইনের ২ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে ভূমির জমার বিষয়ে হালের করা কৌলকরার বহাল রাখা গেলে বোর্ড কমিস্যনরসাহেবলোকের সম্মতিতে কালেক্টরসাহেবেরা হালের পাট্টাআদি বহাল রাখা গেলে ও তাহার মিয়াদের মধ্যে কোন সময়ে সেই ভূমির বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের আরম্ভ করিতে পারিবেন এবং সেই ভূমির পরিমাণ ও তাহার উৎপন্ন এবং তাহার উপর যে জমা তলব করা ওয়াজিবী তাহার পরিমাণ নিশ্চয় ও নিরূপণকরণের নিমিত্তে এবং সেই ভূমির কৃষিকারকবর্গের অধিকার ও স্বত্ব ও উপস্বত্ব ও বিষয় জানিতে পাইবার ও তাহা বহীতে লিখিবার নিমিত্তে যেং কার্য্যের প্রয়োজন হয় তাহা করিতে পারিবেন এবং তাহারদিগের যে ক্ষমতা ও হুকুমৎ এক্ষণে আছে কিম্বা ইহার পরে হইবেক যে জমীদারদিগের নির্দ্ধারিত জমা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের যোগ্য তাহারদিগের ঐ জমার বন্দোবস্ত ঐ ক্ষমতা ও হুকুমতের দ্বারা করিতে পারিবেন ইতি।

২ দ্বিতীয়

বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরা যাইবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— গ্রাম গ্রামে ও মহালে২ ঐ বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরা যাইবেক এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমানুসারে বোর্ডের সাহেবেরা যত মহালের বন্দোবস্ত শুধরণের হুকুম করেন প্রতিবৎসর তত মহালের বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরা যাইবেক ইতি।

হালের কৌলকরারের লিখিত ভূমির তলবী জমার কিছু কমী বেশী বন্দোবস্ত শুধরা যাওনেতে না হইবার কথা।

পূর্ব্ব বন্দোবস্তের কালে যে ভূমি তহসীলের ভারাক্রান্তসাহেবদিগের অগোচর রাখা গিয়াছিল তাহার উপর আলাহিদা জমা মোকরর্ করা যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— এই আইনের ২ ধারার হুকুমানুসারে কোন ভূমির মালগুজারী আদায়ের বিষয়ে হালের করা কৌলকরার যে মিয়াদপর্য্যন্ত বহাল রাখা যায় তাহার বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরা যাওনেতে সেই মিয়াদ পূরা না হওনপর্য্যন্ত সরকারের তলবী জমার কিছু কমী বেশী হইবেক না কিন্তু শেষবারেতে যে বন্দোবস্ত করা যায় তাহার রুবকারী কিম্বা বহীতে বিশেষ করিয়া যে ২ গ্রাম কিম্বা ভূমি লেখা থাকে কৌলকরারেতে তাহাব্যতিরেকে আর কিছু লেখা যায় নাহি ইহা জ্ঞান করিতে হইবেক এবং কোন মহালের বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণেতে যদি ইহা জানা যায় যে সেই মহালের বন্দোবস্তের কালেতে স্পষ্ট কোন ভ্রান্তি হইয়াছে কি কোন ভূমি ছাপান রহিয়াছে তবে বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমের অধীনতায় কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ কালেক্টরসাহেব যেমতে ও যে ক্ষমতাক্রমে বন্দোবস্ত না হওয়া মহালের জমার নির্দ্ধার্য্য করেন্ সেই মতে ও সেই ক্ষমতাক্রমে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের অগোচর রাখা ঐ ভূমির আলাহিদা জমা মোকরর্ করেন। ও ইহাও জানান যাইতেছে যে এই ধারার কিম্বা ইহার পূর্ব্বের কোন ধারার কোন কথার অভিপ্রায় এমত নহে যে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা বন্দোবস্ত না হওয়া মহালের জমার বিবেচনা ও নিরূপণকরণের সময়ে যে হুকুম দিতে ও তাহার মত কার্য্য করাইতে ক্ষমতা রাখেন্ হাল বন্দোবস্ত যে মিয়াদপর্য্যন্ত বহাল রাখা যায় সেই মিয়াদপর্য্যন্ত কোন মহালসম্বন্ধীয় কোন লোকের কিম্বা লোকবর্গের তাহাতে রাখা কোন অধিকার কি স্বত্বের বিষয়ে তাহারদিগের সেইমত হুকুমদেওন ও তাহার মত কার্য্য করাইবার কিছু প্রতিবন্ধক হইবেক ইতি।

তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা বন্দোবস্ত না হওয়া মহালের জমা মোকরর্করণেতে যে ক্ষমতাচরণ করেন্ বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের কালেতে বিশেষ ব্যক্তিদিগের পরস্পর স্বত্বের স্থিরকরণেতেও ঐ ক্ষমতাচরণ করিতে পারিবার কথা।

জয়করা দেশের কালেক্টরসাহেবেরা হালের পাট্টাদির মিয়াদ গত না হইতে পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক বন্দোবস্ত শুধরিতে পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— ঐ মত জয়করা দেশসকলে ও জিলা বুন্দেলখণ্ডে কালেক্টরসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা হালের পাট্টার মিয়াদ গত না হইতে এই ধারার পূর্ব্ববর্ত্তি কোন প্রকরণের হুকুমানুসারে ঐ সকল দেশের ও জিলার বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের আরম্ভ করিতে পারেন্ ইতি।

৭ ধারা।

পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক বন্দোবস্ত শুধরা সারা হইলে দত্ত দেশে ও জিলা কটক ও পরগনা পটাসপুর ও তাহার সম্পর্কীয় মহালাতে ১২৩৪

১ প্রথম প্রকরণ।— দত্ত দেশের কি জিলা কটকের কোন কালেক্টরসাহেব উপরের ধারার হুকুমানুসারে কোন মহালের বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণ সমাপ্ত করিয়া বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের ও সরকারের হুকুমের অধীনতায় ঐ ভূমির অধিকারিরা তাহার উপযুক্ত রাজস্ব দিতে স্বীকার করিলে ঐ অধিকারিদিগ্‌কে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্

জেনরল

সালের পরে অন্য মিয়াদের নিমিত্তে পাট্টা দিবার কথা।

জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে ফসলী কি আমলী ১২৩৪ সালের পর যে অধিক মিয়াদের হুকুম দেন্ সেই মিয়াদের নূতন পাট্টা দিতে পারিবেন ইতি।

১২৩৪ সালের পর জমার নির্দ্ধার্য্য যেমতে করা যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ফসলী ১২৩৪ সালের পরে যে সালপর্য্যন্ত উপরের উক্ত নূতন পাট্টাদির মিয়াদ হইবেক সেই মিয়াদপূর্ণ না হওয়াপর্য্যন্ত সরকারের রাজস্ব উত্তরকালে বেশীহওনের বিশেষ ভাবগতিক থাকনব্যতিরেকে বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের সময়ে ভূমির এক্ষণকার উৎপন্ন ও ঐ ভূমিতে উৎপন্ন যত হইতে পারে ইহার নিরূপণানুসারে জমার নির্দ্ধার্য্য করা যাইবেক ও ইহাও জানান যাইতেছে যে যদি ইহা স্পষ্টরূপে জানা না যায় যে যে জমীদারেরা এবং অন্য ব্যক্তিরা সরকারের জমার পরিমাণের নিরূপণহওনেতে যে মুনাফা তাহারে ভাগীহওনের যোগ্য সেই জমীদারেরদের ঐ মুনাফা হালের জমার পাঁচ অংশের এক অংশহইতে অধিক হইবেক তবে যে জমার নির্দ্ধার্য্য করা যাইবেক তাহা হালের জমার অধিক হইবেক না এবং জমা বেশী তলব করিতে হইলে সেই জমার নিরূপণ এইমতে করা যাইবেক যে জমীদার এবং অন্য ব্যক্তিদিগের যে জনের নিজের কি অন্যের বাবৎ যত জমা সরকারে দাতব্য হয় তাহার সংখ্যার উপর শতকরা ২০ কুড়ি টাকা করিয়া তাহারা মুনাফা পাইতে পারে ও অতিস্পষ্টরূপে অত্যাবশ্যক জানা না গেলে হালের জমায় কিছু কমী করা যাইবেক না ইতি।

পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক বন্দোবস্ত শুধরণেতে যেং পাট্টা দেওয়া যায় তাহা তাহার লিখিত ভূমিমাত্রের নিমিত্তে হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক বন্দোবস্ত শুধরণেতে যেং পাট্টা দেওয়া যায় সেইং পাট্টা তাহাতে কিম্বা কালেক্টরসাহেবের বন্দোবস্তের রুবকারীতে বিশেষ করিয়া যেং ভূমি লেখা থাকে তাহার নিমিত্তে যে জমা দিতে হইবেক ঐং পাট্টার মিয়াদপূরা না হওয়াপর্য্যন্ত মালগুজারদিগকে বন্দোবস্তের সময়েতে স্পষ্টরূপে প্রকাশকরা ভ্রান্তি শুধরা যাইবাতে যাহা হইতে পারে তাহাব্যতিরেকে ঐ জমাঅপেক্ষা বেশী দেওনহইতে বাঁচায় অতএব যে জমীদারেরা এবং অন্য ব্যক্তিরা মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার করে তাহারা যেং মহালের কারণ কৌলকরার করে সেইং মহালের বথরার বিষয়েতে সম্পূর্ণ ও যথার্থ সম্বাদ তাহারদিগের দিতে হইবেক ইতি।

জয়করা দেশেতেও হালবন্দোবস্তের মিয়াদ থাকিতে তাহা পূরা হওনের পর অন্য মিয়াদের নিমিত্তে নূতন পাট্টা দেওয়া যাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— ঐ মত জয়করা দেশেতে এবং জিলা বুন্দেলখণ্ডেতে উপরের প্রকরণেতে দস্ত দেশের বিষয়ে যে নিষেধ ও হুকুম ও নিয়ম লেখা গিয়াছে তাহা রক্ষা করিয়া কালেক্টরসাহেবেরা হাল বন্দোবস্তের মিয়াদভিন্ন অন্য কএক বৎসর মিয়াদে নূতন পাট্টা দিতে পারিবেন ইতি।

পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক বন্দোবস্ত শুধরণের পর যেং মহালের চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিতে হালের পাট্টার মিয়াদ পূরা না হওনপর্য্যন্ত বিলম্ব করিতে হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— যে কোন জমীদারের কি অন্য সদর মালগুজারের জমীদারীর বন্দোবস্ত উপরের লিখিত হুকুমানুসারে পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরা যায় যদি সেই জমীদার কি সদর মালগুজার হালের পাট্টাদির মিয়াদের অতিরিক্ত অন্য মিয়াদের নিমিত্তে মালগুজারী আদায় করিবার উপযুক্ত কৌলকরার করিতে সম্মত না হয় কিম্বা ঐ পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের পর যদি মালগুজারীতহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা আর কোন ভাব ও গতিক প্রযুক্ত উপযুক্ত বুঝেন্ যে হালের পাট্টাদির মিয়াদ পূরা না হওনপর্য্যন্ত কোন মহালের

মালগুজারী

মালগুজারী আদায়করণের নিমিত্তে নূতন পাট্টাইত্যাদি দেওনের বিলম্ব করা উচিত তবে তাঁহারা তাহা করিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে যেং মহালের বন্দোবস্তের মিয়াদ হালসালে পূরা হইবেক সেইং মহালের বিষয়ে এই আইনের ৩ ধারাতে যে সকল হুকুম লেখা গিয়াছে সেই সকল হুকুম ঐং পাট্টাদির মিয়াদ পূরা হইলে ঐং মহালেতে খাটিবেক ইতি।

তাহা হইলে যেং হুকুম খাটিবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— জিলা গোরক্ষপুরের ও চাকলা আজিমগঢ়ের ও পরগনা পটাসপুরের ও তৎসম্পর্কীয় মহালাতের মধ্যে যে সকল মহাল আছে সেই সকল মহালের নূতন বন্দোবস্তকরণের সময় ক্রমেং উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহা করা উপযুক্ত ইহা জানান গেলে ঐং হুকুম ঐ সকল মহালেতে খাটিবেক ইতি।

গোরক্ষপুর ও আজিমগঢ় ও পটাসপুরাদির মধ্যগত মহাল পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক নূতন বন্দোবস্তকরণের যোগ্য হইলে তাহাতেও উপরের লিখিত হুকুম খাটিবার কথা।

৮ ধারা।

কোন মহালের মধ্যগত কিম্বা নিকটবর্ত্তি গরআবাদী ভূমি যদি এমন অতিবিস্তার থাকে যে তাহাতে পশুচারণ কিম্বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্ম্মের নিমিত্তে যত ভূমির প্রয়োজন হয় তাহার অতিশয় অতিরিক্ত তবে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা সেই ভূমির কৃষিকার্য্য করিতে যাহারা সম্মত হয় তাহারদিগকে সর্ব্বকালের নিমিত্তে কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে যে মিয়াদের হুকুম দেন্ সেই মিয়াদে ঐ ভূমির পাট্টা দিতে পারেন্ এবং ঐ মত পাট্টাদেওয়া ঐ ভূমির স্বত্বাধিকার রাখণের প্রমাণ যে জমীদার কি অন্য ব্যক্তিরা দিতে পারে তাহারা ঐ গরআবাদী ভূমিতে যে সকল দাওয়া করে তাহার বদলে ও প্রতিবন্ধকতার নিমিত্তে এবং সেই দেশের দস্তুরমত তাহারা ঐ ভূমিতে যে স্বত্ব কি উপস্বত্বের অধিকারী বোধ হয় তাহার পরিবর্ত্তে ঐ ভূমির পাট্টাদার লোকদিগের সরকারের রাজস্ব যত দাতব্য হয় তাহার উপর শত করা ১০ দশ টাকা করিয়া পাইবেক ইতি।

সরকার যেং প্রকারে গরআবাদী ভূমির পাট্টা দিতে পারেন্ তাহার কথা।

৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— কালেক্টরসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্তকরণের কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের সময়ে সেই ভূমির জমার নিরূপণের এবং সেই ভূমির পরিমাণের ও উৎপন্নে অনুসন্ধানের সহিত কৃষিকারকবর্গের অর্থাৎ যে সকল লোকেরা ভূমিতে কি ভূমির উৎপন্নেতে কোন প্রকারে সম্পর্ক রাখে তাহারদিগের পাট্টাদির এবং অধিকারের ও স্বত্বের ও উপস্বত্বের ও লভ্যের প্রকারের বেওরা যত জানা যাইতে পারে তাহার নিশ্চয় করিয়া তাহা বহীতে লিখেন্ অতএব ঐ সাহেবদিগের রুবকারীর বহীতে ভূমির পাট্টাদির প্রকারসম্বন্ধীয় সেইং স্থানের যেং রীতি ও ব্যবহার থাকে তাহা এবং যাহারা ভূমিতে ভোগদখল ও স্বত্ব রাখে কিম্বা সেই ভূমিতে কি তাহার খাজানাতে মৌরুসী কিম্বা হস্তান্তরকরণযোগ্য অধিকার রাখে সেই সকল লোকের নাম যথাসাধ্য বিশেষরূপে লিখিতে

বন্দোবস্তকরণের কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা যেং বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন তাহার কথা।

রুবকারীতে যাহাং লেখা যাইবেক তাহার কথা।

লিখিতে হইবেক এবং তাহাতে ভোগদখল এবং স্বত্বের ভিন্ন২ প্রকারের প্রভেদ করি
তে এবং এক ভূমিতে অনেক লোকের ভিন্ন২ প্রকার কি পরিমাণে স্বত্ব থাকিলে বিশেষ
রূপে সেই২ স্বত্বের প্রকারের যাথার্থ্যের এবং পরিমাণের প্রভেদ যত্নপূর্ব্বক লিখিতে হই
বেক ও পটীদারী কিম্বা ভাইআচারইত্যাদি গ্রাম হইলে ঐ বহীতে তাহার অংশিসক
লের নাম বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক কেবল পটী ও থোক ও বহরীইত্যাদি অং
শের প্রধান অংশির নাম নহে বরং যথাসাধ্য প্রত্যেকে যত জন ভূমি দখল করে ও তা
হার উৎপন্ন বিক্রয়াদি করে কিম্বা তাহার অধিকারির মত কি সেই ভূমিতে যে এক কি
ম্বা অনেক জন অধিকার রাখে ও তাহার উৎপন্ন বিক্রয়াদি করে কি সাধারণরূপে তা
হার খাজানা লয় তাহারদের মোখ্তারের মত ভূমিদখল ও তাহার উৎপন্ন বিক্রয়াদি করে
তাহারদিগের নাম বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক এবং সেই অংশাংশিতে লাভের
সাধারণ মূল যদি থাকে তবে সেই লাভের অংশকরণের নিমিত্তে ঐ অংশিরা যে দাঁড়া
স্থির করিযাছে তাহারো বেওরা এবং সরকারের জমার ও গ্রামসরঞ্জামীর মধ্যে প্রত্যেক
অংশির যত করিয়া দিতে হইবেক তাহার নিরূপণের বেওরা এবং যে অংশী সরকা
রের সহিত কৌলকরার করিয়া থাকে সেই অংশী কিম্বা মধ্যবর্ত্তি পটীদারেরা ও বহরীদা
রেরা কৃষিকারকদিগের স্থানহইতে যেরূপে খাজানা তহসীল করে তাহার বেওরা বিশেষ
করিয়া ঐ বহীতে লিখিতে হইবেক এবং যে কৃষিকারকেরা তথায় বাস করে ও ভূমিতে
হস্তান্তরকরণযোগ্য স্বত্ব না রাখে তাহারা ঐ ভূমিতে দখলকরণের মৌরূসী অধিকার রাখে
বা না রাখে প্রত্যেক প্রকার ভূমির এবং প্রত্যেক প্রকার উৎপন্নের ভূমির ফিবিঘাতে
যত করিয়া খাজানা দেয় তাহা এবং কনকুত ও বাটাইত্যাদি কৌলকরারের দ্বারা যে
ভূমির কৃষিকার্য্য করা যায় তাহার সদর মালগুজার কি অন্য অধ্যক্ষ এবং কৃষিকারকেরা
পরস্পর যে২ অংশ পায় তাহা এবং মালগুজার কি গ্রামের অধ্যক্ষ কিম্বা আর কেহ প্র
জারদের স্থানে আবওয়াব বলিয়া বৎসর২ যাহা তহসীল করে কিম্বা আর কিছু বলিয়া
কখন যে উপরাঙ্ক টাকা লয় বিশেষ করিয়া তাহাও ঐ বহীতে লিখিতে হইবেক এবং
গ্রামের পাটওয়ারীদিগের ও চৌকীদারলোকের নাম এবং তাহারা যে মাহিয়ানা পায়
তাহার সংখ্যা এবং প্রকারও তাহাতে লিখিতে হইবেক এবং সমস্ত লাখেরাজ ভূমির
এবং তাহার সনদাদির প্রকারের বেওরা সাবধানপূর্ব্বক ঐ বহীতে লিখিতে হইবেক ও
ঐ২ সকল বিষয়েতে যে সকল বেওরা পাওয়া যায় তাহা এইমত বিলি করিয়া বহীতে লে
খা যাইবেক যে তাহার মধ্যে কোন কথা কোন আদালতের সাহেবের দেখিবার আবশ্যক
হইলে তাহা দেখিবামাত্র পাইতে পারেন্ কেননা এমত বোধ হইতেছে এবং প্রকাশ করা
যাইতেছে যে ইহার পরে জমীদারেরা প্রজারদিগের স্থানে যাহা তহসীল করিবেক তা
হার বিষয়ে উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা যাইবেক সেই২ নিষ্পত্তি
খাজানার যে সংখ্যা এবং তাহা আদায়করণের যেপ্রকার বন্দোবস্তের সময়ে স্থির ও
নিশ্চয় করা গিয়াছে এবং কালেক্টরসাহেবের রুবকারীতে লেখা গিয়াছে সেই সংখ্যা
ও প্রকার যেপর্য্যন্ত পরস্পর সম্মতিক্রমে কিম্বা জাবেতামতে নালিশ করণেতে পূর্ণ বিবেচ
না হওনের দ্বারা মতান্তর করা না যায় সেইপর্য্যন্ত তদনুসারে হইবেক এবং যে সমস্ত
আবওয়াব কিম্বা উপরাঙ্ক লওয়ার কথা সরকারের জমা নির্দ্ধার্য্যকরণের সময়ে কহা না

ঐ বেওরা আদালতে যে রূপ গ্রাহ্য হইবেক তাহার কথা।

যে২ আবওয়াব ও উপরাঙ্ক আইনবিরুদ্ধ বোধ

গিয়াছে

গিয়াছে এবং সরকারের হুকুমেতে তাহা সম্মত না হইয়াছে এবং হিসাবের মধ্যে না আ সিয়াছে তাহা এক্ষণে কিম্বা ইহার পরে বিশেষরূপে সরকারের হুকুমেতে সঙ্গতহওনব্য তিরেকে লওয়া সরকারের আইনের ও হুকুমের বিরুদ্ধ বোধ করিতে হইবেক ইতি।

করা যাইবেক তাহার ক থা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইহাও জানান যাইতেছে যে কালেক্টরসাহেবেরা এবং পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের হুকুমের অধীনতায় মফঃসলী জমীদারেরা ও প্রজারা এবং ভূমির অন্য অধিকারিরা কি দখীলকারেরা যে ভূমিতে অধি কার রাখে কি তাহা দখল করে সেই ভূমির নিমিত্তে তাহারদিগের যত মালগুজারী দিতে হইবেক তাহার সংখ্যা এবং ভূমিদখলকরণেতে যেং নিয়ম থাকে তাহা সমস্ত বেওরা করিয়া লিখিয়া ঐ মফঃসলী জমীদার ও প্রজালোককে কিম্বা ভূমির অন্য অধিকারিদিগ্ কে কিম্বা দখীলকার লোককে ঐ ভূমির পাট্টা দিতে পারিবেন এবং এই প্রকারে দেওয়া সমস্ত পাট্টার প্রসঙ্গ কালেক্টরীর বন্দোবস্তের রুবকারীর মধ্যে লেখাইবেন ইতি।

বন্দোবস্তকারী কালেক্টর কি অন্য সাহেবেরা মফঃসলের জমীদার ও প্রজারদিগকে পাট্টা দিতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ইহাও জানান যাইতেছে যে কোন জিলাতে এক সময়ে অনেক পাট্টার মিয়াদ পূরাহওনপ্রযুক্ত কি আর কোন বিশেষ কারণপ্রযুক্ত সরকারের রাজ স্বের হানি না হওনের নিমিত্তে উপরেতে বিশেষ করিয়া যে সকল বিষয় লেখা গিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করা পূর্ণ না হইতে কোন জমীদার কি মালগুজার কিম্বা ইজারদারের স্থানে কৌলকরার লওনের প্রয়োজন যদি হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা পূর্ব্বের চলিত রীতিমতে কৌলকরার লেখাইয়া লই বার হুকুম দিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ঐ বিষয়ের সম্বাদ দিবেন কিন্তু এই মতে যে কৌলকরার লেখাইয়া লওয়া যায় তাহার মিয়াদ পাঁচ সনের অধিক হইবেক না এবং এই আইনের ২ ধারার হুকুমানুসারে যেং মহালের পাট্টা দি অন্য মিয়াদপর্য্যন্ত বহাল রাখা গিয়াছে সেইং মহালের বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের বিষয়ে যে সকল হুকুম আছে ঐ সকল হুকুম যেং মহালের নিমিত্তে ঐ কৌল করার লেখাইয়া লওয়া যাইবেক সেইং মহালেতেও সেইমতে খাটিবেক ইতি।

যেং রূপে উপরের উক্ত অনুসন্ধান করা পূর্ণ না হইতে পূর্ব্বরীতিমতে রাজস্বের কৌলকরার লেখাইয়া লওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

ঐ কৌলকরারের মিয়াদ পাঁচবৎসরের অধিক না হইবার এবং ঐ মিয়াদের মধ্যে ঐ বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরিবার প্রতিবন্ধক না হইবার কথা।

১০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন মহালেতে কি তাহার উৎপন্ন কি খাজানাতে অনেক জনের মৌরুসী ও হস্তান্তরকরণযোগ্য ভিন্নং প্রকার স্বত্ত্ব থাকে ও তদ্দ্বারা যে লাভ হয় তা হাও ভিন্নং প্রকার হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ সকল অধিকারিদিগের মধ্যে যে জন সরকারের মালগুজারী আদায়ের কৌলকরার লিখিয়া দিবার নিমিত্তে মঞ্জুর হইবেক তাহার নির্ণয় করিতে ও হুকুম দিতে পারিবেন ও ইহা হইলে অবশিষ্ট অধিকারিদিগের স্বত্ত্বের রক্ষাহওনের নিমিত্তে উপযুক্ত উপায় করিতে হইবেক ও এই আইনেতে ইহাও জানান যাইতেছে এবং হুকুম করা যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কোন মহালের ইস্তমরারী কিম্বা মিয়াদী বন্দোবস্ত মঞ্জুরকরণের সময়ে সেই মহালের ভূমিতে কিম্বা সেই মহালের ভূমির

এক ভূমিতে অনেক জন ভিন্নং প্রকার স্বত্ব রাখিলে তাহারদিগের মধ্যে যে জন কৌলকরার লিখিয়া দিতে গ্রাহ্য হইবেক সরকার তাহার নির্ণয় করিতে পারিবার কথা।

অবশিষ্ট অধিকারিদিগের উপায়করণের কথা।

সরকারের রাজস্ব বাদে যাহা বাকী থাকে তাহা

এবং অন্য লভ্য ইস্তমরারী কি মিয়াদী বন্দোবস্তহওয়া কোন ভূমির ভিন্ন২ অধিকারিদিগের মধ্যে বিভাগহওনের প্রকার ও পরিমাণের নির্ণয় সরকার করিবার কথা।

ভূমির খাজানা কিম্বা উৎপন্নেতে ভিন্ন২ যে লোকেরা স্বত্ব রাখে সরকারের রাজস্বের পরিমাণের নিরূপণেতে খাজানার মধ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকে কি মুনাফা হইরে তাহা তাহারদিগের মধ্যে যেং প্রকারে ও যেং পরিমাণে বিভাগ করা যাইবেক তাহারো নির্ণয় করিতে ও হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।

সরকার ও ভূম্যধিকারী কি ঐ ভূমির মৌরুসী দখীলকারের মধ্যবর্ত্তি মালগুজারেরদের পাট্টাদি বহাল রাখা গেলে তাহারদিগের সহিত মফঃসল বন্দোবস্ত করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কোন মহাল এক কিম্বা তাহাহইতে অধিক সদর মালগুজারেরদের তালুক কি জমীদারীইত্যাদিরূপে এপর্য্যন্ত জানা যাইতেছে সেই মহালের মধ্যে কোন ভূমিতে সদর মালগুজার কি মালগুজারেরদের তাবে অন্য কোন জনেরা অধিকার কি ভোগদখল রাখিলে ও তাহাতে মৌরুসী এবং হস্তান্তরকরণযোগ্য স্বত্ব কিম্বা নিরূপিত খাজানা কি নির্দ্ধারিত মূলদাঁড়ানুসারে যে খাজানা নিরূপণ হইতে পারে তাহা দিয়া দখলকরণের মৌরুসী অধিকার রাখিলে সরকারের মালগুজারী জমীদার কিম্বা তালুকদার অথবা মৌরুসী অন্য কোন মধ্যবর্ত্তি মালগুজারের স্থানে তহসীল করা যাউক কিম্বা সেই মহাল ইজারা দেওয়া গিয়া থাকুক অথবা খাস তহসীলে বা থাকুক যদি ঐ সদর মালগুজারের সরকারে মালগুজারী আদায়করণের নিমিত্তে কৌলকরার লিখিয়া দিবার অধিকার সাব্যস্থ রাখা যায় এবং সামান্যতঃ সরকারের ও ভূমির অধিকারিদিগের কিম্বা মৌরুসী দখীলকারেরদের মধ্যবর্ত্তি মালগুজারের পাট্টাদি বহাল রাখা যায় তবে যে কালেক্টরসাহেব কিম্বা অন্য কার্য্যকারকসাহেব ঐ মহালের উপর যে জমা নির্দ্ধার্য্য করা যাইবেক তাহা নির্দ্ধার্য্যকরণের ভার রাখেন্ সেই সাহেব প্রথমতঃ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম লইয়া এবং পূর্ব্বোক্ত ভূম্যধিকারিরা কি দখীলকারেরা যেং ভূমি দখল করে তাহারদের প্রত্যেক অধিকারি কি দখীলকারের সহিত ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম ও অনুমতির তাবে থাকিয়া সেইং ভূমির মফঃসল বন্দোবস্ত করিতে এবং ঐ ভূম্যধিকারিরা কি দখীলকারেরা যেং নিয়মক্রমে ভূমি ভোগদখল করিবেক ঐ দখল সদর মালগুজারের তাবেতে কিম্বা সরকারের খাস তহসীলের ইজারদার কিম্বা অন্য কোন কার্য্যকারকের তাবে থাকিয়াই বা করুক সেইং নিয়মের বেওরা লিখিয়া ঐ ভূম্যধিকারি কি দখীলকারদিগকে পাট্টা দিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে যদি ঐ মধ্যবর্ত্তি মৌরুসী মালগুজারের স্থানে ঐ মহালের বাবৎ সরকারের মালগুজারী আদায়করণের কৌলকরার লিখিয়া লওয়া যায় তবে ঐ মফঃসল বন্দোবস্ত বোর্ডের সাহেবদিগের সম্মতি হইলে তাহার বেওরা সদর মালগুজারকে যে পাট্টাদি দেওয়া যাইবেক তাহার পৃষ্ঠে লেখা যাইবেক কিম্বা তাহার স্থানে যে কৌলকরার লিখিয়া লওয়া যাইবেক তাহার বেওরার শামিলে ঐ বেওরা লেখা যাইবেক ইতি।

এক ভূমিতে অনেক জনের সাধারণ স্বত্বাধিকার থাকিলে ও ঐ ভূমিসম্পর্কীয় কার্য্য তাহারদিগের সাধারণ কর্ত্তব্য হইলে।

তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা ও সমুদয় জনের কি তাহারদিগের মধ্যে অ

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—দুই জন কিম্বা তাহাহইতে অধিক জন কোন গ্রামে কি মহালে কিম্বা ভূমির অন্য কিসমতে কিম্বা কোন গ্রাম কি মহাল কি ভূমির খাজানা কি উৎপন্নে কিম্বা ঐ গ্রাম কি মহাল কি ভূমির কি খাজানার কি উৎপন্নের কোন অংশে সাধারণ স্বত্বাধিকার রাখিলে ঐ জনেরদিগের স্বত্ব পরিমাণে সমান হউক বা না হউক তাহার প্রকার এক হইলে এবং আবহমানের রীতিমতে যে জনেরদের অবশ্যকর্ত্তব্য বর্ত্তমান কিম্বা ঘটনীয় কার্য্য সাধারণ হয় তাহারা কোন মহাল কি গ্রাম কিম্বা ভূমি কি উৎপন্ন কি খাজা

নাতে

যাতে ঐ স্বত্বাধিকার পৃথকরূপে রাখিলে কালেক্টরসাহেব কিম্বা কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেব বোর্ডের সাহেবদিগের ও শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সলের হুকুম ও অনুমতির অধীনতায় ঐ সমস্ত লোকের সহিত কিম্বা তাহারদিগের মধ্যের অধিক জনের সহিত অথবা ঐ জনেরদের কি তাহারদিগের মধ্যের অধিক জনের মোকরর করা মোখ্তারের সহিত এজমালী বন্দোবস্ত করিতে পারেন কিম্বা অংশিসকলের মত লইয়া ও ঐ মহালের মধ্যগত গ্রাম কি গ্রামসকলের আবহমানের রীতি রক্ষা করিয়া তাহারদিগের মধ্যে এক জন কি তাহাহইতে অধিক জনকে সদর মালগুজারের মত ঐ মহালের কর্তৃত্ব করিতে স্বীকারকরণের নিমিত্তে পসন্দ করিতে পারেন ইতি।

ধিক জনের কি তাহারদিগের তরফ লোকের সহিত এজমালী বন্দোবস্ত করিতে পারিবার কথা।

কিম্বা সদর মালগুজারের ন্যায় কার্য্যকরণের নিমিত্তে ঐ জনেরদিগের মধ্যে এক কি ততোধিক জনকে পসন্দ করিতে পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— কোন গ্রাম কি মহাল কি ভূমির অন্য কিসমতের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বোক্তমত সাধারণরূপে স্বত্বাধিকার রাখে তাহারদিগের সহিত ঐ গ্রাম কি মহাল কি কিসমতের নিমিত্তে এজমালী বন্দোবস্ত করা স্থির হইলে কালেক্টরসাহেব কি অন্য যে কোন কার্য্যকারক সাহেব ঐ বন্দোবস্ত করিতে ভারপ্রাপ্ত হন সেই সাহেব ঐ গ্রাম কি মহাল কি কিসমতের মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে আপনার মনস্থের কথা লিখিত এক ইশতিহার লটকাইয়া তাহা প্রচার করিবেন এবং পূর্ব্বোক্তমত যেং লোক ঐ মহালইত্যাদিতে স্বত্বাধিকার রাখে তাহারদিগকে হুকুম দিবেন যে উপযুক্ত মিযাদের মধ্যে নিরূপিত স্থানে ও কালে তাহারা স্বয়ং কিম্বা তাহারদিগের উপযুক্তরূপে মোকরর করা মোখ্তার হাজির হইয়া ঐ গ্রাম কি ভূমির উপর যে জমা নির্দ্ধার্য্যকরণের কথা হয় সেই জমা তাহারা স্বীকার করে কি না করে ইহা জানায় ইতি।

এজমালী বন্দোবস্ত করিতেহইলে তৎসম্পর্কীয় লোকদিগকে তলব করা যাও নের মতের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— উপরের লিখনমতে তলবহওয়া জনেরদের মধ্যে কোন জন কি জনেরা যদি স্বয়ং কি মোখ্তারের দ্বারা হাজির হইতে অস্বীকার কিম্বা গাফিলী কি কসুর করে তবে যে জনেরা হাজির হয় তাহারা কি তাহারদিগের মধ্যে অধিক জনেরা ঐ জমা স্বীকার কি অস্বীকার করা ইহার যাহা নিশ্চয় করে তাহাতে ঐ গরহাজিরথাকা জনেরদের স্বীকার কি অস্বীকার বোধ করা যাইবেক এবং বিশেষরূপে অন্য প্রকার হুকুম না হইলে তাহার কিম্বা তাহারদের স্বত্ব ও ভূমি সরকারের রাজস্বের দায়ী হইবেক এবং ঐ বন্দোবস্তের নির্দ্ধারিত মালগুজারীর কিছু বাকী পড়িলে তাহা আদায়ের নিমিত্তে নীলামকরণের যোগ্য হইবেক ইতি।

তলবহওয়া জনেরদের মধ্যে যে কি যাহারা হাজির হইতে কসুর করে তাহারা হাজির হওয়াজনেরদের করা নিশ্চয়েতে বদ্ধ হইবার ও তাহারদিগের স্বীকারকরা মালগুজারীর দায়ী হইবার কথা।

বিশেষরূপে অন্যপ্রকার হুকুমহওনব্যতিরেকে।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— যদি অংশিরদের মধ্যে কোন জন কি জনেরা হাজির হইয়া যে জমা নির্দ্ধার্য্যকরণের কথা হয় তাহা স্বীকার না করে তবে হাজিরথাকা অন্য অংশিরদের সহিত বন্দোবস্ত করা গেলে ঐ অস্বীকারকরা অংশিরা ঐ মহাল সরকারের ইজারাবিলিতে কি খাস তহসীলে থাকিলে তাহারা যে স্বত্ব ও মুনাফার অধিকারী হইত সেই স্বত্ব ও মুনাফা তাহারদিগের ভোগদখলে থাকিবেক এবং যেং ভূমিতে ঐ রূপ অধিকার ও মুনাফার সংঘটন হয় যদি সেইং ভূমি অন্য অংশিদিগের কৌলকরারের মধ্যে লিখিত হয় তবে সেই অংশিরা সেই ভূমির বিষয়ে সরকারের মালগুজারী আদায়করণের ইজারদার বোধ হইবেক এবং যে ভূমির অধিকারিরা তাহার মালগুজারী আদায় করিবার

কোন ভূমির অংশিদিগের মধ্যে কোন কি কোনং জন নির্দ্ধারিত জমা স্বীকার না করিলে ও যে অংশিরা তাহা স্বীকার করে তাহারদিগের কৌল, করার অস্বীকারকারিরদের ভূমির সহিত সম্পর্ক রাখিলে স্বীকারকারিরা অস্বীকারকারিরদিগে ভূমির

কৌলকরার

ইজারাদারস্বরূপ বোধকরা যাইবার কথা।

কৌলকরার লিখিয়া দিতে স্বীকার না করে সেই ভূমিতে সাধারণ যেং হুকুম সম্পর্ক রাখে সেইং হুকুমানুসারে নিরূপিত ও উভয়সম্মত মিয়াদযুক্ত পাট্টার দ্বারা ঐ ভূমি দখল করিবেক ইতি।

ইজারাবিলিতে কি খাস তহসীলেতে থাকা কোন ভূমির অধিকারিরা সেই ভূমি আপনারদিগের নিজ যোতে রাখিলে তাহার খাজানা যে হারে দিতে হইবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— যে কোন মহাল কিম্বা মহালের অংশ পটীদারী কিম্বা ভাইযাচারইত্যাদিরূপে অনেক অধিকারির নিজ যোতে থাকে ঐ মহাল কি মহালের অংশ ইজারা দেওয়া কি খাস তহসীলে রাখা গেলে ঐ মহাল কিম্বা মহালের অংশের মধ্যে তাহারা নিজে যে ভূমি দখল ও যোত করে তাহার নিমিত্তে যে খাজানা ঐ মহাল কিম্বা মহালের অংশের অধিকারিদিগের স্থানে তহসীলকরণের যোগ্য হয় তাহার হারের নিরূপণ তথাকার কি তথাকার লাগাও গ্রামসকলে ঐমত ভূমির নিমিত্তে তথাকার যে প্রজা ও বাশিন্দা লোকেরা ঐ ভূমিতে মৌরসী ও হস্তান্তরকরণযোগ্য অধিকার না রাখে তাহারা যে হারে খাজানা দেয় সেই হারে হইবেক এবং সরকারহইতে যেরূপ নিরূপণ হয় সেইমত মালিকানা কি অন্য যে কোনরূপ প্রাপ্তি শতকরা ৫ পাঁচ টাকার কম না হয় তাহার নিমিত্তে ঐ খাজানাহইতে শতকরা ৫ পাঁচ টাকা করিয়া বাদ দেওয়া যাইবেক ইতি।

সাধারণ অধিকার ও কার্য্যসংক্রান্ত কোন মহালের বন্দোবস্ত তাহার অংশিদিগের মধ্যে ঐ মহালের কর্ত্তা কি সদর মালগুজারস্বরূপ পসন্দকরা এক কি ততোধিক অংশির সহিত করা গেলে অন্য অংশিরা যেরূপে ভূমি দখল করিবেক তাহার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।— উপরের লিখিত ঐ প্রকার মহালের বন্দোবস্ত সদর মালগুজারের মত সরকারের মালগুজারীর সরবরাহকরণ ও তাহা তহসীলকরণ ও তাহার হিসাব দেওনের নিমিত্তে বাচনিকরা এক কি তাহাহইতে অধিক অংশির সহিত করা স্থির করা গেলে বিশেষরূপে হুকুম হওয়া বিষয়ব্যতিরেকে সদর মালগুজারেরদের ত্রুটিপ্রযুক্ত কৌলকরার লিখিয়া না দেওয়া অংশিরদের স্বত্বের প্রতি সরকারের মালগুজারীর দায় থাকিবেক না ও ঐ অংশিরা উপযুক্তরূপে যত দিন বিভক্ত না হয় তাবৎ পূর্ব্বহইতে যে হারে এবং যে প্রকারে সদর মালগুজারকে খাজানা কিম্বা মালগুজারী দিয়া আসিয়াছে সরকারের রাজস্বের পরিমাণের নিরূপণহওয়াতে খাজানার যে অবশিষ্ট থাকে কি মুনাফা চাহরে তাহা বিভাগকরণের বিষয়ে সরকারহইতে যে হুকুম হয় তাহাতে কিম্বা সদর মালগুজারের প্রজাদিগের স্থানে যে খাজানা কি মালগুজারী তহসীল করিতে হয় তাহা তহসীলকরণের নিমিত্তে প্রজানদিগের প্রতি সদর মালগুজারদিগকে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করিবার অর্থে যেং হুকুম এক্ষণে চলিত আছে কি ইহার পরে করা যাইবেক সেইং হুকুমেতে ঐ হার ও প্রকারের মতান্তর হওনব্যতিরেকে সেই হারে ও প্রকারে খাজানা কি মালগুজারী দিতে থাকিয়া পেটাও অধিকারিদিগের মত আপনারদিগের ভূমি দখল করিবেক ও সদর মালগুজার হইবার নিমিত্তে যে জনেরা পসন্দ হয় তাহারদিগের শিরে যেং বিষয়ের জওয়াব দিবার দায় থাকিবেক তাহা এবং যেং নিয়মে তাহারা ঐ কর্ত্তৃত্বপদ রাখিবেক তাহা ঐ বন্দোবস্ত মঞ্জুরকরণের সময়ে কিম্বা তাহার পরে বিশেষরূপে জানান যাইবেক এবং পেটাও অধিকারিরা যেং নিয়ম ও নিরূপণক্রমে আলাহিদা কৌলকরার লিখিয়া দিবার নিমিত্তে গ্রাহ্য হইবেক সেইং নিয়ম ও নিরূপণও ঐ মত জানান যাইবেক ইতি।

সদর মালগুজারদিগের পাট্টাদির প্রকার ও নিয়ম জানাইতে হইবার কথা।

এপর্য্যন্ত যে কোন মহা

৯ নবম প্রকরণ।— ইহাও জানান যাইতেছে যে কোন মহালের ভূমির ভিন্নং কিস

মতেতে ভিন্ন২ অধিকারী কিম্বা ভিন্ন২ অধিকারিসমূহ ভিন্ন২ রূপে অধিকার কিম্বা ভোগ দখল রাখিলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা তাহার প্রত্যেক অধিকারী কি অধিকারিসমূহ যে২ ভূমিতে অধিকার রাখে কি ভোগদখল করে সেই২ ভূমির নিমিত্তে ভিন্ন২ বন্দোবস্ত করিবার হুকুম দিতে পারিবেন এবং প্রত্যেকে যে২ কিস্মতের ভিন্ন২ বন্দোবস্ত করা যায় সেই২ কিস্মতের উপর যে২ রাজস্বের নির্দ্ধার্য্য করা যায় তাহার দায়ী ঐ২ কিসমতই হইবেক ও ইহাও জানান যাইতেছে যে কোন সাধারণ ভূমিতে যে২ অংশিরা অধিকার রাখে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত মত সাধারণ নিয়মের অধীনতায় পৃথকরূপে অধিকার রাখে সেই২ অংশিরা কিম্বা তাহারদিগের কোন অংশী কালেক্টরসাহেবের কিম্বা অন্য যে সাহেব বন্দোবস্ত করিতে কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরিতে ক্ষমতা রাখেন সেই সাহেবের নিকটে ঐ সাধারণ ভূমিতে আপন২ অংশে কি অংশসকলেতে ভিন্ন২ রূপে অধিকার রাখিবার নিমিত্তে কিম্বা ভিন্ন২ কৌলকরার লিখিয়া দিবার নিমিত্তে গ্রাহ্য হইবার কারণ যদি দরখাস্ত করে তবে ঐ কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব বোর্ডের সাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে সাহেবলোকের তাবে থাকেন সেই সাহেবদিগের সম্মতি লইয়া ঐ ভিন্ন২ অংশিরদের ভিন্ন২ স্বত্বানুসারে ঐ ভূমির বিভাগ করিতে পারিবেন এবং তাহারদের প্রত্যেকের সহিত কিম্বা তাহারদিগের মধ্যে যত জন ভিন্ন২ কৌলকরার লিখিয়া দিতে চাহে তাহারদের সহিত ভিন্ন২ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন ইতি।

লেতে তাহার অধিকারিরা ভিন্ন২ রূপে অধিকার কি ভোগদখল রাখে তাহার অধিকারিদিগের সহিত ভিন্ন২ বন্দোবস্ত করা যাইতে পারিবার কথা।

সাধারণ স্বত্ব কি সাধারণ নিয়মযুক্ত স্বত্ব যে২ প্রকারে পৃথক করা যাইবেক তাহার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।— কোন ভূম্যধিকারিরা ঐ ভূমির মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার লিখিয়া দেওনের বিষয়ে অগ্রাহ্য হইলে কালেক্টরসাহেব সাবধানপূর্ব্বক ইহা প্রচার করিবেন যে সেই মহালে যে সকল লোকের স্বত্বাধিকার থাকে তাহারা বন্দোবস্তের রুবকারীতে আপনারদিগের নাম এবং প্রত্যেক জনের যে জমা দাতব্য তাহার সংখ্যা ও হার লেখাইতে পারিবেক ইতি।

ভূম্যধিকারিরা কৌলকরার লিখিয়া দিতে অগ্রাহ্য হইলেও আপনারদিগের নাম রেজিষ্টরী করাইতে পারিবার কথা।

১১ ধারা।

উপরেতে যে রেজিষ্টরী করিবার হুকুম লেখা গিয়াছে তাহা করণেতে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে প্রকৃতার্থে যাহার যেরূপ অধিকার থাকে তাহাই মূল জ্ঞান করিয়া সেই মতই লেখান এবং তাহার বহীতে যে২ বিষয় লেখা যায় তাহার প্রত্যেক বিষয় যে২ প্রমাণেতে লেখা গিয়াছে তাহার স্বরূপ কথা যত্নপূর্ব্বক লেখাইবেন ও উপরের উক্ত মূল দাঁড়ানুসারে কালেক্টরসাহেবেরা কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা কোন ভূমির বন্দোবস্তকরণ কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের সময়ে কি কোন মহালের বেওরার এবং তাহা দখলকরণের পাট্টাইত্যাদি নির্দশনপত্রের প্রকারের বিবরণের অনুসন্ধান ও তদন্ত করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়া যাহারা প্রকৃতার্থে ভূমি ভোগদখল করিতেছে কি অধিকারিত্বপ্রযুক্ত ভূমির খাজানা লইতেছে তাহারদিগকে তাহার মালগুজারী আদায় করিবার কৌলকরার লিখিয়া দিবার নিমিত্তে গ্রাহ্য করণের কি তাহারদের নাম সরকারী বহীতে লিখনের দ্বারা পূর্ব্বের করা বন্দোবস্তের ভ্রান্তি ও কর্ত্তব্যের অকরণ শুধরিতে

যে কালেক্টরসাহেবেরা ঐ রেজিষ্টরী করেন তাঁহারা বাস্তব ভোগদখল মূল জ্ঞান করিয়া তাহা করিবার কথা।

পারিবেন

পারিবেন এবং তাহা করিতে হইলে কালেক্টরসাহেব রুবকারী করিয়া আপন করা কার্য্যের হেতুসকল বেওরা করিয়া জানাইবেন ইতি।

১২ ধারা।

যে মহাল পটীদারী কি ভাইয়াচারইত্যাদি পাট্টাদির দ্বারা ভোগদখল করা যায় কালেকটরসাহেবের। সেই মহালের ভিন্ন২ অংশিদিগের রাজস্ব ও গ্রামসরঞ্জামী যত করিয়া দিতে হইবেক তাহার নূতন বিভাগ করিতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ। — পটীদারী কি ভাইযাচারইত্যাদিরূপে ভূমি দখলকরণের পাট্টা ইত্যাদি নিদর্শনপত্রের দ্বারা ভোগ দখলহওয়া মহালের মধ্যগত ভিন্ন২ পটী ও বহরী কি ভূমির অন্য কিসমতের প্রত্যেক অধিকারির এবং প্রত্যেক অধিকারিসমূহের সরকারের জমা এবং গ্রামসরঞ্জামী যে পরিমাণে দাতব্য হয় তাহা আবাদ হওয়া সমুদয় ভূমির মধ্যে প্রত্যেক অধিকারী কি অধিকারিসমূহের দখলে যত২ ভূমি থাকে তাহা জরীব করণানুসারে পূর্ব্বেতে নিরূপণ করা গিয়া থাকিলে এবং সেইহেতুক সেই দেশের দস্তুরমতে নিরূপিত সময়েতে তাহা শুধরণের যোগ্য হইলে কালেক্টরসাহেব কিম্বা অন্য যে সাহেব বন্দোবস্ত করেন কিম্বা তাহা পুনদৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরেন সেই সাহেবের যদি পাটওয়ারীদিগের কাগজ দৃষ্টিকরণদ্বারা কি আর কোন প্রকারে নিশ্চয বোধ হয যে পূর্ব্বোক্ত কোন অধিকারী কি অধিকারিসমূহ সরকারের জমা ও গ্রামসরঞ্জামী পূর্ব্বহইতে যাহা দিতেছে তাহা তাহার কি তাহারদিগের উপযুক্ত দাতব্যহইতে অতিঅধিক তবে প্রথমতঃ বোর্ডের সম্মতি লইয়া ঐ সাহেব উপরের লিখিত মূলদাড়া এবং সরকারের জমার পরিমাণের নিরূপণেতে খাজানার মধ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকে কি মুনাফা ঠাহরে তাহার বিভাগের বিষয়ে সরকারহইতে যে হুকুম হইয়া থাকে তাহাও দৃষ্টি করিয়া সরকারের রাজস্ব ও গ্রামসরঞ্জামী প্রত্যেকের শিরে যত করিয়া উপযুক্ত হয় তাহার নূতন বিভাগ করাইতে পারিবেন ও কানুনগোকে এবং অন্য যে জন কি জনেরদিগের নিযুক্ত করা উপযুক্ত বুঝেন তাহারদিগকেও ঐ কর্ম্মের ভার দিতে পারিবেন এবং ঐ ব্যক্তির কি ব্যক্তিরদের নিষ্পত্ত্যনুসারে কিম্বা অন্য যে কোন প্রকারে উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ হয় তদনুসারে ভিন্ন২ জনেরদের সরকারের জমা যত করিয়া দিতে হইবেক তাহার নিরূপণ করিতে পারিবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেব কখন২ ভূমির নূতন বিভাগ করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। — ঐ মত ভিন্ন২ অধিকারিরা তাহারদিগের দখলের ভূমির জমা যত করিয়া দাতব্য হইয়া থাকে সময়ে সময়ে তাহার সংখ্যা শুধরা যাওনমাত্রের অধিকার না রাখিয়া তাহারদিগের প্রত্যেকের নামে যত২ ভূমি লেখা গিয়া থাকে তাহার দৃষ্টে সময়শিরে ঐ গ্রামের মধ্যগত ভূমির নূতন বিভাগহওনেরো অধিকার রাখিলে কালেক্টরসাহেব উপরের লিখিত হুকুমমত ভূমির নূতন বিভাগ করাইতে ও তাহার জমার সংখ্যা শুধরাইতে পারিবেন এবং ঐ সময়ে শেষে করা ভূমির বিভাগ ও জমার হারহারি যে সময়হইতে চলিবেক তাহার নিরূপণ করিতে পারিবেন এবং তাহা করণের মধ্যে যে জনের যে রাজস্ব দাতব্য তাহার বিষয়ে উপস্থিত দাওয়াসকলের নিষ্পত্তি যাহা ন্যায্য বোধ হয় তদনুরূপ করিতে পারিবেন কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ প্রকার কোন বিভাগ কিম্বা শুধরণ যেপর্য্যন্ত বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের কিম্বা ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেব লোকের দ্বারা মঞ্জুর না হয় সেপর্য্যন্ত তাহা চূড়ান্ত হইবেক না ও ইহাও জানান যাইতেছে

যে যে

কালেক্টরসাহেবের নিষ্পত্তিতে যাহার হানি হয় সে আদালতে নালিশ করিতে পারিবন্থ কথা।

যে যে দস্তুর অনুসারে ঐ ভূমি বিভাগ করা গিয়া থাকে ঐ জনেরদের মধ্যে যদি কেহ কহে যে এমত দস্তুর নহে এবং কালেক্টরসাহেব যে ভূমি তাহার স্থানহইতে লইয়া অন্য কোন জনকে দিয়া থাকেন্ সেই ভূমিতে পুনর্ব্বার দখল পাইবার নিমিত্তে দাওযা করে কিম্বা ঐ মহালসম্বন্ধীয় কোন লোক তাহার মধ্যগত যে কোন ভূমির নূতন বিভাগের হুকুম দিতে কালেক্টরসাহেব অস্বীকাব করিয়া থাকেন্ ঐ নূতন বিভাগেতে যে ফলোদয় হইতে পারে তাহার অধিকারী হওনের দাওযা করে তবে যে জনকে কি জনেরদিগকে ঐ ভূমি দেওয়া গিযা থাকে কিম্বা যে জন কিম্বা জনেরা ঐ বিভাগহওনের প্রতিকূলাচরণ করে কালেক্টরসাহেবের নিষ্পত্তি ন্যায্য বটে কি না ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে ঐ জনেরদিগের নামে জাবেতামতে জিলার আদালতে নালিশ করিতে পারে

যেং বিসয়েতে তহসীলেব ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক তাহার কথা।

কিন্তু যদি ঐ দস্তুর থাকার স্বীকার করা যায় কিম্বা নিশ্চয় হয় তবে আদালতের সাহেবেরা ঐ ভূমির বিভাগের কিম্বা জমার শুধরণের যাথার্থ্যেতে আপত্তি করিতে পারিবেন না এবং কোন ভূমির বিভাগের বিষযে কালেক্টরসাহেব যে নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ তাহা যদি কোন সময়ে আদালতে অগ্রাহ্য হয় তবে ঐ আদালতের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিপত্রে ঐ জনেরদের স্বত্বের বিবরণ এবং নিরূপণ যেমত লেখা যায় তাহাতে ও পাট্টাদির নিযমেতে এবং সরকারী জমার পরিমাণের নিরূপণেতে খাজানার মধ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকে কিম্বা মুনাফা চাহরে তাহার বিভাগের বিসযে সরকারহইতে সামান্য কি বিশেষ যে হুকুম হয তাহাতেও দৃষ্টি রাখিয়া মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের ঐ জমা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরা কর্ত্তব্য ইতি।

১৩ ধারা।

কালেক্টরসাহেব বিশেষ হুকুম পাওনব্যতিরিক্ত দখলের ব্যাঘাত না করিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা এবং কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা এই আইনের কি অন্য কোন আইনের দ্বারা বিশেস ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইলে যাহাতে ভোগদখলের হানি হয এমত কোন কার্য্য করিবেন না কিন্তু যে জনেরা ভোগবান ও দখীলকার না হইয়া আপনারদিগকে ভোগদখলের অধিকারী জ্ঞান করে তাহারা এ বিসযের দাওয়া জাবেতামতে আদালতে উপস্থিত করিতে চাহিলে কালেক্টরসাহেব তাহার বাধা করিবেন না ইতি।

১৪ ধারা

বন্দোবস্তকরণ কি পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক তাহা শুধরণের ভারাক্রান্ত কালেক্টরসাহেবেরা ভূমির দখীলকারদিগের স্বত্বের প্রকার ও পরিমাণ জানাইতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যে কোন জন ভূমি দখল করে তাহার পাট্টাইত্যাদি নিদর্শনপত্রের প্রকারের বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে যে কালেক্টরসাহেবেরা বন্দোবস্ত করেন্ কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরেন্ তাঁহারা বন্দোবস্তের রুবকারীতে লিখিবার নিমিত্তে কাছারীর বৈঠকেতে পূর্ব্বে ঐ দখীলকারের যে খ্যাতি ছিল তাহা তাহার স্বত্বের প্রকারের প্রমাণের এক সাধনমাত্র জ্ঞান করিয়া কিন্তু ঐ জনের সন্তোষের নিমিত্তে অন্য যে কোন অনুসন্ধান করা যায় তাহার বেওরাসহিত আপনার নিষ্পত্তির মূলকারণের বিস্তারিত করিয়া ঐ দখীলকার বস্তুতঃ যে স্বত্বের অধিকার রাখে তাহার প্রকার এবং পরিমাণ

জানাইবেন

পটীদারী কি ভাইয়াচারইত্যাদি পাট্টাদির দ্বারা ভোগদখল করা ভূমির কোন অংশির স্বত্বের পরিমাণের বিষয়ের বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে ও তদনুসারে কার্য্য করাইতে কালেকটরসাহেবের ক্ষমতার কথা।

ঐ নিষ্পত্তির উপরে আদালতে আপীল হইতে পারিবার কথা।

জানাইবেন ও ঐ মত পটীদারী ও ভাইয়াচারইত্যাদি পাট্টাআদি নিদর্শনপত্রের দ্বারা ভোগদখলকরা কোন গ্রাম কি কোন২ গ্রামের মধ্যগত ভূমির কোন অংশির স্বত্বের পরিমাণের বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে ঐ অংশী যদি ঐ গ্রাম কি ঐ২ গ্রামের কোন অংশের বাস্তব দখীলকার হয় কিম্বা ঐ ভূমিতে যে সাধারণ মুনাফা হয় বস্তুতঃ তাহার অংশ লইতে থাকে তবে কালেক্টরসাহেব প্রথমতঃ তাহার নিষ্পত্তি করিয়া তাহার কথা আপন বন্দোবস্তের রুবকারীতে লেখাইয়া তদনুসারে কার্য্য করাইতে পারিবেন ও তাহাতে যে জন আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে সে লোক তাহা ন্যায় কি অন্যায় ইহা জানিবার নিমিত্তে জাবেতামতে আদালতে নালিশ করিতে চাহিলে তাহার প্রতিবন্ধকতা করিবেন না কিন্তু ইহার লিখিত কোন কথার অভিপ্রায় এমত নহে যে কোন ভূমির কিস্মতের উপর নির্দ্ধার্য্যকরা মোট জমার কি হারহারিমত তাহার অংশের বিষয়ে কি সাধারণ মহালের বিশেষ কোন অংশের দখীলকারকে বিভাগের সময়ে যত ও যে প্রকার ভূমি দিতে হইবেক তাহার বিষয়েই বা কালেক্টরসাহেব যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহাতে হাত দিতে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে ইতি।

উপরের প্রকরণানুসারে কালেক্টরসাহেব কোন দাওয়াদারের সে যে মনাফা পাইতেছে ও যে ভূমি দখল করিয়া আসিতেছে তাহার আধিক্যের দাওয়া গ্রাহ্য করিতে না পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— উপরের প্রকরণের এ অভিপ্রায় নহে যে কালেক্টরসাহেবেরা অন্য প্রকারকরণের হুকুম পাওনব্যতিরেকে কোন দাওয়াদার সাধারণ মুনাফার মধ্যে যে রকম অংশ এপর্য্যন্ত পাইয়া আসিতেছে তাহা বেশী হইবার নিমিত্তে কি ঐ গ্রাম কি ঐ২ গ্রামের যে অংশ এপর্য্যন্ত দখল করিয়া আসিতেছে তাহার রকম বেশী হইবার নিমিত্তে যে দাওয়া করে তাহা গ্রাহ্য করিতে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে ইতি।

তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি আদালতে জাবেতামতে হওয়া নালিশের নিষ্পত্তিপূর্ব্বক অন্যায় বোধ না হইলে আদালতের সাহেবেরা তাহা বহাল রাখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— উপরের উক্ত ক্ষমতাক্রমে কালেক্টরসাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন তাহা যদি বোর্ডের সাহেবদিগের কি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমেতে মতান্তর কিম্বা রদ না হয় তবে ঐ নিষ্পত্তির দ্বারা যে অধিকার হইয়া থাকে তাহা অযথার্থ ইহা জাবেতামতে নালিশহওনপূর্ব্বক বিচারদ্বারা জানা না গেলে ঐ নিষ্পত্তি আদালতের সাহেবেরা বহাল রাখিবেন এবং ইহার লিখিত কোন কথার তাৎপর্য্য এমত নহে যে কোন মহালের কি মহালের অংশের উপর যে জমার নির্দ্ধার্য্য করা যাইবেক তাহার কিম্বা কোন মহালের মধ্যগত যত ও যে প্রকার ভূমি তাহার বিভাগের সময়ে তাহার ভিন্ন২ অংশিরদিগকে দেওয়া যাইবেক তাহারো বিষয়ে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহাতে হাত দিতে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে ইতি।

কালেক্টরসাহেবের করা জমার হারহারি কি ভূমির বিভাগের বিষয়ে তাঁহার নিষ্পত্তির মূল আইন বিরুদ্ধ হওনব্যতিরেকে আদালতের সাহেবেরা তাহাতে হাত দিতে না পারিবার কথা।

যাহা হইলে কালেক্টর সাহেবেরা অন্যায়পূর্ব্বক ভূম্যাদিহইতে বেদখলহওনের নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— যে কোন কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব কোন মহালের বন্দোবস্ত করেন্ কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরেন্ সেই সাহেবের নিকটে যদি কেহ এমত দাওয়া করে যে আমি ঐ মহালের মধ্যের অমুক ভূমি কি বাটীইত্যাদি কিম্বা ফসল কি ফলকরার বাগান অথবা পশুচারণের ভূমি কিম্বা মৎস্যধরণের জলাশয় কি কূপ কিম্বা জলের শোঁতা কি পুষ্করিণী কি অন্য কোন জলাশয় কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ঐ ভূমি কি বাটীইত্যাদির খাজানা কি উৎপন্ন কিম্বা তাহাতে যে মুনাফা হয় তাহাহইতে অন্যায়ক্রমে বেদখল হইয়াছি কি তাহা দখলকরণেতে অন্য জনহইতে ক্লেশ পাইতেছি তবে কালেক্টর কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেব তাহার তজবীজ করিতে পারিবেন এবং যদি বোধ হয় যে ঐ

ফরিয়াদী

ফরিয়াদী যে সনে ঐ ফরিয়াদ করিয়াছে তাহার পূর্ব্বসনে ঐ ভূম্যাদিতে দখীলকার ছিল এবং তদ্ভিন্ন যদি ইহা বোধ হয় যে ঐ ফরিযাদী বলক্রমে কি অন্যায়েতে বেদখল হইয়াছে কিম্বা ক্লেশ পাইয়াছে তবে কালেক্টরসাহেব তাহাকে ঐ ভূম্যাদিতে পুনর্ব্বার দখল দেওয়াইতে কি তাহার দখল বহাল রাখিতে পারিবেন ও আপনার করা নিষ্পত্তির যেং হেতু থাকে তাহা রুবকারীতে লেখাইবেন এবং তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদী তাহা ন্যায কি অন্যায ইহা জানিবার নিমিত্তে আদালতে জাবেতামতে নালিশ করিতে পারিবেক ও ঐ মত কোন কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে মহালের বন্দোবস্ত করিতে কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরিতে থাকেন্ সেই মহালের মধ্যের ভূমি কি বাটীইত্যাদির দখলের বিষযে এমত কোন বিবাদ আছে যে তাহার নিষ্পত্তির প্রযোজন আছে ইহা ঐ কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব যদি জানিতে পান তবে ঐ সাহেব তাহা যাহার দখলে থাকন উপযুক্ত তাহার দখলে রাখিবার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ও যদি তাহার অধিকারিত্বের বিষযে আর কোন বিবাদ উপস্থিত থাকে তবে তাহার নিষ্পত্তি জাবেতামতে আদালতে নালিশহওনের দ্বারা হইতে দিবেন ইতি।

তাহারকরা নিষ্পত্তির উপর আদালতে আপীল হইতে পারিবার কথা।

৫ পঞ্চমপ্রকরণ। — যে জমীদার কিম্বা তাবেপাট্টাদার সে ইজারদার কি রাইয়ৎ হউক পাট্টাইত্যাদি বিশেষ নিদর্শনদ্বারা কিম্বা আবহমান ভোগদখলের দ্বারা দখলের অধিকারপ্রাপ্ত হইযা থাকে সেই জমীদার কি পাট্টাদার পূর্ব্ব সনে তাহার দখল এবং আবাদকরা ভূমিহইতে অন্যাযেতে বেদখল হইলে কিম্বা ঐ বেদখলহওযা ব্যক্তি পূর্ব্ব সনে ঐ মত কোন ভূমির যে খাজানা কিম্বা মুনাফা পাইয়াছে তাহা ত্যাগ কি পরিত্যাগ যাহাতে হয আদালতের এমত কোন হুকুম কিম্বা ঐ বেদখলহওযা ব্যক্তির স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন ক্রিয়াকরণব্যতিরেকে তাহাহইতে অন্যাযক্রমে বেদখল হইলে উপরের লিখিত হুকুম তাহার বিষযে সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু দখলের দাওযাদার ব্যক্তি যদি তাহা দখলের ইস্তাফা দিযা থাকে তবে ঐ ইস্তাফা বলক্রমে কি ভয দশাইযা লওযা গিযাছে ইহা কোন আদালতের বিচারদ্বারা নিশ্চয না হইলে ঐ পূর্ব্বোক্ত হুকুম তাহাতে খাটিবেক না এবং যে সনে দাওযা উপস্থিত করা যায় তাহার পূর্ব্ব সনের আরম্ভের পূর্ব্বে ঐ দাওয়াদার ঐ দখল ছাড়া হইলে কি ছাড়িলে তাহাতেও খাটিবেক না ইতি।

যে প্রকারেতে উপরের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

ঐ হুকুম যে প্রকারেতে সম্পর্ক রাখিবেক না তাহার কথা।

১৫ ধারা।

পূর্ব্বের অধিপতিদিগের কি তাহারদিগের সরকারের কোন আমেল কি অন্য কোন কার্য্যকারকের দেওয়া সনদাদির দ্বারা ভোগদখলকরা কি ভোগদখলে আছে ইহা কহা বাজেয়াপ্তী কোন মহালের ভূমি তাহা সকর কি নিষ্করই বা হউক তাহার বন্দোবস্ত করণেতে কালেক্টরসাহেবের কিম্বা বন্দোবস্তকারি অন্য সাহেবের ক্ষমতা আছে যে চলিত আইনের লিখিত কোন কথা ইহার প্রতিবন্ধক হইলেও ঐ সাহেব ঐ মহালের মধ্যের ভূমির কি তাহার খাজানা কি উৎপন্নের বিষযে উপস্থিতহওয়া সমস্ত দাওযা শ্রবণ ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ এবং বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন

বাজেয়াপ্তহওযা লাখেরাজ ভূমির বন্দোবস্তকরণের সময়ে কালেক্টরসাহেব তৎসম্পর্কীয় স্বত্বের বিষযের দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

অন্য

এবং অন্যহইতে যাহার অধিকার ন্যায্য বোধ হয় তাহাকে দখল দেওয়াইতে পারিবার কথা।

ঐ দেওয়া দখলের উপর আদালতে জাবেতামতে আপীল হইতে পারিবার কথা।

অন্য সাহেবদিগের আজ্ঞা ও অনুমতিক্রমে ঐ মহালেতে অন্যং হইতে যে জনের অধিকার ন্যায্য বোধ হয় সেই জনকে ঐ মহালে দখল দেওয়ান্ ও তাহার বন্দোবস্ত তাহার সহিত করেন্ এবং তাহার অন্যং দাওয়াদারদিগকে জাবেতামতে জিলার আদালতে কি প্রবিন্স্যল কোর্টে নালিশ করিয়া আপনারদিগের দাওয়া সাব্যস্তকরণের ব্যাঘাত করিবেন না ও এই ধারানুসারে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগহইতে যে সকল নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর দাওয়ার বস্তুর মূল্যানুসারে জাবেতামতে ঐ আদালতে নালিশ হইলে ঐ নালিশী আরজী সম্যকপ্রকারে শুনা ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইলে পর তাহা শুধরা কি রদ কিম্বা মতান্তর করা যাইতে পারিবেক ও তাহা নহিলে করা যাইতে পারিবেক না। ও স্বয়ং ভূম্যধিকারিদিগের কি তাহারদিগের মোখ্তারকারদিগের দত্ত সনদাদির দ্বারা যে ভূমি নিষ্করুরূপে ভোগদখল করা যায় সে ভূমির সহিত উপরের লিখিত কথা সম্পর্ক রাখিবেক না ও সামান্যত ঐ ভূমির দখীলকারেরা তাহার উপযুক্ত রাজস্ব দিবার কৌলকরার লিখিয়া দিতে সম্মত হইলে তাহারদিগের সহিত ঐ ভূমির বন্দোবস্ত করা যাইবেক ইতি।

ভূম্যধিকারিদিগের কি তাহারদিগের অনুমতিক্রমে দত্ত সনদাদির দ্বারা ভোগদখল করা ভূমিতে উপরের লিখিত হুকুম সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

১৬ ধারা।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে বন্দোবস্ত কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টরসাহেবেরদিগকে ভূমির স্বত্ব ও দখলের বিষয়ের দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

লাখেরাজ বাজেয়াপ্তী কোন মহালের বন্দোবস্ত কিম্বা কার্য্যের গতিকে খেরাজী কোন মহালের পুনর্ব্বার বন্দোবস্ত করিতে হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ মহালের বন্দোবস্ত কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টরসাহেবকে এমত বিশেষ ক্ষমতা দিতে পারিবেন যে ঐ মহালের মধ্যগত ভূমির স্বত্বাধিকার ও দখলের ও তাহার খাজানা কিম্বা উৎপন্নের বিষয়ে যে সকল দাওয়া উপস্থিত হয় তাহা শ্রবণ ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি পূর্ব্বোক্তমতেতে করেন এবং বোর্ডের হুকুম ও অনুমতিক্রমে এবং তদতিরিক্তও জিলার আদালতে কি প্রবিন্স্যল কোর্টে জাবেতামতে নালিশ হইলে তথায় যে নিষ্পত্তি হয় তদনুসারে ঐ ভূমিতে অন্যহইতে যাহার অধিকার প্রবল বোধ হয় তাহাকে সেই ভূম্যাদিতে দখল দেওয়ান্ ও ইহাও জানান যাইতেছে যে পূর্ব্বোক্তমত বিশেষ ক্ষমতা কোন কালেক্টরসাহেবকে দেওয়া গেলে যে মহালেতে ঐ সাহেবের প্রাপ্ত ক্ষমতা চলিবেক সেই মহালের মধ্যে ঘোষণার দ্বারা সরকারহইতে দেওয়া ঐ হুকুম প্রচার করা যাইবেক এবং কালেক্টরসাহেবদিগের ও বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ ঘোষণা উপযুক্তরূপে দেওয়ান্ কিন্তু এই ধারানুসারে কিম্বা অন্য যে কোন ধারাতে ঐ ঘোষণা দেওয়া যাওনের হুকুম থাকিলে তদনুসারে কোন কালেক্টরসাহেব যে কোন নিষ্পত্তি করেন্ তাহা ঐ ঘোষণা না দেওয়া যাওনের আপত্তিতে তাহার অনুসন্ধান নিয়মমত সম্পূর্ণরূপে করা যাওনব্যতিরেকে কোন আদালতে রদ করা যাইবেক না ইতি।

১৭ ধারা।

যে প্রকারেতে বন্দোবস্ত

যে কালেক্টরসাহেবেরা কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা কোন পরগনা কি মৌজা

কিম্বা

কিম্বা তথাকার ভূমির অন্য কিস্‌মতের বন্দোবস্তকরণের কিম্বা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক তাহা শুধরণের ভারপ্রাপ্ত হন্ সেই সাহেবেরা ঐ পরগনা কি মৌজা কিম্বা তথাকার ভূমিসম্বন্ধীয় অন্য কিস্‌মতের মধ্যে কিম্বা আশপাশে তথাকার পূর্ব্বাধিপতির কিম্বা তাঁহার সরকারের কোন আমেল্ অথবা অন্য কর্ম্মকর্ত্তার দত্ত মাতবর সনদইত্যাদির দ্বারা লাখেরাজ রূপে কি মোকররী জমাতে দখলকরা ভূমির মধ্যগত কোন ভূমিতে অধিকার রাখণের দাওয়া কোন লোক কি লোকেরা উপস্থিত করিলে ঐ দাওয়া গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন এবং যদি ঐ সাহেবদিগের ইহা বোধ হয় যে ঐ ফরিযাদীরা ঐ ভূমিতে কিম্বা তাহার খাজানা কি উৎপন্নে মৌরুসী ও হস্তান্তরকরণযোগ্য স্বত্বাধিকার রাখে কিম্বা তাহা পাইবার যোগ্য বটে তবে ঐ কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব পূর্ব্বে সরকারের অনুমতি লইয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে মিয়াদের হুকুম হয় সেই মিয়াদে ঐ লাখেরাজদার কিম্বা মোকররীদারের নিমিত্তে তাহারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন এবং ঐ লাখেরাজদার কি মোকররীদারের তাবে থাকিয়া তাহারা যে২ নিয়মেতে আপনারদিগের ভূমি ভোগদখল করিবেক তাহার বেওরা লিখিয়া ঐ প্রত্যেক অধিকারিকে পাট্টা দিতে পারিবেন এবং ঐ অধিকারিরা আপনারদিগের ভূমিতে দখল ও কর্ত্তৃত্বরহিত হইলে কালেক্টর সাহেবেরা বোর্ড কমিস্যনরের হুকুমের অধীনতায় ঐ লাখেরাজদারেরা কি মোকররীদারেরা তাহারদিগকে মালিকানা কিম্বা অধিকারসম্বন্ধীয় অন্য লাভ যাহা দিবেক তাহার পরিমাণের নিরূপণ ও হুকুম করিতে পারিবেন কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ লোকদিগের মধ্যে কোন জন ঐ ভূমির স্বত্বাধিকারের বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের করা নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইলে সে আদালতে জাবেতামতে নালিশ করিয়া তাহার মোকদ্দমা করিতে পারে কিন্তু অধিকারিরদের সহিত কালেক্টরসাহেব যে বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন্ তাহার নিয়মের কিম্বা ঐ লোকদিগের নিমিত্তে নিরূপণহওয়া মালিকানার পরিমাণের বিষয়ে আদালতের সাহেবেরা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না ইতি।

> কি পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক তাহা শুধরণের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টরসাহেবেরা মাতবর সনদাদির দ্বারা দখলকরা লাখেরাজ কি মোকররী জমায় দখলকরা ভূমির মধ্যগত ভূমিতে স্বত্বাধিকাররাখণের দাওয়ার নিষ্পত্তি এবং ঐ লাখেরাজদার কি মোকররীদারের নিমিত্তে ঐ অধিকারিদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারেন্ তাহার কথা।

> স্বত্বাধিকারের বিষয়েতে আদালতে আপীল হইতে পারিবার কথা।

১৮ ধারা।

কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কাহার কর্ত্তব্য এমত সন্দেহ জন্মিলে বোর্ডের এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমের অধীনতায় তাহার নিশ্চয়করণের কর্ত্তৃত্ব কালেক্টরসাহেব রাখিবেন এবং জাবেতামতে আদালতে নালিশহওনপূর্ব্বক অধিকারের বিষয়ে নিষ্পত্তি হওনব্যতিরেকে আদালতের সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবের দেওয়া দখলের প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবেন না ইতি।

> যে নিষ্পত্তি যাঁহার কর্ত্তব্য তাহার নিশ্চয় কালেক্টরসাহেব করিবার কথা।

১৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যে কালেক্টরসাহেব যে বোর্ডের অধীন থাকেন্ তিনি উপরের উক্ত অনুসন্ধানকরণ কিম্বা উপরের লিখিত নালিশশ্রবণ ও তাহার বিচারকরণের সময়ে ঐ

> কালেক্টরসাহেবেরা সাক্ষিরদিগকে ও হিসা

বের কাগজ তলব করিতে পারিবার কথা।

ঐ বোর্ডের হুকুমক্রমে তাঁহারা যে মহালের বিষয়ে অনুসন্ধান করেন্ ঐ মহালের,মধ্যগত কি তাহার নিকটবর্ত্তি ভূমির সদর মালগুজারদিগ্‌কে এবং ঐ ভূমির অন্য অধিকারি কি দখীলকার কিম্বা কর্তৃত্বকারি অথবা কৃষিকারকদিগ্‌কে কিম্বা যেং লোক তাহার উৎপন্ন সংগ্রহ কি বিক্রয়াদি করে তাহারদিগ্‌কে কিম্বা ঐ ভূমিহইতে যে কোন খাজানা কি রাজস্ব উৎপন্ন হয় তাহা যে জন তহসীল করে কিম্বা ভোগ করে কি তাহার বিষয়ে কর্তৃত্ব রাখে তাহারদিগ্‌কে এবং ঐ লোকেরদিগ্‌হইতে ঐ ভূমির কর্তৃত্ব কিম্বা কৃষিকার্য্য কিম্বা তাহার খাজানা কি রাজস্ব কিম্বা উৎপন্ন তহসীল করিবার নিমিত্তে নিযুক্তহওয়া গোমাস্তা কি অন্য কর্ম্মকারিদিগ্‌কে হাজির হইয়া ঐ ভূমির ও তাহার উৎপন্ন ও খাজানা ও রাজস্বের বাবৎ যে সকল হিসাব কি অন্য কাগজপত্র তাহারা আপনার স্থানে রাখে তাহা দাখিল করিয়া দিবার নিমিত্তে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐ দাখিলকরা হিসাবের সত্যতার নিমিত্তে কিম্বা ঐ হিসাবের সম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয়ে কিম্বা ঐ ভূমি কি মহালের উৎপন্ন কি খাজানা কি রাজস্বের বিষয়ে কিম্বা ঐ ভূমির কি তাহার উৎপন্নের কি খাজানা কিম্বা রাজস্বসম্পর্কীয় অধিকার ও স্বত্বের বিষয়ে তাহারদিগ্‌কে দিব্য করাইয়া কিম্বা তাহারদিগের স্থানে হলফনামা লইয়া জোবানবন্দী লইতে পারেন কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে যে জন ভয়েতে কিম্বা অনুগ্রহ পাইবার কি কিছু ফলোদয় হইবার আশাতে কিম্বা অন্য কোন জনের সহিত মিলিয়া কারসাজী করাতে লাভের প্রত্যাশা করে সে জনব্যতিরেকে যে জন সত্যের অপলাপ করিয়া কিম্বা মিথ্যা কথা কহিয়া তৎক্ষণে কিছু লাভ করিতে চাহে সে জনকে দিব্য করাইয়া কি তাহার স্থানে হলফনামা লেখাইয়া লইয়া জোদ করিয়া কেহ কোন জিজ্ঞাসার উত্তর লইতে পারিবেক না ইতি।

দিব্য করাইয়া কি হলফনামা লইয়া সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লইতে পারিবার কথা।

যাহাতে যাহার লাভালাভের বিষয় থাকে সাহাতে দিব্য করাইয়া তাহার জোবানবন্দী না লওয়া যাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের হুকুম এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবদিগের তলবচিঠী জারীহওনের বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবার কথা।

এবং এই আইনানুসারে বিচার্য্য মোকদ্দমাতে তলবহওয়া কিম্বা জিজ্ঞাসাযোগ্য পাটওয়ারীইত্যাদি লোকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ১১ ধারাতে ঐ ধারানুসারে হাজির হইয়া হিসাবের কাগজপত্র দাখিল করিবার নিমিত্তে যাহারদিগের তলব হয় তাহারদিগের প্রতি তলবচিঠী জারী করিবার বিষয়ে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে এই আইনানুসারে কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা যেং তলবচিঠী জারী করেন তাহার সহিত ঐং হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ও ঐ মত যে সকল পাটওয়ারী কি গোমাস্তা কি অন্য লোকেরা যে ভূমির বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধানকরণের হুকুম হইয়া থাকে সেই ভূমির হিসাবের কাগজপত্র রাখে এবং পূর্ব্বোক্তমতে তলব হইয়া তাহারদিগের স্থানে তলবকরা কোন হিসাবের কাগজ দিতে কিম্বা তাহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গাফিলী করে কিম্বা তাহা না দেয় কিম্বা দিব্য করিয়া কিম্বা হলফনামা দিয়া জিজ্ঞাসার পরে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় কিম্বা যে হিসাবের কাগজ দাখিল করিবার নিমিত্তে তলব করা যায় ঐ হিসাবের কাগজ তবদীল করে কি নূতন বানায় কি মিথ্যা করে কিম্বা ছাটে সেই সকল লোকের সহিত ঐ আইনের ১২ ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ও আরো হুকুম করা যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনানুসারে কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাসকলেতে যেং ক্ষমতা ও হুকুমৎ রাখেন্ ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্তকরণের কিম্বা এই আইনেতে যে অনুসন্ধানকরণের কথা বিশেষরূপে লেখা যায় তাহাকরণের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক

এবং অন্য যাহারদিগের তলব করা যায় তাহারদিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

সাহেবেরা

সাহেবেরা সেই সকল ক্ষমতা ও হুকুমৎ রাখিবেন এবং যে সকল লোকেরা পূর্ব্বোক্ত কোন কালেক্টর কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা তলব করা যায় কিম্বা এই আইনের হুকুমানুসারে পাঠান তলবচিঠী জারীকরণের প্রতিবন্ধক হয কিম্বা হুকুম পাইযা দিব্য করিতে কি হলফনামাতে দস্তখৎ করিতে অসম্মত হয় অথবা দিব্য করিযা কি দিব্যের বদলে হলফনামা লিখিয়া দিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয কিম্বা নিজে কি অন্যের দ্বারা অন্য জনকে দিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওযায় এই সকল লোকের প্রতি ঐ পূর্ব্বোক্ত আইনের ১৩ ধারার ৩ প্রকরণ ও ১৪ ও ১৯ ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

২০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই আইনের ১১ ও ১২ ও ১৪ ও ১৬ ও ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ধারাতে যেং ক্ষমতার কথা বিশেষ করিয়া লেখা গিযাছে যে কালেক্টরসাহেবেরা ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্তকরণের কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভারপ্রাপ্ত হন সামান্যতঃ তাহারা সেইং ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন এবং তাহারা যে পরগনাতে ঐং কার্য্য করিতে থাকেন্ তাহার শামিল সমস্ত ভূমিতে তাঁহারদিগের ঐ ক্ষমতা বর্ত্তিবেক কিন্তু শ্রীযুত নওযাব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সমযেং যে প্রকারে এবং যেপর্য্যন্ত উপযুক্ত বুঝেন্ তদনুসারে জিলায প্রচার করিবার নিমিত্তে হজুর কৌন্সেলহইতে দেওয়া হুকুমের দ্বারা বন্দোবস্তকারি কালেক্টরসাহেবদিগের এবং অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগের ক্ষমতাচরণের সীমার ন্যূনতা করিতে পারিবেন ও ঐমত সমযেং যেমত উপযুক্ত বুঝা যায সেইমত পূর্ব্বোক্ত কালেক্টরসাহেবেরা ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্তকরণের কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভারপ্রাপ্ত না হইলেও শ্রীযুত নওযাব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ কালেক্টরসাহেবদিগের এমন বিশেষ ক্ষমতা দিতে পারেন যে তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ধারাসকলের লিখনমত যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয সেই সকল কিম্বা তাহার মধ্যে কোন মোকদ্দমা প্রথমতঃ গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ কিন্তু তাহাতে তাঁহারদিগের করা নিষ্পত্তি উপরের লিখনমতে জাবেতামতে আদালতে নালিশকরণদ্বারা হওযা নিষ্পত্তিতে রদ বহাল হইতে পারিবেক এবং জমীদারেরা কি তালুকদারেরা কি অন্য সদর মালগুজারেরা কি ভূমির ইজারদারেরা কিম্বা তাহারদিগের মোখ্তারকার অন্য কোন জন খাজানার নিমিত্তে মফঃসলী তালুকদার কি জমীদার কি মালগুজার কি রাইয়ৎ কিম্বা যে খ্যাতিতে খ্যাতরউক এমন আর কোন পেটাও লোকের উপর যে নালিশ করে তাহা এবং রাইযৎ কিম্বা আর কোন পেটাও প্রজা ভূম্যধিকারিদিগের কি ইজারদারদিগের কি তাহারদিগের মোখ্তারকার কি স্থলাভিষিক্তেরদের নামে দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া বিক্রয়করণ কি অন্য কোন প্রকারে উপযুক্তহইতে বেশী খাজানা কিম্বা অযথার্থরূপে খাজানা লওনের বাবৎ যে নালিশ করে তাহা এবং ভূম্যধিকারিদিগের আর ভূমির ইজাদার কিম্বা কোন প্রকার পেটাও প্রজারদের কিম্বা তাহারদিগের জামিনেরদের কিম্বা ভূমিসম্পর্কীয় কর্ম্মে কিম্বা ভূমির খাজানা তহসীল কি দাখিলকরণে তাহারদের নিযুক্তকরা কোন মোখ্তার কি অন্য

এই আইনের ১১।১২। ১৪।১৬ ১৭।১৮।১৯ ধারার বিশেষ করিয়া লেখা ক্ষমতা সামান্যতঃ বন্দোবস্তকরণ কি পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক তাহা শুধরণের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টরসাহেবদিগকে অর্পণ হইবার কথা।

কিন্তু বিশেষ কারণ হইলে শ্রীযুত নওযাব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ অর্পিত ক্ষমতার সীমা কমাইতে পারিবার কথা।

বন্দোবস্তকরণ কি পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভারপ্রাপ্ত না হইলেও কালেক্টরসাহেবদিগকে ঐ ক্ষমতা বিশেষরূপে অর্পণ করিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা মালগুজারীসম্পর্কীয় মোকদ্দমাসকলের।

ও অন্যায়পূর্ব্বক খাজানা লওনের

এবং জমীদার ও প্রজার ও তাহারদিগের জামিন ও মোখ্তারেরদের হিসাব রফাহওনের।

এবং ভূমির কি ভূমির খাজানা কি উৎপন্নের ও পাট্টা দেওয়ার এবং নিয

মলগুনেরএবং সামান্যতঃ সদর মালগুজারেরদের ও ইজারদারেরদের ও তাহারদের প্রজারদের মধ্যে হওয়া বিবাদের সম্পর্কীয় মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষমতা রাখিবার কথা।

জনেরদের মধ্যে হিসাব রফাহওনের বিষয়ে হওয়া বিবাদের যে নালিশ হয় তাহা এবং সকর কি নিষ্কর ভূমির কিম্বা ফলকর ও বনকর ও জলকর এই নামেতে খ্যাত ফলের বাগান ও পশুচারণের ভূমির ও মৎস্যধরণের জলাশয়ের খাজানা তলব কি তহসীল কি দাখিলকরণের বিষয়ে কিম্বা রদকরা সায়েরের মধ্যগত নহে ভূমির খাজানাসম্পর্কীয় এমত অন্য কোন জায়দাদের বিষয়ে এবং আইনানুসারে যে২ পাট্টা অবশ্য দিতে হয় তাহা না দেওনের কিম্বা খাজানা পাইয়া তাহার দাখিলা না দেওনের এবং সামান্যত আইনের ও উপরের উক্ত বিষয়সকলে দেশের আদ্যোপান্তের যে রীতি আছে তাহার অন্যমত আচরণকরণের এবং জমীদারদিগের কিম্বা ইজারদারেরদের আর কোন খ্যাতিতে খ্যাত তাহারদিগের পেটাও প্রজাদিগের মধ্যে ভূমির খাজানার ও তাহা দখলের বিষয়ে যে যে বিবাদ উপস্থিত হয় তৎসম্পর্কীয় লেখাপড়ার ব্যতিক্রমকরণের বিষয়ে যে২ নালিশ উপস্থিত হয় সামান্যতঃ কি সময়বিশেষে যেমত নিরূপণ হয় তদনুসারে ঐ সকল নালিশ গ্রাহ্য করিতে ও সরাসরী মতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ঐ শ্রীযুত যেমন উপযুক্ত বুঝেন তেমন্ ক্ষমতা ঐ কালেক্টরসাহেবদিগ্‌কে দিতে পারেন্ ইতি।

উপরের লিখিত কার্য্যকরণের নিমিত্তে কালেক্টরসাহেব নিযুক্তহওনের কথার প্রচার যেরূপে করা যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে যেমন হুকুম দেন তদনুসারে উপরের লিখিত ঐ সকল কার্য্যকরণের ভারে অমুক কালেক্টরসাহেব নিযুক্ত হইলেন ইহাও তাঁহার অধিকারের সরহদ্দ ঘোসণাক্রমে তাহার অধিকারেতে জানান যাইবেক এবং তাহা জানান গেলে পর ঐ কালেক্টরসাহেবের নিরূপিত সরহদ্দের মধ্যের ভূমির কি খাজানার কিম্বা উৎপন্নের কি ঐ সরহদ্দভুক্তহওয়া ভূমির বিষয়ে সরাসরী বিচারের নিমিত্তে যে সকল নালিশ ও মোকদ্দমা ও দরখাস্ত ও ফরিয়াদ কোন সদর মালগুজার কি জমীদার কি তালুকদার কি ইজারদার কিম্বা রাইয়ৎ অথবা ভূমির অন্য দখীলকার কি পেটাও প্রজা জিলা কি শহরের আদালতে উপস্থিত করে তাহা উপস্থিত হইবামাত্র বিচারের নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং ঐ সময়েতে সরাসরী বিচারের নিমিত্তে যে২ মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত থাকে তাহাও ঐ কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ও ইহাও জানান যাইতেছে যে উপরের লিখনমতে যে২ মোকদ্দমা কি ফরিয়াদ গ্রাহ্য করিতে কালেক্টরসাহেবদিগ্‌কে ক্ষমতার্পণ হয় সেই২ মোকদ্দমা কি ফরিয়াদকরণিয়া প্রথমেই তাহা ঐ কালেক্টরসাহেবের নিকটে উপস্থিত করিতে পারে এবং উপরের লিখনমতে যে বিশেষ ক্ষমতা কোন কালেক্টরসাহেবকে দেওয়া যায় তাহার ও বন্দোবস্তকরণের বিষয়ে কালেক্টরসাহেবেরা যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করেন্ সেই ক্ষমতার শেষ ও নিবৃত্তি যে সময়ে হইবেক তাহার নিরূপণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা হইবেক ইতি।

এই আইনানুসারে কালেক্টরসাহেবেরা যে সময়পর্য্যন্ত জজের ন্যায় ক্ষমতাচরণ করিবেন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর ঘোষণার দ্বারা তাহার নিরূপণ করিবার কথা।

উপরের প্রকরণসকলের লিখিত নালিশ তাহার হেতুহওনাবধি এক বৎসরের মধ্যে উপস্থিত না করিলে কালেক্টরসাহেব তাহা গ্রাহ্য না করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণসকলের বেওরা করিয়া লেখা কোন নালিশ কি দরখাস্ত তাহার বিষয়হওনাবধি এক বৎসরের মধ্যে উপস্থিত না করা গেলে তাহা এই আইনানুসারে কোন কালেক্টরসাহেবের নিকটে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

২১ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা যেং নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন এবং যেং প্রকার তলবচিঠীজারী করিবেন তাহার কথা।

মালগুজারীইত্যাদির বিষয়ে সরাসরী বিচারের নিমিত্তে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয়
তাহার বিষয়ে আদালতের কার্য্যের নিয়ম করিবার নিমিত্তে বিশেসরূপে যে ২ হুকুম নি
র্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে এবং জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা ঐং মোকদ্দমার বিসয়ে যেং
ক্ষমতা ও হুকুমের ব্যাপার করেন্ ও করিতে পারেন কালেক্টবসাহেবেরা ঐং মোক
দ্দমার বিষযে ঐং ক্ষমতা ও হুকুম রাখিযা তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও এই আইনানু
সারে অন্য যেং মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত হয তাহাতে আ
সামীকে কি অন্য যাহার প্রতি দাওয়া দরপেশ হয় তাহাকে হাজির করাইতে হইলে সা
মান্যত এক এত্তেলানামা তাহাতে ঐ মোকদ্দমার সকল বেওরা এবং কালেক্টরসাহেব
ঐ মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্তে যে কাল ও স্থান নিরূপণ করেন সেই কালে ও স্থানে
আসামী কি ঐ অন্য ব্যক্তি স্বয়ং কিম্বা তাহার মোখ্তার হাজির হইবার হুকুম লেখা গিযা
আসামী কি ঐ অন্য ব্যক্তির নিকটে পাঠান যাইবেক ও যদি উপরের লিখিত বেওরাক্র
মে লেখা এত্তেলানামা দেওয়া যাওনের পর কোন আসামীইত্যাদি হাজির হইতে কসুর
করে কিম্বা নাজির কি যে লোককে ঐ এত্তেলানামা পঁহুছাইবার নিমিত্তে পাঠান গিযা
ছিল সেই লোক আসিয়া কহে যে অতিযত্নপূর্ব্বক ঐ আসামী কি আসামীরদিগকে তা
লাশ করিয়াও পাওয়া গেল না তবে এক ইশতিহারনামা তাহাতে তাহা জারীকরণের তা
রিখঅবধি ১৫ পনের দিবসের পরে ঐ মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে
উপস্থিত করা যাইবেক এবং ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয যে কোন জন কি জনেরা পূর্ব্বোক্ত
এত্তেলানামা পঁহুছাইযা দেওনের পর হাজির হইতে কসুর করে কিম্বা ঐ মোকদ্দমার
নিষ্পত্তিহওনপর্য্যন্ত গরহাজির থাকে ঐ জন কি জনেরা সওযাল ও জওযাব করিবার
নিমিত্তে হাজির হইলে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিক্রমে তাহার কি তাহারদিগের যাহা হইত
ইহাতেও তাহাই হইবেক এই সকল কথা লিখিয়া ঐ আসামীইত্যাদির বসতবাটীতে কি
ম্বা তাহার নিকটে লট্কান যাইবেক ইতি।

২২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ও ১৯ ধারার লিখিত হুকুমসকল কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশেতে চলিবার এবং এই আইনানুসারে কালেক্টরসাহেবদিগের বিচার্য্য মোকদ্দমাতেও খাটিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ও ১৯ ধারার লিখিত হুকুমসকল এই ধা
রার লিখনদ্বারা ফোর্ট উলিযম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশেতে চলি
বেক এবং ঐং ধারার লিখিত সমস্ত হুকুম এই আইনানুসারে কালেক্টরসাহেবরা যে
সকল কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হঁন্ তাহার নির্ব্বাহকরণেতে খাটিবেক এবং হুকুম করা যাইতে
ছে যে মালগুজারীর বাকীর বাবৎ যে মোকদ্দমার বিচার যে কালেক্টরসাহেবের করি
তে হয় তাহাতে ঐ বাকীদার যদি ঐ কালেক্টসাহেবের অধিকারের সীমার বাহিরে থা
কে তবে ঐ বাকীদার সে যে জিলার অধিকারে থাকে সেই জিলার জজসাহেবের হুকুম
নামার দ্বারা ধরাইয়া আনা যাইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের কা

১ প্রথম প্রকরণ।— এই প্রকরণের দ্বারা জানান ও হুকুম করা যাইতেছে যে এই

আইনের

ছারী আদালতস্বরূপ ও তাঁহার করা নিষ্পত্তি আদালতের নিষ্পত্তির ন্যায় জ্ঞান করা যাইবার কথা।

আইনের কিম্বা অন্য যে কোন আইনের দ্বারা ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবেরা জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন্ এই কি ঐ অন্য আইনের দ্বারা তাঁহারদিগ্‌কে অর্পণকরা ক্ষমতার প্রভাবে ঐ কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমাসকলেতে সাক্ষিরদিগ্‌কে তলব করিবার ও তাহারদিগের জোবানবন্দী লইবার বিষয়ে ও মিথ্যাসাক্ষ্যদেওন ও হুকুমের বিপরীতাচরণকরণ ও হুকুম তুচ্ছকরণ অপরাধের বিষয়ে এবং ঐ সকল মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ঐ২ রূপ অন্য সকল অপরাধের শাস্তির হুকুম দিবার বিষয়ে ঐ কালেক্টরইত্যাদি সাহেবের কাছারী কি দফ্তরখানা ঐ সময়ে আদালতস্বরূপ জানা ও বোধ করা যাইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ইহাও জানান যাইতেছে যে এই আইনের ১১ ও ১২ ও ১৪ ও ১৫ ও ১৬ ও ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ও ২০ ধারানুসারে কালেক্টরসাহেবদিগ্‌কে যে ক্ষমতার্পণ করা গিয়াছে সেই ক্ষমতাক্রমে তাঁহারা কোন মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তির হুকুম দিলে যদি উভয়ের কোন পক্ষ তাহাতে অসম্মত হইয়া জাবেতামতে আদালতে তাহার নালিশ উপস্থিত করে তবে সেই নালিশ দেওয়ানী আদালতে সরাসরীরূপে হওয়া নিষ্পত্তির উপর জাবেতামতে হওয়া আপীলের ন্যায় বোধ করা যাইবেক অতএব এমত মোকদ্দমাতে কালেক্টরসাহেবের কি সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের বাদী কি প্রতিবাদী হওনের প্রয়োজন নাহি ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা তাপনারদিগের নিষ্পত্ত্যনুসারে কার্য্য করাইবার ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— এই আইনের দ্বারা ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগ্‌কে এ ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে এই আইনের লিখনানুসারে সংখ্যা নিরূপিত কতক টাকা কিম্বা খরচা অথবা ক্ষতিপূরণ দেওয়াইতে হইবার অর্থে কালেক্টরসাহেব যে২ নিষ্পত্তি করেন্ তাহাতে মালগুজারীর বাকী আদায় করণের কারণ যে রূপ করা যায় সেই রূপ যে কালেক্টরসাহেব ঐ নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ সেই সাহেব ঐ টাকা যাহার পাইবার অর্থে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার নিমিত্তে উসুল করিবেন কিন্তু সরাসরী বিচারপূর্ব্বক কোন জনেরপাইবার অর্থে যে নিষ্পত্তি করা যায় ঐ নিষ্পত্তির টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে ঐ সাহেব কোন ভূমি কি বাটী কিম্বা অন্য স্থাবর বস্তু বিক্রয় করিতে পারিবেন না ও ভূমি কি বাটী কিম্বা জলের সোঁতাইত্যাদি ভোগদখলের বিষয়ে যদি কোন নিষ্পত্তি হয় তবে তাহা অবজ্ঞা কিম্বা তাহার বিপরীতাচরণ হইলে যে কালেক্টরসাহেব ঐ নিষ্পত্তি করেন্ সেই সাহেব আদালতের সাহেবেরা নীলামের খরীদারদিগ্‌কে খরীদা বস্তুতে দখল দেওয়াইবার নিমিত্তে আইনানুসারে যেমত ও যে ক্ষমতাচরণ করেন্ সেই মতে ও সেই ক্ষমতাক্রমে ঐ ভূমিইত্যাদিতে দখল দেওয়াইতে পারেন্ এবং জিলা কি শহরের আদালতের সাহেব কালেক্টরসাহেবের ঐ ক্ষমতাচরণকরণেতে সহায়তা করিবেন এবং ঐ ক্ষমতাক্রমে কালেক্টরসাহেবেরা যে কোন হুকুম করেন্ ঐ হুকুম আদালতের সাহেবেরা নিজে করিলে যেমত করিতেন সেই মত করিয়া ঐ হুকুমের কার্য্য করাইবেন এবং কালেক্টরসাহেবেরা আবশ্যক কি উপযুক্ত বুঝিলে যে জনকে ঐ ভূম্যাদিতে দখল দিবার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই জনকে তাহার ভোগদখলকরণেতে স্থির রাখি

 বার

বার নিমিত্তে এক কি তাহাহইতে অধিক পেয়াদা কিম্বা মিরধা অথবা সওয়ার ইত্যাদি রাখিতে পারেন্ ইতি।

২৪ ধারা।

বন্দোবস্তকরণের পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবেরা দেশীয় কার্য্যকারকদিগকে পাঠাইতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— কোন কালেক্টরসাহেব কিম্বা কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন সাহেব পূর্ব্বোক্ত মত বন্দোবস্তকরণ কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের পূর্ব্বে জমীদার কি ইজারদারের আমলদখলে কিম্বা সরকারের খাসতহসীলে থাকা কোন গ্রাম কিম্বা মহালে এই আইনেতে বন্দোবস্তকরণের বিষয়ে যেমত হুকুম লেখা গিযাছে সেই হুকুমমতে ঐ বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্তে ঐ কালেক্টর কি অন্য সাহেব যে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত করিতে হুকুম কি ক্ষমতা পাইয়া থাকেন সেই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত করিবার নিমিত্তে ঐ গ্রামে কি মহালে কোন তহসীলদার কি কানুনগো কি আমীন কিম্বা মোকররী কিম্বা ঠিকা অন্য কোন কার্য্যকারক জনকে পাঠাইতে পারেন ও উপরের লিখিত মতে দেশীয় যে কোন কার্য্যকারক পাঠান যায সেই কার্য্যকারক পাটওয়ারী কি গোমাস্তা কিম্বা অন্য যে কোন লোক ঐ গ্রাম কি মহালের হিসাবের কাগজপত্র রাখে তাহারদিগকে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২৫ ধারানুসারে নিযুক্তকরা কার্য্যকারকদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে ঐ ক্ষমতাক্রমে ও সেইমতে তলব করিবার ও তাহারদিগের জোবানবন্দী লইবার ক্ষমতাপন্ন বোধ হইবেক এবং কালেক্টরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব হুকুম দিলে ঐ তহসীলদার কিম্বা অন্য জন যে গ্রাম কি মহালেতে পাঠান যায ঐ গ্রাম কি মহাল জরীব করিতে এবং কোন মোকদ্দম কি প্রধান কিম্বা রাইয়ৎ কিম্বা তথাকার নিবাসী অন্য কোন জনেরদিগকে তলব করিতে এবং ঐ গ্রাম কি মহালের সরহদ্দ নিরূপণ করিতে এবং তাহার মধ্যগত ভূমি ও তাহাতে যেং স্বত্ব কি উপস্বত্ব থাকে তাহার বিষযের সমস্ত বেওরা জানাইবার হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখিবেক ও কোন জন একগুঁযামী করিয়া পূর্ব্বোক্তমত নিরূপিত কোন কার্য্যকারককে কোন বেওরা জানাইতে যদি অসম্মত হয তবে ঐ বিষযে কালেক্টরসাহেবের হৃদ্বোধজনক প্রমাণ পাওযা গেলে পাটওয়ারীদিগের হাজির হইতে ও সাক্ষ্য দিতে অসম্মতহওনের বিষযে যে দণ্ডের হুকুম করা গিয়াছে সেই দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।

কালেক্টরসাহেবের করা নিষ্পত্তির কার্য্য হওনের প্রতিকূলাচরণ কি ব্যাঘাত করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয প্রকরণ।— আরো হুকুম করা যাইতেছে যে যে কোন জন বলক্রমে কিম্বা তর্জনগর্জন করিয়া কোন কালেক্টর কি তহসীলের ভারাক্রান্ত অন্য কোন সাহেবের নিকটহইতে আইনমতে হওযা নিষ্পত্তিপত্রের কিম্বা অনুমতি কি হুকুমের মত কার্য্যকরণের ব্যাঘাত কি বিপরীতাচরণ করে সেই জন চলিত আইনানুসারে ঐ মত কর্ম্মের নিমিত্তে যে দণ্ড নিরূপণ করা গিযাছে তাহার অতিরিক্ত ২০০ দুইশত টাকার অধিক না হয় এমত দণ্ডের কিম্বা দুই মাসের অধিক না হয এমত মিয়াদে দেওয়ানী জেল্খানাতে কয়েদ রাখণের যোগ্য হইবেক ও কালেক্টরসাহেব কাছারীতে বসিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ দণ্ডের কি শাস্তির হুকুম দিবেন ও তাহা রুবকারীতে লেখাইবেন এবং ঐ সাহেব যে বোর্ডের অধীন হন্ সেই বোর্ডে তৎক্ষণে ঐ হুকুমদেওনের রিপোর্ট পাঠাইবেন ইতি।

৩ তৃতীয়

পোলীসের কার্য্যকারকেরা কালেক্টরসাহেবের করা নিষ্পত্তি কি হুকুমমতাচরণের সহায়তা করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— আরো হুকুম করা যাইতেছে যে কোন কালেক্টর কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব কাছারীতে বসিয়া যে নিষ্পত্তি কি হুকুম করেন ঐ নিষ্পত্তি কি হুকুমের মত কার্য্য হওনের ভাল মন্দের জওয়াব দিবার দায়ী ঐ হুকুমদাতা কি তাঁহার মত কার্য্যকরণিয়াকে জ্ঞান করিয়া পোলীসের সমস্ত কার্য্যকারকেরা ঐ বিষয়েতে তাহার সহায়তা ও উপকার করিবেক এবং কালেক্টরসাহেব কি তহসীলের ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেব কাছারীতে বসিয়া যে নিষ্পত্তি কি হুকুম করেন তাহার মত কার্য্যকরণেতে কোন বিপরীতাচরণ কি ব্যাঘাত কিম্বা তাহার উপক্রম করণপ্রযুক্ত যদি কোন ঝকড়া কিম্বা হঙ্গামা উপস্থিত হয় তবে যে জনেরা ঐ নিষ্পত্তিপত্রের কি হুকুমের মত কার্য্য হওনেতে বিপরীতাচরণ কি ব্যাঘাত করে তাহারা ঐ ঝকড়া কি হঙ্গামাকরণের নিমিত্তে দণ্ডের যোগ্য হইবেক ও মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্তদিগের নামে তাহার নালিশ হইতে পারিবেক না ইতি।

২৫ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী কি আসামী আপন২ সম্মত উকীল কি মোখ্তার নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

যে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ভার মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি আছে সে সকল মোকদ্দমার ফরিয়াদী কি আসামী যে কোন মোখ্তার কিম্বা উকীল কি আপনার স্থলাভিষিক্ত যে কোন লোককে আপনার তরফহইতে কার্য্যেতে সওয়াল ও জওয়াব করিবার কারণ নিযুক্ত করা উপযুক্ত বুঝে সেই মোখ্তার কি উকীল কিম্বা স্থলাভিষিক্ত জনকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত করিয়া নিযুক্ত করিতে পারে ও ঐ মোখ্তার কি উকীলের মেহনতানার ধার্য্য তাহারদিগের উভয়সম্মতিক্রমে হইবেক কিন্তু কালেক্টরসাহেব ঐ মোখ্তারের হাজিরথাকা ও কার্য্যকরার দৃষ্টে যাহা উপযুক্ত বুঝেন তাহাহইতে অধিক মেহনতানা যে ব্যক্তির পরাজয়ে নিষ্পত্তি করা যায় তাহা দিতে হইবেক না ইতি।

২৬ ধারা।

যে২ সওয়ালজওয়াবের আবশ্যক তাহার কথা।

ঐ সকল মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী ও আসামীর দাখিলকরা আরজী ও জওয়াবব্যতিরেকে আর কোন সওয়াল জওয়াবের প্রয়োজন হইবেক না কিন্তু যদি কোন সময়ে ফরিয়াদী কি আসামী শুধরা আরজী কিম্বা শুধরা জওয়াব কিম্বা বিবরণজ্ঞাপক আর কিছু লিখিয়া দিতে চাহে তবে তাহা গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

২৭ ধারা।

যাহা লেখা যাইবেক তাহা ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার কথা।

ঐ সকল মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা যাহাই উক তাহার সম্পর্কীয় মোখ্তারনামা ও ওকালৎনামা ও সওয়াল ও জওয়াব এবং নিষ্পত্তিপত্র ৷৷০ আট আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক এবং ঐ সকল মোকদ্দমাতে যে২ কাগজ দরপেশ করা যায়

তাহার

তাহার কিম্বা ফরিয়াদী কি আসামী যে সাক্ষী তলব করাইতে চাহে তাহার তলবের বাবৎ কিছু ফীস্ লওয়া যাইবেক না এবং ঐ২ কাগজ দাখিল করিবার কিম্বা ঐ২ সাক্ষী তলব করিবার দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবার আবশ্যক নাহি।

২৮ ধারা।

কালেক্টরসাহেব আপন জিলার যে স্থানে থাকেন তথাতেই মোকদ্দমা শুনিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

যদি সরকারী কোন কাছারীতে কি সকল লোকের দৃষ্টিগোচর অন্য কোন স্থানেতে এবং ফরিয়াদী ও আসামীর কি তাহারদিগের নিযুক্তকরা মোখ্তার কি উকীল হাজির হইলে তাহারদিগের সাক্ষাৎকারে করা হয় তবে কালেক্টরসাহেবেরা আপন জিলার মধ্যে যে কোন স্থানে যান্ কি বাস করেন্ সেই স্থানেই মোকদ্দমা শুনিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ইতি।

২৯ ধারা।

যে মতেতে কালেক্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তির উপর বোর্ডে আপীল হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ঐ সকল মোকদ্দমাতে কালেক্টরসাহেবদিগহইতে যে নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক ও ঐ আপীলকরণিয়া আপন ইচ্ছামতে কালেক্টরসাহেবের কিম্বা ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকট ঐ আপীলের দরখাস্ত দিতে পারিবেক ও ঐ দরখাস্ত ২ দুই টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু ঐ আপীলের দরখাস্ত দিতে গৌণ হইবার বিশিষ্ট হেতু বোর্ডের সাহেবদিগের গোচর ও মঞ্জুর হওনব্যতিরেকে ঐ নিষ্পত্তির তারিখহইতে তিন মাসের পরে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না ও ইহাও জানান যাইতেছে যে সামান্যতঃ বোর্ডের সাহেবদিগের আপীলহওয়া ঐ২ মোকদ্দমার বিষয়ের অনুসন্ধান ও তদন্তকরণের আবশ্যক নাহি বরং কালেক্টরসাহেবের করা শেষ রুবকারী দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া যে২ মোকদ্দমাতে তাহারা ঐ কালেক্টরসাহেবের করা নিষ্পত্তি অন্যায়েতে কি ভ্রান্তিক্রমে কি সন্দেহযুক্ত হওনের কিম্বা ঐ মোকদ্দমাতে ঐ কালেক্টরসাহেব যে২ কার্য্য করিয়াথাকেন তাহা আইনের অন্যমত কি অসম্পূর্ণ হওনের কোন কারণ না পান্ সেই২ মোকদ্দমার আপীল আর কোন অনুসন্ধান ও বিবেচনাকরণব্যতিরেকে ডিস্মিস্ করিতে পারেন ও ইহাও জানান যাইতেছে যে কালেক্টরসাহেব গরহাজিরহওন কি অন্য ত্রুটিকরণপ্রযুক্ত মোকদ্দমার বিষয়ের যাথার্থ্যের অনুসন্ধানকরণব্যতিরেকে তাহা ডিস্মিস্ করিলে বোর্ডের সাহেবেরা তাহার পুনর্ব্বার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার হুকুম ঐ কালেক্টরসাহেবকে দিতে পারেন্ এবং উপযুক্ত হেতু থাকনব্যতিরেকে কালেক্টরসাহেব কোন মোকদ্দমার তদন্ত কি নিষ্পত্তি করিতে তাচ্ছল্য কি বিলম্ব করিলে বোর্ডের সাহেবেরা আপনারদিগের হুকুমক্রমে ঐ কালেক্টরসাহেবকে দিয়া অবিলম্বে ঐ মোকদ্দমার তদন্ত ও নিষ্পত্তি করাইতে পারিবেন ইতি।

ঐ আপীল হইলে বোর্ডের সাহেবেরা যেমত করিবেন তাহার কথা।

যাহা হইলে বোর্ডের সাহেবেরা মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারকরণের হুকুম দিতে পারেন তাহার ও তাহাতে তাচ্ছল্য ও গৌণকরার নিবারণার্থে যাহা করিবেন তাহার কথা।

বোর্ডে আপীল হইলে

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ঐ২ আপীলের মোকদ্দমাতে আপীলের দরখাস্তব্যতিরেকে আর কোন

যে সওয়াল ও জওয়াবের আবশ্যক হইবেক তাহার কথা।

কোন সওয়াল জওয়াবের আবশ্যক নাহি এবং যে কাগজ প্রথমেতে দাখিল হইয়াথাকে তাহার কিম্বা বোর্ডের সাহেবেরা অন্য যে লিখিত নিদর্শন তলব করা উপযুক্ত বুঝেন্ তাহার কোন ফীস্ লওয়া যাইবেক না ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ঐ ফরিয়াদী কি আসামী প্রথমে ঐ মোকদ্দমাতে যে মোখ্তার কি উকীলদিগ্‌কে তাহার সওয়াল জওয়াব করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত করিয়াছিল ঐ মোখ্তার কি উকীলেরদিগ্‌কে ঐ২ মোকদ্দমার আপীলের কালে নিযুক্ত করা যদি উপযুক্ত বুঝে তবে তাহারদিগের স্থানে সে নিমিত্তে নূতন কোন মোখ্তারনামা কি ওকালৎনামা তলব করা যাইবেক না ইতি।

আসামীদিগকে এত্তেলানামা দেওয়া যাইবার কিন্তু তাহারদিগকে হাজির হইবার হুকুম না হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— আসামীকে ঐ আপীলহওনের এত্তেলানামা দিতে হইবেক কিন্তু তাহাকে স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা হাজির হইবার হুকুম হইবেক না এবং ঐ আসামী গরহাজির হইলেও হাজির হইলে যেমত করা যাইত সেই মত ঐ মোকদ্দমার ভাবগতিক দেখিয়া তাহার আপীলের নিষ্পত্তি করা যাইবেক ইতি।

সরাসরী বিচারের নিষ্পত্তির বিষয়ে বোর্ডের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— কালেক্টরসাহেবদিগের সরাসরী বিচারপূর্ব্বক করা নিষ্পত্তির বিষয়ে বোর্ডের সাহেবদিগের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ও তাহার রুবকারী পারসী ভাসাতে ২ দুই টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

কিন্তু বোর্ডের এবং কালেক্টরের নিষ্পত্তির উপর আদালতে জাবেতামতে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— যে কোন জন কালেক্টরসাহেবের কিম্বা বোর্ডের সাহেবদিগের সরাসরীমতে করা বিচার ও নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইয়া তাহা অপেক্ষা পূর্ণরূপে ও দাঁড়ামতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবার ইচ্ছা করে সেই জন জিলার আদালতে কিম্বা তাহার মত কি তাহাহইতে বড় আর যে কোন আদালতে সে মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমার বিষয়ের যথার্থ জানা যাইবার কারণ জাবেতামতে নালিশ করিতে পারে এবং তাহা হইলে কালেক্টরসাহেবের করা সারাসরী নিষ্পত্তি যদি বোর্ডেতে মতান্তর কি রদ করা না গিয়া থাকে তবে তাহার উপর জাবেতামতে আদালতে নালিশ উপস্থিত হইলেও ঐ কালেক্টরসাহেবের করা সরাসরী নিষ্পত্তির মত কার্য্য হইবেক ইতি।

৩০ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের বিচার্য্য দাওয়ার বিষয়ে যাহারা তাঁহার সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তি না চাহে তাহারা জাবেতামতে ঐ দাওয়া প্রথমেই আদালতে দরপেশ করিতে পারিবার কথা।

এই আইনানুসারে কালেক্টরসাহেবেরা যে সকল নালিশ ও দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ যে লোকেরা ঐ নালিশ ও দাওয়ার বিষয় রাখিয়াও কালেক্টর সাহেবের কাছারীর সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তি চাহে না তাহারা ন্যায় ও বিচারের বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত হুকুমানুসারে ঐ২ নালিশ কি দাওয়া তথাকার মুনসেফের আদালতে কিম্বা জিলা কি শহরের আদালতে অথবা তথাকার প্রবিন্স্যাল কোর্টে ইহার যে আদালতের বিচারযোগ্য হয় সেই আদালতে প্রথমেই জাবেতামতে দরপেশ করিতে পারিবেক ইতি।

৩১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— কোন কালেক্টরসাহেবের সরাসরী বিচারপূর্ব্বক করা নিষ্পত্তি মতান্তর কি রদ করিবার নিমিত্তে আদালতে যখন জাবেতামতে নালিশ দরপেশ হয় তখন ঐ আদালতহইতে *ঐ সরাসরী বিচারসম্পর্কীয় সমস্ত কাগজ তলবের হুকুম হইবেক* ও ঐ কাগজ ঐ মোকদ্দমার মিসিলের শামিলে রাখা যাইবেক ইতি।

কালেক্টরসাহেবের নিষ্পত্তির উপর আদালতে আপীল হইলে মোকদ্দমার সমস্ত কাগজ তলব হইবার ও তাহা মিসিলের মধ্যে রাখা যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ মত কোন মোকদ্দমা কোন রেজিষ্টর কি সদর আমীন কি মুনসেফের বিচারযোগ্য ও তাহারদের নিকটে সমর্পণেরো যোগ্য হইবেক না এবং এই আইনের হুকুমানুসারে কালেক্টর কিম্বা তহসীলের ভারাক্রান্ত অন্য সাহেবের করা নিষ্পত্তি এবং রুবকারী তাহা বোর্ডে কিম্বা জিলার কি তাহার তুল্য কিম্বা তাহা অপেক্ষা বড় অন্য কোন আদালতে জাবেতামতে নালিশ হইয়া রদ কি মতান্তর না হইলে তাহা কোন রেজিষ্টরসাহেব কি সদর আমীন কি মুনসেফ আপনারদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচারকরণে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবেন ইতি।

ঐ প্রকার আপীলের কোন মোকদ্দমা কোন রেজিষ্টরসাহেব ও সদর আমীন ও মুনসেফের নিকটে বিচার্য্য কিম্বা সমর্পণীয় না হইবার কথা।

৩২ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে যে২ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে কি উপস্থিত থাকে বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমানুসারে নিরূপিত সময়ে ঐ সাহেবদিগের ঐ২ বোর্ডে তাহার বেওরা লিখিয়া পাঠাইতে হইবেক এবং বোর্ডের সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ে২ যেমত হুকুম করেন সেই মত ঐ২ বেওরার সংক্ষেপ কথা লিখিয়া এবং যে২ মোকদ্দমাতে তাঁহারদিগের নিকটে আপীল হইয়া তাহার নিষ্পত্তি পাইয়াথাকে তাহারো বেওরা ঐ শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা সময়ে২ বোর্ডেতে *মোকদ্দমার বেওরা পাঠাইবার* কথা।

৩৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই আইনানুসারে যে সকল মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবদিগের এবং কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবলোকের বিচারযোগ্য হয় এবং ভূমির কিম্বা তাহার পাট্টাদির কিম্বা তাহাতে যে২ স্বত্ব থাকে তাহার বিষয়ে যে কোন মোকদ্দমা কি বিবাদ উপস্থিত করা যায় তাহার উভয় পক্ষ যদি সালিসের দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হওনেতে সম্মত হয় তবে ঐ সাহেবেরা ঐ২ মোকদ্দমা নিষ্পত্ত্যর্থে সালিসেতে সমর্পণ করিতে পারিবেন এবং সালিসের দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হইলে তাহার মতাচরণ করাইতে পারিবেন ও এই প্রকরণানুসারে সালিসের বিচারেতে মোকদ্দমা সমর্পণের বিষয়ে এবং ঐ২ মোকদ্দমাতে তাহারা যে২ কর্ম্ম করিবেক তাহার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনেতে ও তদনুরূপ অন্য২ আইনে এবং ১৮১৩ সালের ৬ আইনেতে যে২ হুকুম লেখা গিয়াছে তাহার যেপর্য্যন্ত ঐ বিষয়েতে সম্পর্ক রাখে সেই পর্য্যন্ত কালেকটরসাহেব আপন কার্য্যোপদেশ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন

কালেক্টরসাহেবেরা কোন২ মোকদ্দমা সালিসদিগকে অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

 এবং

ঐ সমর্পিত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যেমত প্রবল হইবেক তাহার কথা।

এবং সাক্ষিরদিগকে তলব করিবার ও তাহারদিগের জোবানবন্দী লইবার এবং তাহারদিগকে দিব্য করাইবার বিষয়ে সালিসদিগকে ঐ২ আইনের লিখিত ক্ষমতার্পণ করিতে পারেন এবং আদালতের সাহেবদিগকে অর্পণহওয়া ক্ষমতাক্রমে ঐ ক্ষমতাপন্ন সালিসেরদের করা হুকুমের মতাচরণ করাইতে পারিবেন ও সালিসদিগকে সমর্পণকরা মোকদ্দমাতে যে সকল নিষ্পত্তি হয় তাহা কালেক্টরসাহেবের নিকটে মঞ্জুর হইলে আদালতের হুকুমের মত প্রবল হইবেক এবং ঘুষইত্যাদি লওন কিম্বা স্পষ্ট পক্ষপাতকরণ কি সালিসীতে সমর্পণহওয়া মোকদ্দমার উভয় পক্ষে সালিসদিগকে যে ক্ষমতা ও ভার অর্পণ করিয়া থাকে তাহার অতিক্রমকরণ অপবাদরূপ হেতুব্যতিরেকে সালিসেরদের করা নিষ্পত্তি রদ কি মতান্তরহওনের যোগ্য হইবেক না এবং ঐ অপবাদের হেতু জিলা কি শহরের আদালতে কি তাহাহইতে বড় অন্য যে আদালতে তাহার মোকদ্দমা বিচারযোগ্য হয় সেই আদালতে জাবেতামতে নালিশ করিয়া প্রমাণ করিতে হইবেক ইতি।

সালিসেরদের দ্বারা নিষ্পত্তিহওনযোগ্য মোকদ্দমার বিষয়সকল কালেক্টরসাহেবের রুবকারীতে বিশেষিয়া লেখাইতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— সালিসেরদের নিকটে বিচারার্থে কোন মোকদ্দমা সমর্পণকরণের কালে কালেক্টরসাহেব আপন রুবকারীতে ও উভয় বিবাদির দস্তখৎকরণীয় সালিসনামাতে ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে২ বিষয় নিষ্পত্ত্যর্থে তাহারদিগকে সমর্পণ করা যায় তাহার বেওরা বিশেষিয়া লেখাইবেন এবং সালিসেরদের প্রথম করা নিষ্পত্তি যদি তাহারদিগের নিকটে সমর্পণকরা সকল বিষয়ব্যাপক না হয় কিম্বা আর কোন প্রকারে অসম্পূর্ণ হয় তবে কালেক্টরসাহেব তাহারদের প্রতি ঐ নিষ্পত্তি সম্পূর্ণরূপে করিবার হুকুম দিয়া ঐ মোকদ্দমা তাহারদের নিকটে পুনর্ব্বার সমর্পণ করিতে পারেন ইতি।

কানুনগো ও তহসীলদারেরা সালিসীতে নিযুক্ত হইতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— উপরের লিখিত হুকুমানুসারে যে কোন মোকদ্দমা সালিসদিগকে সমর্পণ করা যায় চলিত আইনের মধ্যে বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলে ও পরগনার কানুনগোদিগকে ও তহসীলদারদিগকে সালিসীতে নিযুক্ত করা যাইতে পারিবেক ইতি।

৩৪ ধারা।

দখলের বিষয়ে বিবাদ হইলে কালেক্টরসাহেব আপন বিবেচনানুসারে যাহা২ করিতে পারেন তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যদি কালেক্টরসাহেব কিম্বা ভূমি ও বাটীইত্যাদি বেদখল কি দখলের প্রতিবন্ধকতাকরণের দাওয়ার বিষয়ে এই আইনানুসারে কালেক্টরসাহেদিগের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেব মাজিস্ট্রেটসাহেবের কিম্বা সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারকের দেওয়া সমাচারেতে কি অন্য কোন প্রকারে ইহা জানিতে পারেন যে তাঁহার অধিকারের সীমার মধ্যে কোন ভূমি কি বাটীইত্যাদি কি ফসল কিম্বা ফলের বাগান কি পশুচারণের ভূমি কিম্বা মৎস্যধরণের জলাশয় কিম্বা কূপ কি জলের সোঁতাইত্যাদি কি পুষ্করিণী কি খোদা খাতইত্যাদির বিষয়ে এমত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে যে তাহাতে হঙ্গামাহওনের সম্ভাবনা আছে তবে ঐ কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ বিবাদের উভয় পক্ষেরে নিরূপিত সময়ে ও স্থানে স্বয়ং কি মোখ্তারের দ্বারা হাজির হইতে হুকুম দিতে পারিবেন এবং ঐ উভয় বিবাদির কিম্বা তাহারদের মোখ্তার

দিগের

দিগের কিম্বা তাহারদিগের মধ্যে যেং জন হাজির হয় তাহারদের সাক্ষাৎকারে ঐ বিবাদের বিষয়ের অনুসন্ধান ও তদন্তকরণানন্তর কিম্বা উপরের লিখিতমত সালিসেরদের স্থানে তাহা সমর্পণকরণানন্তর ঐ উভয় বিবাদির মধ্যে কোন জন তাঁহার নিকটে ঐ বিষয়ে নালিশ দরপেশ করিলে যেমত করিতেন সেইমত ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ও ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ ভূমিইত্যাদির পূর্ব্বের উচিত ভোগদখলের নির্ণয় হইতে না পারিলে কালেক্টরসাহেব বোর্ডের হুকুমের অধীনতায় তাহার স্বত্বাধিকারের নির্ণয় করিতে ও তাহা উভয় পক্ষের এক পক্ষের দখলে রাখিতে পারেন্ ও অন্য পক্ষ ঐ নিষ্পত্তির বিরোধে আদালতে জাবেতামতে নালিশ করিতে পারে কিন্তু কোন কালেক্টর সাহেব ঐ ভূম্যাদির ভোগদখলের অনুসন্ধান সাবধানপূর্ব্বক করণব্যতিরেকে ঐ প্রকার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন না ও বোর্ডের সাহেবেরা এ বিষয়ে বিলক্ষণ মনোযোগ রাখিবেন যে ঐ অনুসন্ধান করা যায় ও ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐং প্রকার হইলে কালেকটরসাহেব পূর্ব্বোক্ত বিবাদের ভূমি ও বাটীইত্যাদি ক্রোক করিতে ও তাহার কার্য্যের কর্তৃত্ব করিবার নিমিত্তে উপযুক্ত কোন জনকে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐ ভূম্যাদির বাবৎ খাজানা কি উৎপন্ন কিম্বা তাহাতে সরকারের যে রাজস্ব পাওযা যায তাহা ও তাহার কার্য্যের কর্তৃত্বের খরচ আদায়হওন বাদে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা ঐ বিবাদের বিষয় উভয় পক্ষের এক পক্ষের দখলে রাখণপর্য্যন্ত আমানৎ রাখিতে পারিবেন না ইতি।

এবং উভয় পক্ষের কোন পক্ষেরে দখল দেওয়াইতে পারিবার কথা

কালেক্টরসাহেব বিবাদের ভূম্যাদি ক্রোক করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যদি কোন মাজিস্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট্সাহেবের নিকটে ভূমির কি বাটীইত্যাদির কি ফসলের কি জলের সোঁতাইত্যাদির বিষয়ে এমত কোন বিবাদ যাহাতে হঙ্গামা হইতে পারে কিম্বা অন্য হেতুতে এমত বোধ হয যে ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি শীঘ্র করা আবশ্যক তাহার বাবৎ কোন মোকদ্দমা কি নালিশ কি আরজী উপস্থিত হয তবে কালেকটরসাহেব ঐং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা রাখিলে ঐ মাজিস্ট্রেট কি জাইণ্টমাজিস্ট্রেট্সাহেব ঐ কালেক্টরসাহেবকে তাহা জানাইবেন এবং কালেক্টরসাহেব তৎক্ষণে উপরের লিখিত হুকুমমতে ঐং মোকদ্দমার বিষয়ের অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ও ইহাও জানান যাইতেছে যে বলক্রমে বেদখল কি দখলের ব্যাঘাতকরণের বিষয়সকলে কালেক্টরসাহেব ঐং মোকদ্দমাতে প্রথমতঃ আপনি যাহা করিয়া থাকেন্ তাহার এবং তাহার শেষ নিষ্পত্তির রুবকারীর নকল মাজিস্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিস্ট্রেট্সাহেবের নিকটে অবশ্য পাঠাইবেন ইতি।

যাহা হইলে মাজিস্ট্রেট্ ও জাইণ্টমাজিস্ট্রেটসাহেব কালেক্টরসাহেবের নিকটে মোকদ্দমা সমর্পণ করিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ঐং মত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে যেমত দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিমিত্তে হুকুম আছে সেইমত কালেক্টরসাহেব তাহার উভয় পক্ষেরে ঐং মোকদ্দমা নিষ্পত্ত্যর্থে সালিসেরদিগের নিকটে সমর্পণ করিতে উপযুক্ত যত্নপূর্ব্বক প্রবৃত্তি লওয়াইবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেব মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সালিসের দ্বারা করাইবার প্রবৃত্তি দিবার কথা।

৩৫ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনর এইং শব্দ এই আইনেতে কিম্বা আর কোন আইনেতে

এই আইনের কিম্বা অন্য

কোন আইনের লিখিত বোর্ডকমিস্যনরইত্যাদি শব্দের অর্থের কথা।

আইনেতে যে২ স্থানে লেখা যায় সেই২ স্থানে ঐ২ শব্দে কোন বোর্ডের কিম্বা কমিটির কি কমিস্যনের সাহেবেরা এবং ঐ বোর্ডের কি কমিটির কি কমিস্যনের সাহেবদিগের মধ্যে যে কোন সাহেব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে বোর্ড রেবিনিউর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন্ সেই সাহেব বিশেষরূপে অন্য প্রকার কহন এবং হুকুমকরণব্যতিরেকে বোধ করা যাইবেক ও ঐ মত এই আইনে কিম্বা আর যে কোন আইনেতে কালেক্টরসাহেদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মনিরূপণের কিম্বা তাঁহারদিগ্‌কে ক্ষমতার্পণের অর্থে যে সকল হুকুম লেখা যায় সেই সকল হুকুম শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে অন্য যে সাহেবেরা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন্ তাঁহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

কালেক্টরসাহেবের সম্পর্কীয় হুকুমসকল সরকারের হুকুমের দ্বারা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য২ সাহেবের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

Vol. VII. 68. সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengallee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সাল ৮ অষ্টম আইন।

কোন দোষ কি অপরাধকরণের অপবাদগ্রস্ত লোকদিগ্‌কে ঐ দোষ কি অপরাধের কর্ম্ম যে জিলার সীমার মধ্যে হইয়া থাকে সামান্যতঃ সেই জিলার ফৌজদারী আদালতে কিম্বা সেই জিলায় দায়েরসায়েরসাহেবের দওরার বৈঠকেতে তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হয় ইহা জানাইবার এবং ঐ২ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের স্থাননিরূপণের বিষয়ে কৌন্সেলের বৈঠকে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরকে ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগ্‌কে আপনারদিগের বিবেচনামত কার্য্য করিবার ক্ষমতার্পণকরণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নব্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের তারিখ ১২ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৯ সালের ২৮ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৩০ সালের ১১ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩০ সালের ২৯ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৯ সালের ১২ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২৩৭ সালের ২৫ জীহিজ্জাতে জারী করিলেন ইতি।

সরকারের চলিত আইনের মধ্যে ঐ বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম লেখা নাহি তথাপি নীতি ও ব্যবহারের স্থিরতর মূলদাঁড়া এই যে যে লোকদিগের উপর অপরাধের কর্ম্মকরণের অপবাদ হয় বিশেষ কোন কারণ থাকনব্যতিরেকে ঐ অপরাধের কর্ম্ম যে জিলা কি শহরের সীমার মধ্যে হয় তথাকার ফৌজদারী আদালতে কিম্বা কারাগার শূন্য করিবার নিমিত্তে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের দওরার বৈঠকে তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হয় কিন্তু কখন২ ঐ মূল দাঁড়ানুসারে কার্য্য করাতে ফরিয়াদী ও আসামী ও সাক্ষিদিগের ক্লেশ জন্মে ও তৎপ্রযুক্ত নীতি মতাচরণের ব্যাঘাত হয় ও কখন২ এমত ঘটে যে রাজকার্য্যসম্বন্ধীয় কোন হেতুপ্রযুক্ত কোন মোকদ্দমা এক জিলা হইতে অন্য যে জিলাতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি ঐ জিলাঅপেক্ষা স্বচ্ছন্দে ও অবিলম্বে হইতে পারে তথায় সমপণ করা পরামর্শ হয় পূর্ব্বে ঐ২ হেতুপ্রযুক্ত কখন২ কোন২ অপরাধের মোকদ্দমা এক জিলাহইতে অন্য জিলায় সমর্পণ করা গিয়াছে বটে কিন্তু চলিত আইন এবিষয়ে সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ নহে কেননা তাহাতে এ বিষয়ের মূলদাঁড়া স্পষ্টরূপে লেখা না যাওনভিন্ন তাহার অন্য মতে কর্ম্ম করা যাওনের হেতু থাকিলে যে২ প্রকারে কার্য্যকরা আবশ্যক তাহার বিশেষ হুকুম লেখাও নাহি অতএব এ বিষয়ের মূলদাঁড়া স্পষ্ট করিয়া জানান এবং কয়েদী লোকেরদের প্রতি যে অপরাধের অপবাদ হয় সেই অপরাধের মোকদ্দমার বিচারযোগ্য স্থানভিন্ন অন্য স্থানে তাহারদিগ্‌কে হাজির করাইবার হুকুম দিবার ক্ষমতা বিশেষ আইনের দ্বারা কৌন্সেলের বৈঠকে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরকে ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগ্‌কে অর্পণ করা আবশ্যক বোধ হইল এবং জিলার কারাগার কিম্বা জিলার মধ্যে যে২ অংশ কতক কালের কিম্বা সর্ব্ব হেতুবাদ।

কালের নিমিত্তে জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্ কি ঐ মত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের ক্ষমতার অধীন হইয়াছে তথাকারো কারাগার শূন্যকরণার্থে কয়েদী লোকের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যে স্থানে ও যে প্রকারে করা যাইবেক তাহার নিরূপণের ক্ষমতা ঐ শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলে আছে ইহা বিশেষরূপে জানানও আবশ্যক বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য দাঁড়া সকল নির্দ্দিষ্টহওনের হুকুম হইল ও তাহা এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

চলিত আইনের মধ্যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের আপনং সরহদ্দের বাহিরে হওয়া অপরাধের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে কি তাহাকে দায়েরসায়ের সোপর্দ্দ করিয়া কয়েদ রাখিতে ক্ষমতা থাকিবার হুকুম না থাকিবার।

কিন্তু শ্রীযুতের কি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুকুম হইলে পারিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৫ ও ৬ ধারাতে এবং ঐ সালের ২২ আইনের ১৬ ধারাতে যেং হুকুম আছে এবং ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারা ও ১৭ আইনের ১৫ ধারাতে বারাণসদেশের নিমিত্তে ঐ রূপ যেং হুকুম আছে এবং ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ৫ ও ৬ ধারাতে ও ৩৫ আইনের ১৬ ধারাতে দত্ত ও জয়করা দেশের নিমিত্তে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে এবং সামান্যতঃ অপরাধের অপবাদের বিচার ও তদন্ত এবং ঐ অপবাদপ্রযুক্ত কয়েদহওয়া লোকদিগের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি কিম্বা তাহারদিগ্কে জেলখানাতে কয়েদরাখণের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতার সীমানিরূপণ হওনেতে যেং হুকুম সম্পর্ক রাখে তাহার অর্থ সুস্পষ্ট করিয়া জানাইবার নিমিত্তে এই ধারাতে ইহাও লেখা যাইতেছে যে ঐং ধারার লিখিত কোন কথার দ্বারা ইহা বোধ হইবেক না ও তাহার তাৎপর্য্য ও এমত নহে যে তদ্দ্বারা কোন মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের এমত ক্ষমতা আছে যে শ্রীযুত নওযাব গবরনর্ জেনরল বাহাদরের হজুর কৌন্সেলের কি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বিশেষ হুকুমব্যতিরেকে আপনার অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে না হওয়া কোন অপরাধের অপবাদগ্রস্ত জন কি জনেরদের মোকদ্দমার বিচার করেন কি নিষ্পত্তিকরণপূর্ব্বক তাহাতে হুকুম দেন কিম্বা তাহাকে কি তাহারদিগ্কে আপন জিলার কারাগার শূন্যকরণার্থে দায়েসায়েরসাহেবের দওরার বৈঠকের সময়ে তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচারহওনার্থে জেলখানেতে কয়েদ রাখেন্ অতএব আপন অধিকারের সরহদ্দের বাহিরে করা কোন অপরাধের নিমিত্তে আপনার অধিকারের সরহদ্দের মধ্যের বলিয়া কোন জন কি জনেরদের উপর হওয়া কোন মোকদ্দমার তদন্ত করিতে কোন মাজিষ্ট্রেট্সাহেব যদি প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন্ কিম্বা কোন মোকদ্দমার বিচারকরণের সময়ে যদি ইহা জানা যায় যে ঐ অপরাধের কর্ম্ম ঐ সাহেবের জিলা কি শহরের সরহদ্দের মধ্যে হয় নাহি অন্য সরহদ্দের মধ্যে হইয়াছে তবে যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ঐ মোকদ্দমার তদন্ত করিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন্ কিম্বা তাহার বিচার করিতে থাকেন্ তাঁহার কর্ত্তব্য যে ঐ জনেরদিগ্কে এবং সে মোকদ্দমার স্বর্কীয় সাক্ষিরদিগ্কে ও তাহাতে আপনি যাহাং করিয়া থাকেন্ তাহার রুবকারী সহিত যে জিলার অধিকারে ঐ অপরাধ হইয়া থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন যে তথাতে ঐ জনেরদিগের প্রতি আইনের অনুসারে কার্য্য করা যায়। কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে যদি ইহা জানা যায় যে তৎক্ষণে তাহা পাঠাইয়া দেও

কোন মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের সরহদ্দের বাহিরে অপরাধ করা গিয়া থাকিলে ঐ সাহেব ঐ অপরাধ যে সরহদ্দের মধ্যে হইয়া থাকে তথাকার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে ঐ অপরাধের মোকদ্দমার রুবকারী ও উভয়পক্ষ ও সাক্ষিদিগকে পাঠাইবার কথা।

 য়াতে

য়াতে ঐ মোকদ্দমার উভয় পক্ষের এবং সাক্ষিদিগের অতিক্লেশ হইবেক কিম্বা যে জিলাতে তাহার তদন্ত কি বিচার আরম্ভ হইয়া থাকে অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত তথাতেই তাহার নিষ্পত্তি হওয়া মাজিস্ত্রেট্‌সাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত বোধ হয় তবে উপরের হুকুমমতে তাহারদিগ্‌কে পাঠাইবার গৌণ করিতে এবং তাহার বিষয়ে নিজামৎ আদালতের হুকুম হইবার নিমিত্তে এই সকল বেওরার রিপোর্ট তথাকার সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে ক্ষমতা রাখিবেন। ও ইহাও জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইনেতে ও ১৮২২ সালের ১ আইনের ৬ ধারাতে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের দেশসকলের সরহদ্দের বাহিরে যে জনেরা অপরাধ করে তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার করিবার এবং নিষ্পত্তিপূর্ব্বক হুকুম দিবার নিমিত্তে যে২ হুকুম আছে এই ধারার লিখিত কোন কথা তাহার প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

কিন্তু বিশেষ কারণপ্রযুক্ত ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তির স্থান নির্দ্দিষ্টের হুকুম হইবার নিমিত্তে নিজামৎ আদালতে রিপোর্ট করিবার কথা।

উপরের লিখিত হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইনের ও ১৮২২ সালের ১ আইনের ৬ ধারার লিখিত হুকুমের প্রতিবন্ধক না হইবার কথা।

৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যদি ইহা বোধ হয় যে কোন অপরাধের অপবাদগ্রস্ত কোন জন কি জনেরদের মোকদ্দমা যে জিলা কি শহরের অধিকারে ঐ অপরাধ হইয়া থাকে সে জিলা কি শহরভিন্ন অন্য জিলা কি শহরেতে বিচারার্থে পাঠাইবার হুকুম দেওনের বিশিষ্ট হেতু আছে তবে ঐ শ্রীযুতের তাহার হুকুম দিতে ক্ষমতা থাকিবেক এবং যে জিলা কি শহরেতে ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবেক সেই জিলার মাজিস্ত্রেট্‌সাহেব এবং যে জিলাহইতে ঐ মোকদ্দমা অন্য জিলায় পাঠান যায় তথাকার মাজিস্ত্রেট্‌সাহেব কৌন্সেলের কোন সেক্রেটারিসাহেবের আপন পদসম্পর্কীয় দস্তখৎযুক্ত হুকুমনামা পাইলে ঐ অপরাধ ঐ অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে হইয়া থাকিলে যেমত করিতেন সেইমত ঐ জন কি জনেরদিগ্‌কে তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ ঐ নিরূপিত স্থানে অবশ্য হাজির করাইবেন এবং ঐ প্রকার হুকুম হইলে তাহার প্রত্যেক হুকুমের সমাচার তৎক্ষণে নিজামৎ আদালতে ও যে দায়েরসায়েরী আদালতের অধিকারের মধ্যেতে ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবেক সেই দায়েরসায়েরী আদালতেও পাঠান যাইবেক এবং ঐ মোকদ্দমার বিচার তাহার বিচারযোগ্য আদালতে হইলে যেমত করা যাইত সেইমত চলিত আইনানুসারে ঐ ২ আদালতের সাহেবেরা তাহার বিষয়ে কার্য্য করিবেন ইতি।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদর যে জিলার সীমাতে অপরাধ হইয়া থাকে তদ্ভিন্ন অন্য জিলাতে তাহার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।

এবং ঐ বিষয়ে মাজিস্ত্রেট্‌সাহেবদিগ্‌কে হুকুম দিতে পারিবার কথা।

ঐ হুকুমের সম্বাদ নিজামৎ আদালতের ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে দিতে হইবার ও ঐ২ সাহেবেরা যে স্থানেতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার হুকুম হয় তথাতে তাহা করাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ঐ মত যখন মাজিস্ত্রেট্‌সাহেবের পাঠান চিঠীর কি অন্য কোন সম্বাদদ্বারা নিজামৎ আদালতের সাহেবলোক আপনারদিগের রুবকারীতে লিখিতে হইবার উপযুক্ত কোন ২ বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত এমত বুঝেন্ যে যে জিলাতে ঐ অপরাধ করা গিয়া থাকে সেই জিলাভিন্ন অন্য যে জিলা কি শহরের মাজিস্ত্রেট্‌সাহেবের নিকটে কিম্বা তথাকার কারাগার শূন্যকরণার্থে দায়েরসায়েরসাহেবের দওরার বৈঠকের সময়ে ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবার হুকুম দিলে ন্যায়ের তাৎপর্য্য সিদ্ধহওনের সহকার হইবেক কিম্বা তাহার ব্যাঘাত হওনব্যতিরেকে ঐ জনেরদের ও তৎসম্পর্কীয় সাক্ষিদিগের

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা ন্যায়ের তাৎপর্য্য সিদ্ধ কিম্বা উভয়পক্ষের সুভিতা হওনের আনুকূল্যার্থে স্থানান্তরে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওনের হুকুম দিতে পারিবার কথা।

ঐ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের পদসম্পর্কীয় দস্তখৎযুক্ত হুকুমনামা তাহা করিবার ক্ষমতাদায়ক হইবার কথা।

সুভিতা হইবেক তবে ঐ নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা ঐ জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকটে কি তথাকার কারাগার শূন্যকরণার্থে দায়েরসায়েরসাহেবের দওরার বৈঠকের সময়ে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত ও নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিতে পারিবেন ও চলিত আইনেতে বিপরীত কোন কথা লেখা থাকিলেও ঐ নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের পদসম্পর্কীয় দস্তখৎযুক্ত হুকুমনামা ঐ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের এবং দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা হওনের প্রমাণ হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

যে জিলায় অপরাধ করা যায় তদ্ভিন্ন অন্য জিলাতে সরকার কি নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের হুকুমানুসারে তাহার মোকদ্দমার বিচার হইতে হইলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা ঐ হুকুমদাতা সাহেবদিগের হুকুমানুসারে কার্য্য করিবার কথা।

উপরের ধারার লিখনক্রমে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরকে হজুর কৌন্সেলে কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবলোককে আপন বিবেচনামত কার্য্যকরণের যে ক্ষমতার্পণ করা গিয়াছে তদনুসারে ঐ শ্রীযুতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের হুকুমক্রমে যদি কোন অপরাধের মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে এক জিলা হইতে অন্য জিলায় পাঠাইতে হয় কিম্বা যে জিলার অধিকারে ঐ অপরাধের কর্ম্ম হইয়া থাকে তদ্ভিন্ন অন্য যে জিলার আদালতে ঐ মোকদ্দমা প্রথমেতে উপস্থিত হইয়া থাকে সেই আদালতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হওয়ার হুকুম যদি হয় তবে ঐ মোকদ্দমা যেং জিলার সহিত সম্পর্ক রাখে সেইং জিলার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা তাঁহারদিগের আজ্ঞাদাতা সাহেবদিগের নিকটহইতে যেমত আজ্ঞা পান তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও ঐ আজ্ঞানুসারে ঐ মত কোন মোকদ্দমার বিচার ও তাহার নিষ্পত্তিপূর্ব্বক হুকুম হইলে সেই হুকুম ঐ অপরাধের কর্ম্ম যে জিলাতে হইয়া থাকে সেই জিলার আদালতহইতে হইলে যে মত হইত সেই মত প্রবল হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

উপরের লিখিত হুকুম মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের মত জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবইত্যাদির সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

উপরের লিখিত হুকুমসকল যেমত মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের সহিত সম্পর্ক রাখে সেই মত জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ও পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৬ ধারা।

জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটীইত্যাদি পদের সৃষ্টি করা গেলে ঐং পদসম্বন্ধীয় সরহদ্দে দায়েরসায়েরসাহেবের দওরার বৈঠক যে স্থানে ও

এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে সরকারের কোন কার্য্যকারকসাহেব মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া কোন জিলার কোন অংশেতে সর্ব্বকালের কি কতক কালের নিমিত্তে ঐ ক্ষমতার কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলে কিম্বা কএক জিলার অধিকারের অংশ সম্মিলিত করিয়া নিরূপণকরা কোন স্থানের কার্য্যের ভারে কোন কার্য্যকারক সাহেব

নিযুক্ত

নিযুক্ত হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর যে সময়ে ঐ ভারের নিরূপণ করেন সেই সময়ে কি তাহার পরে আর কোন সময়ে সরকারের কোন সেক্রেটারিসাহেবের পদসম্পর্কীয় দস্তখৎযুক্ত কোন হুকুমনামার দ্বারা ইহা নিরূপণ ও হুকুম করিতে পারেন যে ঐ কার্য্যকারকসাহেবের অধিকারের সীমার মধ্যে করা কোন অপরাধপ্রযুক্ত কয়েদ হওয়া লোকেরা তাহারদিগের মোকদ্দমা দায়েরসায়েরসাহেবের দওরার বৈঠকে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে কোন স্থানে ও কি প্রকারে হাজির করা যাইবেক ও ঐ প্রকার প্রত্যেক নিরূপণ ও হুকুমের সমাচার নিজামৎ আদালতে পাঠাইতে হইবেক এবং ঐ আদালতের সাহেবেরা ঐ২ কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তে যাহা২ কর্ত্তব্য তাহা করিবেন ইতি।

যে প্রকারে হইবেক সরকার তাহার নিরূপণ করিবার কথা।

ঐ হুকুমের সম্বাদ নিজামৎ আদালতে দিতে ও তথাকার সাহেবদিগের তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবার কথা।

Vol. VII. 73.

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. Carey,

Bengalee Translator of Regulations

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সাল ৯ নবম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইনের এবং ১৮২২ সালের ১ আইনের ৬ ধারার লিখিত হুকুম এ সরকারের অধিকারভিন্ন অন্য অধিকারহইতে আগত লোকেরদের এবং ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে অন্য যে সকল বিদেশি লোক বসত করে কিম্বা ছয় মাস অথবা ছয় মাসের অধিক কাল তথায় বাস করিয়াছে তা হারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখণরূপে বিস্তার করিবার এবং যেং দেশে এ সরকারের চলিত আইনের হুকুম চলন নাহি ঐং দেশেতে যেং আদালত সরকারহইতে স্থাপিত হইয়াছে সেইং আদালতহইতে হওয়া নিষ্পত্তির হুকুমের মতাচরণ জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের দ্বারা হইবার কারণ এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের তারিখ ১৯ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৯ সালের ৪ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২৩০ সালের ১৮ আশ্বিন মো তাবেকে বিলাযতী ১২৩০ সালের ৫ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৯ সালের ৪ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২৩৮ সালের ২ মোহরমে জারী করিলেন ইতি।

এ সরকারের শাসিত দেশের সরহদ্দের বাহিরে হওয়া অপরাধের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইনের এবং ১৮২২ সালের ১ আইনের ৬ ধারাতে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে তাহা ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ৮ আইনের ২ ধারার লিখিত নিয়মেতে বাধিত হইয়াছে ও ঐ ধারাতে ইহা লেখা গিয়াছে যে তাহার লিখিত হুকুম নীচের লিখিত ৩ তিন প্রকার লোকব্যতিরেকে অন্যের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না। হেতুবাদ।

১ প্রথম।— হিন্দুস্থানের মধ্যে যেং দেশ ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের অধিকৃত সেইং দেশেতে জন্মহওনানুসারে যেং লোক এ সরকারের তাবেদার সেইং লোকেরা।

২ দ্বিতীয়।— হিন্দুস্থানের মধ্যে যেং দেশ যুদ্ধে জয় করাতে কিম্বা পাওয়াতে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের তাবে হইয়াছে সেইং দেশীয় লোকেরা ঐং দেশ জয়হওন ও পাওনের তারিখের পরে করা অপরাধের নিমিত্তে।

৩ তৃতীয়।— হিন্দুস্থানের মধ্যে যেং দেশ ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের অধিকৃত নহে সেই সকলদেশীয় যে লোকেরা এ সরকারের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যাবৎ তাহা করিতে থাকে তাবৎ এবং ঐ সকল লোকেরা ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের অধিকৃত

দেশের সীমার বাহিরে যাওনের পর ছয় মাসপর্য্যন্ত কিম্বা ঐ সকল লোকেরা ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের কোন কর্ম্মের ভারে নিযুক্ত হইয়া ঐ সরকারের অধিকৃত দেশ সকলের সীমার বাহিরে গেলে যাবৎ ঐ কর্ম্ম করিতে থাকে তাবৎও ঐ কর্ম্মহইতে ছাড়া হইলে ছাড়াহওনের পরেও ছয় মাসপর্য্যন্ত ঐ২ নিয়মপ্রযুক্ত যে বিদেশি কি অন্য লোকদিগের প্রসঙ্গ উপরের হুকুমের মধ্যে করা যায় নাহি তাহারা এ সরকারের দেশের সরহদ্দের বাহিরে অপরাধ করিলে আইনানুসারে তাহারদিগকে শাস্তি দিবার কোন উপায় নাহি এবং যে দেশের মধ্যে ঐ অপরাধের কর্ম্ম হয় সেই দেশের অধিপতির সরকারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের নিকটে ঐ অপরাধিদিগকে সমর্পণকরণব্যতিরেকে তাহারদিগকে শাস্তিদেওনের আর কোন উপায় নাহি কিন্তু যে সকল লোক কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের আইনের আশ্রয়েতে বাস করিয়া রক্ষা পায় তাহারা কোন অপরাধ করিলে ঐ অপরাধের নিমিত্তে তাহারদিগকে শাস্তিদেওনের ক্ষমতা এ সরকারেতে থাকা অতি আবশ্যক ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইহা স্থির করিলেন যে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইনের এবং ১৮২২ সালের ১ আইনের ৬ ধারার লিখিত হুকুম বৃটনের মহারাজ চক্রবর্ত্তির বৃটন দেশজাত প্রজাভিন্ন অন্য যে২ লোক ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে কোন দেশেতে ছয় মাস বাস করিযাছে কিম্বা আর কোন প্রকারে তাহাতে অবস্থিতি করিয়া এ সরকারের তাবে হইয়াছে তাহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখণরূপে বিস্তার করা যায় ও নূতন দখলহওয়া দেশসকলে কিম্বা চলিত আইন যে২ দেশেতে চলন হয় নাহি সেই২ দেশেতে অপরাধের শাস্তি দিবার নিমিত্তে যে২ আদালত স্থাপন করা গিয়াছে সেই২ আদালতহইতে হওয়া নিষ্পত্তির হুকুমমত কার্য্য জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের দ্বারা হইবার নিমিত্তে আইনরূপে হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইনের ও ১৮২২ সালের ১ আইনের লিখিত হুকুম কোম্পানির শাসিত দেশের মধ্যে ছয় মাসপর্য্যন্ত বাস করা বিদেশি ও অন্য লোকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ৮ আইনের ২ ধারাতে যে২ প্রকার লোকদিগের কথা বিশেষ করিয়া লেখা গিয়াছে সে সকল লোকের অতিরিক্ত বৃটন দেশের মহারাজচক্রবর্ত্তির বৃটন দেশজাত প্রজাব্যতিরেকে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইনের এবং ১৮২২ সালের ১ আইনের ৬ ধারার লিখিত হুকুম কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের সরহদ্দের মধ্যে যাহারা বসত করিয়া ভূমি কি অন্য স্থাবর বস্তুক্রয় করিয়াছে কি ছয় মাসের অধিক নিরূপিত কতক কালের নিমিত্তে ইজারা কি ভাড়া লইয়াছে কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে অবস্থিতিকরণের অভিপ্রায়ে আর কোন প্রকারে তাহাতে বাস করিয়াছে কিম্বা ইহার পরে করিবেক কিম্বা যাহারা ছয় মাসের কম না হয় এমত কতক দিন কোন প্রকারে তথায় রহিয়া থাকে এই২ প্রকার সকল লোকের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সাল ৯ নবম আইন।

৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই প্রকরণের দ্বারা জানান যাইতেছে যে যে সকল দেশ কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের শামিল হইয়াও তাহাতে চলিত আইন চলে না এমত২ দেশেতে অপরাধের শাস্তির নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমেতে যে২ আদালত স্থাপন হইয়াছে কি হইবেক সেই২ আদালতহইতে হওয়া নিষ্পত্তির হুকুমমত কার্য্য করিতে জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

যে২ দেশে চলিত আইন চলন নাহি তথাকার ফৌজদারী আদালতহইতে হওয়া হুকুমমতাচরণ জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের দ্বারা হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ঐ সকল দেশের মধ্যে যে কার্য্যকারক সাহেব কিম্বা সাহেবেরা অপরাধের শাস্তি দিবার ক্ষমতা রাখেন্ সেই সাহেবদিগের পদসম্বন্ধীয় মোহর ও দস্তখৎযুক্ত পরওয়ানাই কোন জনকে কয়েদ রাখণের কিম্বা কোন কয়েদীকে সমুদ্রপারে প্রেরণের জন্যে পাঠাইয়া দিবার কিম্বা তাহাতে বেওরা করিয়া লেখা কিম্বা হুকুম করা আর কোন দণ্ড করিবার ক্ষমতাদায়ী হইবেক ইতি।

অপরাধের শাস্তি দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত সাহেবের পদ সম্পর্কীয় মোহর ও দস্তখৎ যুক্ত পরওয়ানা কয়েদীদিগকে কয়েদ রাখণ কি দেশান্তর প্রেরণাদি শাস্তি দেওনের ক্ষমতার প্রমাণ হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যে কোন পরওয়ানা কোন জিলার মাজিস্ট্রেট্সাহেবের দ্বারা জারী হইবার নিমিত্তে পাঠান যায় তাহা আইনানুসারে হওনের বিষয়ে কিম্বা যাঁহার কি যাঁহারদের পদসম্বন্ধীয় মোহর ও দস্তখৎ ঐ পরওয়ানাতে থাকে তাঁহার কি তাঁহারদের নিষ্পত্তিকরণপূর্ব্বক হুকুম দেওয়ার ও ঐ প্রকার পরওয়ানা পাঠাইবার ক্ষমতার বিষয়ে যদি কোন সন্দেহ থাকে তবে ঐ বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে নিবেদন লিখিয়া পাঠাইতে হইবেক এবং ঐ বিষয়ে ঐ শ্রীযুতের হুকুমানুসারে মাজিস্ট্রেট্সাহেবেরা এবং সরকারের অন্য সকল কার্য্যকারক সাহেবেরা ঐ কয়েদীদিগের যাহা হইবেক তাহার বিষয়ে আচরণ করিবেন এবং যাবৎ ঐ শ্রীযুতের হজুর হইতে ঐ নিবেদনের লেখা বিষয়ের হুকুম না আইসে তাবৎ ঐ কয়েদী কি কয়েদীরা পরওয়ানার লিখিত দৃঢ়তর কি অদৃঢ়তরমতে কয়েদ রাখা যাইবেক ইতি।

পরওয়ানা আইনানুসারে হওয়ার কি তাহা জারীকারক সাহেবের ক্ষমতা থাকনের বিষয়ে কোন সন্দেহ জন্মিলে শ্রীযুতের হজুরে নিবেদন লিখিয়া পাঠাইবার ও তথাকার হুকুম হওনপর্য্যন্ত কয়েদীদিগ্কে কয়েদ রাখিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ -- এ সরকারের জেলখানাসকলেতে কয়েদথাকা কয়েদীদিগের প্রতি ব্যবহারকরণের ও তাহারদিগকে সাবধানপূর্ব্বক রাখিবার বিষয়ে চলিত আইনেতে যে২ হুকুম লেখা গিয়াছে কিম্বা অন্য যে২ হুকুম প্রবল আছে সেই২ হুকুম এই ধারানুসারে কয়েদরাখা কয়েদীদিগের প্রতি এবং চলিত আইনানুসারে ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তির হুকুমমতে অপরাধপ্রমাণ হওয়া অন্য২ কয়েদীদিগের প্রতি ঐ মত প্রবল ও সফল হইবেক ইতি।

কয়েদীদিগের প্রতি আচরণ করণ ও তাহারদিগ্কে সাবধানে রাখণের বিষয়ের হুকুম এই ধারানুসারে কয়েদরাখা লোকদিগের প্রতিও ঐ মত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation.

W CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সাল ১০ দশম আইন।

জিলা রঙ্গপুরের সরহদ্দের উত্তর পূর্ব্ব কোণে গারো নামে খ্যাত যে পর্ব্বতীয় এবং অন্য২ ম্লেচ্ছ লোকেরা বাস করে তাহারদিগকে সরকারের চলিত আইনের শাসনহইতে বহির্ভূত করিবার এবং তাহারা যে দেশেতে থাকে সেই দেশের ও তাহারদের অধিকৃত দেশের নিকটবর্ত্তি দেশের শাসনের নিমিত্তে বিশেষ এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের তারিখ ১৯ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৯ সালের ৪ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২৩০ সালের ১৮ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩০ সালের ৫ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৯ সালের ৪ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২৩৮ সালের ২ মোহরমে জারী করিলেন ইতি।

ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন রাজ্যের মধ্যে কোন২ দেশেতে সামান্য প্রজাভিন্ন এমত অন্য২ জাতীয় লোক আছে যে চলিত আইনের নির্দ্ধারিত শাসনের প্রকার তাহারদিগের সহিত কিছু সম্পর্ক রাখে না ভাগলপুরের পর্ব্বতীয় লোকেরা ঐ প্রকার এবং নীতিসম্বন্ধীয় ব্যবহার ও ফল তাহারদিগের প্রতি বর্ত্তিবার নিমিত্তে এ সরকারের শাসনের চলিত প্রকারের সঞ্চারহওনের পূর্ব্বে ঐ২ দেশের সরদারেরদের সহিত এ সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারা বিশেষ২ নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করিয়াছিলেন ঐ নিয়ম এখনো বর্ত্তমান আছে এবং ঐ পর্ব্বতীয় দেশের নিবাসি লোকদিগের নিমিত্তে দণ্ড ও নীতি নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ আইনের অনুসারে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন অন্য এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে ঐ আইনের দ্বারা ঐ২ নিয়ম আইনসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট আছে জিলা রঙ্গপুরের উত্তর পূর্ব্ব সীমাতে গারোইত্যাদি নামেতে খ্যাত এবং ঐ গারো নামেতে খ্যাত পর্ব্বতনিবাসী প্রায় ঐ মত ম্লেচ্ছ অন্য২ জাতীয় অনেক লোক আছে এপর্য্যন্ত ঐ২ লোকদিগকে নীতিবিশিষ্ট করিবার নিমিত্তে অত্যল্প উদ্যোগ করা গিয়াছে ঐ২ লোকের ও তাহারদিগের বসতির স্থানের নিকটবর্ত্তি আবাদ হওয়া দেশনিবাসিদিগের পরস্পর যে শত্রুতা আছে তাহাতে ঐ উভয় দেশনিবাসি লোকদিগের পরস্পর সদ্ভাবজনক যাতায়াতের বাধা হয় এবং তাহারদের পরস্পর দ্বেষপ্রযুক্ত এমত বিরোধ জন্মিয়াছে যে তাহাতে হঙ্গামা ও খুন উপর্য্যুপরি হইতেছে এমত বোধ হয় যে ঐ২ সীমার জমীদারেরা ঐ গারো এবং অন্য ম্লেচ্ছজাতীয় লোকেরদের অপরাধীন দেশ ছল ও বলক্রমে আক্রমণকরণদ্বারা এমত বিরোধ জন্মায় যে ঐ গারোইত্যাদি লোকেরা তাহার প্রতিকারের আর কিছু উপায় না দেখিয়া অবকাশ পাইয়া আপন২ হেতুবাদ।

হাতে

হাতে তাহারদিগের প্রতিহিংসা করিতে ও প্রতিফল দিতে উদ্যত হয়। ঐ২ আক্রমণ এ মত চিরকালেতে হইল যে ইস্তমরারী বন্দোবস্তকরণের সময়ে অনেক জমীদারেরা ঐ লোকদিগের স্থানে নানাপ্রকার কর লইত এবং তৎপ্রযুক্ত ঐ২ লোকদিগের নিবাসের দেশের মধ্যগত কতক ভূমি ঐ২ জমীদারদিগের জমীদারীর অংশস্বরূপে চলিত আইনের অধীন বটে ইহা বোধ হইয়াছে কিন্তু তাহাতে ঐ জাতীয় লোকদিগের নীতি মতাচরণ না হইয়া বরং তাহার বিপরীত ফল হইয়াছে কেননা ঐ লোকেরদের মূর্খতা ও অন্যের সহিত আলাপ ব্যবহার না করণাবস্থার সহিত চলিত আইন কিছু সম্পর্ক রাখে না এবং তাহাতে তাহারদের ন্যায় ও বিচারপ্রাপ্ত হইবার কোন উপায় না দর্শিয়া বরং তাহারা ঐ২ জমীদারদিগের দয়ার অপেক্ষায় থাকে। ঐ সীমাস্থ গারো পর্ব্বতীয়েরদের এবং অন্য২ মূর্খ জাতীয় জনেরদের অবস্থার প্রতি অনেক কালাবধি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বড় মনোযোগ হইয়াছে এবং ঐ লোকদিগের নীতিবিশিষ্ট হওনের যে২ প্রতিবন্ধক আছে তাহা বিলক্ষণ বিবেচনা ও নিশ্চয় করা গিয়াছে অতএব ঐ জাতীয় লোকেরদের নীতি মতাচরণ হওনের বিষয়ে তাহারদিগের উপকার করণের নিমিত্তে আবশ্যক বোধ হইল যে ঐ লোকেরদের সরদারদিগের সহিত তাহারদের বিশেষ আচার ও ব্যবহারানুসারে বিচার ও ন্যায়করণের নিমিত্তে এক বিশেষ দাঁড়া স্থির করা যায় এবং ঐ সময়ে ব্রিটনের অধীন দেশের জমীদারেরা ঐ২ লোকদিগের স্থানে যে২ টাকা ইত্যাদির দাওয়া করে তাহার উপযুক্ত পরিবর্ত্ত দিয়া ঐ২ দেশনিবাসিদিগকে ঐ২ জমীদারদিগের অধীনতাহইতে বহির্ভূত করা যায় এই অভিপ্রায়েতে যে কর্ম্ম করা আবশ্যক হয় তাহা করণের পূর্ব্বে ঐ২ জাতীয় লোকেরা যে পর্ব্বত ও জঙ্গলা দেশেতে থাকে ঐ পর্ব্বত ও জঙ্গলা দেশে এবং তাহার নিকটবর্ত্তি দেশে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়সকলের ন্যায় ও বিচারকরণের বিষয়ে চলিত যে২ আইন আছে তাহার এবং সামান্যতঃ সরকারের আর২ আইনের মতাচরণ হওয়া নিবৃত্ত করা এবং শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে সময়শিরে যে হুকুম ও অনুমতি হইবে কেবল তাহার অধীন থাকিয়া ঐ লোকদিগের সরদারেরদের সহিত কর্ম্মের নির্দিষ্ট করিতে এবং ঐ২ দেশের সমস্ত রাজকার্য্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন এক কমিস্যনর নিযুক্ত করণের আবশ্যক বোধ হইল অতএব নীচে যে সকল হুকুম লেখা যাইতেছে তাহা নীচের লিখিত প্রকারে ও দেশেএই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী ও চলন হইবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

গোওয়ালপাড়া ও ধুবূড়ী ও কড়ইবাড়ীর থানার সরহদ্দের মধ্যগত ভূমি জিলা রঙ্গপুরহইতে খারিজ হইবার এবং চলিত আইনের হুকুম ইহার পরে

এই ধারাক্রমে ইহা জানান যাইতেছে যে জিলা রঙ্গপুরের মধ্যে গোওয়ালপাড়া ও ধুবূড়ী ও কড়ইবাড়ীর থানার সরহদ্দের মধ্যগত স্থানসকল ঐ জিলাহইতে পৃথক্ করা গেল এবং পোলীসের ও দেওয়ানী ও ফৌজদারীবিষয়ের ন্যায় ও বিচারের নিমিত্তে এবং ভূমির মালগুজারী ও জিনিসের মাসুল ও আবকারী ও ইষ্টাম্পের মাসুল তহসীলের নিমিত্তে যে২ হুকুম আছে এবং ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুসারে যে২

আইন

আইন নির্দ্দিষ্ট ও ছাপা হইয়াছে তাহা ইহার পরে যেমন২ লেখা যাইবেক তাহাব্যতিরেকে ঐ২ থানার মধ্যগত স্থানের সম্বন্ধে নিবৃত্ত হইল।

যাহা২ লেখা যাইবেক তাহাব্যতিরেকে ঐ ভূমির সম্বন্ধে নিবৃত্ত হইবার কথা।

৩ ধারা।

এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসম্পর্কীয় কর্ম্ম এবং সরকারের রাজস্ব তহসীলকরণের কর্ম্ম এবং পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট অর্থাৎ অধ্যক্ষ পদসম্পর্কীয় ভারের কর্ম্ম এবং উপরের লিখিত ঐ২ স্থানে রাজকর্ম্মের অন্তর্গত অন্য যে২ কর্ম্ম আছে সেই২ কর্ম্ম শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নিযুক্ত এবং জিলা রঙ্গপুরের উত্তর পূর্ব্ব দেশের নিমিত্তে রাজকার্য্যকারি কমিস্যনর নামে খ্যাত কোন সাহেবের প্রতি অর্পিত আছে এবং ইহার পরে যে২ নিযেধ ও মতান্তর করা যাইবেক এবং সময়ে সমযে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অন্য যে২ ফেরফার করেন ও স্থগরেন্ তাহার অধীনতায় ঐ কমিস্যনর সাহেব চলিত আইনের মূলদাঁড়া ও অভিপ্রায়ানুসারে ঐ২ কার্য্য করিবেন ইতি।

উপরের উক্ত জিলা রঙ্গপুরের উত্তর পূর্ব্ব কোণের দেশের নিমিত্তে এ আইনের লিখিত মত দেওয়ানী ও ফৌজদারী কর্ম্ম করণ ও রাজস্ব তহসীল করণ ও অধ্যক্ষতাকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকার্য্যকারক কমিস্যনর নিযুক্ত থাকিবার কথা।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ফৌজদারী আদালতের কর্ম্মকরণের বিষয়ে অপরাধের অপবাদগ্রস্ত লোকেরদিগকে ধরিবার ও তাহারদের মোকদ্দমা করিবার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা এক্ষণে যে২ কার্য্য করেন্ এবং হকুমৎ রাখেন্ ঐ২ কার্য্য ও হকুমৎ করিতে ঐ২ কমিস্যনরসাহেব ক্ষমতাপন্ন হইবেন এবং দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেব চলিত আইনের মতে যেপর্য্যন্ত মোকদ্দমা করিতে এবং তাহাতে নিষ্পত্তির হকুম দিতে অনুমতি রাখেন্ ঐ কমিস্যনরসাহেবের ঐ বিষয়ে সেইপর্য্যন্ত ক্ষমতা আদালতের মুফ্তীর নিকটে ফতওয়া লইবার নিমিত্তে রুবকারী পাঠানব্যতিরেকে রাখিবেন ইতি।

কমিস্যনরসাহেব মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতে এবং অপরাধের অপবাদগ্রস্ত লোকেরদের মোকদ্দমার বিচার করিবার ও কোন ফতওয়া লওনব্যতিরেকে তাহাতে নিষ্পত্তিপূর্ব্বক হকুম দিবার বিষযে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের ন্যায ফৌজদারী কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কমিস্যনরসাহেবকে যে ক্ষমতা ও হকুমৎ উপরের লিখনক্রমে অর্পণ হইয়াছে তাহার মত কার্য্যকরণেতে ঐ২ বিষয়েতে আইনের যে২ বিষয়েতে আইনের যে২ মূলদাঁড়া ও অভিপ্রায় আছে সামান্যতঃ তদনুসারে কার্য্য করিবেন। ও ঐ মতে ঐ সাহেবের তাবে পোলীসের আমলা ও অন্য আমলারা কার্য্য করিবেন কিন্তু কমিস্যনরসাহেব ও তাঁহার তাবে ঐ২ আমলালোকেরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে মোকদ্দমার বিচারহওনের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য কার্য্যের কিম্বা ঐ২ দেশের নানা প্রকার লোকদিগের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি যে প্রকারে করিতে হইবেক তাহার বিষয়ে যে২ বিশেষ হকুম ও অনুমতি সময়ে২ দেন্ তদনুসারে কার্য্য করিবেন এবং তদনুসারে করা কার্য্য সর্ব্বতোভাবে আইনানুযায়ী ও প্রবল হইবেক এবং শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলেতে পোলীসের কার্য্যকারকদিগের ক্ষমতার কোন অংশের বৃদ্ধি কি সীমানিরূপণ কিম্বা মতান্তর করিতে পারেন্

কমিস্যনরসাহেব ও তাঁহার তাবে আমলারা উপস্থিত কার্য্যের বিষয়ে যে২ আইন সম্পর্ক রাখে সামান্যতঃ তাহার লিখিত মূলদাঁড়া এবং অভিপ্রায়ানুসারে কর্ম্ম করিবার কথা।

কিন্তু সরকারের বিশেষ নিয়ম ও হকুমের অনুসারে কার্য্য করিবার কথা।

এবং

কমিস্যনরসাহেবের ফৌজদারী কর্ম্মসম্পর্কীয় নানা প্রকার বিষয়ের নিয়মকরণের ক্ষমতা শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলেতে থাকিবার কথা।

এবং চলিত আইনেতে অপরাধির সঙ্গিদিগের অপরাধ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের অনুমতি লইয়া মাফকরণের যে ক্ষমতা নিরূপণ করা গিয়াছে ঐ শ্রীযুত ঐ কমিস্যনর সাহেবকে নিজামৎ আদালতের অনুমতি লওনব্যতিরেকে ঐ মাফকরণের ক্ষমতা দিতে পারেন্ এবং এই ধারার উপরের প্রকরণের দ্বারা ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতসম্পর্কীয় কার্য্যকরণের বিষয়ে যে ক্ষমতা কমিস্যনরসাহেবকে অর্পণ করা গিয়াছে ঐ শ্রীযুত আর কোন প্রকারে সেই ক্ষমতার বৃদ্ধি কি মতান্তর করিতে পারেন্ এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের কিম্বা সরকারের অন্য কোন আইনের লিখিত কোন কথা তাহার বিরুদ্ধ হইলেও সরকারের কোন সেক্রেটারিসাহেবের পদসম্পর্কীয় দস্তখৎযুক্ত সরকারের কোন হুকুমনামা কি অনুমতিপত্র ঐ মতান্তরক্রমে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহওনের প্রমাণ হইবেক ইতি।

কমিস্যনরসাহেব কোনং মোকদ্দমাতে চূড়ান্ত হুকুম দিবার পূর্ব্বে সেই মোকদ্দমার রুবকারী নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। - চলিত আইনানুসারে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেব নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে এত্তেলাকরণব্যতিরেকে যেং মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তিপূর্ব্বক শাস্তি দিতে পারেন্ ঐ কমিস্যনরসাহেবের নিকটে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার আসামী যদি তাহার অতিরিক্ত শাস্তির যোগ্য তাঁহার বিবেচনায় বোধ হয় তবে ঐ কমিস্যনরসাহেব ঐ মোকদ্দমাতে চূড়ান্ত হুকুম না দিয়া তাহাতে আপনি যেং কার্য্য করিয়া থাকেন্ তাহার রুবকারী এবং ঐ মোকদ্দমার বেওরার সম্পূর্ণ রিপোর্ট ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিয়া এবং ঐ মোকদ্দমার কয়েদী কি কয়েদীদিগের অপরাধী কি নিরপরাধী হওয়ার বিষয়ে আপন বিবেচনার কথা এবং ফরিয়াদী ও আসামীর কিম্বা সাক্ষিদিগের করা কোন বিশেষ ব্যবহারের যে বেওরা ঐ রুবকারীর লিখিত বিষয় বুঝা যাইবার নিমিত্তে আবশ্যক হয় তাহাও লিখিয়া নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

৫ ধারা।

ঐং মোকদ্দমাতে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যেরূপে হুকুম দিবেন তাহার কথা।

উপরের প্রকরণের লিখিত কথানুসারে কমিস্যনরসাহেবের পাঠান কোন মোকদ্দমার কাজগপত্র পাইলে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা আপনারদিগের আদালতের মুফ্তীর নিকটে ফতওয়ার নিমিত্তে মোকদ্দমার কাগজ সমর্পণকরণব্যতিরেকে চূড়ান্ত হুকুম কিম্বা সম্পূর্ণ বিবেচনাকরণানন্তর ঐ আদালতের সাহেবেরা আর যে কোন হুকুম ন্যায্য ও উপযুক্ত বোধ করেন্ তাহা ঐ মোকদ্দমার কাগজ দায়েরসায়েরী আদালতের যে জজসাহেব দওরা করিতে গিয়া থাকেন্ তাঁহার নিকটহইতে পাঠান গিয়া থাকিলে যেমন করিতেন সেইমত মুফ্তীর ফতওয়া তলবকরণব্যতিরেকে দিতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

দেওয়ানী আদালতের

এই আইনের ২ ধারাতে যেং দেশের বেওরা লেখা গিয়াছে ঐং দেশের মধ্যে দেও

য়ানী আদালতসম্পর্কীয় কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্তে কমিস্যনরসাহেব এক কাছারীতে বৈঠক করিবেন এবং যেং মোকদ্দমার উভয় পক্ষীয় লোক গারো পর্ব্বতীয় কিম্বা অন্য ম্লেচ্ছ জাতীয় লোক না হয় সে সকল মোকদ্দমাতে এই আইনের লিখিত নিয়ম রক্ষা করিয়া এবং এদেশের জিলার আদালতের জজসাহেবদিগের কার্য্যকরণের নিমিত্তে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে যথাসাধ্য সেই সকল হুকুম মানিয়া কমিস্যনরসাহেব কার্য্য করিবেন ও ইহাও জানান যাইতেছে যে কমিস্যনরসাহেবের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তি হওনযোগ্য মোকদ্দমার দাওয়ার অবধি নিরূপণ করা গেল না ও তাঁহার করা নিষ্পত্তির উপর প্রবিন্স্যল কোর্ট আপীল হইতে পারিবেক না ও ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার লিখিত নিয়মানুসারের হিসাবে কমিস্যনরসাহেবের নিকটে উপস্থিতহওয়া যে মোকদ্দমার দাওয়ার বিষয় ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার অধিক না হয় সে মোকদ্দমাতে ঐ কমিস্যনরসাহেবের করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ও উপরের লিখিত মত হিসাবে যদি তাহার কোন মোকদ্দমার দাওয়ার বিষয় ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার অধিক হয় তবে সে মোকদ্দমাতে ঐ কমিস্যনরসাহেবের করা নিষ্পত্তির উপর সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে আপীল হইতে পারিবেক এবং যেমত প্রবিন্স্যল কোর্টের নিষ্পত্তির উপর হওয়া আপীলের মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা শুনেন ও তাহার বিচার করেন্ সেই মত এমতং মোকদ্দমার আপীলেতেও করিবেন এবং যদি কমিস্যনরসাহেবের করা ডিক্রীর দৃষ্টে কিম্বা ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের গ্রাহ্য অন্য কোন বিষয়ের দৃষ্টে কমিস্যনরসাহেবের করা নিষ্পত্তিতে ন্যায়ের কিছু ত্রুটি হইয়া থাকনের কোন বিশিষ্ট হেতু বোধ হয় তবে সে মোকদ্দমার দাওয়ার বিষয় ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার কম হইলেও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহার খাস অর্থাৎ বিশেষ আপীল গ্রাহ্য করিতে পারিবেন ইতি।

কার্য্যকরণের বিষয়ে কমিস্যনরসাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

যে মোকদ্দমার বিষয় ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার অধিক হয় তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারিবার কথা।

পাঁচ হাজারের কমের মোকদ্দমাতে বিশেষ আপীল ঐ আদালতে হইতে পারিবার কথা।

৭ ধারা।

কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার উভয় পক্ষ কিম্বা এক পক্ষ যদি গারো পর্ব্বতীয় লোক কিম্বা তদ্রূপ অন্য ম্লেচ্ছ জাতীয় লোক হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে যে প্রকারে ও যে রূপে কার্য্য করিবার হুকুম ও অনুমতি করেন্ তদনুসারে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করা ও ঐ নিষ্পত্তির হুকুমের মতাচরণ করা যাইবেক এবং ঐ প্রকারানুসারে যে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা যায় সেই নিষ্পত্তির চূড়ান্ত নিষ্পত্তির হুকুমদেওনের ক্ষমতাবিশিষ্ট আদালতের নিষ্পত্তির ন্যায় প্রবল এবং সফল হইবেক ইতি।

দেওয়ানী কোন মোকদ্দমাতে উভয় কি একপক্ষ গারো কি ঐ মত ম্লেচ্ছ লোক হইলে তাহার বিষয়ে শ্রীযুতের দেওয়া হুকুমমতে কার্য্য করা যাইবার কথা।

৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ঐ কমিস্যনরসাহেবের তাবে হওয়া দেশের রাজস্ব তহসীলকরণের বিষয়ে অর্থাৎ জিনিসের মাসুল ও আবকারী ও ইষ্টাম্পইত্যাদির মাসুল ও ভূমির

কমিস্যনরসাহেব আপন তাবে হওয়া দেশের

রাজস্ব তহসীলের নিমিত্তে যেং কার্য্য করিবেন তাহার কথা।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর উপযুক্ত পরিবর্ত্ত দিয়া গারোইত্যাদি লোকের দখলথাকা ভূমি জমীদারদিগ্হইতে খারিজ করিতে ও তথাতে মাঁমুলইত্যাদি লওয়া মৌকুফ করিতে পারিবার কথা।

মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে কমিস্যনরসাহেব চলিত আইনের লিখিত হুকুম ও মূলদাঁড়ানুসারে কার্য্য করিবেন এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে সময়ে সময়ে যেং হুকুম হয় সেইং হুকুমনামাতে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিষয়ে যে সীমা নিরূপণ এবং নিষেধ.ও ক্ষমতা লেখা থাকে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন ও ইহাও জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ গারো পর্ব্বতীয় কিম্বা অন্য ম্লেচ্ছ জাতীয় লোকদিগের বসতির দেশের যে কোন অংশ তাহারদিগের নিকটবর্ত্তি কোন জমীদারের অধিকারের সীমার মধ্যগত কিম্বা মধ্যগত হওনের দাওয়াযুক্ত হয় এমত কোন অংশ কিছু কালের কি সর্ব্বকালের নিমিত্তে ঐ জমীদারের অধিকারহইতে খারিজ করিবার হুকুম দিতে পারেন্ এবং জমীদারেরা কিম্বা অন্য জনেরা যাহা বলিয়া ঐ লোকদিগের স্থানে যে রাজস্ব কি কর কি খরচা লয় তাহাও তাহারদিগ্হইতে খারিজ করিতে ও যে জমীদার কিম্বা অন্য লোকেরা তাহাতে বাস্তব অধিকার রাখে তাহারদের তাহা ত্যাগকরণার্থে যে পরিবর্ত্ত ঐ শ্রীযুত উপযুক্ত বোধ করেন্ তাহারদিগ্কে তাহা দিয়া ঐ রাজস্ব কি করইত্যাদি মাফকরণের কিম্বা তাহা সরকারের কার্য্যকারকদিগের দ্বারা তহসীলকরণের উপায় স্থির করিতে পারেন্ ইতি।

উপরের লিখিত মত কোন কর্ম্মকরণের নিমিত্তে কমিস্যনরসাহেবের তাবে দেশের কোন আদালতে ঐ সাহেবের নামে কোনদাওয়া গ্রাহ্য নাহইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ঐ কমিস্যনরসাহেবের তাবে হওয়া দেশেতে যে কোন দেওয়ানী আদালত আছে কি ইহার পরে হইবেক সেই আদালতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে করা উপরের উক্ত কোন কার্য্যপ্রযুক্ত কোন দাওয়া কি মোকদ্দমা তাঁহার নামে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

৯ ধারা।

এই আইনের ২ ধারাতে বেওরা করিয়া লেখা দেশসম্বন্ধীয় বিষয়েতে নিয়ম কি হুকুম সম্পর্ক রাখা না রাখার বিষয়ে সন্দেহ হইলে শ্রীযুতের হজুরে তাহার নিবেদন লিখিবার কথা।

এই আইনের ২ ধারাতে বেওরা করিয়া লেখা দেশসম্বন্ধীয় কিম্বা উপরের লিখিত পর্ব্বতীয় কিম্বা অন্য ম্লেচ্ছ জাতীয় জনসম্বন্ধীয় বিষয়সকলে যদি বিশেষ কোন হুকুম না থাকনপ্রযুক্ত কিম্বা এক্ষণে যে সকল হুকুম চলিতেছে তাহা ঐ বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রাখা না রাখার বিষয়ে সন্দেহ হওনপ্রযুক্ত যদি কার্য্যকরণের বাধা হয় তবে তাহা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এত্তেলার নিমিত্তে লিখিয়া পাঠাইতে হইবেক এবং ঐ শ্রীযুত সরকারের কোন সেক্রেটারি সাহেবের দস্তখতী হুকুমনামার দ্বারা ঐ বিষয়ে বিশেষ করিয়া যাঁহা করিতে হইবেক তাহার হুকুম দিতে পারেন এবং এক্ষণকার চলিত কোন নিয়ম কি হুকুম রদ কি মতান্তর কিম্বা তাহার অর্থ স্পষ্ট করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengallee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সাল ১১ একাদশ আইন।

মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামের বিষয়ে যে২ দাঁড়া এক্ষণে চলিতেছে তাহা শুধরিবার ও স্পষ্ট করিবার ও ভূমি নীলামের বিষয়ে আদালতের সাহেবদিগের ভ্রান্তিতে ও আইনের অন্যমতে আচরণ হইলে সে নিমিত্তে সরকারের নামে নালিশ না হইতে পারিবার কথা জানাইবার এবং মালগুজারী তহসীলের কার্য্যকারক সাহেবদিগের কার্য্যকরণের সুধারা নিরূপণ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের তারিখ ২২ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৯ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩০ সালের ২৩ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩০ সালের ৯ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৯ সালের ৮ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১৮৩৮ সালের ৭ রবীয়ল্ আউওলে জারী করিলেন ইতি।

মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামহওনের বিষয়ে এক্ষণে যে২ দাঁড়া চলিতেছে সেই২ দাঁড়াতে ঐ নীলামের পূর্ব্বে যেমত২ কর্ত্তব্য তাহা বিশেষ করিয়া লেখা যায় নাহি এবং যে ভূমি নীলামে বিক্রয় করা যায় তাহা যে ব্যক্তি খরীদ অর্থাৎ ক্রয় করে সেই নীলামী খরীদারের ঐ ভূমিতে যে২ স্বত্ব জন্মিবেক তাহা প্রকৃতরূপে লেখা যায় নাহি এপ্রযুক্ত ঐ২ দাঁড়া যথোপযুক্ত নহে ইহাতে উপরের লিখিত দুই বিষয়ে নানা সন্দেহ জন্মিয়াছে ও ঐ সন্দেহভঞ্জনার্থে বিশেষ এক দাঁড়া নিরূপণ করা আবশ্যক জানা গেল এবং ইহার পরে ঐ২ মত যে নীলাম হইবেক সে নীলামের বিষয়ে ভ্রান্তি কিম্বা দাঁড়ার ব্যতিক্রমহওনের নিবারণার্থে সেই নীলামের দাঁড়া সুস্পষ্টরূপে নিরূপণকরণের আবশ্যক হইল ও ভূমি নীলামের বিষয়ে আইনেতে যে২ দাঁড়া ও হুকুম নিরূপিত আছে সেই২ দাঁড়া ও হুকুম মতে হওয়া নীলাম বহাল রাখাতে অনেক২ ভূম্যধিকারিদিগের ক্ষতি ও ক্লেশ হইয়াছে ইহা বোধহওয়াতে তাহারদিগকে ঐ ক্লেশ ও ক্ষতিহইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে ইহা উপযুক্ত বুঝা গেল যে কালেক্টরসাহেবদিগের করা নীলাম অসিদ্ধকরণের ক্ষমতা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে সুস্পষ্টরূপে অর্পণ করা যায় এবং জানা কর্ত্তব্য যে ঐ কালেক্টরসাহেবদিগহইতে দাঁড়ার অন্যমতে যে২ নীলাম হয় কেবল তাহাই নহে যে২ ভূম্যধিকারিরা মালগুজারী করিতে অশক্ত তাহারদিগের কার্য্যকারকদিগের করা চাতুরী ও প্রবঞ্চনাক্রমে নীলাম হইয়া থাকিলে ঐ চাতুরী প্রবঞ্চনা করা প্রমাণহওন মতে ও কিম্বা কোন হেতুতে যদি নীলাম বহাল রাখা অতিশয় ক্লেশের কারণ কি অনাবশ্যক কিম্বা অনুচিত বোধ হয় তবে তাহাতেও নীলাম অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের প্রতি থাকে এবং কখন২ জিলার আদালতহইতে হওয়া হুকুম হেতুবাদ।

 জারীকরণার্থে

জারীকরণার্থে কালেক্টরসাহেবলোক আপনং পদানুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু পরেঐ আদালতের হুকুম তাহার উপরকার আদালতের হুকুমে রদ হইয়াছে এবং ঐ জিলার আদালতের হুকুম জারীকরণেতে ঐ কালেক্টরসাহেবেরা এক্ষণকার চলিত আইনের বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকিলে তাহার নালিশ সরকারের নামে হইত অতএব ঐং আদালতের সাহেবদিগ্‌হইতে ভ্রান্তিক্রমে কি দাঁড়ার অন্যমতে যেং হুকুম হইয়াছে সেইং হুকুম জারী করা কি না করাতে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যকারক সাহেবেরা যাহা করিয়া থাকেন্ তাহার নিমিত্তে সরকারের নামে নালিশ হইতে পারিবেক না ইহা জ্ঞাত করা এবং মালগুজারী তহসীলের কার্য্যকারক সাহেবদিগের কার্য্যোপদেশের নিমিত্তে যেং দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে তাহার কিছুং আধিক্য ও মতান্তর করাও আবশ্যক বোধ হইল অতএব উপরের লিখিত বিষয় সাধনের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐং দাঁড়া সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যায় ও বারাণসদেশে এবং দত্ত ও জয়করা দেশসকলে এবং কটক জিলাতে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

চলিত আইনের কিছুং রদ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ১৩ ও ২৫ ও ২৬ও ২৭ ও ২৮ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৬ আইনের ১৯ ও ২৯ ও ৩২ ও ৩৩ ও ৩৪ ধারা এবং ১৭৯৬ সালের ৫ আইন এবং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৮ ধারা ও ২৯ ধারার ২ ও ৩ ও ৪ ও ৫ প্রকরণ ও ১৮০১ সালের ১ আইনের ৩ ও ৫ ও ৬ ও ৭ ও ১১ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের ২ ও ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ ও ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১০ ও ১১ ও ১৩ ও ১৪ ধারা এবং ২৭ আইনের ১৭ ধারার ৫ প্রকরণ ও ১৯ ও ২৯ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ১৮ আইন এই প্রকরণানুসারে রদ হইল ইতি।

অন্যং হুকুম রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১২ আইনের ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের মধ্যে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামের বিষয়ে যাহাং লেখা গিয়াছে তাহা এবং ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩ ও ২৪ ও ২৫ ধারার এবং ১৭৯৫ সালের ৬ আইনের ৭ ও ৩১ ধারার এবং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ও ১৮০৩ সালের ২৭ আইনের ৩১ ধারার এবং চলিত অন্য যেং আইনের যেং কথার অনুসারে কলেক্টরসাহেবদিগ্‌কে হুকুম আছে কি তাহার যেং কথার অভিপ্রায়ে বোধ হয় যে তাঁহারা যাহারদিগের শিরে মালগুজারীর টাকা বাকী পড়ে কিম্বা আর কোন পাওনা ঠাহরে তাহারদিগের নামে তলবচিঠী ও দস্তক কিম্বা আর কোন হুকুমনামা পাঠাইতে পারেন্ কিম্বা সেই বাকীদারদিগের অধিকারভূমি কিম্বা ইজারার ভূমি নীলামে বিক্রয়হওনের পূর্ব্বে ক্রোক করিতে পারেন্ সে সকল কথা এবং পূর্ব্বোক্ত আইনে কিম্বা চলিত আর কোন আইনেতে মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে

নীলাম

নীলাম হইবার কারণ ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিতে কিম্বা তাহা নীলামকরণের সময় নির্ণয় করিতে কালেক্টরসাহেবদিগের ক্ষমতা নিরূপণকরণের কারণ যেং কথা লেখা যায় কিম্বা ঐং আইনের যেং কথার অভিপ্রায়ে তাহা বোধ হয় সেইং কথা যদি এই আইনেতে পুনর্ব্বার তাহা বহাল থাকনের হুকুম না হয় তবে রদ হইল ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— উপরের লিখিত হুকুমসকলের কিম্বা তাহার মধ্যের কোন এক হুকুমের দ্বারা যেং আইন কিম্বা ধারা রদ হইল কিম্বা শুধরা গেল তাহা পূর্ব্বমত রদ করা কি শুধরা থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে যেং ভূমি নীলাম হইতে পারিবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারাতে এবং বারাণস ও দত্ত ও জয়করা দেশের বিষয়ে সরকারহইতে যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে এমত লেখা গিয়াছে যে যে জমীদারদিগের সরকারেতে মালগুজারী করিতে হয় যদি তাহারদিগের শিরে মালগুজারীর মাহওয়ারী কিস্তির টাকা বাকী পড়ে তবে প্রথমতঃ তাহারদিগের জমীদারী তাহার দায়ী হইবেক এবং যে সকল লোকেরা সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া থাকে তাহারা আপনং ভূমির অধিকারী হউক অথবা ভূমির ইজারদার কিম্বা কর্ম্মাধ্যক্ষ হউক তাহারদের ও তাহারদের জামিনেরদিগের সম্পত্তি ঐ মালগুজারীর বাকীর দায়ে দায়ী হইবেক এক্ষণে এই আইনের দ্বারা ইহা জানান ও হুকুম করা যাইতেছে যে ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবেরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের সম্মতিতে এই আইনে কিম্বা অন্য কোন আইনেতে বিশেষরূপে নিষেধ ও বিধির অর্থে যেং হুকুম লেখা যায় কেবল তাহাই মানিয়া যাহারা সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহারদের স্থানে মালগুজারীর বাকীর কিম্বা তাহার সুদের অথবা রাজস্বস্বরূপ আর কোন পাওনার টাকা উসুলের কারণ তাহারদিগের নিকটে তাহা তলবের নিমিত্তে হুকুমনামাইত্যাদি পাঠান গিয়া থাকে বা না থাকে বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে সেই বাকী আদায় না হইলে উপরের লিখিতমত আচরণ করিতে পারিবেন ইতি।

জমীদারী কোর্টওয়ার্ডসের তাবে থাকনের সময়ে নীলামের যোগ্য না হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যেং জমীদারী কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে থাকে সেইং জমীদারী কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে থাকনের সময়েতে তাহাতে যে বাকী পড়ে সে নিমিত্তে ঐং জমীদারী নীলামের যোগ্য হইবেক না ইতি।

অবিভক্ত জমীদারী এবং ক্রোককরা জমীদারী কেবল বৎসরের শেষ হইলে নীলাম করা যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— অবিভক্ত ভূমি বাটওয়ারা অর্থাৎ বিভাগের সময়ে তাহাতে যে বাকী পড়ে তাহার নিমিত্তে যে বৎসরেতে ঐ বাকী পড়ে সেই বৎসরের শেষপর্য্যন্ত ঐ ভূমি নীলামের যোগ্য হইবেক না ঐ মতে যে ভূমি আদালতের হুকুমমতে ক্রোক করা যায় সেই ক্রোক থাকনের সময়েতে তাহাতে যে বাকী পড়ে তৎপ্রযুক্ত সেই ভূমি সেই বৎসরের শেষ না হইলে নীলামের যোগ্য হইবেক না ইতি।

৪ চতুর্থ

ভূমি নীলামের বিষয়ে সরকার কি বোর্ডহইতে অন্য নিষেধ বিধির হুকুম হইবার ও তাহার ব্যতিক্রমে নীলাম হইলে তিন বৎসরের মধ্যে সরকার তাহা অসিদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— ইহাও জানান যাইতেছে যে মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে ভূমি নীলামের বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে ও তাঁহারদিগের তাবে কার্য্যকারক সাহেবলোককে অন্যং নিষেধ আর বিধির অর্থে যেং হুকুম সময়ক্রমে উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা দিতে পারিবেন এবং সরকারহইতে দেওয়া কোন হুকুম কিম্বা বিধিবিরুদ্ধে কোন কালেক্টর কি অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা ভূমি নীলাম হইলে ৫ ধারানুসারে সেই নীলাম নিষিদ্ধ নয় বটে তথাপি সেই নীলামের তারিখঅবধি তিন বৎসরের মধ্যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের দ্বারা ভূমি নীলাম হইবার কথা।

এবং বিশেষ কারণ না থাকিলে তাহা রদ না হইবার কথা।

মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলাম নীচের লিখিতব্য হুকুমমতে কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা কিম্বা সরকারহইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবদিগের দ্বারা করা যাইবেক এবং ঐং হুকুমানুসারে ভূমি নীলাম করা গেল তাহা যদি ঐ সাহেবদিগের উপরের পদস্থ সাহেবদিগের দ্বারা মঞ্জুর হয় তবে সেই নীলাম তাহাতে কোন ভ্রান্তি হইয়া থাকনপ্রযুক্ত কি সেই বাকী আদায়ের নিমিত্তে কর্ত্তব্য আচরণে নিয়মের ব্যতিক্রম হওনপ্রযুক্ত কি বিক্রয় সিদ্ধ হওনের নিমিত্তে ইহার পরে যে সকল নিয়ম বিশেষ করিয়া লেখা যাইবেক তাহার কোন নিয়মের ক্রটি যাহাতে না হয় এমন কোন ভ্রান্তি কিম্বা আজ্ঞাব্যতিক্রম অথবা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণপ্রযুক্ত কোন আদালতের হুকুমেতে নিষিদ্ধ কিম্বা অসিদ্ধ কি মতান্তরকরণের যোগ্য হইবেক না কিন্তু এমত ভ্রান্তি ইত্যাদিযুক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে যে কোন কর্ম্ম করা গিয়া থাকে তাহাতে যদি কেহ আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করে তবে যাহার দোষেতে তাহার ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার নামে আদালতে নালিশ করিলে সেই ক্ষতির প্রতিকার হইতে পারিবেক ইতি।

৫ ধারা।

মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমির নীলাম যেং নিয়মে প্রবল হইবেক তাহা নীচে লেখা যাইতেছে।

নীলাম প্রবল হইবার নিমিত্তে যেং নিয়মের আবশ্যক তাহার কথা।

১ প্রথম।— যে জমীদারীতে মালগুজারীর বাকী পড়িয়া থাকে ঐ বাকী আদায়ের নিমিত্তে যে ভূমি কি মহাল নীলাম করা যায় আবশ্যক যে সেই ভূমি কি মহাল সেই জমীদারীর মধ্যগত হয় এবং এই আইনেতে যেং দাঁড়া কি হুকুম লেখা যায় তদনুসারে সেই ভূমি কি মহাল নীলামের যোগ্য হয় কিম্বা যদি ঐ ভূমি কি মহাল সেই জমীদারী সমুদয় কি তাহার মধ্যগত কোন অংশ না হয় তবে আবশ্যক যে সেই ভূমি কি মহাল সেই বাকীদারের কিম্বা তাহার জামিনের হয় কিম্বা তাহাতে সেই বাকীদারের কি তাহার জামিনের স্বত্ব রহিয়া ঐ বাকী আদায়ের নিমিত্তে বিশেষরূপে বন্ধক হইয়া থাকে।

২ দ্বিতীয়

২ দ্বিতীয়।—আবশ্যক যে নীলামের তারিখের পূর্ব্বে বোর্ড রেবিনিউহইতে কিম্বা সেই বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরদিগ্‌হইতে সেই নীলামকরণের কারণ অনুমতি লওয়া যায়।

৩ তৃতীয়।— আবশ্যক যে ইহার পরে যেমন২ লেখা যাইবেক তদনুসারে ঐ বাকীর কথা এবং ভূমি নীলাম করিতে কালেক্টরসাহেবের মনস্থহওনের কথা এবং নীলাম করণের সময় ও স্থানের নিরূপণ উপযুক্তরূপে ইশ্‌তিহার দিয়া প্রচার ও প্রকাশ করা যায়।

৪ চতুর্থ।— আবশ্যক যে যে কালে সেই ভূমির লাট অর্থাৎ অংশ নীলাম করিতে উদ্যত হওয়া যায় সেই কালেতে উপরের উক্ত ইশ্‌তিহারের লিখিত বাকীর কোন অংশ কিম্বা তাহার সুদের কোন অংশ পাওনা থাকে।

৫ পঞ্চম।— আবশ্যক যে ইশ্‌তিহারনামাতে নীলামকরণের নিমিত্তে যে সময় ও স্থান নিরূপণ করিয়া লেখা গিয়া থাকে সেই কালে ও স্থানেতে এবং ইহার পরে যেমন২ লেখা যাইবেক সেই মত উপযুক্ত প্রকাশরূপে ও যাহাতে কাহারো আসাযাওয়া ডাকার বাধা না থাকে এরূপে নীলাম করা যায়।

৬ ধারা।

কালেক্টরসাহেব ভূমি নীলামের ইচ্ছা করিলে বোর্ডের অনুমতি লওনার্থে তথায় যাহা লিখিয়া পাঠাইবেন তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ —। যখন কালেক্টরসাহেব কিম্বা আর কোন কার্য্যকারক সাহেব মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলাম করা আবশ্যক বুঝেন্ তখন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে নীলামের যোগ্য মহাল কি মহালাতের নাম এবং সেই ভূমির রেজিষ্টরী বহীর লিখিত অধিকারির কি অধিকারিদিগের নাম কিম্বা তাহারদিগের মধ্যে সেই ভূমি সামান্যতঃ যাহার কি যাহারদিগের নামে খ্যাত হয় তাহার কি তাহারদিগের নাম এবং সরকারের জমা এবং মালগুজারীর বাকী যত থাকে তাহা লিখিয়া এক লিখন পাঠাইয়া দিবেন। বিক্রেয় ভূমি যদি সম্যক্ জমীদারী না হইয়া তাহার কোন অংশ হয় তবে ঐ কালেক্টর কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি তাঁহারদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের জ্ঞাপনার্থে যেং২ হেতুতে যাহার যে দেয় তাহার নিরূপণ হইল তাহা বিশেষ করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন এবং ঐ লিখনের সঙ্গে ঐ কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব পরে যেং২ নিয়ম লেখা যাইবেক তদনুসারে ভূমি নীলামের যে ইশ্‌তিহার দিয়া থাকেন্ কিম্বা দেওয়ার মনস্থ করেন্ তাহার নকল পাঠাইবেন ঐ বিশেষ লিখন পাইয়া বোর্ড রেবিনিউর কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা ভূমি নীলাম করা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিয়া নিশ্চয় করিবেন যদি কালেক্টর সাহেবদিগের লিখিত পত্রানুসারে তাঁহারা সেই ভূমি নীলাম করা আবশ্যক বুঝেন্ তবে

বিক্রেয় ভূমির বেওরা লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

ইশ্‌তিহারের নকল পাঠাইবার কথা।

বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবের লিখন পাইয়া যাহা করিবেন তাহার কথা।

তাঁহারা

বোর্ডের সাহেবেরা নীলামকরণে বিলম্ব করিতে পারিবার কথা।

নীলামের বিলম্বের ইশ্তিহার দিবার কথা।

তাঁহারা ঐ কালেক্টরসাহেবকে তদর্থে হুকুম দিবেন। কালেক্টরসাহেবের দ্বারা নিরূপণ হওয়া দিবসে নীলাম না হওনের কোন কারণ যদি থাকে তবে বোর্ড রেবিনিউর কি পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা ঐ নীলামের কারণ নিরূপিত দিনের পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহার পরের কোন দিন নিরূপণ করিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে ঐ সাহেবেরা ইহার পরে নীলামের বিলম্বের বিষয়ে যে২ নিয়ম লেখা যাইবেক তদনুসারে ঐ নীলামের বিলম্বের কথা প্রচারার্থে ইশ্তিহার দিবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবকে লিখিয়া পাঠাইবেন এবং কালেক্টরসাহেব ঐ বোর্ডের সেক্রেটারিসাহেবের দফ্তরখানাতে প্রচারার্থে দেওয়া যাইবার নিমিত্তে যে ইশ্তিহারনামা পাঠাইযা থাকেন্ তাহাতে ও ঐ নীলামের বিলম্বের কথা সেই সময়েতেই লিখাইবেন ঐ প্রকারে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কি পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা যদি ঐ নীলামেতে বিলম্বকরণের কোন কারণ ঘটে তবে পুনঃ২ তাহাতে বিলম্ব করিতে পারিবেন ইতি।

বোর্ডের সাহেবেরা পুনঃ২ নীলামের বিলম্ব করিতে পারিবার কথা।

বিক্রেয় ভূমি কি তাহার জমা কি নীলামের তারিখ ফেরফার যদি হয় তবে নূতন ইশ্তিহার দেওয়া আবশ্যক হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কিন্তু এ বিষয়ে হুকুম করা যাইতেছে যে যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কি তাঁহারদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা নীলামের নিমিত্তে নিরূপিত ভূমির কেবল এক অংশ কিম্বা তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য ভূমি নীলামের কিম্বা কালেক্টরসাহেবের লিখিত জমার ন্যূনাধিককরণের কিম্বা নিরূপিত স্থানভিন্ন অন্য স্থানেতে নীলামহওনের হুকুম দেওযা উপযুক্ত বুঝেন তবে আর এক লাটবন্দী করিতে এবং সেই জিলাতে ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি তাঁহারদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের সেক্রেটারি সাহেবের দফ্তরখানাতে প্রথম যে ইশ্তিহারনামা কালেক্টরসাহেবের দ্বারা দেওযা গিয়াছে তাহার মতে ইশতিহার করার হুকুমানুসারে সেই প্রকারে ও সেই মিযাদে নীলামহওনের ইশ্তিহারনামা পুনর্ব্বার দিতে হইবেক ইতি।

নীলামের অনুমতি দেওয়া গিযা থাকিলে কালেক্টরসাহেব ও বোর্ডের সাহেবদিগেব পরস্পব লিখিত পত্রেতে দাঁড়ার অন্যমত হওয়াতে কি আবশ্যক কথা না লিখাতে নীলাম রদ না হইবার কথা।

তৃতীয় প্রকরণ।— নীলাম হওয়া কোন ভূমি নীলাম করিবার হুকুম বোর্ডের সাহেবেরা পূর্ব্বে দিয়া থাকিলে এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে কিম্বা পরে হওয়া কোন নীলাম কালেক্টরসাহেবদিগের এবং তাঁহারদিগের নিষেধ ও বিধিদাতা বোর্ডের সাহেবদিগের পরস্পর লিখিত পত্রেতে দাঁড়ার অন্যথাহওন কিম্বা আবশ্যক কথা না লেখিতে রদ হইতে পারিবেক না ইতি।

৭ ধারা।

কালেক্টরসাহেব যে প্রকারে বোর্ডে সমাচার দেওনব্যতিরেকে নীলামের ইশ্তিহারনামা দিতে পারেন্ তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—উপরের লিখিত ধারানুসারে নীলাম করিবার হুকুম পাইলে পর সেই নীলামের ইশ্তিহারনামা জারী করিবার যে২ নিয়ম তাহা নীচে লেখা যাইতেছে কিন্তু মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলাম করা যদি কালেক্টরনাহেব উপযুক্ত বুঝেন্ এবং তাহার কথা বোর্ডে লিখিয়া পাঠাইয়া হুকুম আনাইনেতে যে বিলম্ব হইতে পারে সে বিলম্ব না করা যদি উপযুক্ত বুঝেন্ তবে সেই বাকী কিম্বা সেই বাকীর

কোন

কোন অংশ আদায় হইতে তাহা দিবার নিরূপিত দিনঅবধি পুরা পনের দিন গত হইলে পর কালেক্টরসাহেব বোর্ড রেবিনিউর হুকুমের অপেক্ষা না করিয়া আপন ক্ষম তাতে সেই নীলামের ইশ্‌তিহারনামা জারী করিতে পারিবেন ইতি।

নীলামের ইশতিহার নামাতে যাহাং লিখিতে হইবেক তাহার এবং তা হা যে প্রকারে জারী করা যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ঐ নীলামের যোগ্য ভূমি যদি সুবে বাঙ্গালার কি কটকব্যতিরিক্ত সুবে উড়িষ্যার মধ্যের হয় তবে সেই নীলামের ইশ্‌তিহারনামা পারসী ও বাঙ্গলা ভাষা তে লিখিতে হইবেক যদি কটকের মধ্যের হয় তবে পারসী ও উড়িয়া ভাষাতে লিখিতে হইবেক কিম্বা হিন্দুস্থানের মধ্যের আর কোন দেশের হইলে পারসী ও নাগরীতে লি খিতে হইবেক। সেই নীলাম যে বাকীর নিমিত্তে করা যাইবেক সেই বাকীর সংখ্যা এবং ক্রোক্‌করা জমীদারীর সকল বেওরা ও তাহার সদরজমা ও নীলাম করিবার তারিখ ও স্থান ঐ ইশ্‌তিহারনামাতে লিখিতে হইবেক ইতি।

কালেক্টরসাহেবের এবং জিলার আদালতের কাছারীতে ইশতিহারনা মার নকল লটকান যাই বার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবের কাছারীতে কিম্বা অন্য যে স্থানেতেঐ সাহেব সেই জিলার কর্ম্ম করেন্‌ সেই স্থানেতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ ইশ্‌ তিহারনামার এক নকল লট্‌কাইয়া দেওয়া যাইবেক এবং যে জিলাতে সেই ভূমি কি সেই ভূমির কোন অংশ থাকে সেই জিলার আদালতের জজসাহেবের কি সেই আদা লতের কার্য্যকারক অন্য সাহেবের নিকটে আর এক নকল পাঠান যাইবেক ও সেই জজ ইত্যাদি সাহেব তাহা পাইলে আপন কাছারী কি আদালতের মধ্যের কোন প্রকাশস্থানে তে পূর্ব্বোক্তমতে তাহা লট্‌কাইয়া দেওয়াইবেন। তৃতীয় এক নকল বোর্ড রেবিনিউর সা হেবদিগের কিম্বা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবের সেক্রেটারি সাহেবের দফ্ত রখানাতে প্রচার করিবার কারণ সেই বোর্ডইত্যাদিতে পাঠাইতে হইবেক ও ঐ মত এক নকল সেই ভূমিতে কিম্বা মফঃসলেতে নীচের লিখিতব্যমতে প্রকাশ করিবার কারণ এক পেয়াদার মারফতে পাঠান যাইবেক। প্রথমতঃ ঐ পেয়াদা বাকীদারের কাছারীতে কিম্বা তাহার বাসা বাটীতে যাইয়া তাহার কিম্বা তাহার মোখ্তারকারের দস্তখতী রসীদ লইয়া তাহারদিগের কাহারু স্থানে ঐ ইশ্‌তিহারনামা দিবেক ঐ পেয়াদা যদি উপরের লিখনম তে রসীদ না পায় তবে যে কানুনগো কি মুনসেফ কি থানাদারের এলাকার মধ্যে বাকী দারের কাছারী কি বাসাবাটী হয় তাহার কাছারীতে ঐ পেয়াদা যাইয়া সেই কাছা রীর কোন সুগম্য ও সুপ্রকাশ স্থানে ঐ ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কাইয়া দেওয়াইবেক এবং উপরের লিখিত যে কার্য্যকারকের কাছারীতে সেই ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কান যায় সেই কার্য্যকারকের স্থানে তাহার রসীদ লইয়া আসিবেক কিন্তু যদি কোন মালগুজার কিম্বা মালগুজারেরা তাহার কি তাহারদিগের ভূমি মালগুজারীর যে বাকীর নিমিত্তে নীলামে বিক্রেয় হয় সেই বাকীর সংখ্যার ও ভূমি নীলামের সম্বাদপত্র তাহা তাহারদিগের মোট জমীদারীর বিষয়ে হউক কিম্বা বিশেষ কোন ভূমির বিষয়ইবা হউক তাহার কি তা হারদিগের যে কর্ম্মকর্ত্তা কিম্বা মহাজন কি মোখ্তারকার সদর মোকামে থাকে তাহার স্থানে দেওয়া যাইবার প্রার্থনায় আরজী করে তবে ঐ সম্বাদপত্র ঐ কর্ম্মকর্ত্তাইত্যাদি ক্ষমতাপন্ন কোন লোকের স্থানে দেওয়া গিয়াছে ইহার পূর্ণ ও উপযুক্ত প্রমাণ তাহারদিগের দেওয়া

ইশতিহারনামার নকল বোর্ডের কাছারীতে দেও য়া যাইবার কথা।

বিক্রেয় ভূমিতে ইশ্‌তি হার দেওয়া যাইবার ক থা।

মফঃসলে ইশতিহার জারী করিবার প্রকারের কথা।

রসীদ

রসীদ হইবেক এবং তাহা পঁহুছাইয়া দেওয়াতে যে তলবানা পাওনা হয় তাহার হিসাব কালেক্টরসাহেবের কাছারীহইতে ঐ কর্ম্মকর্ত্তাইত্যাদি ক্ষমতাপন্ন যে লোকের স্থানে তাহা দেওয়া যায় তাহার বাসস্থান যত অন্তর হয় তদ্দৃষ্টে করা যাইবেক ইতি।

নীলাম প্রবল হইবার কারণ যেং প্রকারে ইশ্তিহার দেওয়া আবশ্যক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যে ইশ্তিহারনামা প্রকাশ করিবার নিমিত্তে আদালতে পাঠাইতে হয় সেই ইশ্তিহারনামা নীলাম হইবার তারিখের ৩০ দিনের পূর্ব্বে জজসাহেব কিম্বা আদালতের অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব পাইয়া থাকনের কথা যদি বিলক্ষণ প্রমাণ হয় এবং যে ইশ্তিহারনামা মফঃসলেতে পাঠাইবার হুকুম হইয়াছে সে ইশ্তিহারনামা নীলামের তারিখঅপেক্ষা ২০ দিনের কম না হয় এত পূর্ব্বে যাহাবদের নিমিত্তে তাহা পাঠান গিয়া থাকে তাহারা কিম্বা তাহারদিগের পক্ষের কোন কর্ম্মকর্ত্তা কিম্বা মোখ্তারকার পাইয়া থাকনের কথা কিম্বা হুকুমমতে কোন কাছারীতে প্রকাশ ও প্রচার করা যাওনের কথা প্রমাণ হয় কিম্বা যদি আর কোন প্রকারে প্রমাণ হয় যে নীলামহওনের তারিখের পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত নিরূপিত কালের পূর্ব্বে তাহারদিগের সেই মহালেতে এত বাকী পড়নের কথা এবং নীলাম হওনের উদ্যোগের কথাও জ্ঞাত হইয়াছে তবে সেই ইশ্তিহার দেওয়ার বিষযে দাঁড়ার ব্যতিক্রম হওনের কথা কহনপ্রযুক্ত নীলামের নিবারণ হইবেক না ইতি।

ভূমির লিখিত অধিকারীযদি এই রাজধানীর অধীন সৈন্যসমূহের মধ্যের হুদ্দাদার কি সিপাহীহয তবে কালেক্টরসাহেব যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—কিন্তু মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে কালেক্টরসাহেব যে ভূমি নীলামকরণের কথা বোর্ডে লিখিয়া পাঠান্ সেই ভূমি যাহারং নামে লেখা যায় সেই লিখিত অধিকারিদিগের মধ্যে যদি কেহ এই রাজধানীর অধীন সৈন্যসমূহের মধ্যের এদেশীয় কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী হয় এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৫ আইনের ৯ ধারার ১ প্রকরণানুসারে যদি সেই জন কালেক্টরসাহেবকে সেই কথা জ্ঞাত করাইয়া থাকে তবে সে ভূমি নীলামকরণের পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেবের ঐ ধারার লিখিত হুকুম মতে কার্য্য করা কর্ত্তব্য ইতি।

৮ ধারা।

নীলাম করিতে বিলম্ব করিতে হইলে যে ইশ্তিহার দিতে হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি তাঁহারদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের হুকুমহওনপ্রযুক্ত কিম্বা নীলাম করিতে আর কোন তারিখপর্য্যন্ত বিলম্ব করা উপযুক্ত ইহা কালেক্টরসাহেবের বিবেচনাতে বোধহওনপ্রযুক্ত যদি কোন ভূমি নীলামে বিলম্ব হয় তবে পূর্ব্বের নিরূপিত নীলামের দিনের পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেব সেই বিলম্বের কথা এবং সেই বিলম্বিত নীলাম যে তারিখে হইবেক তাহার নিরূপণ লেখাইয়া এক ইশ্তিহারনামা আপন কাছারীতে লট্‌কাইয়া দেওয়াইবেন এবং তাহার নকল সেই জিলার জজসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন ও তিনি আপন আদালতের কাছারীতে সেই প্রকারে তাহা প্রকাশ করিবেন কিন্তু নীলামের নিমিত্তে ইশ্তিহার হওয়া

যেং প্রকার হইলে নূতন

হওয়া ভূমির ফেরফার কি তাহার জমার ন্যূনাতিরেক হইলে কিম্বা সেই নীলামের স্থানান্তর হইলে এই প্রকরণের লিখিত কথা তাহাতে খাটিবেক না তাহা হইলে পূর্ব্বের লিখিত মত নূতন লাটবন্দীকরণের ও ইশ্‌তিহার দেওনের আবশ্যক হইবেক ইতি।

ইশ্‌তিহার নামা জারী করা যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ঐ নীলামের দিন উপস্থিত হইলে এবং গ্রাহকেরা একত্র হইলে ও যদি কালেক্টরসাহেব আপন পীড়াপ্রযুক্ত কিম্বা বেলা শেষ হওনপ্রযুক্ত অথবা অন্য কর্ম্মেতে ব্যস্ত থাকনপ্রযুক্ত কিম্বা সেই বাকীদারেরদের কিম্বা তাহারদিগের মধ্যে কাহারো প্রতি অনুগ্রহকরণার্থে কি তাহারদিগের নিবেদনকরণপ্রযুক্ত কি তাঁহার বিবেচনাতে অন্য কোন বিশিষ্ট ও উপযুক্ত কারণ থাকনপ্রযুক্ত সেই নীলামহওনের নির্ভর অন্য দিনের প্রতি যদি রাখেন্ কিম্বা গতিক্রিয়া করিয়া তাহাতে বিলম্ব করেন তবে ইহার যে কোন কারণ ঘটে তাহার কথা যে ভূমি নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক সেই ভূমি নীলামের যে আসল ইশতিহারনামা তাঁহার কাছারীতে দেওয়া গিয়াছে সেই ইশ্‌তিহারনামার মধ্যে সেই ভূমির নামের পার্শ্বে লেখান কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য কিন্তু কোন লাটের ডাক আরম্ভ হইলেপর নীলাম সাব্যস্তহওনের ঘা পড়নের পূর্ব্বে যদি কালেক্টরসাহেব নীলাম মৌকুফ রাখেন তবে কালেক্টরসাহেব আপন আমলার দ্বারা যে ব্যক্তি শেষ ডাক ডাকিয়া থাকে তাহার নাম এবং সে যত টাকা ডাকিয়া থাকে তাহার সংখ্যা রুবকারীতে লেখাইবেন আর মৌকুফ রাখণপ্রযুক্ত পরে যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিন যদি কালেক্টরসাহেব সেই নীলাম করিতে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হন তবে যে ব্যক্তি পূর্ব্ব দিনে শেষে ডাকিয়াছিল সেই ব্যক্তি আপন সেই ডাক লিখনের কি কথার দ্বারা নিবৃত্তকরণ কিম্বা তাহার নাম করিয়া তিনবার ডাকিলে সেই ব্যক্তি হাজির না হওনব্যতিরিক্ত তাহার ঐ পূর্ব্ব দিনের ডাক প্রথম গণনা করিয়া সেই দিনের নীলামের ডাক করাণ যাইবেক ইতি।

নিরূপিত দিনে অন্য দিনপর্য্যন্ত নীলাম মৌকুফ রাখিলে যাহা জানাইতে হইবেক তাহার কথা।

ডাক আরম্ভের পরে মৌকুফ রাখিলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৯ ধারা।

এই আইন নির্দ্দিষ্ট হওনের পূর্ব্বে যেং ভূমি নীলামে বিক্রয় করাগিয়াছে সেইং বিক্রয়ের বিষয়ে যেং সম্বাদপত্র বাকীদারের নিকটে পাঠান গিয়া থাকে কিম্বা আর যে কোন প্রকারে তাহার কথা জানান গিয়া থাকে তাহা দেওয়া কি জানান উপযুক্তরূপে হওয়া না হওয়াতে নীলাম সিদ্ধ কি অসিদ্ধ হওনের বিষয়ে আদালতে যে নিষ্পত্তি করা যাইবেক তাহা এই আইনের ৭ ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত তাৎপর্য্যমতে হইবেক অর্থাৎ যদি ইহা প্রমাণ হয় কিম্বা কোন কারণেতে বুঝা যায় যে আইনে নিরূপণ করা কোন ভাষাতে লিখিত ইশ্‌তিহারনামা সেই নীলামের তারিখের এক মাস পূর্ব্বে সেই বাকীদারকে দেওয়া গিয়াছিল কিম্বা নীলামহওয়া জমীদারীর কোন স্থানে লট্‌কান গিয়াছিল কি অন্য কোন প্রকারে প্রচার করা গিয়াছিল এবং সেই বাকীদার কিম্বা তাহার মোখ্তার কিম্বা ইশ্‌তিহার দেওয়া যাওনের সাক্ষী সেই স্থাননিবাসি দুই জন কিম্বা তাহাহইতে অধিক জন সেই ইশ্‌তিহারনামার তাৎপর্য্য অবগত হইয়াছিল তবে উপযুক্ত মতে সম্বাদ দেওয়া না

পূর্ব্বে করা যাওয়া নীলামের বিষয়ে উপরের লিখিত ধারাসকলের কথা যেং রূপে খাটিবেক তাহার কথা।

না হওনের ওজরে সেই নীলাম কোন আদালতে অসিদ্ধকরণের যোগ্য হইবেক না কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যদি ইহা প্রমাণ হয় যে এই আইন নির্দ্দিষ্টকরণের পূর্ব্বে যে কোন ভূমি নীলাম হইয়াছে সেই নীলাম ইশ্‌তিহারনামার লিখিত তারিখহইতে পুনর্ব্বার কালেক্টরসাহেবের কাছারীকরণের দিনপর্য্যন্ত প্রকাশরূপে মৌকুফ রাখা গিয়াছিল এবং নীলামের নিমিত্তে সমাগত লোকেরা নীলাম মৌকুফথাকনেতে বিলক্ষণ রূপে জ্ঞাপিত হইয়াছিল এবং সেইপ্রযুক্ত দ্বিতীয় সমাগমের সময়েতে এত লোক উপস্থিত এবং এইরূপে একত্র হইল যে তাহাতে বিলক্ষণ বুঝা গিয়াছিল যে এই দ্বিতীয় সমাগম প্রথম মৌকুফ রাখা নীলামের কার্য্যকরণের উপযুক্ত হইয়াছে তবে সেই মৌকুফ রাখণের সম্বাদ উপযুক্তরূপে দেওযা হয় নাহি কিম্বা প্রকাশ করা যায় নাহি ইহা কহনেতে সেই নীলাম অসিদ্ধ হওনের যোগ্য হইবেক না ইতি।

১০ ধারা।

নীলামের পূর্ব্বে বাকী থাকনের নিশ্চয় করিতে হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— কোন ভূমি নীলাম করিতে প্রবৃত্তহওনের পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেব কিম্বা অন্য যে কোন সাহেব নীলামকরণের ভারপ্রাপ্ত হন্ তাঁহার এ বিষয় বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া নিশ্চয় করা উচিত যে ইশ্‌তিহারনামার লিখিত বাকীর কি তাহার সুদের কি সেই বিষয়ে যে খরচ হইযা থাকে তাহার মধ্যে কতক তখনো আদায় হয় নাহি যদি সেই বাকীদার কি তাহার তরফের কোন লোক সেই বাকী অস্বীকার করে তথাপি ঐ তলবকরা টাকা আদায় না হইলে কিম্বা ঐ সমুদয় টাকা শতকরা ৫ পাঁচ টাকা করিয়া সুদসমেত যত হয় তত টাকার কোম্পানির কাগজ কিম্বা বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট না দিলে কিম্বা সেই বাকীদারের ভূমি যে জিলার হয় সেই জিলায আদালতে ঐ টাকা সমুদয় আমানৎ রাখা যাওনের কথা লেখা এক সর্টিফিকট্‌ ঐ আদালতের জজসাহেবের মোহর ও দস্তখতে না পাইলে সেই কালেক্টর কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব সেই ভূমি নীলাম করিতে পারিবেন ইতি।

বোর্ডের কাছারীতে যে২ নীলাম হয় তাহাতে যে মতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ইহাও জানান যাইতেছে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা তাঁহারদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের সেক্রেটারি সাহেবের দফ্তরখানাতে যে২ নীলাম হয় তাহাতে যদি নীলামের তারিখের পূর্ব্ব এত দিন পূর্ব্বে তলবকরা টাকা জিলাতে আদায় কি আমানৎ না করা যায় যে কালেক্টরসাহেব কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব সামান্য ডাকের দ্বারা তাহার সম্বাদ বোর্ডের সাহেবদিগকে নীলামের পূর্ব্বে পঁহুছাইতে পারেন্ কিম্বা সেই বাকীদার স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নীলামের কর্ত্তা সাহেবকে সেই তলবকরা টাকা আদায়করণের কি আমানৎ রাখণের এক সর্টিফিকট্‌ সেই জিলার কালেক্টর কিম্বা জজসাহেবের মোহর ও দস্তখতে ঐ নীলামেতে প্রবৃত্তহওনের পূর্ব্বে না দেয় তবে জিলাতে আদায় করা কিম্বা আমানৎ রাখা সেই নীলামেতে বিলম্বকরণের কি তাহা অসিদ্ধ হওনের কারণ হইবেক না ইতি।

যাহারা মালগুজারীর

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— পূর্ব্বোক্ত মতে যে লোকেরা তলব করা টাকা আদায় করে কিম্বা

আমানৎ

আমানৎ রাখে তাহারা যদি সেই সময়েই এক লিখনদ্বারা সেই তলবকরা বাকী টাকা যথার্থ হওন অস্বীকার করে এবং নিরূপিত কালের মধ্যে তাহার মোকদ্দমা উপস্থিত করে তবে এই আইনের ২৩ ধারার লিখিত নিয়মানুসারে মোকদ্দমা করিতে পারিবেক কিন্তু বাস্তব আমার শিরে কিছু বাকী নাই এ কথা নীলামের পূর্ব্বে কিম্বা বোর্ডে ঐ নীলাম মঞ্জুরহওনের পূর্ব্বে যদি কালেক্টরসাহেবকে কিম্বা বোর্ডের সাহেবদিগ্‌কে না জানায় কিম্বা ঐ অস্বীকারের কথা জ্ঞাত করাইতে না পারণের বিশিষ্ট ও উপযুক্ত হেতু কহিতে না পারে তবে নীলামের পরে ঐ কথাতে কোন আদালতে সেই নীলাম অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবেক না। ইহাও জানান যাইতেছে যে সরকারের হুকুমের দ্বারা মঞ্জুর হওন বিনা জমায় কমী কিম্বা মাফ্ পাওনের কোন দাওয়া করণেতে কিম্বা জমীদারের সরকারের স্থানে কিছু পাওনা থাকনের কিম্বা সরকারের সহিত মোকদ্দমাকরণের কোন কারণান্তর থাকনের কি আছে এমত জ্ঞানকরণের কথাতে যাবৎ সেই জমীদার কিম্বা তাহার তরফের অন্য কোন লোক মালগুজারীর বাকী যাহা প্রকৃত দেনা হয় তাহা সমুদয় আদায় না করে তাবৎ সরকারের এবং সরকারের কার্য্যকারক সাহেবদিগের সেই বাকীদারের ভূমি কি অন্য কোন বস্তু বলক্রমে বিক্রয়করণের দ্বারা সরকারের মালগুজারী আদায় করণের ক্ষমতার ব্যাঘাত কিম্বা হানি কোনরূপে হইতে পারিবেক না ইতি।

বাকী আদায় কি আমানৎ করে তাহারা তাহা ফিরিয়া পাইবার কারণ আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

বিশেষ কথা।

কালেক্টরসাহেব যে প্রকার হইলে শেষ ডাক ডাকনিয়ার সহিত নীলাম সাব্যস্ত করিতে অসম্মত হইবেন তাহার কথা।

১১ ধারা।

যে লোক কিম্বা লোকেরা আপন২ ভূমির বন্দোবস্তের বিষয়ে সরকারের সহিত নিয়ম করিয়াছে সেই নিয়ম যেরূপ বন্দোবস্তের আইনের দ্বারা মোকরর্ ও স্থির করা গিয়াছে তদনুসারে তাহারদিগের এবং তাহারদিগের স্থানে যাহারা সেই ভূমির স্বত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে বিশেষরূপে অন্য হুকুম না হইলে তাহারদিগেরো সরকারেতে যে মালগুজারী দেওয়া কর্ত্তব্য সেই মালগুজারী সমুদয় আদায়করণের দায়ী তাহারদিগের ঐ২ বন্দোবস্তী ভূমি হয় অতএব জমীদার যদি এমত ওজর করে যে যে সময়ে ঐ ভূমি আমার কিম্বা আমার মোখ্তারের আমল দখলে ছিল না সেই সময়ে কোন জনের কিম্বা কালেক্টরসাহেবের কিম্বা আদালতহইতে নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের দোষেতে কিম্বা এই আইনের অথবা আর কোন আইনের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন জনের সেই ভূমি ক্রোককরণেতে বাকী পড়িয়াছে তবে তাহাতে নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না ইতি।

ভূমি ক্রোক্‌থাকনের কি তাহাতে দখল না থাকনের সময়ে বাকী পড়িলে তাহাতে যাহা হইবেক তাহার কথা।

১২ ধারা।

সমস্ত নীলাম ইশ্‌তিহারনামার লিখিত স্থানে ও কালেতে করা যাইবেক যদি ইশ্‌তিহারনামাতে এমত লেখা যায় যে বোর্ড রেবিনিউতে কি ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের কাছারীতে করা যাইবেক তবে বোর্ডের সাহেবেরা কি তাঁহারদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা যে ঘরে কিম্বা তাম্বুতে কাছারীর মতে কর্ম্মনির্ব্বাহ করেন্ তথায় কিম্বা আর কোন উপযুক্ত এবং সকল লোকের দৃষ্টিগোচর ঘরেতে অথবা তাহার

ইশ্‌তিহারনামার অনুসারে নীলাম করা যাইবার কথা।

বোর্ডের কাছারীতে নীলাম করিতে হইলে যাহার দ্বারা ও যে স্থানে হইবেক তাহার কথা।

তাহার নিকটবর্ত্তি আর কোন উপযুক্ত ও প্রকাশ স্থানে বোর্ডের সেক্রেটারিসাহেবের কিম্বা বোর্ডের সাহেবদিগের অথবা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের মধ্যে কোন সাহেবের কিম্বা বোর্ডহইতে ঐ নীলামকরণের ভারপ্রাপ্ত কোম্পানির সরকারের অবধারিত কার্য্যকারক আর কোন সাহেবের সাক্ষাৎকারে নীলাম করা যাইবেক। যদি জিলাতে নীলামহওনের হুকুম হয় তবে কালেক্টরসাহেবের কিম্বা নীলাম করিবার ভারপ্রাপ্ত কোম্পানির সরকারের অবধারিত চাকর অন্য কোন সাহেবের সাক্ষাৎকারে কাছারীতে অর্থাৎ যে কোন ঘরে কিম্বা তাম্বুতে তাঁহারা রাজকার্য্য করেন্ তাহাতে কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তি কিম্বা লাগাও অন্য কোন প্রকাশ ও উপযুক্ত স্থানে নীলাম করা যাইবেক। ইহাও জানান যাইতেছে যে নীলামের দিন প্রাতঃকালে এবং নীলামের সময়েতে ও কালেক্টরসাহেব কিম্বা অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব এক নিশান কিম্বা তাহার মত আর কোন দৃষ্টিগোচর দ্রব্য বোর্ড রেবিনিউর হুকুমমতে সেই নীলামহওনের কাছারীর দ্বারেতে খাড়া রাখাইবেন ইতি।

যদি জিলাতে হয় তবে যাহার দ্বারা হইবেক তাহার কথা।

১৩ ধারা।

প্রত্যেক জনের ডাক গ্রাহ্য হইবার কথা কিন্তু নীলাম সমাপ্তহওনের পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেবযেং বিষয়ে আপন হৃদ্বোধ করিবেন তাহার কথা।

নীলামের ডাক আরম্ভ হইলে যেং লোক ডাকে কালেক্টরসাহেব কোন জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহারদিগের ডাক গ্রাহ্য করিবেন কিন্তু নীলাম সাব্যস্তহওনের ঘা পড়ন ও নীলাম সারা হওনের পূর্ব্বে যে লোক শেষে ডাকিয়া থাকে যেং বিষয় নীচে লেখা যাইতেছে সেইং বিষয় আপন হৃদ্বোধহওনের কারণ কালেক্টরসাহেব সেই লোককে ডাকিয়া এইং বিষয়ের নিশ্চয় করিবেন।

১ ডাকনিয়ার বায়না দিবার সঙ্গতি।

১ প্রথম।— যে সেই ডাকনিয়া নিরূপিত বায়নার টাকা দিতে পারে।

২ ডাকনিয়া ক্রয় করিতে নিষিদ্ধ নহে।

২ দ্বিতীয়।— যে সেই ডাকনিয়া ঐ নীলামের ভূমির মালগুজারীর বাকীদার নহে ও আপন আমলালোকের মধ্যের কেহ নহে ও বাকীদারের তরফ কিম্বা আপনার আমলালোকের তরফ কোন লোক নহে।

৩ ডাকনিয়াই যথার্থ ক্রেতা বটে।

৩ তৃতীয়।—ঐ ডাকনিয়া লোক কিম্বা লোকেরা আপনারদিগের নিজের নিমিত্তে এবং আপন লাভ নোক্সান স্বীকার করিয়া তাহার যথার্থ ক্রেতা হইয়াছে।

১৪ ধারা।

ক্রেতার যে বায়না দিতে হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যে লোকের ডাকেতে নীলাম সাব্যস্ত হওনের ঘা পড়িয়া থাকে তাহার স্থানে নীলাম সাব্যস্ত হইল কালেক্টরসাহেব এই কথা কহিবামাত্র কিম্বা তাঁহার বিবেচনানুসারে যত শীঘ্র হইতে পারে এমত অন্য যে কোন সময় উপযুক্ত বোধ হয় সেই সময়ে যত টাকার ডাকেতে নীলাম সাব্যস্ত হইয়া থাকে তাহার শতকরা ১৫ পনর টাকা কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা যে সময়ে যত টাকার হুকুম দেন্ সমুদয়ের শতকরা তত টাকা করিয়া বায়না চাহিবেন ইতি।

২ দ্বিতীয়

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যে ব্যক্তি শেষবারে ডাকিয়া থাকে তাহার নাম করিয়া যখন ডাকা যায় সেই ব্যক্তি যদি তৎক্ষণাৎ নিরূপিত বায়নার টাকা উপস্থিত না করে তবে কালেকটরসাহেব তাহার ডাক নামঞ্জুর করিতে পারেন্ এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যত টাকা ডাকিয়া থাকে সেই ব্যক্তির সেই ডাক প্রথম গণনা করিয়া পুনর্ব্বার নীলামের ডাক করাইতে পারিবেন ও যে ব্যক্তি ঐ ডাক ডাকিয়া থাকে সে ব্যক্তি যদি তাহার উপর আর কোন ডাক না হয় তবে আপন ডাকেতে যে ফল হইতে পারে তাহা পাওনের যোগ্য হইবেক ও নিরূপিত বায়নার টাকা উপস্থিত করণদ্বারা তাহারি ডাকে নীলাম সাব্যস্ত করিতেই হইবেক ও সেই ব্যক্তিও যদি বায়নার টাকা উপস্থিত না করে তবে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে ব্যক্তি ডাকিয়া থাকে তাহার ডাক প্রথম গণিয়া পুনর্ব্বার কালেক্‌টরসাহেব নীলাম করাইতে পারিবেন কিন্তু সকল সময়েতে কালেক্‌টরসাহেব আপন বিবেচনামত সেই অব্যবহিত পূর্ব্বের ডাকনিয়ার ডাক প্রথম গণনা না করিয়াও পুনরায় নূতন নীলাম আরম্ভ করিতে পারিবেন ইতি।

চাহিবামাত্র বায়নার টাকা না দিলে লাট পুনর্ব্বার নীলাম করা যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— নীলামেতে যে কোন ব্যক্তি শেষবারে ডাকে সেই ব্যক্তি নীলাম সাব্যস্ত করাইতে ও বায়নার টাকা দাখিল করিতে হুকুম পাইয়া তাহা করিতে যদি না পারে কি তাহা করিতে সম্মত না হয় তবে সে ব্যক্তি অবজ্ঞাকরণের দোষে দোষী বুঝা যাইবেক ও কালেক্‌টরসাহেব যে ব্যক্তি যতবার ঐ প্রকার দোষ করে তাহার প্রত্যেক দোষপ্রযুক্ত একং২ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা করিতে পারিবেন ও ঐ ব্যক্তি যদি ঐ জরীমানার টাকা না দেয় তবে কালেক্‌টরসাহেব সেই দোষিকে জিলার জজসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ও তিনি ঐ জরীমানার টাকা দেওনপর্য্যন্ত কিম্বা ১৫ দিনের অধিক না এমত কালপর্য্যন্ত তাহাকে সেই জিলার জেলখানাতে কয়েদ রাখিবেন ইতি।

যে লোক বায়নার টাকা দিতে কসুর করে তাহার যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

১৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে ভূমি নীলামকরণেতে যদি কালেক্‌টরসাহেব বিবেচনা করিয়া বুঝেন্ যে শেষ ডাকনিয়া লোক কিম্বা যে জনের ডাকেতে নীলাম সাব্যস্ত করিতে উদ্যত থাকেন্ সেই লোক বাকীদারের নিমিত্তে ক্রয় করিতেছে কিম্বা যথার্থ ক্রয়কর্ত্তা কিম্বা ক্রয়কর্ত্তারদিগের নাম অপ্রকাশ রাখিয়া বিনামীতে ক্রয় করিতেছে কিম্বা যাহার টাকাতে কিম্বা লাভ নোক্‌সানের নিমিত্তে কিম্বা হিতার্থে সেই ভূমি ক্রয়করা যায় তাহার কিম্বা ইহার মধ্যে কোন কাহারু নাম অপ্রকাশ রাখিয়াছে তবে কালেক্‌টরসাহেব সেই নীলাম অসাব্যস্ত করিতে পারিবেন কিন্তু ইহা হইলে ঐ কালেক্‌টরসাহেব আপন আমলার দ্বারা পারসী ভাষায় এক রুবকারীতে ঐ নীলামী খরীদারের ছলকরণেতে আপন বিশ্বাসহওনের এবং নীলাম অসাব্যস্তকরণের কারণ বেওরা করিয়া লেখাইবেন এবং এপ্রকার হইলে সেই ডাকনিয়ার ডাকেতে নীলাম সাব্যস্ত হইলে তাহার যত টাকা বায়না দিতে হইত তত টাকা কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা এ বিষয়ে কালেক্‌টরসাহেবের

কালেক্‌টরসাহেব যে প্রকার হইলে শেষ ডাকনিয়ার সহিত নীলাম সাব্যস্ত করিতে অসম্মত হইবেন তাহার কথা।

তাহা হইলে নীলাম অসাব্যস্তের কারণ রুবকারীতে লেখাইতে হইবার কথা।

বাকীদারের নামে কি অন্য বিনামে ডাকনপ্রযুক্ত

নীলাম অসাব্যস্ত হইলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

টরসাহেবের রিপোর্ট পাইয়া ঐ বায়নার টাকার অনধিক যত টাকা উপযুক্ত বুঝেন তত টাকা ঐ ডাকনিয়ার জরীমানা হইবেক ও এইমত যে সকল জরীমানার টাকা লইবার হুকুম বোর্ডের সাহেবেরা দেন্ তাহা সদর ইজারদারদিগের কিম্বা তাহারদিগের জামিনেরদের স্থানে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলকরণের আচরণমতে উসুল করা যাইবেক ইতি।

কালেকটরসাহেব যাহার ডাক নামঞ্জুর করেন্ সে বোর্ডে আপীল করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যে লোকের ডাক নামঞ্জুর করা যায় সে লোক কালেক্টরসাহেবের দেওয়া হুকুমেতে অসম্মত হইলে তাহার উপর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে আপীল করিতে পারিবেক এবং যদি সেই ব্যক্তি কাছারীভাঙ্গনের পূর্ব্বে কিম্বা পরে যে দিন কালেক্টরসাহেব কাছারী করেন্ সেই দিন তাঁহার নিকটে ঐ লাট আপনার পাইবার দাওয়ার আরজী লিখিয়া দেয় কিম্বা নীলাম সমাপ্তহওনের পর ইঙ্গরেজী ২৪ ঘড়ী অর্থাৎ বাঙ্গলা ৬০ দণ্ডের মধ্যে যদি ঐ অর্থে এক আরজী বোর্ড রেবিনিউতে পাঠায় তবে ঐ বোর্ডের সাহেবলোক কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা অন্য যে কোন খরীদার ঐ আরজীদেওনিয়াহইতে কম টাকা ডাকিয়া থাকে তাহার সহিত নীলাম অসাব্যস্ত করিয়া ঐ নামঞ্জুরহওয়া লোকের সহিত সেই নীলাম সাব্যস্ত করিবার হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

বাকীদার শব্দে যাহারা সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহারা কিম্বা তাহারদিগের স্থলাভিষিক্ত জনেরা বুঝা যাইবার কথা।

এই আইনেতে যে ২ স্থানে বাকীদার শব্দ লেখা যায় সেই সকল স্থানেতে ঐ শব্দে যে২ লোককে বুঝা যাইবেক তাহা নীচে বিশেষরূপে লেখা যাইতেছে অর্থাৎ যে জন কিম্বা জনেরা স্বয়ং কিম্বা স্বপক্ষ জনান্তরের দ্বারা আপন কি আপন২ ভূমির জমার বন্দোবস্ত সরকারের সহিত করিয়াছে সেই জন কিম্বা জনেরা কিম্বা ঐ বন্দোবস্তের দ্বারা ঐ জনের কি জনেরদিগের যে দায়াদেরা কি উত্তরাধিকারিরা ঐ ভূমির ভোগপ্রাপ্ত হইয়া থাকে কি তাহা ভোগ করিতে স্থির রহিয়া থাকে তাহারা কিম্বা ঐ জনের কি জনেরদের স্থানে দানাদিক্রমে ঐ ভূমিপ্রাপ্ত জনেরা কিন্তু ঐ বন্দোবস্তের সময়েতে যে২ ভূম্যধিকারী ও পটীদার ও গ্রামের জমীদারইত্যাদি ঐ ভূমিতে পৃথক২ স্বত্বের অধিকারী হইয়াও যে মালগুজারের নাম রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যায় তাহার মারফতে মালগুজারী করিতে থাকে তাহারা সরকারেতে সুস্পষ্ট লেখা পড়ার দ্বারা মালগুজারীর দায়ী হওনব্যতিরেকে বাকীদার বোধ হইবেক না ইতি।

১৭ ধারা।

নীলামে করা ক্রয় সিদ্ধ হওনের দাওয়া করিলে

কালেক্টরসাহেবেরা কিম্বা বোর্ড রেবনিউর সাহেবেরা অথবা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা নীলামেতে হওয়া কোন ক্রয় মঞ্জুর হওয়া না হওয়ার বিষয়ে যে কোন কবুলকারী

কি হুকুম করেন্ তৎপ্রযুক্ত কোন নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না এবং সেই ক্রয়কারী কি হুকুম হওনপ্রযুক্ত সরকারের নামে নালিশ গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

যদি করগ্রাহক সাহেবেরা তাহা অসিদ্ধহওনের হুকুম দেন তবে তাহাতে নীলাম অসিদ্ধ না হইবার কথা।

১৮ ধারা।

আমলার মধ্যে কেহ ভূমি খরীদ করিলে কালেক্টরসাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ঐ নীলাম সাব্যস্তকরণের সময়ে কিম্বা তাহার পরে সেই নীলাম বোর্ড রেবিনিউতে কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে মঞ্জুরহওনের পূর্ব্বে যদি কালেক্টর সাহেবের অথবা নীলামকরণের ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেবের এমত বোধ হয় যে প্রকৃতার্থে যে ব্যক্তি নীলামের খরীদার সে তাঁহার আমলালোকের মধ্যের কোন জন কিম্বা নীলামকরা লাট যে জিলার কি পরগনার মধ্যগত হয় সেই জিলা কি পরগনার তহসীলের কর্ম্মসম্পর্কীয় কোন লোক তবে ঐ কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব তাহা হইলেও তাহার সঙ্গে নীলাম সাব্যস্ত করিয়া মূল্যের টাকা তাহার স্থানে লইবেন ও যদি আবশ্যক হয় তবে সদর ইজারদারেরদের কিম্বা তাহারদিগের জামিনেরদের স্থানে মালগুজারীর বাকী আদায় করিবার নিমিত্তে যে মত আচরণ করণের হুকুম করা গিয়াছে সেই মত আচরণ করিয়া ঐ খরীদারের স্থানে নীলামের মূল্যের টাকা আদায় করিবেন এবং ঐ মত বোধ হইলে তৎক্ষণে তাহার প্রমাণের কারণের অনুসন্ধান করিবেন এবং সেই অনুসন্ধানকরণেতে যাহা জানা যায় তাহা বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবেন ও ঐ সাহেবেরা ইহা নিশ্চয় করিবেন যে ঐ সকল কথা যথার্থ বটে কি না যদি ঐ সাহেবদিগের বিচারেতে ইহা প্রমাণ হয় যে ঐ প্রকৃত খরীদার নীলামের সময়েতে কালেক্টরসাহেবের আমলার মধ্যে কোন জন কিম্বা নীলামহওয়া লাট যে জিলা কি পরগনার মধ্যগত হয় তাহার তহসীলের কর্ম্মসম্পর্কীয় কোন জন বটে তবে তাঁহারা এ কথা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে নিবেদনার্থে লিখিয়া পাঠাইবেন ও ঐ শ্রীযুতয দি উপযুক্ত বুঝেন তবে আপন ইচ্ছামত সেই লাট সরকারের নিমিত্তে ক্রোক্ করিয়া রাখিতে কিম্বা পুনর্ব্বার নীলাম করিতে অথবা সরকারের খাস করিতে কিম্বা অন্য কোন প্রকার করিতে হুকুম দিতে পারিবেন ও এমত হইলে নীলাম মঞ্জুর হইলে যে মত হইত সেই মত ঐ খরীদের টাকা বাকীদারের নামে জমা করা যাইবেক আর যদি সেই খরীদার ক্রয় করিতে আপনার নিষিদ্ধ হওয়া স্বীকার না করে তবে তাহার যে টাকা ত্রেজরীতে দাখিল হইয়া থাকে সুদসমেত সেই টাকার এবং ঐ বিষয়ে হওয়া অন্য ক্ষতির বাবৎ নালিশ আদালতে করিতে পারে ইতি।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর ঐ ভূমি জব্দ করিতে পারিবার কথা।

খরীদার আদালতে আপন টাকার নালিশ করিতে পারিবার কথা।

১৯ ধারা।

বিনামীতে খরীদ করা জানা গেলে স্বত্বার্পণের পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেব

নীলাম সাব্যস্তহওনের পরে এবং বোর্ডে তাহা মঞ্জুরহওনের ও খরীদারকে ভূমির স্বত্বার্পণকরণের পূর্ব্বে যদি কালেক্টরসাহেবের বোধ হয় যে নীলামের সময়ে খরীদার কিম্বা খরীদারদিগের যে নাম কথিত হইয়াছিল সে নাম তাহার কিম্বা তাহারদিগের প্রকৃত

যাহা করিবেন তাহার কথা।

প্রকৃত নাম নহে তবে ঐ সাহেব সেই খরীদার কি খরীদারদিগকে স্বত্বার্পণ করিতে গৌণ করিতে পারেন এবং ঐ বিষয়ের প্রমাণার্থে অনুসন্ধান ও তদন্ত করিতে পারিবেন তাহা করা সারা হইলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে তাহা করণেতে যাহা জানা গিয়া থাকে তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন ও তাঁহারা সেই নীলাম অসিদ্ধ করিতে এবং সেই লাট পুনরায় নীলাম করিতে এবং নীলামের সময়ে যে ব্যক্তি শেষে ডাকিয়াছিল তাহার উপর আপনারদিগের বিবেচনানুসারে এমত জরীমানার হুকুম দিতেও পারেন যে যে মূল্যেতে নীলাম সাব্যস্ত হইয়াছিল তাহার দৃষ্টে যত টাকা বায়না তাহার দিতে হইত তাহার অধিক না হয় ও যদি ঐ বায়নার টাকা দাখিল হইয়া থাকে তবে সেই টাকাহইতে ঐ জরীমানার টাকা আদায় হইবেক ও যদি তাহা দাখিল না হইয়া থাকে তবে সদর ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের জামিনেরদের স্থানে মালগুজারীর বাকী যে মতে আদায় করা যায় সেই মতে ঐ জরীমানার টাকা উসুল করা যাইবেক ইতি।

২০ ধারা।

খরীদারকে ভূমির স্বত্বার্পণ করা গেলে আদালতের হুকুমব্যতিরেকে সে তাহাহইতে বেদখল না হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা নীলামমঞ্জুর করিলে এবং নীলামী খরীদার স্বত্বপ্রাপ্ত হইলে পর নীলামের বিষয়ে আইনের অন্য মতে কোন কর্ম্ম হইয়া থাকনের দাওয়াতে তাহা আদালতহইতে বিচারপূর্ব্বক প্রমাণহওনের হুকুম হওনব্যতিরেকে ঐ খরীদার সে ভূমিহইতে বেদখল হওনের যোগ্য হইবেক না ইতি।

স্বত্বাপণের পরে বিনামী খরীদার বোধ হইলে আদালতে নালিশ করিতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— নীলাম মঞ্জুর এবং খরীদারকে স্বত্বার্পণকরণের পরে যদি বোধ হয় যে সেই খরীদারী বাকীদার কিম্বা নীলামের সময়েতে যে লোক খরীদার খ্যাত হইয়াছিল তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য জন এবং ইহা যদি সরকারের কিম্বা অন্য কাহারু নালিশেতে আদালতের ডিক্রীর দ্বারা নিশ্চয় হয় তবে সরকার কিম্বা সরকারের কর্ম্মকর্ত্তারা যদি সেই নালিশের ফরিয়াদী না হইয়া থাকেন তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা তৎক্ষতাপন্ন অন্য সাহেবেরদের সম্মতিতে কালেক্টরসাহেব সেই দোষি খরীদারের ঐ খরীদের সমুদয় টাকার শতকরা ২৫ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা করিতে পারিবেন কিম্বা যদি উপযুক্ত বোধ হয় ও নীলামের তারিখঅবধি দুই বৎসর গত না হইয়া থাকে তবে ঐ সাহেবদিগের সম্মতিতে সেই নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারিবেন এবং সেই খরীদারকে কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত কি স্থলাভিষিক্তেরদিগকে সেই নীলামের মূল্যের টাকার চারি অংশের তিন অংশ ফিরিয়া দিয়া সেই খরীদার কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত কিম্বা স্থলাভিষিক্তেরা স্বত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকিলে তাহারদিগকে সেই ভূমিহইতে বেদখল করিতে পারিবেন ও জানা কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত ঐ নালিশেতে সরকারব্যতিরিক্ত অন্য কেহ ফরিয়াদী হইয়া থাকিলেঁ তাহা যে আদালতে হইয়া ডিক্রীর হুকুম হয় সে আদালতের সাহেবের ঐ হুকুম হওয়ার সম্বাদ কালেক্টরসাহেবকে দিতে হইবেক ইতি।

৩ তৃতীয়

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—স্বত্বার্পণের পর যদি আদালতের ডিক্রীর দ্বারা ইহা নিশ্চয় হয় যে আইনের অন্যমতে কোন জমীদারী কালেক্টরসাহেবের কার্য্যকারকদিগের মধ্যে কোন জনের দ্বারা খরীদ হইয়াছে তবে ঐ খরীদারের নামে এ বিষয়ের নালিশ যদি সরকারের তরফহইতে কালেক্টরসাহেব কিম্বা ঐ বিক্রয়হওয়া ভূমির সাবেক জমীদার অথবা কিছু ইনাম পাইবার আশাতে অন্য কোন জন করে। কেননা ইহার মধ্যে কোন জনহইতে পূর্ব্বোক্ত জরীমানার টাকা আদায়ের নিমিত্তে আদালতে নালিশ হইতে পারিবে। তবে ঐ আদালতহইতে হওয়া হুকুমের উপর কোন আপীল যদি না হয় কিম্বা যদি আপীল হয় তবে যে আদালতহইতে ঐ বিষয়ের শেষ ডিক্রী হয় সেই আদালতের সাহেবেরা ঐ ভূমি সরকারের খাস হইবার হুকুম হওয়ার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলেতে আপনারদিগের করা ঐ ডিক্রী পাঠাইবেন। যে কোন ভূমি এই প্রকারে খাস হয় তাহা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন্ ইতি।

ভূমির তহসীলের সম্বন্ধীয় কোন আমলা তাহা খরীদ করিলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সর্ব্বদা মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে নীলামহওয়া ভূমির মূল্যের সমুদয় টাকা নীলামের পরে দশ দিনের মধ্যে দিতে হইবেক এবং বায়নার যে টাকা দাখিল হইয়া থাকে তাহা ধরিয়া বেবাক টাকা যদি ঐ দশম দিন দুই প্রহরের মধ্যে দাখিল না হয় তবে সেই দশম দিন বৈকালে কিম্বা তাহার পর আর যে কোন সময়ে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা সময়ক্রমে হুকুম দেন্ সেই সময়ে কালেক্টরসাহেব ঢেঁড়রা দিয়া কি ইশ্‌তিহারনামা দিয়া কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কি তাহারদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা আর যে প্রকার হুকুম করেন্ সেই প্রকার করিয়া ইহা প্রচার করিবেন যে অন্য২ ভূমি যে দিবসে নীলাম হইবার হুকুম হইয়াছে সেই দিবসে ঐ ভূমি পুনর্ব্বার নীলাম করা যাইবেক ও ঐ প্রথম খরীদার যদি মূল্যের সমুদয় টাকা না দেওনের এমত হেতু জানাইতে না পারে যে তাহা কালেক্টরসাহেব কিম্বা বোর্ডের সাহেবেরা গ্রাহ্য করেন্ তবে কালেক্টরসাহেব পুনর্ব্বার নীলাম করিবার ইশ্‌তিহারকরা ঐ ভূমি পুনরায় নীলাম করিতে পারেন্ ও করিবেন ও তাহাতে যে ক্ষতি হয় তাহা ঐ প্রথম খরীদারের হইবেক ও ঐ প্রথম খরীদারের দাখিল করা বায়নার টাকা নীলামের মূল্যের সমুদয় টাকা দিতে কসুরকরণপ্রযুক্ত দণ্ডস্বরূপে লওয়া যাইবেক এবং সেই ভূমিতে তাহার কিছু অধিকার থাকিবেক না ও দ্বিতীয় নীলামেতে প্রথম নীলামহইতে অধিক টাকা পাওয়া গেলে তাহাও পাইবেক না এবং দ্বিতীয় নীলামেতে যদি প্রথম নীলামহইতে মূল্যের টাকা কম হয় তবে যত কম হয় তাহা মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে যেমত২ করিতে হুকুম আছে সেই কোন মতে ঐ কম হওয়া টাকা ঐ প্রথম খরীদারের স্থানে আদায় করা যাইবেক এবং সেই টাকা আদায় হইলে পর তাহা বাকীদারের হিতের নিমিত্তে খরীদের টাকার সহিত তাহার নামে জমা করা যাইবেক ও যদি দ্বিতীয় নীলামে মূল্য বেশী হয় তবে সে বেশী টাকাও বাকীদারের হিসাবে জমা করা যাইবেক ইতি।

প্রথম খরীদারের কোন কসুর জন্যে ভূমি পুনর্ব্বার নীলাম করা যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয়

কিম্বা ভূমি সাবেক অধিকারিকে ফিরিয়া দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইহাও জানান যাইতেছে যে নীলামী খরীদার মূল্যের টাকা দিতে যদি কসুর করে তবে কালেক্টরসাহেব বোর্ডের সাহেবদিগের সম্মতিতে ঐ নীলামকরা ভূমি পুনর্ব্বার নীলাম না করিয়া সেই সাবেক অধিকারী তাহার শিরের বাকী টাকা তাহার সুদ এবং ঐ নীলামেতে যে খরচখরচা হইয়া থাকে তাহা ও আর কোন ন্যায্য খরচসুদ্ধা আদায় করিবার নিমিত্তে গ্রহণোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিলে সেই ভূমি তাহাকে ফিরিয়া দিতে পারেন্ ইতি।

২২ ধারা।

খরীদের টাকা যেরূপে দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে যে ভূমি নীলাম করা যায় কিম্বা ঐ নীলামের খরীদারের মূল্যের টাকা দিতে কসুর হওনপ্রযুক্ত পুনর্ব্বার নীলাম করা যায় তাহার মূল্যের টাকা পাওয়া গেলে ঐ ভূমি যত টাকা বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইয়া থাকে তাহা এবং তাহার পূর্ব্বের যে কোন বাকী সেই ভূমিতে থাকে তাহাও নীলামের তারিখপর্য্যন্ত সমুদয় সুদ ও ঐ নীলামেতে হওয়া খরচখরচা এবং অন্য কোন নিয়ম না হইয়া থাকিলে ঐ তারিখপর্য্যন্ত যত কিস্তির টাকা পাওনা হইয়া থাকে তাহাও ঐ টাকাহইতে কাটিয়া লইয়া সরকারের নামে জমা করা যাইবেক অবশিষ্ট টাকা সেই বাকীদারের কিম্বা বাকীদারদিগের এবং সেই বাকীদার কিম্বা বাকীদারেরা চাহিলে ও রসীদ দিলে টাকা তাহাকে কি তাহারদিগকে দিতেই হইবেক। যে মাসেতে নীলাম করা যায় অন্য প্রকার বিশেষ নিয়ম না হইয়া থাকিলে সেই মাসেতে ঐ ভূমির উপর সরকারের মালগুজারীর কিস্তির যত টাকা পাওনা হয় তাহা এবং তাহার পরের সমুদয় কিস্তির টাকা খরীদারের দিতে হইবেক এবং এই ধারাতে হুকুম করা যাইতেছে যে নীলামের তারিখের পরে কিম্বা যে মাসে নীলাম হয় সেই মাসের যে মালগুজারী দেনা হয় সেই মালগুজারীর টাকা সেই বাকীদারকে কিম্বা আর যে কোন লোক আপনাকে সদর মালগুজার বলিয়া তাহা তহসীল করিতে যায় সে যদি ঐ তহসীল করিবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবের মোহর ও দস্তখৎ করা হুকুমনামা কিম্বা আমলনামা কিম্বা সেই ইশ্‌তিহারকরা বাকী আদায় হওনের রসীদ না দেখায় তবে তাহাকেও মফঃসলের কোন প্রজা কিম্বা তাহারদিগের পেটার কোন রাইয়ৎ না দেয় ইতি।

খরীদার যে কালাবধি সরকারে মালগুজারীর দায়ী হইবেক তাহার কথা।

কালেক্টরসাহেবের হুকুমবিনা নীলামের তারিখের পর প্রজারা কোন জনকে মালগুজারীর টাকা না দিবার কথা।

২৩ ধারা।

প্রজাদিগের নিকটে বাকীদারের বাকী থাকা টাকা খরীদারকে না দেওয়া গেলে দস্তুরমত আদালতে নালিশ করিলে পাওয়া যাইতে পারিবার কথা।

নীলামের সময়েতে ঐ বাকীদারের প্রজারদিগের শিরে মালগুজারীর যত টাকা বাকী পড়িয়া থাকে সেই বাকী টাকার নিমিত্তে দস্তুরমতে আদালতে নালিশ করিলে পাইতে পারিবেক কিন্তু যদি তাহা সেই বাকীদার নীলামী খরীদারকে আপন সম্মতিপূর্ব্বক আদায় করিয়া লইতে দেয় তবে সেই খরীদার ঐ মহাল আপনার পাওনের পরে প্রজার শিরে বাকী পড়িলে যেমত করিত সেই মত ঐ বাকী আদায়ের কারণ বাকীদার প্রজাদিগের নামে নালিশ করিতে পারে ইতি।

২৪ ধারা।

২৪ ধারা।

কালেক্টরসাহেব নীলামের সম্বাদ বোর্ডে পাঠাইবার ও তথাকার মঞ্জুরী না পাইলে খরীদারকে স্বত্বার্পণ না করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে কোন ভূমি নীলাম হইলে কালেক্টরসাহেব সেই নীলামের মূল্যের সমুদয় টাকা পাওয়া গেলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র সেই নীলামের সম্বাদ ও হিসাবের কাগজ ও সেই বিষয়েতে আপনার করা কার্য্যের রুবকারী বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরদের নিকটে তাঁহারদিগের মঞ্জুরীর কারণ পাঠাইয়া দিবেন এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের মঞ্জুরী না পাইলে কোন নীলাম সিদ্ধ হইবেক না ও খরীদার সে ভূমির স্বত্বাধিকারী হইবেক না ইতি।

যাহারা নীলামেতে অসম্মত হয় তাহারা বোর্ডে আরজী দিতে পারিবার ও বোর্ডের সাহেবেরা মঞ্জুরীর হুকুম দিবার পূর্ব্বে তাহারদিগ্‌কে দাওয়া প্রমাণ করিতে মিয়াদ দিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যাহার ভূমি নীলাম হইয়া থাকে সে যদি সেই নীলাম রদ করিবার নিমিত্তে নালিশ করিতে চাহে তবে নীলামের তারিখহইতে ৩০ দিন মিয়াদের মধ্যে কোন সময়ে সেই ব্যক্তি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে তাহার আরজী লিখিয়া দিতে পারে এবং ঐ ৩০ দিনপর্য্যন্ত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা কোন নীলাম মঞ্জুর হইবার শেষ হুকুম দিবেন না। ইহাও জানান যাইতেছে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা যদি বিবেচনার নিমিত্তে কি অন্য কোন উপযুক্ত কারণেতে উচিত বুঝেন্ তবে তাহাহইতে অধিক মিয়াদ দিতে পারেন ইতি।

বোর্ডের সাহেবেরা নীলাম রদ করিতে পারিবার এবং ঐ বিষয়েতে তাঁহারদিগের দেওয়া হুকুম চূড়ান্ত হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— কালেক্টরসাহেবের পাঠান রুবকারী কিম্বা ঐ নালিশকরণিয়ার দরখাস্ত দৃষ্টি করিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কিম্বা পূর্ব্বোক্ত তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা যদি নীলাম মঞ্জুর না করণের উপযুক্ত কারণ আছে বুঝেন্ তবে তাঁহারা আর যে২ জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান করা উচিত ও বিহিত বুঝেন তাহা করণের পরে সেই নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারিবেন এবং সেই বিষয়ের বিবেচনা করিতে যে কাল আবশ্যক বুঝেন্ সেইপর্য্যন্ত আপনারদিগের মঞ্জুরীর শেষ হুকুম দিতে বিলম্ব করিতে পারিবেন। ও যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা কোন নীলাম অসিদ্ধ হওনের হুকুম করেন্ তবে তাহা করণের কারণ যাহাই হউক সেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

বোর্ডে নীলাম মঞ্জুর হইলেও আদালতে সেই নীলামের অন্যায্যের বিষয়ে নালিশ করা যাইবার কথা।

যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা ঐ নীলাম মঞ্জুর করেন্ তথাপি পূর্ব্বাধিকারী কিম্বা পূর্ব্বাধিকারিদিগের মধ্যে কেহ তাহা রদ হইবার নিমিত্তে আদালতে নালিশ করিতে পারে এবং সেই আদালতের সাহেবেরা যদি প্রত্যয়যোগ্য প্রমাণের দ্বারা ইহা নিশ্চয় বুঝেন্ যে নীলাম প্রবলহওনের নিমিত্তে উপরের লিখিত যে২ নিয়মের আবশ্যক তাহার মধ্যে কোন এক কি একহইতে অধিক নিয়ম মত আচরণ হয় নাহি তবে সেই আদালতের সাহেব সেই নীলাম রদ করিতে পারিবেন কিন্তু

 ইহাও

বোর্ডে দেওয়া আরজীতে লেখাব্যতিরিক্ত অন্য কথা আদালতে গ্রাহ্য না হইবার কথা।

ইহাও জানান যাইতেছে যে সেই ফরিয়াদী বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে যে আরজী দিয়াছিল তাহাতে ঐ নিয়ম মতাচরণ না হওনের কথা যদি না লিখিয়া থাকে কিম্বা তাহা না লিখনের প্রত্যয়যোগ্য কারণ না জানায় তবে আদালতের সাহেব এই মত নালিশ গ্রাহ্য করিবেন না ইতি।

২৬ ধারা।

আবশ্যক কোন নিয়ম মত কার্য্য না হওনের প্রমাণ হওনব্যতিরেকে দাওয়া ডিসমিস্ হইবার কথা।

কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম ইত্যাদি হইলে আদালতের সাহেবেরা ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।

ও তাঁহারা খরীদারের ক্লেশের কথা শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলে জানাইতে পারিবার কথা।

খরীদারকে প্রতিদানের টাকা দিলে পর সাবেক জমীদার ভূমি ফিরিয়া পাইবেক এ হুকুম শ্রীযুতের হজুরহইতে হইবার কথা।

ঐ মত নিবেদিত বিষয়ের আপীল হইবার বিশেষ কথা।

ফরিয়াদী যদি আদালতের সাহেবের সম্মত এমত প্রমাণ দিতে না পারে যে পূর্ব্বোক্ত কোন নিয়ম মত আচরণ না হওনপ্রযুক্ত সেই নীলাম প্রবল নহে তবে তাহার দাওয়া ডিস্‌মিস্ হইবেক কিন্তু যে আদালতে প্রথম নালিশ হইয়া বিচারপূর্ব্বক নিষ্পত্তি হয় কিম্বা যে আদালতে ঐ মোকদ্দমার আপীল হইয়া নিষ্পত্তি হয় সেই আদালতের সাহেবদিগের যদি বোধ হয় যে কালেক্‌টরসাহেবের কিম্বা তাঁহার আমলালোকের মধ্যে কোন জনের দ্বারা অনুপযুক্ত কর্ম্ম কিম্বা নিয়মের ব্যতিক্রমে কার্য্য হইয়াছে এবং তাহাতে ফরিয়াদীর ক্ষতি হইয়াছে তবে তাহার যে ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার প্রতিকারার্থে যত টাকা আদালতের সাহেবদিগের উপযুক্ত বোধ হয় তত টাকা ফরিয়াদীর পাইবার হুকুম দিতে পারিবেন এবং এমত হইলে আদালতের সাহেবেরা স্পষ্ট করিয়া ইহা ডিক্রীতে লেখাইবেন যে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক কি কালেক্‌টরসাহেব নিজহইতে দিবেন কিম্বা তাঁহার আমলার মধ্যে কোন জনের দিতে হইবেক ও ইহাও জানান যাইতেছে যে এপ্রকার মোকদ্দমাতে আদালতের সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত পরামর্শের কথা লিখিত নিবেদনপত্র পাঠাইতে পারিবেন যে ঐ নীলামকরা জমীদারী পুনর্ব্বার ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দেওয়া যায় এবং খরীদারকে প্রতিদান অর্থাৎ তাহার বদল যত টাকা দেওয়া উপযুক্ত বোধ হয় তাহাও তাহাতে লিখিবেন এবং তাহা করণের কারণসকল বেওরা করিয়া ডিক্রীতে লেখাইবেন এবং যদি কোন আদালতহইতে কোন মোকদ্দমার বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত নিবেদনপত্র পাঠান যায় ও ঐ নিষ্পত্তির হুকুমের উপর অন্য আদালতে আপীল না হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যদি ইহা মনে স্থির করেন্ যে ঐ বিষয়েতে আপন অভিনিবেশ করা উপযুক্ত তবে এমত হুকুম দিবেন যে ফরিয়াদী আদালতের সাহেবের লিখিয়া পাঠান প্রতিদানের টাকা খরীদারকে দিলে সেই জমীদারী তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যায় কিন্তু যদি খরীদার ঐ খরীদকরা ভূমি দিতে না চাহে ও চলিত আইনানুসারে সে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে তবে ঐ মোকদ্দমার আপীল হওনের যোগ্য আদালতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে আদালতের সাহেবের পাঠান নিবেদনপত্রের উপযুক্ততার বিরোধ করিবার নিমিত্তে আপীল করিতে পারে যদি তাহা হয় তবে যেপর্য্যন্ত আদালতেতে তাহার শেষ নিষ্পত্তি না হয় সেইপর্য্যন্ত ঐ শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলহইতে হুকুম দিতে বিলম্ব করিবেন কিন্তু খরীদার ঐ প্রতিদানের যত টাকা পাইবার স্থির করা গিয়াছে তাহা ক্ষতির সমান না হওনমাত্রের বিষয়ে যদি সে নালিশ করে

 তবে

তবে যে আদালতহইতে প্রথম ডিক্রী হইয়াছে সেই আদালতের পরামর্শের নিবেদনপত্রানুসারে কার্য্যকরা যদি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলেতে স্থির করেন্ তবে তৎক্ষণে হুকুম দিতে পারেন যে সাবেক জমীদার সেই খরীদারকে বিবেচনার দ্বারা প্রতিদানের যত টাকা দিবার হুকুম হইয়াছে তত টাকা তাহাকে দিলে জমীদারী ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং ইহা হইলে সেই আপীল করিতে যে রসুম লাগে তাহার হিসাব হুকুমহওয়া প্রতিদানের টাকা ও খরীদার যত টাকা চাহে তাহা একুন করিয়া যত হয় তাহার অর্দ্ধেকের উপর করা যাইবেক কিন্তু এমতে যে ব্যক্তি আপীল করে সে ব্যক্তি আপনকরা আপীলের দাওয়ার বিষয় অর্থাৎ হুকুমকরা প্রতিদানের টাকা ক্ষতির সমান না হওয়ার বিষযব্যতিরিক্ত আর কোন বিষয়ে আদালতহইতে হুকুম পাইবেক না ও এপ্রকারে শেষেতে যে হুকুম হইবেক তাহা আমলে আসিবার নিমিত্তে ঐ ভূমি বন্ধকরূপে থাকিবেক ইতি।

২৭ ধারা।

কেহ খরীদের টাকার কিছু পাইলে নীলামের বিরোধে নালিশ না করিতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কেহ ভূমির নীলামের মূল্যের টাকাহইতে কিছু লইলে পর সেই নীলাম বহালথাকনের বিরোধে নালিশ করিতে পারিবেক না এবং ঐ ভূমির নীলাম বহালথাকনের বিরোধে নালিশ উপস্থিত হইয়া যত দিন তাহার নিষ্পত্তি না হয় সে পর্য্যন্ত নীলামের মূল্যের টাকার কোন অংশ সাবেক জমীদারের আর কোন দেনা শোধের কারণ দেওয়া যাইবেক না ও ইহাও জানান যাইতেছে যে সেই নীলাম বহালথাকনের বিরোধে নালিশ উপস্থিত হইলে পর খরীদার কিম্বা সেই ভূমিসম্বন্ধীয় আর কোন লোক ঐ নীলামেতে সরকারের বাকীহইতে অধিক যত টাকা পাওয়া গিয়া থাকে সেই অধিক টাকা দিয়া তৎকালীন কোম্পানির কাগজের যে দর থাকে সেই দরে কোম্পানির কাগজ কেনা যাইবার কারণ কালেক্টরসাহেবদিগের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেব লোকের কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে দরখাস্ত করিতে পারিবেক ও যদি ইহা হয় তবে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে ঐ টাকা তাহার সঞ্চিত সুদসুদ্ধা তাহা পাওনের যোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক ও এপ্রকার দরখাস্ত না দেওয়া গেলে সরকারের ত্রেজরীতে থাকা সেই অধিক টাকার উপর যে সুদ হইতে পারে তাহা দেওয়া যাইবেক না ইতি।

ঐ ভূমিসম্পর্কীয় লোকেরা নীলামের মূল্যের মধ্যে সরকারী বাকীর অতিরিক্ত টাকা দিয়া কোম্পানির কাগজ কিনিবার অর্থে দরখাস্ত করিতে পারিবার কথা।

নীলাম অসিদ্ধ হইলে নীলামের সময়ে যত বাকী ছিল তাহা সুদসুদ্ধা আদায় করণ ঐ ভূমি ফিরিয়া পাইবার কারণ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইহাও জানান যাইতেছে যে এই আইনের ৫ ধারাতে নীলামের বিষয়ে যে২ নিয়ম লেখা গিয়াছে তাহার মধ্যে কোন নিয়মমত কার্য্য না হওনপ্রযুক্ত যদি আদালতের হুকুমেতে কোন জমীদারীর নীলাম অসিদ্ধ হয় এবং ইহাও নিশ্চয় হয় যে নীলামের সময়েতে পড়া বাকী সাবেক জমীদারের শিরে আছে তবে যেপর্য্যন্ত সেই বাকী সুদসুদ্ধা দাখিল না হয় সেপর্য্যন্ত সে জমীদারী ঐ বাকীদারকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না এবং সরকারহইতে খরীদের টাকা খরীদারকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবার সময়ে তাহাকে বাকীদারের স্থানে পাওনা বাকী শোধের নিমিত্তে সরকারে যত টাকা রাখা গিয়া থাকে তত টাকার উপর শতকরা যত করিয়া সুদ বাকীদারের স্থানে লওয়া গিয়া থাকে

সরকার বাকীদারের স্থানে যে হারে সুদ লইয়া থাকেন্ বাকী আদায়ের

নিমিত্তে রাখা টাকার সুদ সেই হারে দিবার কথা।

থাকে তত করিয়া সুদ দেওয়া যাইবেক ও এই মত যে২ বিষয়েতে ইহাও নিশ্চয় জান যায় যেনীলামের সময়েতে মালগুজারীর কিছু বাকী ছিল না সেই২ বিষয়েতে সরকারী বাকী শোধের নিমিত্তে সরকারে যত টাকা রাখা গিযাছিল তত টাকা তাহার সুদসুদ্ধা খরীদারকে সরকারহইতে ফিরিয়া দিতে হইবেক ইতি।

২৮ ধারা।

ভূমির স্বত্বার্পণের নিযম।
ও তাহার বেওরা কোন২ কাছারীতে প্রচার করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের হজুরহইতে নীলাম মঞ্জুরহওনের হুকুম পাইয়া কালেক্টরসাহেবেরা আপন২ জিলার সরহদ্দের মধ্যগত নীলামে বিক্রয়হওযা পরগনার কিম্বা মহালের প্রধান কাছারীতে এবং যে দেওযানী আদালতের হকুমতের মধ্যে ঐ মহাল কিম্বা জমীদারী কিম্বা তাহার কোন অংশ থাকে সেই আদালতের কাছারীতে নীলামের সময়ে যেমন ইশতিহার দেওযা গিযাছিল সেইমত নীলামে বিক্রয়করা ভূমির সমস্ত বেওরা ও খরীদারের নাম ও তাহার খরীদের তারিখ ও সেই ভূমিতে পূর্ব্বাধিকারির যে২ স্বত্ব ছিল খরীদার সেই ভূমিতে সেই২ স্বত্বপ্রাপ্তহওনের কথা ইশতিহারনামা দেওনাদির দ্বারা প্রচার করিযা খরীদারকে তাহার স্বত্বার্পণ করিবেন ও যদি সেই খরীদারকে স্বত্বার্পণের জন্যে আর কোন কার্য্যের আবশ্যক হয় তবে কালেক্টরসাহেব সেই ভূমি যে জিলার কি শহরের অধিকারেতে থাকে সেই জিলা কি শহরের জজসাহেবকে এত্তেলা করিবেন এবং ঐ জজ সাহেব পূর্ব্বোক্ত ঐ ইশতিহারনামা দৃষ্টি করিযা তাহাতে বিশেষ করিয়া যাহা২ লেখা থাকে তদনুসারে আদালতের হুকুমেতে বিক্রযহওয়া ভূমির স্বত্বার্পণকরণার্থে যেমত২ করা যায় সেই মত করিযা ঐ খরীদারকে সেই খরীদকরা ভূমির স্বত্বার্পণ করিবেন ইতি।

স্বত্বার্পণার্থে আর কোন কার্য্যের আবশ্যক যদি হয় তবে আদালতের জজ সাহেবের নিকটে এত্তেলা করিতে হইবার এবং আদালতের হুকুমে বিক্রীত ভূমির স্বত্বার্পণার্থে যেমন২ করা যায় সেই মতে স্বত্বার্পণ করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে নীলামকরা ভূমির স্বত্বার্পণকরণের কিছু প্রতিবন্ধক হয তাহা সাবেক জমীদারদিগের প্রতিকূলাচরণ করাতে এবং তাহারদিগের সেই নীলামহওযা ভূমির কোন অংশেতে স্বত্বের যে অবশেষ থাকে তাহার নিরূপণকরা দুষ্করহওযাতে বা হউক কিম্বা সেই ভূমির মধ্যে আমার এমন তালুক কিম্বা অন্য কোন স্বত্ব আছে যে নীলামেতে তাহার হানি হইতে পারিবেক না এমন বাক্যবাদি কোন লোকের বিবাদে বা হউক কিম্বা সেই ভূমির নিকটবর্ত্তি ভূমির অধিকারিদিগের সহিত সীমানার বিবাদইত্যাদিহওয়াতে বা হউক কিম্বা ঐ ভূমিসম্পর্কীয় এমত কোন বিষয উপস্থিতহওযাতেই বা হউক যদর্থে কমিস্যনর নিযুক্তকরণের আবশ্যকতা হয় যে তিনি সেই স্থানে যাইয়া উভয় বিবাদিদিগের পরস্পর দাওয়ার বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করেন্ যে কোন্২ ভূমি খরীদারকে দেওয়া যাইবেক এবং কোন্২ দাওয়ার নিমিত্তে খরীদারের বিবাদের উপর নালিশ করিতে হইবেক কিম্বা বিবাদী খরীদারের উপর নালিশ করিবেক তবে এ সকল প্রকারেতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে সেই নিমিত্তে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অবধারিত রাজকীয় কার্য্যকারক কোন সাহেবকে কমিস্যনর করিয়া সেই স্থানে পাঠাইতে পারিবেন এবং

পৃথক্ স্বত্ব কি সীমার বিবাদেতে কি অন্য কোন উপযুক্ত কারণেতে স্বত্বার্পণকরণেতে বাধা জন্মিলে যাহা করা যাইবেক তাহার কথা।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ বিবাদের সরাসরী নিষ্পত্তির

এই

নিমিত্তে সরকারের চাকর কোন কার্য্যকারক সাহেবকে কমিস্যনর নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

এই ধারানুসারে যে সাহেব কমিস্যনর হন্ তিনি প্রথমতঃ নীলামে ক্রয়করণের দ্বারা যে ভূমিতে খরীদার প্রাপ্তাধিকার জ্ঞান করা যায় সেই ভূমির সীমানিরূপণ এবং তাহার অধিকারী পদবী পাওযাতে তাহার তাহাতে যে২ স্বত্ব ও অধিকার হইবেক সেই২ স্বত্ব ও অধিকার যেপ্রকার এবং যেপর্য্যন্ত তাহারো নিরূপণ করিয়া তদনুসারে খরীদারকে ভূমির স্বত্বার্পণ করিবেন এবং কমিস্যনরসাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহাতে যে ব্যক্তি অসম্মত হয় সেই ব্যক্তি ভূমি যাহার পাইবার অর্থে নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর আপনার দাওয়ার নালিশ আদালতে করিতে পারিবেক এবং যেপর্য্যন্ত সেই কমিস্যনরসাহেবের করা নিষ্পত্তি আদালতের হুকুমেতে রদ না হয় সেপর্য্যন্ত তাহা বহাল ও স্থির থাকিবেক ও সরাসরী এবং যাহাতে সওয়াল ও জওযাবওগয়রহ হয় এমত সমস্ত নিষ্পত্তি ও হুকুম করণেতে সকল আদালতে তদনুসারে কার্য্য করা যাইবেক। পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত কমিস্যনরসাহেব যদি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষরূপে অন্য হুকুম না পান্ তবে জিলার আদালতেতে সরাসরী মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার বিষেযে যে২ নিয়মমত কার্য্য করা যায সেই২ নিয়মানুসারে আপন ভারের কার্য্য করিবেন এবং তাঁহার নিকটে যে২ বিষয উপস্থিত হয় সেই২ বিষয়েতে যে২ লোকের কোন প্রযোজন হয় তাহারা ফরিযাদী কি আসামী কিম্বা তাহারদিগের মোখ্তার অথবা তাহারদিগের বিষয়ের তজবীজ হইবার জন্যে তলবহওয়া সাক্ষীই বা হউক তাহারদিগেরো প্রতি তিনিই আদালতস্বরূপ মান্য হইবেন এবং জিলার দেওয়ানী আদালতে যাহা করিবার ক্ষমতা আছে কমিস্যনরসাহেব উপরের উক্ত বিষযেতে ও লোকসকলের প্রতি এবং তাঁহার কাছারীতে নিযুক্ত কিম্বা উপস্থিতহওয়া লোকদিগেরো প্রতি সেই ক্ষমতা রাখিবেন ইতি।

অন্য প্রকার বিশেষ হুকুম না হইলে কমিস্যনর সাহেব আদালতস্বরূপ হইবার এবং আদালতের সমুদয ক্ষমতাপন্ন হইবার কথা।

৩ তৃতীয প্রকরণ।— অমুক ভূমি নীলামে বিক্রয়হওযা ভূমির শামিল নহে এই আপত্তি করিযা যদি সাবেক জমীদার খরীদারকে ঐ নীলামকরা ভূমির মধ্যগত কোন ভূমির স্বত্বার্পণ করণপ্রযুক্ত বিবাদ করে তবে সেই সাবেক জমীদার সেই ভূমি ফিরিযা পাইবার নিমিত্তে দেওযানী আদালতে নালিশ করিতে পারে ও ঐ মত যদি খরীদার বোধ করে যে জজসাহেব কিম্বা উপরের লিখিতমতে নিযুক্ত কার্য্যকারক সাহেব যে ভূমি আমাকে অর্পণ করিযাছেন আমি নীলামের দ্বারা তদ্ভিন্ন অন্য ভূমিরো স্বত্বাধিকারী হইতে পারি তবে সেই খরীদার দেওযানী আদালতে সাবেক জমীদারের উপর তাহার কারণ নালিশ করিতে পারে ইতি।

নীলামহওযা ভূমির পরিমাণের বিষয়ে খরীদার ও সাবেক জমীদারেতে বিবাদ হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যে মহাল নীলামে বিক্রয় হইয়াছে তাহার উপর সরকারের যে জমা নির্দ্ধারিত আছে তদ্দাযী যে ভূমি তাহার মধ্যে অমুক ভূমি নহে তাহা নীলামের লাটের শামিল হউক বা না হউক এ কথা কহিয়া যদি সাবেক জমীদারভিন্ন অন্য কেহ এমত দাওয়া করে যে নীলামী খরীদারকে দেওযা যাওযা ভূমির মধ্যগত ঐ অমুক ভূমিতে আমার স্বত্ব আছে তবে সেই নীলামহওয়া মহালের পূর্ব্বাধিকারী এবং ঐ খরীদার এই দুই জনের নামে ঐ ভূমি ফিরিয়া পাইবার কারণ আদালতে নালিশ করিতে পারে যদি

খরীদারওতৃতীয ব্যক্তি নীলামহওয়া ভূমির পরিমাণের বিষযে বিবাদ করিলে তাহার নিষ্পত্তি যেমতে করা যাইবেক তাহার কথা।

আদালতের বিচারেতে ফরিয়াদীর দাওয়াকরা ঐ ভূমি কিম্বা অন্য বস্তু ফরিয়াদীর পাই
বার অর্থে ডিক্রী হয় তবে নীলামহওয়া মহালের পূর্ব্বাধিকারির তাহাতে হওয়া আদা
লতের সমস্ত খরচা দিতে হইবেক এবং যদি আদালতে ইহা জানা যায় যে যে ভূমির
কিম্বা অন্য বস্তুর দাওয়ায় নালিশ হইয়াছে তাহা বিক্রয়হওয়া মহালের কোন অংশের
ন্যায় পূর্ব্বাধিকারির ভোগদখলে ছিল কিম্বা স্পষ্টরূপে নীলামের লাটবন্দীর শামিল হই
য়াছিল তবে আদালতের সাহেব পূর্ব্বাধিকারির স্থানহইতে খরীদারের হওয়া ক্ষতিপূর
ণের টাকা তাহাকে দেওয়াইবেন ইতি।

২৯ ধারা।

নীলামের দ্বারা যে স্বত্ব জন্মে তাহার পরিমাণের কথা।

এক মহালের বাকী আদায়ের নিমিত্তে অন্য ভূমি নীলাম হইবার কথা।

কোন জমীদারীর উপর নির্দ্ধার্য্যহওয়া জমা আদায় করণার্থে সেই জমীদারী নীলাম হইবার কথা

যে ভূমির উপর মালগুজারীর টাকা বাকী পড়ে তদ্ব্যতিরেকে ঐ ভূম্যধিকারির কিম্বা
তাহার জামিনের অন্য কোন ভূমি বাকী আদায়ের নিমিত্তে যদি নীলামে বিক্রয় করা
যায় তবে সেই নীলামকরা ভূমি সকর কিম্বা নিষ্কর হউক সেই ভূমিতে বাকীদারের কিম্বা
তাহার জামিনের যে স্বত্ব কি অধিকার ছিল খরীদার তাহাইমাত্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয়ের
দ্বারা কিম্বা কোন দেনা শোধের নিমিত্তে আদালতের হুকুমে নীলামে বিক্রয়হওনের
দ্বারা পাওনের মত প্রাপ্ত হইবেক কিন্তু যে জমীদারীর উপর সরকারের মালগুজারীর
টাকা বাকী পড়ে ঐ বাকী আদায় করিবার নিমিত্তে যদি সেই জমীদারী নীলাম করা যায়
তবে ঐ ভূমির বন্দোবস্তহওনের সময়ে সেই ভূমির অধিকারির তাহাতে যেং স্বত্ব ও
অধিকার হইয়াছিল নীলামের দ্বারা সেইং স্বত্ব ও অধিকার ঐ বন্দোবস্তের পরে সেই
ভূমির উপর যেং ঘটনা ও দায়সংযোগ করা গিয়া থাকে কিম্বা ঘটিয়া থাকে তাহা
অর্থাৎ বিক্রয় কিম্বা দান অথবা অন্য কোনরূপে হস্তান্তরকরা কিম্বা বন্ধকদেওয়া অথবা
বিবাহনিমিত্তে পণস্বরূপ স্ত্রীকে দেওয়া অথবা লেখাপড়ার দ্বারা অন্য কোনরূপে হস্তা
ন্তরকরাইত্যাদি বা হউক সে সমস্ত রহিত হইয়া খরীদারের হয় কেননা পূর্ব্বোক্ত ঐ
ভূমি ও স্বত্বইত্যাদি তাহার উপর সরকারের যে জমা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহা আদায়ের
নিমিত্তে সর্ব্বকাল সরকারেতে নিবদ্ধ থাকে অতএব কোন ভূমির যে মালগুজারী দেয় হয
তাহা আদায়ের নিমিত্তে যদি ঐ ভূমি নীলাম করিতে হয় তবে সেই আসল বন্দোবস্ত কর
ণিয়ার কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্তের ঐ ভূমির বিষয়ে করা কোন ক্রিয়া ও ব্যবহার মাল
গুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের সেই ভূমি নীলামকরণের প্রতিবন্ধক হইতে
পারিবেক না ও সেই নীলামেতে খরীদার যেং স্বত্বের অধিকারী হইতে পারে তাহারো

বিশেষ বাক্য।

হানি করিতে পারিবেক না কিন্তু কোন ভূমির বন্দোবস্তহওনের পরে যদি তাহার স্বত্ব
সরকার পাইয়া থাকেন কিম্বা লইয়া থাকেন এবং পরে সেই স্বত্ব অন্য কোন ব্যক্তিকে
অর্পণ করিয়া থাকেন তবে তাহা অর্পণকরণের সময়ে ঐ ভূমির উপর যেং যথার্থ দাও
য়া রহিয়া থাকে তাহার দায়ী সেই ভূমি হয় অতএব সরকারেতে সেই ভূমি লওন কি পা
ওনের সময়ে যে ব্যক্তি তাহাহইতে বেদখল হইয়া থাকে তাহার সরকারেতে পূর্ব্বোক্ত
মতে লওয়া কিম্বা পাওয়া ভূমি সরকারহইতে ফিরিয়া পাইবার দাওয়ায় আদালতে না
লিশ করিবার ক্ষমতার বাধা ঐ ভূমি পূর্ব্বোক্ত অর্পণের পর হওয়া নীলামের দ্বারা হই

বেক না ও ইহাও জানান যাইতেছে যে কোন মহালেতে অধিকারিত্বের দাওয়াকারী
কোন ব্যক্তি সেই মহাল ফিরিয়া পাইবার দাওয়াতে আদালতে নালিশ করিলে যদি
সেই মহালের দখীলকার তাহার মালগুজারী আদায় করিতে ক্রুটি করে এবং বোর্ড রে
বিনিউহইতে কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরদিগহইতে তাহার মালগুজারীর বাকী
আদায়ের নিমিত্তে সেই মহাল নীলামকরণের হুকুম হয় তবে সেই ফরিয়াদী ঐ মালগু
জারীর বাকী টাকা ও তাহার সুদ ও দেয় খরচা দিয়া এবং ইহার পরে যেপ্রকার লেখা
যাইবেক সেই প্রকার জামিনও দিয়া ঐ বিরোধের মহালে দখল পাইবার জন্যে আদাল
তে দরখাস্ত করিতে পারিবেক ও জজসাহেব ঐ দরখাস্ত পাইয়া আসামী কিম্বা তাহার
নিযুক্ত মোখ্তার কিম্বা উকীলকে খবর দেওয়াইবেন এবং মালগুজারীর যে বাকীর নিমিত্তে
নীলামের হুকুম হয় আসামী যদি সেই বাকী ও সুদ ও খরচা নীলামের নিরূপিত দিনের
পূর্ব্বে যে দিন কাছারী হয় সেই দিন দুই প্রহরের পূর্ব্বে দাখিল না করে তবে ফরিয়াদী
যে টাকা দিতে প্রস্তুত থাকে তাহা লইবেন এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের
১১ ধারার ৪ প্রকরণে আপেলাণ্ট ও আসামীর জামিনলওনের বিষয়ে যে২ নিয়ম লেখা
গিয়াছে সেই সকল নিয়মমত কার্য্য করিয়া তাহাকে ঐ মহালের স্বত্ত্বার্পণ করিবেন
এবং কালেক্টরসাহেবের নিকটে ফরিয়াদীর দাখিলকরা ঐ টাকা এবং আবশ্যক হুকুম
লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

ইশ্তিহারকরা ভূমিতে
স্বত্ত্বরাখণের কথা যে লো
ক কহে তাহারা যে২
রূপে তাহা পাইতে পারে
তাহার কথা।

৩০ ধারা।

এদেশ সরকারের অধিকৃতহওনের সময়ে ভূম্যধিকারিদিগের যে২ স্বত্ব ছিল বন্দোব
স্তের সময়েতে সরকারের করা পূর্ব্বের সমস্ত কৌলকরার লোপহওযাতে অন্যপ্রকার বি
শেষ নিয়ম হইয়া থাকনব্যতিরেকে সরকার সেই২ স্বত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব সেই
বন্দোবস্তের সময়ে সরকারের রাজস্ব যাহা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহা আদাযের নিমিত্তে বা
কীদারের ভূমি তাহার দায়ী হয় এই মূল নীতিঅনুসারে প্রথমেতে যে ব্যক্তি সরকারের
সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার স্থলাভিষিক্ত কি লিখনাদির দ্বারা তৎস্বত্বপ্রাপ্ত বাকী
দার কিম্বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি লোকেরা যে২ নিদর্শনপত্রাদি দিয়াছে এবং বন্দোবস্তের
পরে সেই প্রথম বন্দোবস্তকারী কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত লোকেরা প্রজাইত্যাদিকে যে২
পাট্টা দিয়া থাকে কিম্বা বহাল রাখিয়া থাকে এবং প্রথম বন্দোবস্তকারী আপন ভূমির
বন্দোবস্তের নিযমানুসারে যে২ পাট্টাইত্যাদি রদ করিতে কিম্বা মতান্তর অথবা পুনর্নূতন
করিয়া দিতে পারিত মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে সেই জমীদারী কিম্বা মহাল
নীলামে বিক্রয় হইলে ঐ নীলামের খরীদার সে সমস্ত পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্তের সময়ে থাকা
যে২ পাট্টাইত্যাদি নিদর্শনপত্র পুনর্ব্বার নূতন করিয়া লওনের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল
কেবল তাহাব্যতিরেকে রহিত ও রদ করিতে পারিবেক কিন্তু বসতবাটী এবং তৎ
সম্পর্কীয় কার্য্যার্থে অন্য গৃহ কিম্বা বাগান অথবা পুষ্করিণী কি খোদা খাল কিম্বা জলের
নালাইত্যাদি নিমিত্তে ভূমির যে২ পাট্টা হইয়া থাকে যাবৎ কাল ঐ ভূমি ঐ২ কার্য্যে

ভূমি মালগুজারীর বা
কীর নিমিত্তে নীলামে বি
ক্রয় হইলে সনদ ও পাট্টা
দির দ্বারা জনিতাধিকা
রের যেরূপ হইবেক তা
হার কথা।

বাকীদারের দেওযা পা
ট্টাদির দ্বারা জনিতাধি
কারের যাহা হইবেক তা
হার কথা।

আইনে ও তাহার নির্দ্ধারিত খাজানা দেওয়া যায় তাবৎকাল কখনো সেইং পাট্টা রদ করিতে পারিবেক না ইতি।

৩১ ধারা।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর পাট্টাদির দ্বারা যে অধিকার জন্মে তাহা বহাল রাখিতে পারিবার কথা।

পাট্টাইত্যাদি নিদর্শনপত্রের বিষয়ে উপরেতে যেং নিয়ম লেখা গিয়াছে সরকারের রাজস্ব পাওনের কোন ব্যাঘাত না হওনের নিমিত্তে সেইং নিয়মের অত্যাবশ্যক এবং তৎপ্রযুক্ত সেইং নিয়ম এই রাজধানীতে করগ্রহণের রীতির সাধারণ ও মূল দাঁড়া জ্ঞান করিয়া তদনুসারে সর্ব্বদা কার্য্য করা গিয়াছে কিন্তু ঐং নিয়মমতে কার্য্যহওয়াতে এই দোষোৎপত্তি হয় যে বিবাদবিরোধ জন্মিতে পারে কেননা কোন জমীদার তৎক্ষণাৎ কিছু টাকা পাইবার আকাঙ্খাতে ভূমির পাট্টা কিম্বা নিয়মিত কালের নিমিত্তে অথবা সর্ব্ব কালের নিমিত্তে আপন ভূমির উপস্বত্বভোগের নিদর্শনপত্র অন্যেরে অর্পণ করিয়াও তাহা অসিদ্ধ করিতে পারে অতএব এই ধারানুসারে ইহাও জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যখন উপযুক্ত বুঝেন্ মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ ভূমির তৎকালের অধিকারী কিম্বা তাহার পিতৃপিতামহইত্যাদিরা অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি লোকেরা সেই ভূমিসম্পর্কীয় যেং পাট্টা কিম্বা হস্তান্তর করণের পত্র দিয়া থাকে কিম্বা ঐ ভূমিতে আর যে কোন দায়সংযোগ করিয়া থাকে সে সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে যাহা ঐ শ্রীযুত উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা বহাল রাখিয়া নীলাম করিবার হুকুম দিতে পারেন্ যদি ইহা হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ ভূমিতে যেং নিয়ম বহাল রাখণের হুকুম করেন্ সেই ভূমির লাট নীলামকরণের সময়ে কালেক্টরসাহেব সেইং নিয়মের কথা সকল লোককে জানাইবেন এবং ঐ শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে ঐ ভূমির বিষযে আর যেং হুকুম করেন্ তাহাও প্রচার করাইবেন কিন্তু এই প্রকার নিয়মযুক্ত ভূমি নীলামকরণেতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা যদি নীলামের তারিখপর্য্যন্ত ঐ ভূমির উপর মালগুজারীর যত টাকা বাকী হয় তাহার কম হয় কিম্বা সেই ভূমিতে ঐং নিয়মযুক্ত থাকিলে উত্তর কালে তাহার রাজস্বপাওনের ব্যাঘাত হইতে পারিবেক এমত বোধ হয় তবে ঐ শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে ঐ নিয়মযুক্ত ভূমির নীলাম মঞ্জুরহওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে এই আইনের ২২ ধারানুসারে ঐ নীলাম রদ করিতে এবং সেই সকল নিয়ম ছাড়াইয়া পুনর্ব্বার নীলাম করিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং যদি নীলাম মঞ্জুরহওনের পরে ঐ পূর্ব্বোক্ত নিয়মযুক্ত নীলামকরা ভূমি মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে পুনর্ব্বার নীলামকরণের প্রয়োজন হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সর্ব্বদা হুকুম দিতে পারেন্ যে আসল বন্দোবস্তকরণের সময়ে সেই ভূমিতে থাকা যেং নিয়ম বহাল রাখা গিয়াছে তদ্ব্যতিরেকে অন্যং নিয়ম বর্জ্জিত করিয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত নিয়মযুক্ত করিয়া সেই মহাল নীলাম করা যায় এই দুই কল্পের প্রথম কল্প হইলে ঐ নিয়মবর্জ্জিত নীলামেতে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহা যদি নিয়মযুক্ত নীলামেতে পাওয়া মূল্যের টাকা

হইতে

হইতে অনেক অধিক হয় তবে ঐ শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে ঐ অধিক টাকার কোন অংশ কিম্বা তাহা সমুদয় প্রথম নীলামেতে যাহারদিগের উপস্বত্ব বহাল রাখা গিয়াও দ্বিতীয় নীলামেতে রহিত হইল সেই লোকেরদিগ্‌কে দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন্‌ ইতি।

৩২ ধারা।

পাট্টাদার প্রজাদিগের পাট্টাদ্বারা হওয়া অধিকার বহাল রাখা যাইবার কথা।

উপরের লিখিত যেং নিয়মের কিম্বা চলিত আইনের লিখিত অন্য যেং কথার দ্বারা ইহা জানান গিয়াছে যে ভূম্যধিকারিরা বিশেষরূপ নিবারণের অধীন হইয়া পূর্ব্ব ভূম্যধিকারিদিগের ও তাহারদিগের পাট্টাদার প্রজারদের মধ্যে যে করারদাদ ও ধার্য্যকার্য্য হইয়া থাকে তাহা রহিত করিতে এবং তাহারদিগের যে খাজানা দিতে হয় সময়বিশেষে তাহার বেশী করিতে পারে সেইং নিয়ম ও কথার তাৎপর্য্য এমত নহে যে যাহারা নীলামে ভূমি খরীদ করে তাহারা কোন গ্রামের জমীদার কিম্বা পাটীদার অথবা মফঃসলী তালুকদারকে কিম্বা আসল বন্দোবস্তের লেখাপড়াকারক ভূম্যধিকারিদিগের মধ্যের কোন জন কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত কোন জনব্যতিরেকে অন্য যে কোন লোকের সেই ভূমিতে কি তাহার খাজানাতে মৌরুসী অথচ হস্তান্তরকরণের যোগ্য অধিকার থাকে তাহারদিগ্‌কে ভূমিহইতে বেদখল করিতে পারে এবং তাহার তাৎপর্য্য এমতও নহে যে পূর্ব্বোক্ত কোন খরীদার খোদকস্তা ও কদিমী রাইয়ত কিম্বা মৌরুসী অধিকার রাখিয়া যেং প্রজারা সেই স্থানে পুরুষানুক্রমে বাস করে ও পুরুষানুক্রমে জমী যোত করে তাহারদিগ্‌কে তাহাহইতে বেদখল করে এবং পূর্ব্বের মালগুজার উপরের উক্ত পাট্টাদার প্রজাদিগের স্থানে যে খাজানা লইত কোন খরীদার ঐং প্রজাদিগের স্থানে তাহার বেশী লইতে পারিবেক না কিন্তু যেং প্রকারেতে ইহা বোধ হয় যে বিশেষ অনুগ্রহপ্রযুক্ত কিম্বা কোন লাভইত্যাদিপ্রযুক্ত পূর্ব্বের মালগুজারেরা পূর্ব্বের নিরূপিত জমার কিছু কমী দেওয়াতে পাট্টাদার প্রজারা ওয়াজিবী জমাহইতে কম জমার পাট্টার অনুসারে ভূমি ভোগ করে কিম্বা এমত প্রমাণ হয় যে ঐ ভূমি যে পরগনার কিম্বা মৌজার কিম্বা ভূমির অন্য কিস্‌মতের মধ্যগত হয় তথাকার যে দস্তুর থাকে তদনুসারে সেই পাট্টাদার প্রজাদিগের স্থানে সরকারের আইনের অনিষিদ্ধ কিছু বেশী জমা কিম্বা আর কিছু তলব করা যাইতে পারে তাহাতে লইতে পারিবেক ইতি।

৩৩ ধারা।

খরীদার মফঃসলের প্রজাদিগের সহিত যেরূপে জমার ধার্য্যকার্য্য করিবে তাহার কথা।

যেং নীলামী খরীদার আপনারদিগের পাট্টাদার প্রজারদিগের জমা বেশী করিতে চাহে বিশেষ লেখাপড়া না হইয়া থাকিলে পূর্ব্বের রীতিমতে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ধারাতে যেমত লেখা গিয়াছে তদনুসারে তাহারদিগের ঐ মনস্থের জ্ঞাপন পত্র ঐ প্রজাদিগের নিকটে পাঠাইতে হইবেক কিন্তু ঐ ধারার লিখিত কোন কথার অর্থ এবং তাৎপর্য্য ইহা নহে যে যে ব্যক্তি কোন ভূমিতে হস্তান্তর করণযোগ্য কিম্বা মৌরুসী

অধিকার

অধিকার রাখে তাহার জমা বেশীকরণের দাওয়া যথার্থ হওয়া না হওয়ার বিষয়ে না লিশকরণের এবং তাহা হওনের যোগ্য আদালতের নিষ্পত্তির দ্বারা অন্য প্রকারকর ণের হুকুম নাহওনপর্য্যন্ত পুর্ব্বমত খাজানা দেওনের বাধা হইবেক এবং তাহার তাৎপর্য্য ইহাও নহে যে যে খাজানা নিরূপিত থাকে তাহা দিলে কিম্বা সেই স্থানের দাঁড়া ও দস্তুর মতে যে খাজানানিরূপণ হয় তাহা দিলে প্রজারদের ভূমি ভোগ দখলকরণের অনধি কার কিম্বা হানি হইবেক ইতি।

৩৪ ধারা।

নীলামকরা ভূমি কোন মহালের মধ্যের কতক হইলে তাহার জমা নিরূপ ণের প্রকার ও অন্যং বে ওরা জানাইবার কথা।

কিন্তু ঐ জ্ঞাপনপত্র ইত্যাদি খরীদারের পক্ষে বাকীদারের অধিকার সা ব্যস্তের বিষয়ে প্রামাণ্য না হইবার কথা।

নিরূপিত জমা নীলা মের পরে অতিশয় বোধ হইলে তাহাতেও প্রামাণ্য না হইবার কথা।

* বাটওয়ারার নিয়মানু সারে দশ বৎসরের মধ্যে নূতন করিয়া জমা নিরূপণ করিতে শ্রীযুতের হজুরহ ইতে হুকুম হইতে পারি বার কথা।

কোন মহালের কতক ভূমিতে নিরূপণকরা জমা কম জানা গেলে ও খরী দার নূতন জমা নিরূপণ হওনে সম্মত না হইলে দশ বৎসরের মধ্যে সেই নীলাম রদ হইতে পারি বার কথা।

নূতন জমা নিরূপণহও

যদি নীলামকরা কোন লাট জমার বন্দোবস্তহওয়া কোন মহালের মধ্যহইতে নীলা মের নিমিত্তে পৃথক্ করিয়া তাহাতে পৃথকরূপে জমার নিরূপণ করা গিয়া থাকে তবে নী লামের সময়েতে খরীদারদিগের জ্ঞাপনার্থে ঐ জমা যে প্রকারে নিরূপণ হইল তাহার বে ওরা লেখাইয়া এক জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যাইবেক ও যে কাছারীতে ঐ নীলাম হয় সেই কাছারীতে থাকা যে কোন কাগজপত্রের দ্বারা ঐ লাটের মূল্য অনুমান করা যাইতে পারে সেই কাগজপত্রও খরীদারেরা দেখিতে পারিবেক কিন্তু ঐ জ্ঞাপনপত্র কিম্বা আর কোন প্রকারে পাওয়া অন্য কাগজপত্র সাবেক ভূম্যধিকারী তাহাতে লিখিত ভূমি ঐ বাকীপড়া মহালের অংশস্বরূপে যে অধিকারক্রমে ভোগদখল করিত সেই অধিকা রের কিম্বা সেই ভূমিতে যে উৎপন্ন হইত তাহার কিম্বা ঐ ভূমির পরিমাণের বিষয়ে প্রা মাণ্য হইবেক না। ইহাও জানান যাইতেছে যে নীলামের পরে যদি ইহা জানা যায় যে ঐ নীলামকরা অংশের উপর যে জমা নিরূপণ করা গিয়াছে সে জমা অতিশয় কিম্বা সেই মহালের বাকী ভূমির জমার দৃষ্টে অত্যধিক তবে সেই খরীদার কিম্বা তাহার উত্তরা ধিকারিদিগের অথবা স্থলাভিষিক্তেরদের মধ্যে কেহ ঐ নীলামের তারিখহইতে দশ বৎ সরের মধ্যে দরখাস্ত করিলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেল হইতে ঐ নীলামকরা ভূমির ও যে মহালহইতে ঐ ভূমি পৃথক্ করা গিয়া থাকে তাহার বাকী ভূমির জমার বিভাগ নূতন করিয়া বাটওয়ারার বিষয়ে লিখিত নিয়মানুসারে করি তে হুকুম দিতে পারিবেন এবং তাহা করা হইলে নীলামের সময়ে কিম্বা নীলামের পরে যাহাং পৃথক্ করা গিয়া থাকে সে সমস্ত রদ হইবেক। ইহাও জানান যাইতেছে যে যদি কোন মহালহইতে পৃথক্ করা কোন লাট নীলামে বিক্রয় করা গিয়াথাকে ও তাহার জমা স্পষ্ট ভ্রান্তিক্রমে অতিশয় কম নিরূপণ করা গিয়াথাকে তবে সেই লাটের খরীদার সেই ভূ মির জমা নূতন করিয়া বিভাগকরাতে সম্মত না হইলে নীলামের তারিখঅবধি দশ বৎস রের মধ্যে কোন সময়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সেই নীলাম রদ করিতে পারেন্ ও কোন নীলাম এই প্রকারে রদ হইলে খরীদের টাকা সুদব্য তিরেকে খরীদারকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও যদি সাবেক ভূম্যধিকারী তলব হইলে ঐ টাকা দিতে অসম্মত হয় কিম্বা ত্রুটি করে তবে ঐ নীলামকরা ভূমি সরকারের খাস হই বেক। ইহাও জানান যাইতেছে যে নীলামকরা কোন লাটের জমা যদি উপরের লিখিত প্রকারেতে কম নিরূপণ করা গিয়া থাকে তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর

হজুর

হজুর কৌন্সেলে ইহা নিরূপণ করিতে পারেন্ যে ঐ জমা কম করাতে মুনাফা পাইয়াছে যে খরীদার কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যাহার কি যাহারদিগের ভূমির জমা বেশী করা গিয়াছে তাহাকে কি তাহারদিগ্কে ঐ খরীদার কি তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে কত টাকা দিবেক কিম্বা ঐ খরীদার কি তাহার স্থলাভিষিক্ত সেই তলবকরা টাকা দিতে যদি অসম্মত হয় তবে সেই লাট পুনর্ব্বার নীলাম করিবার হুকুম দিতে পারেন্ ও তাহাতে যে মূল্য হয় তাহাহইতে পূর্ব্বোক্ত খরীদারকে কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্তকে তাহার খরীদের টাকা সুদব্যতিরেকে ফিরিয়া দিলে পর যাহা অবশিস্ট থাকে তাহা যাহার কি যাহারদের ভূমির জমা বেশী করা গিযাছে তাহাকে দিতে কিম্বা তাহারদিগ্কে উপযুক্তরূপে অংশ করিয়া দিবার হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

তে যে পক্ষের লাভ হইযা থাকে তাহার পক্ষান্তরকে ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে শ্রীযুতের হজুরহইতে হুকুম হইবার কথা।

৩৫ ধারা।

এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে ও হুকুম করা যাইতেছে যে সরকারের মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের দ্বারা ভূমিব যে জমা নির্দ্ধার্য্য হইয়া থাকে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমব্যতিরেকে তাহাতে কিছু কমী দেওয়া যাইবেক না এবং এই ধারাতে ইহাও জানান যাইতেছে যে যে ভূম্যধিকারী আপন ভূমির মালগুজারী কাহারো পেটাতে না করিযা স্বয়ং সরকার বরাবর দাখিল করে তাহার ভূমির উপর যে জমানিরূপণ হইয়া থাকে তাহার পরিমাণের বিষয়ে যে কোন অনুসন্ধান ও তদন্ত করিতে হয তাহা সরকারেব মালগুজারী তহসীলের কার্য্য ভারাক্রান্ত সাহেবব্যতিরেকে অন্য কেহ করিতে পারিবেন না এবং সেই ভূমির জমার ধার্য্যকরা কিম্বা প্রকারান্তরকরা অথবা তাহা শুধরা যাওয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমের অধীনতায কেবল ঐ সাহেবেরা করিতে পারিবেন ইতি।

শ্রীযুতের হুকুমব্যতিরেকে জমায কিছু কমী না দেওযা যাইবার কথা।

মালগুজারী তহসীলেব ভারাক্রান্ত সাহেবব্যতিরেকে অন্য কেহ জমার বিষয়ের কোন অনুসন্ধান ও বিবেচনা করিতে না পারিবার কথা।

৩৬ ধারা।

যদি কোন সমযে কালেক্টরসাহেব সরকারের কিম্বা বোর্ড রেবনিউর হুকুমে মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ হওয়া নীলামেতে কোন ভূমি সরকারের নিমিত্তে খরীদ করেন্ তবে সরকারের খাসে থাকা কিম্বা ইজারা দেওয়া আর২ খেরাজী মহালের কর্ম্মের বিষয়ে যে২ আইন ও দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ আইন ও দাঁড়া ঐ খরীদা মহালের কর্ম্মেতেও বর্ত্তিবেক এবং আর যে২ মহাল সরকারের হয তাহা খাস তহসীলে থাকুক কি ইজারা দেওয়া যাউক তাহাতে ও ঐ২ আইন ও দাঁড়া খাটিবেক ইতি।

সরকারেতে ভূমি খরীদ করা গেলে খাস তহসীলে থাকা মহালাতের সম্পর্কীয় হুকুমমতে সেই ভূমির কার্য্য হইবার কথা।

৩৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের আপন২ কা

কালেক্টরসাহেবেরা

ছারীতে

অবজ্ঞাদোষেতে দণ্ডকরিতে পারিবার কথা।

ছারীতে বিশেষতঃ ন্যায্য বিষয়ের বিবেচনাকরণের কালে ও ভূমি নীলামের সময়ে তাঁহারদিগের প্রভুত্ব রক্ষাপাওনের কারণ এই ধারাতে এ হুকুম করা যাইতেছে যে বোর্ড রেবনিউর সাহেবলোক কিম্বা তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা কিম্বা তাঁহারদিগের মধ্যে যে কোন সাহেব অন্যের সহযোগব্যতিরেকে পৃথকরূপে ক্ষমতা রাখেন্ তিনি অথবা ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবেরা কিম্বা মালগুজারী তহসীলের কর্ম্মে নিযুক্ত সরকারের অবধারিত চাকর অন্য সাহেবেরা তাঁহারদিগের কাছারীতে তাঁহারদিগের সাক্ষাৎকারে অবজ্ঞা কিম্বা দৌরাত্ম্য অথবা গোলমালকরণের দোষি ব্যক্তির প্রতি এক শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার হুকুম দিতে পারেন্ ও যদি ঐ জরীমানার টাকা তৎক্ষণে দাখিল না হয় তবে তাহার পরিবর্ত্তে সেই দোষি ব্যক্তিকে সেই জিলার দেওয়ানী জেলখানাতে ১৫ পনের দিনের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ রাখিতে পারিবেন এবং বোর্ড রেবিনিউর হুকুমের তাবেতে অন্য যে কোন কার্য্যকারক নীলাম করিবার ভারপ্রাপ্ত হন্ তাঁহারো সেই ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

বোর্ড কি সরকারহইতে অন্যমত হুকুম হওন ব্যতিরেকে উপরের লিখিত দণ্ডের বিষয়ে ঐ কার্য্যকারকেরা যে হুকুম দেন তাহাই চূড়ান্ত হইবার কথা।
জিলার জজসাহেবেরা আদালতহইতে হইয়া থাকনের মতে ঐ দণ্ডের হুকুম মতাচরণ করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের ও সরকারের আপনারদিগের তাবে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যকারকদিগের করা কর্ম্ম পুনর্ব্বার দৃষ্টি ও রদ বহাল করণের সাধারণ ক্ষমতাক্রমে অন্যমত হুকুম হওনব্যতিরেকে উপরের প্রকরণের উক্ত দোষের বিষয়ে ঐং কার্য্যকারকদিগের দেওয়া হুকুমই চূড়ান্ত হইবেক এবং জিলার জজ সাহেবেরদের প্রতি এ হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ কার্য্যকারকদিগের ঐ দোষের দোষির প্রতি করা দণ্ডের হুকুমের নকল পাইবামাত্র তাঁহারা আদালতহইতে ঐ দণ্ডের হুকুম হইলে যেমন করিতেন সেইমত তাহা সিদ্ধ করিতে আচরণ করিবেন ইতি।

৩৮ ধারা।

মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা আদালতের হুকুম মতাচরণ করিতে ভারপ্রাপ্ত হউন কি না হউন সরকার আদালতের কোন ভ্রান্তিতে নালিশের যোগ্য না হইবার কথা।

এই ধারাতে ইহাও জানান যাইতেছে ও হুকুম করা যাইতেছে যে কোন আদালতে যে হুকুম কিম্বা রুবকারী কিম্বা ডিক্রী করা যায় তাহাতে কোন ভ্রান্তি কি দাঁড়ার ব্যতিক্রম যদি হইয়া থাকে তবে ঐ ভ্রান্তি কি দাঁড়ার ব্যতিক্রমযুক্ত বোধহওয়া হুকুম কি রুবকারী কি ডিক্রী জারী করিতে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত কোন সাহেবের কিম্বা সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারকের প্রতি ভার হইয়া থাকুক বা না থাকুক অথবা হউক কি না হউক ঐ ভ্রান্তি কি দাঁড়ার ব্যতিক্রমহওয়াতে সরকারের নামে নালিশ হইতে পারিবেক না এবং কোন আদালতহইতে হওয়া পূর্ব্বোক্তমত কোন হুকুম কি রুবকারী কিম্বা ডিক্রী অনুসারে করা কোন কার্য্য কিম্বা হওয়া কোন ক্লেশপ্রযুক্ত সরকারের কোন কার্য্যকারকের নামে নালিশ হইতে পারিবেক না এবং যদি কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা কোন আদালতহইতে পূর্ব্বোক্তমত হওয়া কোন হুকুম কি রুবকারী কিম্বা ডিক্রী অনুসারে করা কোন কর্ম্ম কিম্বা হওয়া কোন ক্লেশপ্রযুক্ত সরকারের নামে কিম্বা সরকারের কোন কার্য্যকারকের নামে নালিশ করে তবে সে নালিশ ননসূট্ হইবেক ও তাহাতে হওয়া সমস্ত খরচা ঐ নালিশ করণিয়ার দিতে হইবেক এবং সরকারের অবধারিত চাকর কোন সাহে

বের

বের প্রতি কোন দাওয়া কিম্বা মোকদ্দমা অথবা নালিশ কিম্বা এজহারের বিচার জজস্ব রূপে করিবার ভার হইলে ঐ ভারপ্রযুক্ত ঐ সাহেব যেং হুকুম কি রুবকারী কি ডিক্রী করেন্ বিশেষরূপে অন্যপ্রকার হুকুম না হইলে তাহাতে এই ধারার লিখিত কথাসকল খাটে ও খাটিবেক ইতি।

৩১ ধারা।

এই আইনের কোন কথা ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের কোন হুকুমের বাধা না করিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনানুসারে সদর ও মফঃসলের কমিস্যনরসাহেবদিগের নীলাম রদকরণের বিষয়ে যে ক্ষমতা ও হুকুমৎ দেওয়া গিয়াছে এই আইনের লিখিত কোন কথা তাহার প্রতিবন্ধক ও হানিকারক বোধ হইবেক না ইতি।

Vol. VII. 115. সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের আইনের খোলাসা।

তাহার মধ্যগত সিরিশতা।

কোর্ট ওয়ার্ডস্।
ফৌজদারী আদালত।
ভিন্নাধিকারহইতে আগত লোকেরা।
গারো পর্ব্বতীযেরা।
সরকারী মাসুল ও শহরের মাসুল।
মাজিষ্ট্রেট্।
মালগুজারী।

তদন্তর্গত বিষয়।

ককড়া। .... মাজিষ্ট্রেটের অন্তর্গত।
আলাহাবাদ। .... মালগুজারীর অন্তর্গত।
সালিসী। .... ঐ।
মালগুজারীর বাকী। .... ঐ।
আজিমগড়। .... ঐ।
বিনামী খরীদার। .... ঐ।
বারাণস। .... ঐ।
ভাগলপুর। .... ঐ।
ভাইয়াচার অধিকারিত্ব। .... ঐ।
বোর্ড কমিস্যনর। .... ঐ।
বোর্ড রেবিনিউ। .... ঐ।
বুন্দেলখণ্ড। .... ঐ।
কানপুর। .... ঐ।
দত্ত ও জয়করা দেশ। .... ঐ।
মধ্যবর্ত্তি দেশ। .... ঐ।
দেওয়ানী আদালত। .... ঐ।
কালেক্টরের কাছারী কিম্বা দেওয়ানী আদালত। .... ঐ।
কালেক্টরের করা আদালতের কার্য্য। .... ঐ।
অবজ্ঞা। .... ঐ।
ব্রিটন্ দেশীয় প্রজাদিগের দ্বারা ভিন্নাধিকারের মধ্যেতে হও
য়া অপরাধ। .... মাজিষ্ট্রেটের অন্তর্গত।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের আইনের খোলাসা।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের আইনের খোলাসা।

মতান্তরকরণ ও স্মরণ ও রদকরণ ও বিস্মারকরণইত্যাদির নির্ঘণ্ট।

মতান্তরইত্যাদি করা আইন।					যেং আইনের দ্বারা।		
সন।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।		আইন।	ধারা।	প্রকরণ
১৭৯৩	২	২৮ ২৯ ৩৪ ৩৫ ৪৯ অবধি ৭০ পর্য্যন্ত		রদ।	৩	২	১
	৯	৫।৬		অর্থ স্পষ্টকরণ।	৮	১	
	১৪	১৩ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮		রদ।	৯	২	১
	১৪	৩।২৪।২৫		একাংশ রদ।	৯	২	২
	২২	১৬		অর্থ স্পষ্টকরণ।	৮	২	
	৪৯			স্মরণ।	১	২	
১৭৯৫	৫	২৬		রদ।	৩	২	১
	৬	১৯ ২৯ ৩২ ৩৩ ৩৪		তথা।	৯	২	১
	৬	৭।৩১		একাংশ রদ।	৯	২	২
	১৬ ১৭	৪ ১৫		অর্থ স্পষ্টকরণ।	৮	২	
১৭৯৬	৫			রদ।	১১	২	১
	১২			একাংশ রদ।	১১	২	২
১৭৯৯	৭	২৮ ২৯	২ ৩ ৪ ৫	রদ।	১১	২	১

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের আইনের খোলাসা।

মতান্তরইত্যাদি করা আইন।					যেং আইনের দ্বারা।		
সন।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।		আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
১৭৯৯	৭	২৩		একাংশ রদ।	১১	২	২
১৮০০	৫			একাংশ রদ।	১১	২	২
১৮০১	১	৩ ৫ ৬ ৭ ১১		রদ।	১১	২	১
১৮০৩	৬	৫।৬		অর্থ স্পষ্টকরণ।	৮	২	
	২৫	২৭		রদ।	৩	২	১
	২৬	২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১৩ ১৪		রদ।	১১	২	১
	২৭	১৭ ১৯ ২৯	৫	তথা।	১১	২	১
	২৭	৩১		একাংশ রদ।	১১	২	২
	৩২			শুধরণ।	১	২	
	৩৫	১৬		অর্থ স্পষ্টকরণ।	৮	২	
	৫২			বিস্তারকরণ।	৬	২	
১৮০৫	৮	২৯		বিস্তারকরণ।	৬	২	
১৮০৮	৯	৩ ৬ ৭ ৮ ১০		শুধরণ।	৫	২	১

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের আইনের খোলাসা।

মতান্তরইত্যাদি করা আইন।					যেং আইনের দ্বারা।		
সন।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।		আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
১৮০৯	৫			শুধরণ।	১	২	
	৫			নিযোগকরণ।	৯	২	
১৮১০	৯ ১০	৬ ৪। ৩১		একাংশ রদ।	২	২	১
১৮১৪	১৮			রদ।	১১	২	১
১৮১৬	১			তথা।	৩	২	২
১৮১৭	১			তথা।	৩	২	২
	১৭	৪		বিস্তারকরণ।	৪	৭	
	২৪	২। ৩		রদ।	৩	২	২
১৮১৯	২	১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৯		নিযোগকরণ।	৭	১৯	২
	৮	১৮। ১৯		বিস্তারকরণ ও নিযোগকরণ।	৭	২২	
১৮২২	১	৬		দৃঢ়করণ।	৮	২	
	১	৬		নিয়োগকরণ।	৯	২	

কোর্টওয়ার্ডস।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫২ আইন ও ১৮০৫ সালের ৮ আইনের কতক বারাণসদেশেতে জারী হইবার ও মধ্যদেশীয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক ঐ দেশের কোর্টওয়ার্ডসের সিরিশ্তাতে নিযুক্ত হইবার।	৬	২	০
কোর্টওয়ার্ডসের সাহেবলোক আপনারদিগের ক্ষমতার ব্যাপ্য হওয়া ভূমি দশ বৎসরের অনূর্দ্ধ মিয়াদে কোন জনকে ইজারা দিতে কিম্বা তাহা ঐ মিয়াদের অধিক কাল অন্যের হস্তগত না থাকনের নিয়মে অন্য কোন প্রকরণ তাহাতে করিতে পারিবার।	ঐ	৩	১
পূর্ব্বে যে সকল ইজারা কোর্টওয়ার্ডসের সাহেবলোকের হুকুমে হইয়া থাকে তাহা সঙ্গত ও সাব্যস্ত থাকনের ও তাহা নামঞ্জুর করিতে আদালতের সাহেবলোককে নিষেধ হওনের।	ঐ	ঐ	ঐ
যে সকল ইজারদার ও অন্য লোকেরা কোর্টওয়ার্ডসের অধিকার ক্রমে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হকুমতের তাবে থাকে তাহারদিগের সহিত যেং দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবেক তাহার।	ঐ	ঐ	২
কোর্টওয়ার্ডসের প্রত্যেক সিরিশ্তার সাহেবলোক অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের ভূমিতে ঐ তদবীর করা বিহিত না বুঝিলে তাহাহইতে হাত উঠাইতে পারিবার।	ঐ	৪	০
অল্পবয়স্ক অধিকারিদিগের ভূমি সরকারী বাকীর নিমিত্তে নীলাম না হইবার ও এই মতেতে মালগুজারীর কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা ঐ ভূমি ইজারা দিবার ও কোর্টওয়ার্ডসের সাহেবলোক তাহার অল্প বয়স্কতার যে সে সময়ে ঐ ভূমির কর্ম্মনির্ব্বাহের কর্তৃত্ব করিবার।	ঐ	ঐ	০
ফৌজদারী আদালত।			
নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে কোন অপরাধিকে তাহার প্রতি ঐ আদালতের মৌলবীদিগের ফতওয়ানুসারে অপরাধ প্রমাণ হইয়া থাকিলেও ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতার্পণ হইবার।	৪	২	০
খুন কি অঙ্গক্ষত হওয়া ব্যক্তির পক্ষ লোক নালিশ না করণমতে যে মতাচরণ হইবেক তাহার।	ঐ	৩	০
খুনের যে সকল মোকদ্দমাতে তাহা করণের পর ও সাবুদ হইবার পূর্ব্বে খুনীর উন্মাদাবস্থা হয় তাহাতে অপরাধী সুস্থচিত্ত হইলে নিজামৎ আদালতের যে সাহেব কি সাহেবেরা সে মোকদ্দমাতে বৈঠক করেন্ তাঁহারা যাহা করিবেন তাহার।	৪	৪	০

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের আইনের খোলাসা।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ
খুনের কোন২ মোকদ্দমাতে আসামীর করা এজহারেতে নিজামৎ আদালতের মৌলবীদিগের ফতওয়ানুসারে খুনের বদলে খুন ও হাকিমের বিবেচনায় নির্ভরহওয়া শাস্তিহওনের বাধা হইলেও তাহাতে নিজামৎ আদালতের যে সাহেব কি সাহেবেরা বৈঠক করেন্ তাঁহারদিগের কর্ত্তব্যাচরণের।	৪	৫	০
অঙ্গক্ষতহওনের যে সকল মোকদ্দমাতে আদালতের মৌলবীলোকের ফতওয়ানুসারে অপরাধির উপর হুকুমতে আদল্ অর্শে তাহাতে দায়েরসায়েরী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্যাচরণের।	ঐ	৬	০
ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ৪ ধারার হুকুম যে২ মোকদ্দমাতে নিজামৎ আদালতের মৌলবীদিগের ফতওয়াক্রমে অপরাধকরণ কালে অপরাধির বুদ্ধিশুদ্ধি না থাকনের সন্দেহে শাস্তি না হইতে পারে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবার।	ঐ	৭	০
ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ৩ ও ৬ ও ৭ ও ৮ ও ১০ ধারা শুধরা যাওনের।	৫	২	১
যাহারদিগের নামে ইশ্‌তিহারনামা জারী হইয়া থাকে তাহারদিগকে উচিত বোধ হইলে হাজির না হওয়াতে হওয়া অদূলহুকুমীর নিমিত্তে ভিন্ন আসল অপরাধের বিচারার্থে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ করা যাইতে পারিবার।	ঐ	ঐ	২
উপরের প্রকরণের লিখিত ঐ২ প্রকারেতে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবকে অর্পণহওয়া ক্ষমতার।	ঐ	৩	০
ইশ্‌তিহারী লোকেরা তাহারদিগের করা অদূলহুকুমীর তজবীজ হইয়া তাহাহইতে খালাসী পাইলে পুনরায় আসল অপরাধের নিমিত্তে দায়েরসায়ের সোপর্দ্দ হইতে পারিবার কিন্তু আসল অপরাধের তজবীজ হইয়া খালাসী পাইলে অদূলহুকুমীর নিমিত্তে সোপর্দ্দ না হইবার।	ঐ	৪	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইন ও ১৭৯৫ সালের ১৭ আইন ও ১৮০৩ সালের ৩৫ আইনের কোন২ কথা সুস্পষ্ট করিবার ও চলিত আইনের মধ্যে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের আপন২ সরহদ্দের বাহিরে হওয়া অপরাধের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে কি আসামীকে দায়েরসায়ের সোপর্দ্দ করিয়া কয়েদ রাখিতে ক্ষমতা থাকিবার হুকুম না থাকিবার।	৮	২	০

কিন্তু

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
কিন্তু শ্রীযুতের কি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুকুম হইলে পারিবার।..	৮	২	০
কোন মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের সরহদ্দের বাহিরে অপরাধ করা গিয়া থাকিলে ঐ সাহেব ঐ অপরাধ যে সরহদ্দের মধ্যে হইয়া থাকে তথাকার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে ঐ অপরাধের মোকদ্দমার রুব কারী ও উভয়পক্ষ ও সাক্ষিদিগকে পাঠাইবার।	ঐ	ঐ	০
কিন্তু বিশেষ কারণপ্রযুক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তির স্থান নির্দ্দিষ্টের হুকুম হইবার নিমিত্তে নিজামৎ আদালতে রিপোর্ট পাঠাইবার।	ঐ	ঐ	০
উপরের লিখিত হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইনের ও ১৮২২ সালের ১ আইনের ৬ ধারার লিখিত হুকুমের প্রতিবন্ধক না হইবার।	ঐ	ঐ	০
শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর যে জিলার সীমাতে অপরাধ হইয়া থাকে তদ্ভিন্ন অন্য জিলাতে তাহার মোকদ্দমার বি চার ও নিষ্পত্তি হইবার হুকুম দিতে পারিবার।	ঐ	৩	১
এবং ঐ বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগকে হুকুম দিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ হুকুমের সম্বাদ নিজামৎ আদালতের ও দায়েরসায়েরী আদা লতের সাহেবদিগকে দিতে হইবার ও ঐ২ সাহেবেরা যে স্থানেতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার হুকুম হয় তথাতে তাহা করাইবার।	ঐ	ঐ	ঐ
নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা ন্যায়ের তাৎপর্য্য সিদ্ধ কিম্বা উভয়পক্ষের সুভিতা হওনের আনুকূল্যার্থ স্থানান্তরে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওনের হুকুম দিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	২
ঐ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের পদসম্পর্কীয় দস্তখৎযুক্ত হুকুম নামা তাহা করিবার ক্ষমতাদায়ক হইবার।	ঐ	ঐ	ঐ
যে জিলায় অপরাধ করা যায় তদ্ভিন্ন অন্য জিলাতে সরকার কি নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের হুকুমানুসারে তাহার মোকদ্দ মার বিচার হইতে হইলে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা ঐ হুকুমদাতা সাহেব দিগের হুকুমানুসারে কার্য্য করিবার।	ঐ	৪	০
উপরের লিখিত হুকুম মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের মত জাইণ্ট মাজি ষ্ট্রেট্ ও পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবইত্যাদির সহিত সম্পর্ক রাখিবার।	ঐ	৫	–

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের আইনের খোলাসা।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটীইত্যাদি পদের সৃষ্টি করা গেলে ঐ২ পদসম্বন্ধীয় সরহদ্দে দায়েরসায়েরসাহেবের দপ্তরার বৈঠক যে স্থানে ও যে প্রকারে হইবেক সরকার তাহার নিরূপণ করিবার।	৮	৬	০
ঐ হুকুমের সম্বাদ নিজামৎ আদালতে দিতে ও তথাকার সাহেবদিগের তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবার।	ঐ	ঐ	০
ভিন্নাধিকারহইতে আগত লোকেরা।			
ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইনের ও ১৮২২ সালের ১ আইনের লিখিত হুকুম কোম্পানির শাসিত দেশের মধ্যে ছয় মাসপর্য্যন্ত বাসকরা বিদেশী ও অন্য লোকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবার। ..	৯	২	০
গারো পর্ব্বতীয়েরা।			
গোয়ালপাড়া ও ধুব্‌ড়ী ও কড়াইবাড়ীর থানার সরহদ্দের মধ্যগত ভূমি জিলা রঙ্গপুরহইতে খারিজ হইবার এবং চলিত আইনের হুকুম ইহার পরে যাহা২ লেখা যাইবেক তাহাব্যতিরেকে ঐ ভূমির সম্বন্ধে নিবৃত্ত হইবার।	১০	২	০
উপরের উক্ত জিলা রঙ্গপুরের উত্তর পূর্ব্বকোণের দেশের নিমিত্তে এ আইনের লিখিত মত দেওয়ানী ও ফৌজদারী কর্ম্মকরণ ও রাজস্ব তহসীলকরণ ও অধ্যক্ষতাকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকার্য্যকারক কমিস্যনর নিযুক্ত থাকিবার।	ঐ	৩	০
কমিস্যনরসাহেব মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতে এবং অপরাধের অপবাদগ্রস্ত লোকেরদের মোকদ্দমার বিচার করিবার ও কোন ফতওয়া লওনব্যতিরেকে তাহাতে নিষ্পত্তিপূর্ব্বক হুকুম দিবার বিষয়ে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের ন্যায় ফৌজদারী কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা রাখিবার।	ঐ	৪	১
কমিস্যনরসাহেব ও তাঁহার তাবে আমলারা উপস্থিত কার্য্যের বিষয়ে যে২ আইন সম্পর্ক রাখে সামান্যতঃ তাহার লিখিত মূল দাঁড়া এবং অভিপ্রায়ানুসারে কর্ম্ম করিবার।	ঐ	ঐ	২
কিন্তু সরকারের বিশেষ নিয়ম ও হুকুমসকলের অনুসারে কার্য্য করিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
কমিস্যনরসাহেবের ফৌজদারী কর্ম্মসম্পর্কীয় নানাপ্রকার বিষয়ে নিয়মকরণের ক্ষমতা শ্রীযুতের হুজুর কৌন্সেলেতে থাকিবার।	ঐ	ঐ	ঐ

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
কমিস্যনরসাহেব কোন২ মোকদ্দমাতে চূড়ান্ত হুকুম দিবার পূর্ব্বে সেই মোকদ্দমার রুবকারী নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার।	১০	৪	৩
ঐ২ মোকদ্দমাতে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যে রূপে হুকুম দিবেন তাহার।	ঐ	৫	০
দেওয়ানী আদালতের কার্য্যকরণের বিষয়ে কমিস্যনরসাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহার।	ঐ	৬	০
যে মোকদ্দমার বিষয় ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার অধিক হয় তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারিবার। ..	ঐ	ঐ	০
৫০০০ পাঁচ হাজারের কমের মোকদ্দমাতে বিশেষ আপীল ঐ আদালতে হইতে পারিবার।	ঐ	ঐ	০
দেওয়ানী কোন মোকদ্দমাতে উভয় কি একপক্ষ গারো কি ঐ মত ম্লেচ্ছ লোক হইলে তাহার বিষয়ে শ্রীযুতের দেওয়া হুকুমমতে কার্য্য করা যাইবার।	ঐ	৭	০
কমিস্যনরসাহেব আপন তাবেহওয়া দেশের রাজস্ব তহসীলের নিমিত্তে যে২ কার্য্য করিবেন তাহার।	ঐ	৮	১
শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর উপযুক্ত পরিবর্ত্ত দিয়া গারোইত্যাদি লোকের দখলে থাকা ভূমি জমীদারদিগহইতে খারিজ করিতে ও তথাতে মামুলইত্যাদি লওয়া মৌকুফ করিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
উপরের লিখিত মত কোন কর্ম্মকরণের নিমিত্তে কমিস্যনরসাহেবের তাবে দেশের কোন আদালতে ঐ সাহেবের নামে কোন দাওয়া গ্রাহ্য না হইবার।	ঐ	ঐ	২
এই আইনের ২ ধারাতে বেওরা করিয়া লেখা দেশসম্বন্ধীয় বিষয়েতে নিয়ম কি হুকুম সম্পর্ক রাখা না রাখার বিষয়ে সন্দেহ হইলে শ্রীযুতের হজুরে তাহার নিবেদন লিখিবার।	ঐ	৯	০
সরকারী মামুল ও শহরের মামুল।			
ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ ও ১০ আইনের লিখিত কোন২ হুকুম ও চলিত অন্য যে সকল দাঁড়াতে মামুলের কালেক্টরভিন্ন অন্য সাহেব ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হওনের নিষেধ থাকে তাহা রদ হইবার।	২	২	১
শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সরকারের চিহ্নিত			

চাকর

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের আইনের খোলাসা।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
চাকর কোন সাহেবদিগের নামে সরকারী মামুল ও পরমিটের মামুল তহসীলকরণের হুকুম দিতে পারিবার ও মামুলের কালেক্টর ও ডেপুটী কালেক্টরসাহেবকে অর্পণহওয়া ক্ষমতা এই আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া সাহেবদিগেরো হইবার।	২	২	২
ঐ শ্রীযুত সরকারী ও পরমিটের মামুলের কালেক্টরসাহেবদিগকে অর্পণহওয়া ক্ষমতাসকলের কোন২ ক্ষমতা সরকারের চিহ্নিত চাকর কোন সাহেবকে দিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	৩
জব্দহওয়া জিনিস বিক্রয়েতে পাওয়া মূল্যের ও নিরূপিত দাঁড়াব অন্য মতাচরণেতে হইয়া পাওয়া জরীমানা ও দণ্ডের টাকা দেওয়া যাওনের বিষয়ে শ্রীযুক্তের হুকুম হইবার।	ঐ	ঐ	৪
মাজিষ্ট্রেট্।			
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনের ও ১৮০৩ সালের ৩২ আইনের ও ১৮০৯ সালের ৫ আইনের লিখিত কথা শুধরা যাওনের।	১	২	০
মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা কাজিয়া হঙ্গামার মোকদ্দমাসকলেতে কএক প্রকারব্যতিরেকে হুকুম দিতে পারিবার।	ঐ	৩	০
মাজিষ্ট্রেট্সাহেবলোকের মূলের লিখিত মোকদ্দমাসকলেতে শাস্তির হুকুম দিবার দাঁড়াসকলের।	ঐ	৪	০
আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগকে এমত২ মোকদ্দমা সোপর্দ্দ না করিবার।	ঐ	ঐ	০
শাস্তির হুকুম দিবার অযোগ্য মোকদ্দমাতে পূর্ব্বের নিরূপিত মতাচরণ করিবার।	ঐ	৫	০
মাজিষ্ট্রেট্সাহেবলোক সরকারের তাবে এদেশনিবাসি লোকদিগ্ হইতে সরকারের শাসিত দেশসকলের সীমার বাহিরে অপরাধ হইলে তাহার তদারক ঐ অপরাধ ঐ সীমার মধ্যে হওনের মতে করিতে পারিবার।	ঐ	৬	০
যেং দেশে চলিত আইন চলন নাহি তথাকার ফৌজদারী আদালতহইতে হওয়া হুকুমমতাচরণ জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের দ্বারা হইবার।	৯	৩	১
অপরাধের শাস্তি দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত সাহেবের পদসম্পর্কীয় মোহর ও দস্তখৎযুক্ত পরওয়ানা কয়েদীদিগকে কয়েদ রাখণ কি দেশান্তরপ্রেরণাদি শাস্তিদেওনের ক্ষমতার প্রমাণ হইবার।	ঐ	ঐ	২

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
পরওয়ানা আইনানুসারে হওয়ার কি তাহা জারীকারক সাহেবের ক্ষমতা থাকনের বিষয়ে কোন সন্দেহ জন্মিলে শ্রীযুতের হজুরে নিবেদন লিখিয়া পাঠাইবার ও তথাকার হুকুম না হওনপর্য্যন্ত কয়েদীদিগকে কয়েদ রাখিবার।	৯	৩	৩
কয়েদীদিগের প্রতি আচরণকরণ ও তাহারদিগকে সাবধানে রাখণের বিষয়ের হুকুম এই ধারানুসারে কয়েদরাখা লোকদিগের প্রতিও ঐ মত সম্পর্ক রাখিবার।	ঐ	ঐ	৪
মালগুজারী।			
এই আইন দত্ত ও জয়করা দেশসকলে ও জিলা কটক ও পরগনা পটাসপুর ও তৎসম্পর্কীয় মহালাতেতে প্রবল হইবার।	৭	১	০
দত্ত দেশের হাল বন্দোবস্ত আর পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত বহাল রাখা যাইবার।	ঐ	২	১
কটক জিলার হাল বন্দোবস্তও ঐ মত বহাল রাখা যাইবার।	ঐ	ঐ	২
বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরা বন্দোবস্ত বহাল রাখণের বিষয়ে যে ইশ্‌তিহার দেওয়াইয়াছেন তাহা মঞ্জুর ও প্রবল হইবার।	ঐ	ঐ	৩
ঐ ইশ্‌তিহারের লিখনমতে যে জমীদারেরা বন্দোবস্ত বহাল রাখিতে অসম্মতির কথা জানাইতে ত্রুটি করে তাহারা আগামি পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত হালের জমার দায়ী হইবার।	ঐ	ঐ	ঐ
জিলা গোরক্ষপুর ও আজিমগড় পূর্ব্বোক্ত ৩ প্রকরণের হুকুমের বহির্ভূত হইবার।	ঐ	ঐ	৪
নূতন বন্দোবস্ত না হওনপর্য্যন্ত ঐ২ জিলার জমীদারেরা সন২ ভূমি দখল করিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
পটাসপুর ও তৎসম্পর্কীয় মহালাতেতে হাল বন্দোবস্তের পাট্টা ঐ মত সন২ বহাল থাকিবার।.	ঐ	ঐ	৫
পাট্টাআদির মিয়াদ পূরা হইলে পর যে জমীদারদিগের দখলে ভূমি থাকে তাহারদিগের বিষয়ে সামান্য হুকুমের।	ঐ	ঐ	৬
বোর্ডের সম্মতিক্রমে কালেক্টরসাহেবের জমীদারদিগকে তাহারা আপন২ কৌলকরার বহাল রাখিতে চাহে কি না ইহার খবর দিতে হুকুম দিবার।	ঐ	ঐ	ঐ

যে

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
যে জমীদারদিগের ভূমি দখলকরণের বাধা না হয় তাহারা কোন২ প্রকারব্যতিরেকে বেশী মালগুজারীর দায়ী না হইবার। ..	৭	২	৬
ইজারা বিলিতে থাকা জমীদারীর বন্দোবস্ত করা যাওনের মতের।	ঐ	৩	০
খাসতহসীলে থাকা জমীদারীর বন্দোবস্তের মতের।	ঐ	ঐ	০
অসম্মত জমীদারদিগের জমীদারীর বন্দোবস্তের।	ঐ	ঐ	০
জমীদারেরা আপন জমীদারীর কর্তৃত্বহীন হইবার।	ঐ	ঐ	০
বিশেষ লোকদিগ্কে মালগুজারী আদায়ের কৌলকরার করিতে গ্রাহ্যকরণেতে তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের অন্যান্যের স্বত্বের বিবেচনা ও নিষ্পত্তিকরণের বাধা না হইবার।	ঐ	৪	০
কিন্তু তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরদের কোন হুকুম কি নিষ্প ত্তিতে কোম জমীদারের মুনাফার কমী অধিক হইলে সে আপন করা কৌলকরার আলিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	০
মালিকানা এবং নানকারের বিষয়ে চলিত আইনেতে যে২ হুকুম আছে তাহা রদ হইবার।	ঐ	৫	১
ইজারা বিলিতে কি খাসতহসীলেতে থাকা ভূমির অধিকারি দিগ্কে মালিকানা দেওয়া যাইবার।	ঐ	ঐ	২
এক ভূমির অধিকারী অনেক জন হইলে তাহারদিগের মালিকা নার অংশ যে প্রকারে করা যাইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ মালিকানা সরকারের জমার উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার কম ও সরকারের বিশেষ হুকুমব্যতিরেকে শতকরা ১০ দশ টাকার বেশী না হইবার।	ঐ	ঐ	ঐ
তাহাতে যাহা বাদ পড়িবেক তাহার।	ঐ	ঐ	ঐ
যে জমীদারেরা সরকারের তরফ ইজারদার কি কার্য্যকারকের ভাবে থাকিয়া আপন২ ভূমি দখল করিতে থাকে এই প্রকরণানু সারে তাহারদিগ্কে কিছু মালিকানা দিতে না হইবার।	ঐ	ঐ	ঐ
যে জমীদারেরা প্রজাদিগের স্থানে ঐ মত কিছু পায় বিশেষ হুকুম হওনব্যতিরেকে তাহারাও মালিকানা না পাইবার।	ঐ	ঐ	ঐ
যে মালগুজার যে মহালের অধিকারী না হইয়া কিম্বা কেবল তাহার এক অংশের অধিকারী হইয়া তাহার মালগুজারী আদা			

যের

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
য়ের কৌলকরার করিয়া থাকে তাহারদিগের বিষয়ে বিশেষ হুকুমের।	৭	৫	২
জমীদারেরা যে জমা আদায় করিবার কৌলকরার করিতে সম্মত হয় তাহা জানাইতে সরকারহইতে হুকুম পাইবার ও তাহারদিগের সম্মত জমার উপর তাহারদিগের মালিকানার হিসাব করা যাইবার।	ঐ	ঐ	৩
জমীদারেরা জমার বিষয়ে আপন সম্মতি না জানাইলে পূর্ব্ব সনের শুদ্ধ রাজস্বানুসারে মালিকানার হিসাব করা যাইবার।	ঐ	ঐ	ঐ
এই আইনের ২ ধারানুসারে কোন জমীদারীর হালের পাট্টা বহাল রাখা গেলে ঐ পাট্টার মিয়াদ পূরা না হইতে তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা ঐ জমীদারীর বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরিতে পারিবার।	ঐ	৬	১
বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরা যাইবার মতের।	ঐ	ঐ	২
হালের কৌলকরারের লিখিত ভূমির তলবী জমার কিছু কমীবেশী বন্দোবস্ত শুধরা যাওনেতে না হইবার।	ঐ	ঐ	৩
পূর্ব্ব বন্দোবস্তের কালে যে ভূমি তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের অগোচর রাখা গিয়াছিল তাহার উপর আলাহিদা জমা মোকরর্ করা যাইবার।	ঐ	ঐ	ঐ
তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা বন্দোবস্ত না হওয়া মহালের জমা মোকরর্করণেতে যে ক্ষমতাচরণ করেন্ বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের কালেতে বিশেষ ব্যক্তিদিগের পরস্পর স্বত্বের স্থির করণেতেও ঐ ক্ষমতাচরণ করিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
জয়করা দেশের কালেক্টরসাহেবেরা হালের পাট্টাআদির মিয়াদ গত না হইতে পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক বন্দোবস্ত শুধরিতে পারিবার। ...	ঐ	ঐ	৪
পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক বন্দোবস্ত শুধরা সারা হইলে দত্ত দেশে ও জিলা কটক ও পরগনা পটাসপুর ও তাহার সম্পর্কীয় মহালাতে ১২৩৪ সালের পরে অন্য মিয়াদের নিমিত্তে পাট্টা দিবার।	ঐ	৭	১
১২৩৪ সালের পর জমার নির্দ্ধার্য্য যে মতে করা যাইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	২
পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক বন্দোবস্ত শুধরণেতে যে২ পাট্টা দেওয়া যায় তাহা তাহার লিখিত ভূমিমাত্রের নিমিত্তে হইবার।	ঐ	ঐ	৩

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
জয়করা দেশেতেও হাল বন্দোবস্তের মিয়াদ থাকিতে তাহা পুরা হওনের পর অন্য মিয়াদের নিমিত্তে নূতন পাট্টা দেওয়া যাইবার।	৭	৭	৪
পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক বন্দোবস্ত শুধরণের পর যেং মহালের চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিতে হালের পাট্টার মিয়াদ পূরা না হওনপর্য্যন্ত বিলম্ব করিতে হইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	৫
তাহা হইলে যেং হুকুম খাটিবেক তাহার।	ঐ	ঐ	ঐ
গোরক্ষপুর ও আজিমগড় ও পটাসপুরআদির মধ্যগত মহাল পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক নূতন বন্দোবস্তকরণের যোগ্য হইলে তাহাতেও উপরের লিখিত হুকুম খাটিবার।	ঐ	ঐ	৬
সরকার যেং প্রকারে গরআবাদী ভূমির পাট্টা দিতে পারেন্ তাহার।	ঐ	৮	০
বন্দোবস্তকরণের কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর কি অন্য কর্ম্মকারক সাহেবেরা যেং বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন তাহার।	ঐ	৯	১
রুবকারীতে যাহাং লেখা যাইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ বেওরা আদালতে যেরূপ গ্রাহ্য হইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	ঐ
যেং আবওয়াব ও উপরাঙ্ক আইনবিরুদ্ধ বোধ করা যাইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	ঐ
বন্দোবস্তকারি কালেক্টর কি অন্য সাহেবেরা মফঃসলের জমীদার ও প্রজাদিগকে পাট্টা দিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	২
যেং রূপে উপরের উক্ত অনুসন্ধান করা পূর্ণ না হইতে পূর্ব্বরীতিমতে রাজস্বের কৌলকরার লেখাইয়া লওয়া যাইতে পারে তাহার।	ঐ	ঐ	৩
ঐ কৌলকরারের মিয়াদ ৫ পাঁচ বৎসরের অধিক না হইবার এবং ঐ মিয়াদের মধ্যে ঐ বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরিবার প্রতিবন্ধক না হইবার।	ঐ	ঐ	ঐ
এক ভূমিতে অনেক জন ভিন্ন প্রকার স্বত্ব রাখিলে তাহারদিগের মধ্যে যে জন কৌলকরার লিখিয়া দিতে গ্রাহ্য হইবেক সরকার তাহার নির্ণয় করিতে পারিবার।	ঐ	১০	১
অবশিষ্ট অধিকারিদিগের উপায়করণের।	ঐ	ঐ	ঐ

সরকারের রাজস্ববাদে যাহা বাকী থাকে তাহা এবং অন্য লভ্য

ইস্তমরারী

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের আইনের খোলাসা।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
ইস্তমরারী কি মিয়াদী বন্দোবস্তহওয়া কোন ভূমির ভিন্ন২ অধিকারিদিগের মধ্যে বিভাগহওনের প্রকার ও পরিমাণের নির্ণয় সরকার করিবার।	৭	১০	১
সরকার ও ভূম্যধিকারী কি ঐ ভূমির মৌরুসী দখীলকারের মধ্যবর্ত্তি মালগুজারেরদের পাট্টাআদি বহাল রাখা গেলে তাহারদিগের সহিত মফঃসল বন্দোবস্ত করিবার।	ঐ	ঐ	২
এক ভূমিতে অনেক জনের সাধারণ স্বত্বাধিকার থাকিলে ও ঐ ভূমিসম্পর্কীয় কার্য্য তাহারদিগের সাধারণ কর্ত্তব্য হইলে তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা ঐ সমুদয় জনের কি তাহারদিগের মধ্যে অধিক জনের কি তাহারদিগের তরফ লোকের সহিত এজমালী বন্দোবস্ত করিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	৩
কিম্বা সদর মালগুজারের ন্যায় কার্য্যকরণের নিমিত্তে ঐ জনেরদিগের মধ্যে এক কি ততোধিক জনকে পসন্দ করিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
এজমালী বন্দোবস্ত করিতে হইলে তৎসম্পর্কীয় লোকেদিগকে তলব করা যাওনের মতের।	ঐ	ঐ	৪
তলবহওয়া জনেরদের মধ্যে যে কি যাহারা হাজির হইতে কসুর করে তাহারা হাজিরহওয়া জনেরদের করা নিশ্চয়েতে বদ্ধ হইবার ও তাহারদিগের স্বীকার করা মালগুজারীর দায়ী হইবার।	ঐ	ঐ	৫
বিশেষরূপে অন্য প্রকার হুকুম হওনব্যতিরেকে।	ঐ	ঐ	ঐ
কোন ভূমির অংশিদিগের মধ্যে কোন কি কোন২ জন নির্দ্ধারিত জমা স্বীকার না করিলে ও যে অংশিরা তাহা স্বীকার করে তাহারদিগের কৌলকরার অস্বীকারকারিরদের ভূমির সহিত সম্পর্ক রাখিলে স্বীকারকারিরা অস্বীকারকারিদিগের ভূমির ইজারদার স্বরূপ বোধ করা যাইবার।	ঐ	ঐ	৬
ইজারা বিলিতে কি খাস তহসীলেতে থাকা কোন ভূমির অধিকারিরা সেই ভূমি আপনারদিগের নিজ যোতে রাখিলে তাহার খাজানা যে হারে দিতে হইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	৭
সাধারণ অধিকার ও কার্য্যসংক্রান্ত কোন মহালের বন্দোবস্ত তাহার অংশিদিগের মধ্যে ঐ মহালের কর্ত্তা কি সদর মালগুজার স্বরূপ পসন্দকরা এক কি ততোধিক অংশির সহিত করা গেলে অন্য অংশিরা যেরূপে ভূমি দখল করিবেক তাহার।	ঐ	ঐ	৮

উপরের

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
উপরের প্রকরণানুসারে কালেক্টরসাহেব কোন দাওয়াদারের সে যে মুনাফা পাইতেছে ও যে ভূমি দখল করিয়া আসিতেছে তাহার অধিকের দাওয়া গ্রাহ্য করিতে না পারিবার।	৭	১৪	২
তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি আদালতে জাবেতামতে হওয়া নালিশের নিষ্পত্তিপূর্ব্বক অন্যায় বোধ না হইলে আদালতের সাহেবেরা তাহা বহাল রাখিবার।	ঐ	ঐ	৩
কালেক্টরসাহেবের করা জমার হারহারি কি ভূমির বিভাগের বিষয়ে তাঁহার নিষ্পত্তির মূল আইনবিরুদ্ধ হওনব্যতিরেকে আদালতের সাহেবেরা তাহাতে হাত দিতে না পারিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
যাহা হইলে কালেক্টরসাহেবেরা অন্যায়পূর্ব্বক ভূম্যাদিহইতে বেদখলহওনের নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার।	ঐ	ঐ	৪
তাঁহার করা নিষ্পত্তির উপর আদালতে আপীল হইতে পারিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
যে প্রকারেতে উপরের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক তাহার।	ঐ	ঐ	৫
ঐ হুকুম যে প্রকারেতে সম্পর্ক রাখিবেক না তাহার।	ঐ	ঐ	ঐ
বাজেয়াপ্তহওয়া লাখেরাজ ভূমির বন্দোবস্তকরণের সময়ে কালেক্টরসাহেব তৎসম্পর্কীয় স্বত্বের বিষয়ের দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবার।	ঐ	১৫	০
এবং অন্যহইতে যাহার অধিকার ন্যায্য বোধ হয় তাহাকে দখল দেওয়াইতে পারিবার।	ঐ	ঐ	০
ঐ দেওয়া দখলের উপর আদালতে জাবেতামতে আপীল হইতে পারিবার।	ঐ	ঐ	০
ভূম্যধিকারিদিগের কি তাহারদিগের অনুমতিক্রমে দত্ত সনদাদির দ্বারা ভোগদখলকরা ভূমিতে উপরের লিখিত হুকুম সম্পর্ক না রাখিবার।	ঐ	ঐ	০
শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে বন্দোবস্ত কি তাহা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর সাহেবদিগকে ভূমির স্বত্ব ও দখলের বিষয়ের দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবার।	ঐ	১৬	০
যে প্রকারেতে বন্দোবস্ত কি পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক তাহা শুধরণের ভার			

 প্রাপ্ত

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
প্রাপ্ত কালেক্টরসাহেবেরা মাতবর সনদাদির দ্বারা দখলকরা লাখেরাজ কি মোকররী জমায় দখলকরা ভূমির মধ্যগত ভূমিতে স্বত্বাধিকার রাখনের দাওয়ার নিষ্পত্তি এবং ঐ লাখেরাজদার কি মোকররীদারের নিমিত্তে ঐ অধিকারিদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারেন্ তাহার।	৭	১৭	০
স্বত্বাধিকারের বিষয়েতে আদালতে আপীল হইতে পারিবার।	ঐ	ঐ	০
যে নিষ্পত্তি যাঁহার কর্ত্তব্য তাহার নিশ্চয় কালেক্টরসাহেব করিবার।	ঐ	১৮	০
কালেক্টরসাহেবেরা সাক্ষিরদিগকে ও হিসাবের কাগজ তলব করিতে পারিবার।	ঐ	১৯	১
দিব্য করাইয়া কি হলফনামা লইয়া সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দী লইতে পারিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
যাহাতে যাহার লাভালাভের বিষয় থাকে তাহাতে দিব্য করাইয়া তাহার জোবানবন্দী না লওয়া যাইবার।	ঐ	ঐ	ঐ
ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের হুকুম এই আইনানুসারে কালেক্টরসাহেবদিগের তলবচিঠী জারীহওনের বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবার।	ঐ	ঐ	২
এবং আইনানুসারে বিচার্য্য মোকদ্দমাতে তলবহওয়া কিম্বা জিজ্ঞাসাযোগ্য পাটওয়ারীইত্যাদি লোকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
এবং অন্য যাহারদিগের তলব করা যায় তাহারদিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
এই আইনের ১১। ১২। ১৪। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯ ধারার বিশেষ করিয়া লেখা ক্ষমতা সামান্যতঃ বন্দোবস্তকরণ কি পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক তাহা শুধরণের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টরসাহেবদিগকে অর্পণ হইবার কিন্তু বিশেষ কারণ হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে ঐ অর্পিত ক্ষমতার সীমা কমাইতে পারিবার।	ঐ	২০	১
বন্দোবস্তকরণ কি পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরণের ভারপ্রাপ্ত না হইলেও কালেক্টরসাহেবদিগকে ঐ ক্ষমতা বিশেষরূপে অর্পণ করিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
কালেক্টরসাহেবেরা মালগুজারীসম্পর্কীয় মোকদ্দমাসকলের ও			

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
কালেক্টরসাহেবের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী কি আসামী আপন২ সম্মত উকীল কি মোখ্তার নিযুক্ত করিতে পারিবার।	৭	২৫	০
যে২ সওয়ালজওয়াবের আবশ্যক তাহার।	ঐ	২৬	০
যাহা লেখা যাইবেক তাহা ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার।	ঐ	২৭	০
কালেক্টরসাহেব আপন জিলার যে স্থানে থাকেন্ তথাতেই মোকদ্দমা শুনিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবার। ..	ঐ	২৮	০
যেমতেতে কালেক্টরসাহেবের করা নিষ্পত্তির উপর বোর্ডে আপীল হইবেক তাহার।	ঐ	২৯	১
ঐ আপীল হইলে বোর্ডের সাহেবেরা যে মত করিবেন তাহার।	ঐ	ঐ	ঐ
যাহা হইলে বোর্ডের সাহেবেরা মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারকরণের হুকুম দিতে পারেন্ তাহার ও তাহাতে তাচ্ছল্য ও গৌণকরার নিবারণার্থে যাহা করিবেন তাহার।	ঐ	ঐ	ঐ
বোর্ডে আপীল হইলে যে সওয়াল ও জওয়াবের আবশ্যক হইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	২
আসামীদিগকে এত্তেলানামা দেওয়া যাইবার কিন্তু তাহারদিগকে হাজির হইবার হুকুম না হইবার।	ঐ	ঐ	৪
সরাসরী বিচারের নিষ্পত্তির বিষয়ে বোর্ডের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবার।	ঐ	২	৫
কিন্তু বোর্ডের এবং কালেক্টরের নিষ্পত্তির উপর আদালতে জাবেতামতে নালিশ হইতে পারিবার।	ঐ	ঐ	৬
কালেক্টরসাহেবের বিচার্য্য দাওয়ার বিষয়ে যাহারা তাঁহার সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তি না চাহে তাহারা জাবেতামতে ঐ দাওয়া প্রথমেতেই আদালতে দরপেশ করিতে পারিবার।	ঐ	৩০	০
কালেক্টরসাহেবের নিষ্পত্তির উপর আদালতে আপীল হইলে মোকদ্দমার সমস্ত কাগজ তলব হইবার ও তাহা মিসিলের মধ্যে রাখা যাইবার।	ঐ	৩১	১
ঐ প্রকার আপীলের কোন মোকদ্দমা কোন রেজিষ্টরসাহেব ও সদর আমীন ও মুনসেফের নিকটে বিচার্য্য কিম্বা সমর্পণীয় না হইবার।	ঐ	ঐ	২

কালেক্টরসাহেবের

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
কালেক্টরসাহেবেরা সময়েং বোর্ডেতে মোকদ্দমার বেওরা পাঠাইবার।	৭	৩২	০
কালেক্টরসাহেবেরা কোনং মোকদ্দমা সালিসদিগকে অর্পণ করিতে পারিবার।	ঐ	৩৩	১
ঐ সমর্পিত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যে মত প্রবল হইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	ঐ
সালিসেরদের দ্বারা নিষ্পত্তিহওনযোগ্য মোকদ্দমার বিষয়সকল কালেক্টরসাহেবের রুবকারীতে বিশেষিয়া লেখাইতে হইবার।	ঐ	ঐ	২
কানুনগো ও তহসীলদারেরা সালিসীতে নিযুক্ত হইতে পারিবার।	ঐ	ঐ	৩
দখলের বিষয়ে বিবাদ হইলে কালেক্টরসাহেব আপন বিবেচনানুসারে যাহাং করিতে পারেন্ তাহার এবং উভয়পক্ষের কোন পক্ষেরে দখল দেওয়াইতে পারিবার।	ঐ	৩৪	১
কালেক্টরসাহেব বিবাদের ভূম্যাদি ক্রোক্ করিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
যাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেব কালেক্টরসাহেবের নিকটে মোকদ্দমা সমর্পণ করিবেন তাহার।	ঐ	ঐ	২
কালেক্টরসাহেব মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সালিসের দ্বারা করাইবার প্রবৃত্তি দিবার।	ঐ	ঐ	৩
এই আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের লিখিত বোর্ড কমিস্যনর ইত্যাদি শব্দের অর্থের।	ঐ	৩৫	০
কালেক্টরসাহেবের সম্পর্কীয় হুকুমসকল সরকারের হুকুমের দ্বারা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যং সাহেবের সহিত সম্পর্ক রাখিবার।	ঐ	ঐ	০
মূলের লিখিত কোনং আইনের কএক ধারা রদ হইবার।	৩	২	১
মূলের লিখিত কোনং আইন রদ হইবার।	ঐ	ঐ	২
জিলা ভাগলপুর ও পূরণিয়া সুবে বেহার ও বারাণসের বোর্ড কমিস্যনরহইতে খারিজ হইয়া পূর্ব্বদেশীয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেব নামে খ্যাত সাহেবদিগের ক্ষমতাতলে আসিবার।	ঐ	৩	১
জিলা বুন্দেলখণ্ডের উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশ দুই জিলা ও জিলা আলাহাবাদ ও কানপুর দত্ত ও জয়করা দেশসকলের বোর্ড কমিস্যনরহইতে খারিজ হইয়া সুবে বেহার ও বারাণসদেশের বোর্ড কমি			

স্যনরের

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের আইনের খোলাসা।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
স্যনরের সাহেবলোক যাঁহারা মধ্যদেশীয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেব নামে খ্যাত হইবেন তাঁহারদিগের ক্ষমতা তলে আসিবার।	৩	৩	২
দত্ত ও জয়করা দেশসকলের বাকী জিলাসকল তথাকার বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোক যাঁহারা পশ্চিমদেশীয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেব নামে খ্যাত হইবেন পূর্ব্বমত তাঁহারদিগের তাবে থাকিবার।	ঐ	ঐ	৩
বোর্ডসকলের সাহেবলোককে মোকরর্ করিতে শ্রীযুতের বিশেস ক্ষমতার।	ঐ	৪	১
ঐ২ তিন বোর্ডের সাহেবলোক মূলের লিখিত কালভিন্ন প্রত্যহ বৈঠক করিবার।	ঐ	ঐ	২
ঐ২ তিন বোর্ডের সাহেবলোকের কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণের কোন প্রকরণের চলিত কোন আইনে কোন উপায় লেখা না থাকিলে ঐ সাহেবেরা যে হুকুম মতাচরণ করিবেন তাহার।	ঐ	ঐ	৩
বোর্ডের স্থান নিরূপণকরণে শ্রীযুতের বিশেষ ক্ষমতার।	ঐ	ঐ	ঐ
কোন বোর্ডের সমস্ত সাহেবকে অর্পণহওয়া ক্ষমতা সেই বোর্ডের সাহেবদিগের কোন সাহেবকে দিতে শ্রীযুতের হুজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা থাকিবার।	ঐ	৫	১
শ্রীযুতের হুজুর কৌন্সেলেতে ঐ২ তিন বোর্ডের সাহেবলোকের প্রত্যেক সাহেবকে পৃথক্২ বৈঠক করিয়া কিছু২ ক্ষমতার কার্য্য করিতে হুকুম দিতে ক্ষমতা থাকিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ একক সাহেব শ্রীযুতের হজুরহইতে বিশেষ ক্ষমতা পাওনব্যতিরেকে কোন কালেক্টরসাহেবের করা হুকুম কি ফয়সলা রদ কি বদল করিতে না পারিবার এবং ঐ বোর্ডের অন্য সাহেবের করা হুকুম কি ফয়সলা রদ কি বদল করিতে ঐ একক সাহেবকে বারণ হওনের।	ঐ	ঐ	ঐ
মিয়াদী কি ইস্তমরারী জমা ধার্য্যের বন্দোবস্ত শ্রীযুতের মঞ্জুরী বিনা সাব্যস্ত না হইবার।	ঐ	ঐ	ঐ
কোন বিষয়ে বোর্ডের দুই সাহেবের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে যেমতাচরণ হইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	২
কোন বোর্ডের এক জন সাহেব সেই বোর্ডের সম্যক্ কি কতক ক্ষমতা পাইয়া থাকিলে ঐ বোর্ডের তাবে কোন আমলার তগীর বহালীর কি শাস্তির হুকুম সেই বোর্ডের সকল সাহেবের মত দিতে			

পারিবার

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
পারিবার ও এমতে যদি তাঁহার মত কালেক্টর কি সরকারী অন্য কার্য্যকারক সাহেবের মতের সহিত ঐক্য না হয় তবে যাহা করিতে হইবেক তাহার।	৩	৫	৩
এক জন সাহেবের মত কালেক্টর কি সরকারের অন্য কার্য্য কারক সাহেবের মতের সহিত ঐক্য না হইলে ঐ সাহেবের যাহা করিতে হইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	ঐ
বোর্ডের তাবে কোন আমলার তগীরবহালীর কি শাস্তির হুকুম সেই বোর্ডের দুই জন সাহেবেতে দিবার।	ঐ	ঐ	৪
কোন বোর্ডের তাবে কোন আমলাকে সসপেণ্ডকরণের বিষয়ে সেই বোর্ডের সমস্ত সাহেবের মত ক্ষমতা ঐ বোর্ডের এক জন সাহেব তিনি পৃথক্ বৈঠক করিবার ক্ষমতা পাওনমতে রাখিবার ও তাহাতে দেওয়া হুকুমের কৈফিয়ৎ সেই বোর্ডের অন্য সাহেবের নিকটে পা ঠাইবার ও মূলের লিখিত কএক প্রকারব্যতিরেকে অধিক সাহেবের মত প্রবল হইবার।	ঐ	ঐ	৫
বোর্ডের সাহেবলোক কোন বিষযে তাঁহারদিগের হজুরহইতে হওয়া হুকুম কি ফয়সলাতে তৎসমপর্কীয় কোন ব্যক্তি অসম্মত হইয়া তাহা হওনাবধি তিন মাসের মধ্যে ঐ সাহেবদিগের নিকটে দরখাস্ত দিলে কি তাহা দিতে বিলম্বহওনের মাতবর হেতু জানাইলে ঐ হুকুম কি ফয়সলা রদ কি বদল কি তাহার সানী তজবীজ করিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	৬
কোন বোর্ডের এক জন সাহেব সেই বোর্ডের সকল সাহেবের মত ক্ষমতা পাইলে তাঁহার করা হুকুম কি ফয়সলা সেই বোর্ডের দুই কি ততোধিক সাহেবের মতের ঐক্য বিনা রদ কি বদল কিম্বা মৌকুফ না হইবার।	ঐ	ঐ	ঐ
যদি কোন বিষয়ের হুকুম কি নিষ্পত্তিকরণেতে কোন বোর্ডের সাহেবদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হয় ও ঐ দুই পক্ষে সাহেবলোক একবাক্যে সংখ্যায় সমান থাকেন্ তবে যে মতাচরণ হইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	৭
চলিত আইনের কিছু২ রদ হইবার।	১১	২	১
অন্য২ হুকুম রদ হইবার।	ঐ	ঐ	২
উপরের লিখিত হুকুমের দ্বারা যেং আইন কিম্বা ধারা রদ হইল কি স্থগিত গেল তাহা পূর্ব্বমত রদকরা কি স্থগিত থাকিবার।	ঐ	ঐ	৩

মালগুজারীর

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের আইনের খোলাসা।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে যেং ভূমি নীলাম হইতে পারিবেক তাহার।	১১	৩	১
জমীদারী কোর্টওয়ার্ডসের তাবে থাকনের সময়ে নীলামের যোগ্য না হইবার।	ঐ	ঐ	২
অবিভক্ত জমীদারী এবং ক্রোক্‌করা জমীদারী কেবল বৎসরের শেষ হইলে নীলাম করা যাইবার।	ঐ	ঐ	৩
ভূমি নীলামের বিষয়ে সরকার কি বোর্ডহইতে অন্য নিষেধ বিধির হুকুম হইবার ও তাহার ব্যতিক্রমে নীলাম হইলে তিন বৎসরের মধ্যে সরকার তাহা অসিদ্ধ করিতে পারিবার।	ঐ	৩	৪
মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের দ্বারা ভূমি নীলাম হইবার এবং বিশেষ কারণ না থাকিলে তাহা রদ না হইবার।	ঐ	৪	০
নীলাম প্রবল হইবার নিমিত্তে যেং নিয়মের আবশ্যক তাহার।	ঐ	৫	০
কালেক্‌টরসাহেব ভূমি নীলামের ইচ্ছা করিলে বোর্ডের অনুমতি লওনার্থে তথায় যাহা লিখিয়া পাঠাইবেন তাহার।	ঐ	৬	১
বিক্রেয় ভূমির বেওরা লিখিয়া পাঠাইবার।	ঐ	ঐ	ঐ
ইশ্‌তিহারের নকল পাঠাইবার।	ঐ	ঐ	ঐ
বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্‌টরসাহেবের লিখন পাইয়া যাহা করিবেন তাহার।	ঐ	ঐ	ঐ
বোর্ডের সাহেবেরা নীলামকরণে বিলম্ব করিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
নীলামের বিলম্বের ইশ্‌তিহার দিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
বোর্ডের সাহেবেরা পুনঃ২ নীলামের বিলম্ব করিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
বিক্রেয় ভূমি কি তাহার জমা কি নীলামের তারিখ ফেরফার যদি হয় তবে নূতন ইশ্‌তিহার দেওয়া আবশ্যক হইবার।	ঐ	ঐ	২
নীলামের অনুমতি দেওয়া গিয়া থাকিলে কালেক্‌টরসাহেব ও বোর্ডের সাহেবদিগের পরস্পর লিখিত পত্রেতে দাঁড়ার অন্যমত হওয়াতে কি আবশ্যক কথা না লিখাতে নীলাম রদ না হইবার।	ঐ	ঐ	৩
কালেক্‌টরসাহেব যে প্রকারে বোর্ডে সমাচার দেওনব্যতিরেকে নীলামের ইশ্‌তিহারনামা দিতে পারেন্ তাহার।	ঐ	৭	১

তাহা

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
তাহা ফিরিয়া পাইবার কারণ আদালতে নালিশ করিতে পারিবার।	১১	১০	৩
বিশেষ কথা।	ঐ	ঐ	ঐ
কালেক্টরসাহেব যে প্রকার হইলে শেষ ডাকনিয়ার সহিত নীলাম সাব্যস্ত করিতে অসম্মত হইবেন তাহার।	ঐ	ঐ	ঐ
ভূমির ক্রোক্থাকনের কি তাহাতে দখল না থাকনের সময়ে বাকী পড়িলে তাহাতে যাহা হইবেক তাহার।	ঐ	১১	০
ইশ্তিহারনামার অনুসারে নীলাম করা যাইবার।	ঐ	১২	০
বোর্ডের কাছারীতে নীলাম করিতে হইলে যাহার দ্বারা ও যে স্থানে হইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	ঐ
যদি জিলাতে হয় তবে যাহার দ্বারা হইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	ঐ
প্রত্যেক জনের ডাক গ্রাহ্য হইবার কিন্তু নীলাম সমাপ্তহওনের পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেব যে২ বিষয়ে আপন হৃদ্বোধ করিবেন অর্থাৎ প্রথম ডাকনিয়ার বায়না দিবার সঙ্গতি থাকনের। দ্বিতীয় ডাকনিয়া ক্রয় করিতে নিষিদ্ধ না হওনের। তৃতীয় ডাকনিয়া যথার্থ ক্রেতা বটে ইহা নিশ্চয়করণের।	ঐ	১৩	০
ক্রেতার যে বায়না দিতে হইবেক তাহার।	ঐ	১৪	১
চাহিবামাত্র বায়নার টাকা না দিলে লাট পুনর্ব্বার নীলাম করা যাইবার।	ঐ	ঐ	২
যে লোক বায়নার টাকা দিতে কসুর করে তাহার যে শাস্তি হইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	৩
কালেক্টরসাহেব যে প্রকার হইলে শেষ ডাকনিয়ার সহিত নীলাম সাব্যস্ত করিতে অসম্মত হইবেন তাহার।	ঐ	১৫	১
তাহা হইলে নীলাম অসাব্যস্তহওনের কারণ রুবকারীতে লেখাইতে হইবার।	ঐ	ঐ	ঐ
বাকীদারের নামে কি অন্য বিনামে ডাকনপ্রযুক্ত নীলাম অসাব্যস্ত হইলে যে দণ্ড হইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	ঐ
কালেক্টরসাহেব যাহার ডাক নামঞ্জুর করেন্ সে বোর্ডে আপীল করিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	২

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের আইনের খোলাসা।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
বাকীদার শব্দে যাহারা সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহারা কিম্বা তাহারদিগের স্থলাভিষিক্ত জনেরা বুঝা যাইবার।	১১	১৬	০
নীলামে করা ক্রয় সিদ্ধহওনের দাওয়া করিলে যদি করগ্রাহক সাহেবেরা তাহা অসিদ্ধহওনের হুকুম দেন্ তবে তাহাতে নীলাম অসিদ্ধ না হইবার।	ঐ	১৭	০
আমলার মধ্যে কেহ ভূমি খরীদ করিলে কালেক্টরসাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার।	ঐ	১৮	০
শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর ঐ ভূমি জব্দ করিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	০
খরীদার আদালতে আপন টাকার নালিশ করিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	০
বিনামীতে খরীদকরা জানা গেলে স্বত্বার্পণের পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেব যাহা করিবেন তাহার।	ঐ	১৯	০
খরীদারকে ভূমির স্বত্বার্পণ করা গেলে আদালতের হুকুমব্যতিরেকে সে তাহাহইতে বেদখল না হইবার।	ঐ	২০	১
স্বত্বার্পণের পরে বিনামী খরীদার বোধ হইলে আদালতে নালিশ করিতে হইবার।	ঐ	ঐ	২
ভূমির তহসীলের সম্পর্কীয় কোন আমলা তাহা খরীদ করিলে যে কর্ত্তব্য তাহার।	ঐ	ঐ	৩
খরীদের টাকা দশ দিনের মধ্যে না দেওয়া গেলে কালেক্টরসাহেব যাহা করিবেন তাহার।	ঐ	২১	১
প্রথম খরীদারের জোখমেতে পুনর্ব্বার নীলাম করা যাইবার।	ঐ	ঐ	ঐ
কিম্বা ভূমি সাবেক অধিকারিকে ফিরিয়া দিবার।	ঐ	ঐ	২
খরীদের টাকা যে রূপে দেওয়া যাইবেক তাহার।	ঐ	২২	০
খরীদার যে কালাবধি সরকারে মালগুজারীর দায়ী হইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	০
কালেক্টরসাহেবের হুকুম বিনা নীলামের তারিখের পর প্রজারা কোন জনকে মালগুজারীর টাকা না দিবার।	ঐ	ঐ	০
প্রজাদিগের নিকটে বাকীদারের বাকী থাকা টাকা খরীদারকে না দেওয়া গেলে দস্তুরমত আদালতে নালিশ করিলে পাওয়া যাইতে পারিবার।	ঐ	২৩	০

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের আইনের খোলাসা।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
কালেক্টরসাহেব নীলামের সম্বাদ বোর্ডে পাঠাইবার ও তথাকার মঞ্জুরী না পাইলে খরীদারকে স্বত্বার্পণ না করিবার।	১১	২৪	১
যাহারা নীলামেতে অসম্মত হয় তাহারা বোর্ডে আরজী দিতে পারিবার ও বোর্ডের সাহেবেরা মঞ্জুরীর হুকুম দিবার পূর্ব্বে তাহার দিগকে দাওয়া প্রমাণ করিতে মিয়াদ দিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	২
বোর্ডের সাহেবেরা নীলাম রদ করিতে পারিবার এবং ঐ বিষয়েতে তাঁহারদিগের দেওয়া হুকুম চূড়ান্ত হইবার।	ঐ	ঐ	৩
বোর্ডে নীলাম মঞ্জুর হইলেও আদালতে সেই নীলামের অন্যায়ের বিষয়ে নালিশ করা যাইবার।	ঐ	২৫	০
বোর্ডে দেওয়া আরজীতে লেখাব্যতিরিক্ত অন্য কথা আদালতে গ্রাহ্য না হইবার।	ঐ	ঐ	০
আবশ্যক কোন নিয়মমত কার্য্য না হওনের প্রমাণহওনব্যতিরেকে দাওয়া ডিস্‌মিস্‌ হইবার।	ঐ	২৬	০
কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রমইত্যাদি হইলে আদালতের সাহেবেরা ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার হুকুম দিতে পারিবার ও তাঁহারা খরীদারের ক্লেশের কথা শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলে জানাইতে পারিবার।	ঐ	ঐ	০
খরীদারকে প্রতিদানের টাকা দিলে পর সাবেক জমীদার ভূমি ফিরিয়া পাইবেক এ হুকুম শ্রীযুতের হজুরহইতে হইবার।	ঐ	ঐ	০
ঐ মত নিবেদিত বিষয়ের আপীল হইবার বিশেষ কথা।	ঐ	ঐ	০
কেহ খরীদের টাকা কিছু পাইলে নীলামের বিরোধে নালিশ না করিতে পারিবার।	ঐ	২৭	১
ঐ ভূমিসম্পর্কীয় লোকেরা নীলামের মূল্যের মধ্যে সরকারী বাকীর অতিরিক্ত টাকা দিয়া কোম্পানির কাগজ কিনিবার অর্থে দরখাস্ত করিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
নীলাম অসিদ্ধ হইলে নীলামের সময়ে যত বাকী ছিল তাহা সুদ সুদ্ধা আদায়করণ ঐ ভূমি ফিরিয়া পাইবার কারণ হইবার।	ঐ	ঐ	২
সরকার বাকীদারের স্থানে যে হারে সুদ লইয়া থাকেন্ বাকী আদায়ের নিমিত্তে রাখা টাকার সুদ সেই হারে দিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
ভূমির স্বত্বার্পণের নিয়ম ও তাহার বেওরা কোন২ কাছারীতে প্রচার করিবার।	ঐ	২৮	১

স্বত্বার্পণার্থে

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
স্বত্বার্পণার্থে আর কোন কার্য্যের আবশ্যক যদি হয় তবে আদালতের জজসাহেবের নিকটে এত্তেলা করিতে হইবার এবং আদালতের হুকুমে বিক্রীত ভূমির স্বত্বার্পণার্থে যেমন২ করা যায় সেই মতে স্বত্বার্পণ করিবার।	১১	২৮	১
পৃথক্ স্বত্ব কি সীমার বিবাদেতে কি অন্য কোন উপযুক্ত কারণেতে স্বত্বার্পণকরণেতে বাধা জন্মিলে যাহা করা যাইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	২
শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ বিবাদের সরাসরী নিষ্পত্তির নিমিত্তে সরকারের চাকর কোন কার্য্যকারক সাহেবকে কমিস্যনর নিযুক্ত করিতে পারিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
অন্য প্রকার বিশেষ হুকুম না হইলে কমিস্যনরসাহেব আদালত স্বরূপ হইবার এবং আদালতের সমুদয় ক্ষমতাপন্ন হইবার।	ঐ	ঐ	ঐ
নীলামহওয়া ভূমির পরিমাণের বিষয়ে খরীদার ও সাবেক জমীদারেতে বিবাদ হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার।	ঐ	ঐ	৩
খরীদার ও তৃতীয় ব্যক্তি নীলামহওয়া ভূমির পরিমাণের বিষয়ে বিবাদ করিলে তাহার নিষ্পত্তি যে মতে করা যাইবেক তাহার। ..	ঐ	ঐ	৪
এক মহালের বাকী আদায়ের নিমিত্তে অন্য ভূমি নীলাম হইলে এবং কোন জমীদারীর উপর নির্দ্ধার্য্যহওয়া জমা আদায়করণার্থে সেই জমীদারী নীলাম হইলে নীলামের দ্বারা যে স্বত্ব জন্মে তাহার পরিমাণের।	ঐ	২৯	০
বিশেষ বাক্য।	ঐ	ঐ	০
ইশ্‌তিহারকরা ভূমিতে স্বত্বরাখণের কথা যে লোকেরা কহে তাহারা যে২ রূপে তাহা পাইতে পারে তাহার।	ঐ	ঐ	০
ভূমি মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে নীলামে বিক্রয় হইলে সনদ ও পাট্টাআদির দ্বারা জনিতাধিকারের যেরূপ হইবেক তাহার।	ঐ	৩০	০
বাকীদারের দেওয়া পাট্টাআদির দ্বারা জনিতাধিকারের যাহা হইবেক তাহার।	ঐ	ঐ	০
শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর পাট্টাআদির দ্বারা যে অধিকার জন্মে তাহা বহাল রাখিতে পারিবার।	ঐ	৩১	০
পাট্টাদার প্রজাদিগের পাট্টার দ্বারা হওয়া অধিকার বহাল রাখা যাইবার।	ঐ	৩২	০

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
খরীদার মফঃসলের প্রজাদিগের সহিত যে রূপে জমার ধার্য্য কার্য্য করিবেক তাহার।	১১	৩৩	০
নীলামকরা ভূমি কোন মহালের মধ্যের কতক হইলে তাহার জমানিরূপণের প্রকার ও অন্যং বেওরা জানাইবার।	ঐ	৩৪	০
কিন্তু ঐ জ্ঞাপনপত্রইত্যাদি খরীদারের পক্ষে বাকীদারের অধিকার সাব্যস্তের বিষযে প্রামাণ্য না হইবার।	ঐ	ঐ	০
নিরূপিত জমা নীলামের পরে অতিশয় বোধ হইলে তাহাতেও প্রামাণ্য না হইবার।	ঐ	ঐ	০
বাটওয়ারার নিয়মানুসারে দশ বৎসরের মধ্যে নূতন করিয়া জমা নিরূপণ করিতে শ্রীযুতের হজুরহইতে হুকুম হইতে পারিবার। ..	ঐ	ঐ	০
কোন মহালের কতক ভূমিতে নিরূপণকরা জমা কম জানা গেলেও খরীদার নূতন জমানিরূপণহওনে সম্মত না হইলে দশ বৎসরের মধ্যে সেই নীলাম রদ হইতে পারিবার।	ঐ	ঐ	০
নূতন জমানিরূপণ হওযাতে যে পক্ষের লাভ হইয়া থাকে তাহার পক্ষান্তরকে ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে শ্রীযুতের হজুরহইতে হুকুম হইবার।	ঐ	ঐ	০
শ্রীযুতের হুকুমব্যতিরেকে জমায় কিছু কমী না দেওযা যাইবার।	ঐ	৩৫	০
মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবব্যতিরেকে অন্য কেহ জমার বিষয়ের কোন অনুসন্ধান ও বিবেচনা করিতে না পারিবার।	ঐ	ঐ	০
সরকারেতে ভূমি খরীদ করা গেল খাস তহসীলে থাকা মহালের সম্পর্কীয় হুকুমমতে সেই ভূমির কার্য্য হইবার।	ঐ	৩৬	০
কালেক্‌টরসাহেরেরা অবজ্ঞাদোষেতে দণ্ড করিতে পারিবার। .	ঐ	৩৭	১
বোর্ড কি সরকারহইতে অন্যমত হুকুমহওনব্যতিরেকে উপরের লিখিত দণ্ডের বিষয়ে ঐ কার্য্যকারকেরা যে হুকুম দেন্ তাহাই চূড়ান্ত হইবার।	ঐ	ঐ	২
জিলার জজসাহেবেরা আদালতহইতে হইয়া থাকনের মতে ঐ দণ্ডের হুকুমমতাচরণ করিবার।	ঐ	ঐ	ঐ
মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা আদালতের হুকুম			

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌনসেল
হইতে ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের যে২ তারিখে
যে২ বিষয়ের যে২ আইন জারী
হয় তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের আইনের ফিরিস্তি।

---

১ প্রথম আইন। ২০ ফেব্রুআরি।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের কোনং স্থানের লিখিত কথা খণ্ড নিবার।

২ দ্বিতীয় আইন। ২০ মার্চ।

দাঙ্গা ও হঙ্গামাহওনের নিবারণ বিলক্ষণরূপে হইবার।

৩ তৃতীয় আইন। ৫ আপ্রিল।

অনুমতিপত্রব্যতিরেকে ছাপাখানা করিতে এবং বিষয়বিশেষে কখনং ছাপার কেতাব ও কাগজ বিলি করিয়া দিতে নিষেধকরণের।

৪ চতুর্থ আইন। ২৯ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ আইনের ১৪ ধারার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে জানাইবার এবং দায়েরসায়েরী আদালতের যে জজসাহেবেরা কারাগার শূন্যকরণার্থে দওরার বৈঠক করেন তাঁহারা পূর্ব্বে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদক্রমে যে জন কি জনেরদিগকে তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি আপনি করিবার নিমিত্তে কয়েদ রাখিয়া থাকেন তাহারদিগের ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ঐ জজসাহেবদিগকে নিষেধকরণের এবং ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১৪ আইনের ২ ধারার ৩ ও ৪ প্রকরণের লিখিত কথা খণ্ডনের এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৪ ও ৫ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ২ ও ৪ ধারা রদ করিবার।

৫ পঞ্চম আইন। ১৯ জুন।

দিল্লীর তাবে দেশসকলেতে মাসুল তহসীলের কার্য্যকারক সাহেবেরা যে রওয়ানা দেন ঐ রওয়ানা ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশেতে চলিত হইবার এবং বৃটনসম্বন্ধীয় দেশসকলেতে বানান কাপড়ের থানের উপর পঞ্চোত্তরার যে মাসুল শতকরা ৭॥০ সাড়ে সাত টাকা করিয়া লওয়া যাইত তাহা শতকরা ২॥০ আড়াই টাকা করিবার এবং মাসুল তহসীলের বিষয়ে যেং নিয়ম সম্পর্ক রাখে তাহাও অন্যং রূপে মতান্তরকরণের।

৬ ষষ্ঠ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের আইনের ফিরিস্তি।

৬ ষষ্ঠ আইন। ১০ জুলাই।

নীলের কৃষিকার্য্যকরণের ও তাহা কুঠীতে দাখিলকরণের বিষয়ে যে লেখাপড়া হয় তাহার মত কার্য্য করাইবার কারণ সরাসরী মোকদ্দমা করিবার অনুমতিকরণের এবং ঐ বিষয়ে কোন২ মূল দাঁড়া প্রকাশ করিবার।

৭ সপ্তম আইন। ৩০ অক্তোবর।

কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অবধারিত চাকর সাহেবলোকের তাঁহারদিগের পদের ক্ষমতার অধীন কিম্বা তৎপদের দৃষ্টে প্রত্যাশাপন্ন ও ভয়যুক্ত লোকদিগের স্থানে কর্জ্জলওনের নিবারণের।

Vol. VII. 120. সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সাল ১ প্রথম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের কোন২ স্থানের লিখিত কথা শুধরিবার কারণ এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের তারিখ ২০ ফেব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৯ সালের ১০ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩০ সালের ২৫ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩০ সালের ১১ ফাল্গুণ মওয়ফেকে সম্বৎ ১৮৭৯ সালের ১০ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৮ সালের ৭ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত হুকুমের অর্থ লোকদিগের এই বোধ হইয়াছে যে ঐ আইনের হুকুমানুসারে কর্ম্মকারি কমিস্যনরসাহেবেরদের আইনের অন্যমতে কিম্বা অনুচিতরূপে নীলামেতে বিক্রয়হওয়া ভূমি ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচার ঐ নীলাম সরকারের কোন কার্য্যকারক সাহেবের অনুগ্রহ কি নিগ্রহ হওনের আশা ও ভয় প্রদর্শনক্রমে হইয়া থাকন ব্যতিরেকে করণের বাধা ঐ আইনের দ্বারা হয় এবং যেহেতুক ঐ কমিস্যনরসাহেবদিগকে অর্পণকরা ক্ষমতার কিছু বাধা হয় ইহা ঐ আইনের মর্ম্মানুযায়ী নহে এবং আবশ্যকও নাহি কেননা তাহা করিলে যে২ নীলাম আইনের অন্যমতে হওয়া সম্পূর্ণ প্রমাণ হয় তাহার অনেক২ মোকদ্দমাতে ঐ কমিস্যনরসাহেবদিগের ঐ নীলাম রদকরণের প্রতিবন্ধক হয় এবং সামান্য দেওয়ানী আদালতে নূতন মোকদ্দমা করাতে যে আবশ্যক খরচপত্র এবং বিলম্ব হয় ঐ নীলামেতে যাহারদিগের ক্ষতি হইয়া থাকে তাহারদিগের ঐ খরচপত্র ও বিলম্বের ক্লেশহইতে রক্ষা হয় না এবং যেহেতুক শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইহা উচিত বোধ হইল যে ঐ কমিস্যনরসাহেবদিগের ক্ষমতা যে সীমাপর্য্যন্ত চলে সেই সীমার মধ্যগত যে ভূমি ঐ আইনের ৩ ধারার ১প্রকরণের লিখিত সময়ের মধ্যে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে করা নীলামপ্রযুক্ত হস্তচ্যুত হইয়াছে তাহা ফিরিয়া পাইবার কারণ যে২ মোকদ্দমা ও দাওয়া উপস্থিত হয় তাহাতে ঐ আইনের লিখিত হুকুম খাটে অতএব নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ২ দাঁড়া জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের কোনং কথা রদ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত যেং কথা ঐ আইনানুসারে কর্ম্মকারি কমিস্যনরসাহেবদিগের নীলাম হওনপ্রযুক্ত বেদখলহওয়া ভূমিতে পুনর্ব্বার দখল পাইবার দাওয়ায় উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতার এমত বাধা জন্মায় কি জন্মাইবেক বোধ হয় যে তাঁহারদিগের ঐ ক্ষমতা কেবল সরকারের কার্য্যকারক কোন সাহেবের অনুগ্রহ কি নিগ্রহের আশা ও ভয় প্রদর্শনক্রমে হওয়া নীলামের মোকদ্দমাতেই খাটে অন্য মোকদ্দমাতে খাটে না সেইং কথা এই প্রকরণের দ্বারা রদ হইল ইতি।

কমিস্যনরসাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনানুসারে কার্য্য করণেতে ঐ আইনের ৩ ধারার ২ ও ৪ ও ৫ ও ৬ প্রকরণের বিশেষ করিয়া লেখা মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ২ ও ৪ ও ৫ ও ৬ প্রকরণের বিশেষ করিয়া লিখিত বিষয়ে এবং অন্য যেং বিষয়ে এমত বোধ হয় যে কোন ফরিয়াদী ঐ ধারার ১ প্রকরণের বেওরা করিয়া লেখা সময়ের মধ্যে আইনের অন্যমতে করা নীলামেতে আপন স্বত্বাধিকারহইতে বেদখল হইয়াছে সেইং বিষয়ের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি ঐ আইনানুসারে কর্ম্মকারি কমিসন্যরসাহেবেরা সরকারের কোন কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা ঐ ফরিয়াদীর ক্ষতিজনক অনুগ্রহ কি নিগ্রহের আশা ও ভয়প্রদর্শন হইয়া থাকনের প্রমাণ না হইলেও করিতে পারিবেন ইতি।

যেং মোকদ্দমাতে ফরিয়াদীর অনুগ্রহ নিগ্রহের আশা ও ভয়প্রদর্শনের প্রমাণকরণের আবশ্যক নাহি তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ইহাও জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত ধারার ৩ প্রকরণের বিশেষ করিয়া লিখিত মোকদ্দমাতে যদি ইহা প্রমাণ কি দৃঢ় বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমার দাওয়ার বিষয় বলক্রমে কি ঠগাইয়া কিম্বা উপদ্রব করিয়া কি কপটক্রমে খরীদ করা কি লওয়া গিয়াছে তবে ফরিয়াদীর ঐ অনুগ্রহ কি নিগ্রহের আশা ও ভয়প্রদর্শনের কথা দরপেশ ও প্রমাণ করণের আবশ্যক নাহি ইতি।

কমিস্যনরসাহেবদিগের ডিস্‌মিস্‌করা কোনং মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করিতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ আইনের লিখনানুসারে কোনং ফরিয়াদীর উপস্থিতকরা যেং দাওয়া অনুচিত আশা ও ভয়প্রদর্শনের প্রমাণ না হওনপ্রযুক্ত মফঃসলের স্পেসিয়ল কমিস্যনরসাহেবদিগের বিচারযোগ্য না হওনহেতুক ঐ সাহেবেরা ডিস্‌মিস্‌ করিয়া থাকেন্ সেইং দাওয়া এই আইন জারীহওনের পরে উপস্থিত হইলে যেমত ঐ কমিস্যনরসাহেবেরা করিতে পারিবেন সেই মত ঐং দাওয়া পুনর্ব্বার শ্রবণ ও তাহার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ইতি।

সদর স্পেসিয়ল কমিস্যনরসাহেবেরা এই আইনানুসারে কার্য্য করিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— ঐ সদর স্পেসিয়ল কমিস্যনরসাহেবদিগের নিকটে যেং মোকদ্দমা আপীলরূপে উপস্থিত এক্ষণে হইয়াছে কি ইহার পরে হইবেক তাহা এবং অনুচিত আশা ও ভয়প্রদর্শন হওনের প্রমাণ না হওনহেতুক যে কোন মোকদ্দমা ডিস্‌মিস করণের হুকুম তাঁহারদিগের নিকটহইতে হইয়া থাকে তাহা এই আইন জারীহওনের

পরে

পরে উপস্থিত হইলে যেমত করিতেন সেইমত ঐ সদর কমিস্যনরসাহেবেরা তাহা পু নর্ব্বার শ্রবণ ও তাহার নিষ্পত্তিকরণেতে এই আইনানুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

 সমাপ্তঃ।

A True Translation.

W CAREY

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

দাঙ্গা ও হঙ্গামাহওনের নিবারণ বিলক্ষণরূপে হইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের তারিখ ২০ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৯ সালের ৮ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৩০ সালের ২৩ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩০ সালের ৯ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮০ সালের ৮ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩৮ সালের ৬ রজবে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক ভূমির বিরোধেতে কিম্বা অন্য২ হেতুপ্রযুক্ত যে২ দাঙ্গা ও হঙ্গামা হয় তাহা অদ্যাবধি না কমিয়া বরং ইদানী অনেক হইতেছে ও ঐ অপরাধের অপবাদিদিগের তাহা করা প্রমাণহওনের পরে তাহারদিগের প্রতি কার্য্যক্রমে দায়েরসায়ের সাহেবলোকের হজুরহইতে সমুচিত হইতে অত্যল্প শাস্তির হুকুম হইলে যে দোষ জন্মিতে পারে তাহার নিবারণার্থে ইহা উপযুক্ত বোধ হইল যে এ প্রকার অপরাধের শাস্তি এমত অল্প করিয়া নিরূপণ করা যায় যে উত্তরকালে ঐ সাহেবলোক ঐ অপরাধের অপরাধিদিগকে শাস্তিদেওনেতে তাহাহইতে অল্প শাস্তির হুকুম না দেন একারণ নীচের লিখিতব্য দাঁড়া সকল শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার হুকুমতের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

যদি এই আইন জারীহওনের তারিখের পরে কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা যে দাঙ্গা ও হঙ্গামাতে খুন হইয়া থাকে তাহা করণজন্য তজবীজের নিমিত্তে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ হইয়া ঐ আদালতের মৌলবীর দেওয়া ফতওয়ার অনুসারে তাহার কি তাহারদিগের ঐ অপরাধকরা প্রমাণ হয় ও দওরার সাহেবের মত সেই ফতওয়ার সহিত ঐক্য হয় তবে সেই দায়েরসায়ের সাহেব সেই অপরাধী কি অপরাধিদিগের শাস্তির হুকুম দেওনেতে শারীরিক শাস্তি ও শ্রম করণের সহিত কিম্বা তাহাবিনা ঐ হুকুম দেওনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের কম মিয়াদে কয়েদের হুকুম দিতে পারিবেন না ইতি।

যাহারদিগের উপর হঙ্গামাকরণের অপরাধ দায়ের সায়েরী আদালতের তজবীজে সাবুদ হয় তাহারদিগের পাঁচবৎসরের কম কয়েদের হুকুম উপযুক্ত না হইবার কথা।

৩ ধারা।

যদি দওরার সাহেবের বিবেচনায় উপরের লিখিত অপরাধ কাহারু উপর প্রমাণ হইলে

ঐ শাস্তি কোন অপরা

 তাহার

ধির পক্ষে অপরাধহই তে ভারী বোধ হইলে তা হার মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতের সাহেবলো কের হুজুরে পাঠান যাই বার কথা।

তাহার অপরাধের দৃষ্টে উপরের নিরূপিত শাস্তি তাহার পক্ষে উপযুক্তহইতে ভারী বোধ হইয়া তাহার অল্পতাকরণের মত হয় তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার আসামীর শাস্তির হুকুম না দিয়া মোকদ্দমার রোয়দাদ নাতক অর্থাৎ চূড়ান্ত হুকুম হই বার নিমিত্তে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ রোয়দা দের সঙ্গে যে চিঠী পাঠান যায় তাহাতে ঐ শাস্তির অল্পতা করিতে চাহনের হেতু কথা সকল বিলক্ষণ বেওরা করিয়া লিখিতে হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

যাহারদিগের প্রতি হঙ্গা মাকরণের অপরাধ প্রু মাণ হয় তাহারদিগকে শাস্তি দিবার অর্থে অন্য যেং হুকুম চলিতেছে উপ রের উক্ত কোন হুকুম তা হার নিবর্ত্ত পরিবর্ত্তের কারণ না হইবার কথা।

দওবার সাহেব এ প্রকার মোকদ্দমাসকলের আসামীদিগের পক্ষে কোড়ার মারি ও মেহনৎকরণের সহিত সাত বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদের শাস্তির হুকুম দিতে পারিবার ও কোন মোকদ্দমার অপরাধির পক্ষে ঐ শাস্তি তাহার অপরাধহইতে অল্প বোধ হইলে ঐ অপরাধির শাস্তির আধিক্য হইবার মনস্থে তাহার মোকদ্দমার রোয়দাদ নেজামত আদালতের সাহেবলোকের হুজুরে পাঠাইতে পারিবার বিষয়ে যেং হুকুম চলিত আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কিছু নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তহওনের অর্থে কোন কথা এ আইনে নাহি ইতি।

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

অনুমতিপত্রব্যতিরেকে ছাপাখানা করিতে এবং বিষযবিশেষ কখনং ছাপার কেতাব ও কাগজ বিলি করিযা দিতে নিষেধকরণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওযাব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের তারিখ ৫ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৯ সালের ২৪ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৩০ সালের ১০ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩০ সালের ২৫ চৈত্র মওযাকে সম্বৎ ১৮৮০ সালের ৯ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩৮ সালের ২২ রজবে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে দেশসকলেতে সরকারের হুকুম ও অনুমতি লওন এবং অনুচিত কর্ম্ম না হইতে পাইবার নিমিত্তে উপযুক্ত নিয়মকরণব্যতিরেকে ছাপাখানা করিতে এবং ছাপাযন্ত্র ও হরফ কিম্বা ছাপার নিমিত্তে অন্য কোন দ্রব্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করা উপযুক্ত বোধ হইতেছে এবং যেহেতুক বিশেষ কোনং খবরের কাগজ কি কেতাব কিম্বা অন্য কোন কাগজ কলিকাতা শহরে কিম্বা অন্য কোন স্থানে ছাপা করা গেলে তাহা ঐ পূর্ব্বোক্ত দেশসকলেতে বিলি করিতে নিষেধ করা উপযুক্ত বোধ হইতে পারিবে অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম সকল নির্দ্দিষ্ট করা গেল এবং এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ২ হুকুম কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

সরকারের অনুমতিপত্রব্যতিরেকে কেতাব কাগজ ছাপা করিতে ও ছাপাযন্ত্র ব্যবহার করিতে নিষেধহওনের কথা।

ঐ হুকুমের অতিক্রম করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

পূর্ব্বে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুম ও অনুমতিপত্র পাওনব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি কোন কেতাব কিম্বা কাগজ ছাপা করিবেক না এবং কোন ছাপাযন্ত্র কিম্বা হরফ কি ছাপার নিমিত্তে অন্য কোন দ্রব্য রাখিবেক না এবং ব্যবহার করিবেক না এবং ঐ অনুমতিপত্র পাওনব্যতিরেকে যে কোন জন কোন কেতাব কি কাগজ ছাপা করে কিম্বা কোন ছাপাযন্ত্র কি হরফ কি ছাপার নিমিত্তে অন্য কোন দ্রব্য রাখে কি ব্যবহার করে সেই ব্যক্তি যে মাজিস্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিস্ট্রেট্সাহেবের অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে এ অপরাধ করে সেই মাজিস্ট্রেট্ কিম্বা জাইণ্টমাজিস্ট্রেট্সাহেবের নিকটে ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে এক হাজার টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে মেহনৎকরণব্যতিরেকে কয়েদ থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

অনুমতিব্যতিরেকে রাখা ছাপাযন্ত্রাদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ক্রোক করিবার এবং সরকারের হুকুমানুসারে তাহা জব্দ ইত্যাদি হইবার কথা।

যাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা খানা তালাশীর নিমিত্তে পরওয়ানা দিতে পারেন তাহার কথা।

মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে সরকারের হুকুম ও অনুমতিপত্রব্যতিরেকে তাঁহারদিগের অধিকারের মধ্যে যেং ছাপা যন্ত্র ও হরফ ও ছাপার নিমিত্তে অন্য কোন দ্রব্য এবং যেং ছাপার কেতাব ও কাগজ ছাপাখানাসম্বন্ধীয় কোন বাটীতে কি ঘরে পাওয়া যায় তাহা সমস্ত ক্রোক্ করিয়া রাখিয়া ঐ বিষয়ের সম্বাদ তৎক্ষণে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন যে ঐ শ্রীযুতের হুকুমমতে তাহা জব্দ কি আর কোন প্রকার করা যায় ও যদি কোন মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেব প্রত্যয়যোগ্য প্রমাণ কি দৃঢ় বোধ হও নপ্রযুক্ত ইহা নিশ্চয় বুঝেন যে কোন বাটী কি ঘরে কি অন্য কোন স্থানে অনুমতিপত্র বিনা ঐ প্রকার কোন ছাপাযন্ত্র কি হরফ কি ছাপার নিমিত্তে অন্য কোন দ্রব্য রাখা গিয়াছে কি তাহা ব্যবহার করা যাইতেছে তবে বসতবাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তালাশী করিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৬ ধারার ৫ ও ৬ ও ৭ প্রকরণে যেং প্রকার ও হুকুম লেখা গিয়াছে সেই মতে ঐং দ্রব্য তালাশ করিবার নিমিত্তে পোলীসের থানার দারোগাকে আপন পরওয়ানা দিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

যাহারা ছাপাযন্ত্র রাখিতে ও ব্যবহার করিতে চাহে তাহারা অনুমতি পত্রের নিমিত্তে যেরূপ দরখাস্ত করিবেক তাহার কথা।

দরখাস্তেতে যাহাং বেওরা করিয়া লিখিতে হইবেক তাহার কথা।

এবং তাহার সত্যতার নিমিত্তে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা যদি ছাপাযন্ত্র কি হরফ কিম্বা ছাপার নিমিত্তে অন্য কোন দ্রব্য রাখিতে কি ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে তবে সেই ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা যে মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবের অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে তাহা রাখিতে কি ব্যবহার করিতে চাহে সেই সাহেবের নিকটে এক দরখাস্ত লিখিয়া দিয়া ঐ ছাপাখানাকরণের এত্তেলা করিবেক এবং যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ছাপাকরণের কর্ত্তা কি তাহা বিলি করিবার কর্ত্তা হয় কি হইবেক বাঞ্ছা করে তাহার কি তাহারদিগের প্রকৃত ও সত্য নাম ও ব্যবসায় ও জাতি ও ধর্ম্ম ও বয়স ও বাসস্থান ও ঐ ছাপাখানা যে স্থানে করা যাইবেক তাহার নাম ঐ দরখাস্তে বেওরা করিয়া লিখিতে হইবেক এবং ঐ দরখাস্তের লিখিত সমস্ত কথা সত্য বটে এই বিষয়েতে তাহার লিখিত ছাপাকরণকর্ত্তাদিগকে কি তাহা বিলিকরণের কর্ত্তাদিগকে কি ছাপাখানার মালিকেরদিগকে কি ঐ মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেব তাহারদিগের মধ্যে যাহাকেং পসন্দ করেন্ তাহাকেং দিব্য করাণ কি তাহারদিগের স্থানে সুকৃতিপত্র লওয়া যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

ঐ দরখাস্ত শ্রীযুতের হুজুরে পাঠাইবার ও তিনি

তাহার পর মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেব ঐ দরখাস্তের নকল ও ঐ দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ভাষাতে না দেওয়া গেলে তাহার ইঙ্গরেজী তরজমা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্

জেনরল

জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দিবেন। ও ঐ শ্রীযুত অন্য যে খবরের প্রয়োজন হয় তাহা আনাইয়া আপন বিবেচনামতে ঐ বিষয়ের হুকুম ও অনুমতিপত্র দিবেন অথবা না দিবেন ইতি।

তাহার অনুমতিপত্র দিবার কি না দিবার কথা।

৬ ধারা।

ঐ অনুমতিপত্র যদি দেওয়া যায় তবে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব ঐ অনুমতিপত্র তাহার দরখাস্তকরণিয়াকে দিবেন এবং যে অনুমতিপত্রের নিমিত্তে যে২ নিয়ম সরকারহইতে নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা জোবানী এবং লিখনদ্বারা তাহা লওনিয়াকে জানাইয়া দিবেন ইতি।

ঐ অনুমতিপত্রের সহবর্ত্তি নিয়ম জোবানী ও লিখনদ্বারা জানাইবার কথা।

৭ ধারা।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যখন ঐ অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওয়া উপযুক্ত বোধ হয় তখনি লওয়া যাইতে পারিবেক ও তাহা ফিরিয়া লওনের সম্বাদ এক হুকুমনামার দ্বারা মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবকে জানাইতে হইবেক এবং ঐ ছাপাখানা করিবার নিমিত্তে যে বাটী কি ঘর কি স্থান দরখাস্তের মধ্যে লেখা গিয়া থাকে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটসাহেবের জ্ঞাতসারে এবং লিখিত অনুমতিপত্রক্রমে পরে ঐ ছাপাখানা অন্য যে কোন বাটী কি ঘর কি স্থানে লইয়া যাওয়া গিয়া থাকে সেই বাটী কি ঘর কি স্থানে ঐ অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওয়ার হুকুমনামা পঁহুছাইয়া দিতে হইবেক ইতি।

সরকারে অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওয়া যাইবার ক্ষমতা থাকিবার কথা। ও তাহা ফিরিয়া লইবার সম্বাদ যেরূপে পঁহুছান যাইবেক তাহার কথা।

৮ ধারা।

ঐ প্রকার হুকুমনামা উপযুক্তরূপে পঁহুছাইয়া দেওয়া যাওনের পরে যে কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ঐ ছাপাযন্ত্র কি হরফ কিম্বা ছাপার নিমিত্তে অন্য কোন দ্রব্য ব্যবহার করে কি করায় কি অন্য জনকে ব্যবহার করিতে দেয় সেই ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা এই আইনের ২ ধারার লিখিত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক এবং এই আইনের ৩ ধারার লিখিত হুকুমমতে ঐ২ ছাপাযন্ত্র ও হরফ ও ছাপার নিমিত্তে অন্য২ দ্রব্য এবং ঐ ছাপাখানাতে পাওয়া ছাপার সকল কেতাব ও কাগজ ধরা ও ক্রোক্ ও সরকারে জব্দইত্যাদি করা যাইবেক ইতি।

অনুমতিপত্র ফিরিয়া লইবার হুকুমনামা পঁহুছাইয়া দিলে পর যাহারা ছাপাযন্ত্রাদি ব্যবহার করে তাহারদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

৯ ধারা।

সরকারের অনুমতিপত্রক্রমে যে কোন ছাপাখানা করা যায় তাহাতে ছাপাকরা সকল

অনুমতিপত্রক্রমে করা ছা

কেতাব

পাখানাতে ছাপাকরা কেতাব ও কাগজের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠেতে যাহা২ ছাপা করিতে হইবেক তাহার কথা।

অনুমতিপত্রক্রমে করা ছাপাখানাতে ছাপাকরা প্রত্যেক কেতাব কি কাগজের এক২ কেতাব কি কাগজ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবার ও ঐ সাহেবের তাহা সরকারেতে পাঠাইতে হইবার কথা।

কেতাব ও কাগজের প্রথম এবং শেষ পৃষ্ঠেতে ঐ কেতাব ও কাগজ যে ভাষা ও অক্ষরেতে ছাপা করা যায় ঐ ভাষা ও অক্ষরেতে সহজে পড়া যাওনের মত করিয়া ঐ ছাপাকরণের কর্ত্তার নাম এবং যে শহর কি গ্রাম কি স্থানে ঐ কেতাব কি কাগজ ছাপা করা যায় সেই শহর কি গ্রাম কি স্থানেরো নাম ছাপা করা যাইবেক এবং ঐ প্রকার অনুমতিপত্রক্রমে করা ছাপাখানাতে প্রত্যেক যে২ কেতাব ও কাগজ ছাপান যায় তাহার এক২ কেতাব ও কাগজ তৎক্ষণে সেই স্থানের মাজিষ্ট্রেট্‌ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং অন্য২ গ্রাহকেরা ঐ কেতাব ও কাগজের যে মূল্য দেয় সেই মূল্য ঐ সাহেবেরা দিবেন ও ঐ সকল কেতাব ও কাগজ যদি ইঙ্গলণ্ডীয় কি ইউরোপীয় আর কোন ভাষাতে ছাপা যায় তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট্‌ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব তাহা সরকারের চীফ সেক্রেটারিসাহেবের দফ্তরখানাতে পাঠাইয়া দিবেন ও যদি আসিয়ার মধ্যগত কোন দেশীয় ভাষাতে ছাপা যায় তবে সরকারের পারসী শিরশতার সেক্রেটারিসাহেবের দফ্তরখানাতে পাঠাইয়া দিতে হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

ছাপার কোন খবরের কাগজ কি কেতাব বিলি করিতে সরকারহইতে নিষেধ হইলে তাহার সমাচার যেরূপে প্রচার করা যাইবেক তাহার কথা।

যদি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কোন সময়ে কলিকাত শহরেতে কি অন্যত্র ছাপাকরা কোন খবরের কাগজ কিম্বা কেতাব কি অন্য কোন কাগজ ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে দেশে বিলি করিয়া দিতে নিষেধ করা উপযুক্ত বুঝেন তবে তৎক্ষণে ঐ নিষেধের খবর গবরনরমেণ্ট গেজেটে ইঙ্গরেজী ও পারসী ও বাঙ্গলা ভাষাতে ছাপা করণদ্বারা প্রচার করা যাইবেক। ও ঐ নিষেধের খবর সরকারের কোন সেক্রেটারিসাহেবের দস্তখতী পত্রের দ্বারা সরকারের রাজকর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং সৈন্যসম্বন্ধীয় সকল কার্য্যকারক সাহেবেরদিগ্‌কে জ্ঞাত করা যাইবেক এবং তাঁহারদিগের পদক্রমে তাঁহারদিগের শাসন ও ক্ষমতা যেপর্য্যন্ত চলে সেই সকল স্থানে ঐ নিষেধের কথা প্রচার করিতে তাঁহারদিগ্‌কে হুকুম দেওয়া যাইবেক ইতি।

১১ ধারা।

ঐ নিষিদ্ধ কাগজ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিলিকরণের অপরাধ জিলা কি শহরের আদালতের হুকুমের তাবে কোন জন করিলে তাহার যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

ঐ নিষেধের পরে জিলা কি শহরের আদালতের হুকুমের তাবে কোন লোক যদি আপন জ্ঞাতসারে ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে কোন দেশে ঐ প্রকার নিষিদ্ধ কোন খবরের কাগজ কি ছাপাকরা কেতাব কিম্বা অন্য কাগজ বিলি করে কি করায় কিম্বা বিক্রয় করে কি করায় কিম্বা ছাপাখানাহইতে অন্য কোন জনকে দিয়া বাঁটে কি বাঁটায় তবে ঐ লোক যে মাজিষ্ট্রেট্‌ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে তাহা করিয়া থাকে সেই মাজিষ্ট্রেট্‌ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে প্রথম ঐ অপরাধের নিমিত্তে ১০০ একশত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেক ও যদি ঐ জরীমানার টাকা

 না

না দেয় তবে তাহার পরিবর্ত্তে দুই মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে মেহনৎকরণব্যতিরেকে কয়েদ থাকিবেক এবং দ্বিতীয়বার ও তাহার পর যতবার এমত অপরাধ করে তাহার নিমিত্তে ২০০ দুইং শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দেওনের ও ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে চারিং মাসের কম না হয় এমত মিয়াদে মেহনৎকরণব্যতিরেকে কয়েদথাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

ঐং আদালতের অনধীন কোন জন ঐ অপরাধ করিলে তাহার দণ্ড যেরূপে হইবেক তাহার কথা।

উপরের ধারার লিখিত অপরাধের অপরাধি কোন জন যদি তৎস্থানের মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুকুমের তাবে না হয় তবে ১০ ধারানুসারে যে নিষেধের কথা প্রচার করা যায় তদনুরূপ আচরণকরণের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যাহা উচিত ও আবশ্যক বুঝেন তাহা করিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের করা নিষ্পত্তির রিপোর্ট শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইতে হইবার কথা।

এই আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা যেং জরীমানার হুকুম দেন্ তাহার ও তৎসম্পর্কীয় মোকদ্দমাসকলের রুবকারীর নকল ও তাহার সংক্ষেপ তরজমা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে জ্ঞাপনার্থে ও হুকুম লওনের নিমিত্তে অবিলম্বে পাঠাইতে হইবেক এবং ঐ [illegible] তাহার মধ্যে কোন জরীমানা মাফ করা কি কমান উচিত বুঝিলে তাহা করিতে পারিবেন ইতি।

 সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ আইনের ১৪ ধারার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে জানাইবার কারণ এবং দায়েরসায়েরী আদালতের যে জজসাহেবেরা কারাগার শূন্যকরণার্থে দওরার বৈঠক করেন্ তাঁহারা পূর্ব্বে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটের কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদক্রমে যে জন কি জনেরদিগ্‌কে তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি আপনি করিবার নিমিত্তে কয়েদ রাখিয়া থাকেন্ তাহারদিগের ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ঐ জজসাহেবদিগ্‌কে নিষেধকরণের নিমিত্তে এবং ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১৪ আইনের ২ ধারার ৩ ও ৪ প্রকরণের লিখিত কথা শুধরণের এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৪ ও ৫ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ২ ও ৪ ধারা রদ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের তারিখ ২৯ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩০ সালের ১৪ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩০ সালের ৫ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩০ সালের ১৮ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮০ সালের ৪ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৮ সালের ১৭ রমজানে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ আইনের ১৪ ধারার লিখিত যে কথা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ২১ ধারার লিখনদ্বারা বারাণসদেশেও চলিয়াছে সেই কথাপ্রযুক্ত এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ৮ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৭ আইনের ২৪ ধারার লিখিত কথাপ্রযুক্ত সন্দেহ জন্মিয়াছে যে দায়েরসায়েরী আদালতের মুন্সীরা পীড়িতহওন কিম্বা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত গরহাজির হইলে দায়েরসায়েরী আদালতের যে জজসাহেব কারাগার শূন্যকরণার্থে দওরার বৈঠক করেন্ তিনি যে স্থানেতে ঐ বৈঠক করেন্ সেই স্থানের মুন্সীব্যতিরেকে অন্য কোন জনের দ্বারা মুন্সীর কর্ম্ম করাইয়া লইতে পারেন্ কি না এবং যেহেতুক দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের নিকটে সর্ব্বতোভাবে বিনাপক্ষপাতে মোকদ্দমাসকলের বিচার হইবার নিমিত্তে ইহা আবশ্যক যে ঐ সাহেব পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটের কিম্বা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদপ্রযুক্ত যে জন কি জনেরদিগ্‌কে তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার আপনি করিবার নিমিত্তে কয়েদ রাখিয়া থাকেন্ ঐ সাহেবকে তাহারদিগের ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে নিষেধ করা যায় এবং যেহেতুক আলীপুরের জেলখানাতে কয়েদথাকা কোনং কয়েদীর বিষয়ে ইঙ্গরেজী হেতুবাদ।

১৮১১

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

১৮১১ সালের ১৪ আইনের ২ ধারার ৩ ও ৪ প্রকরণে যে নিয়ম লেখা গিয়াছে তাহা শুধরা এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৪ ও ৫ ধারা এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ২ ও ৪ ধারা রদ করা আবশ্যক বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দিষ্ট করা গেল এবং এই আইন জারীহওনের তারিখ অবধি ঐ২ হুকুম ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ আইনের ১৪ ধারার ও ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৭ আইনের ২৪ ধারার অর্থের কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ আইনের ১৪ ধারা যাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের লিখনক্রমে বারাণসদেশেতে চলিয়াছে তাহার এবং ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার এবং ১৮০৩ সালের ৭ আইনের ২৬ ধারার অভিপ্রায় এই আইনেতে ইহার পরে যে দুই ধারা লেখা যাইতেছে তাহার সহিত ঐক্য রাখে ইতি।

৩ ধারা।

জ্ঞাপনার্থে নিয়মের কথা।

এই ধারাক্রমে স্পষ্ট জানান যাইতেছে যে দায়েরসায়েরী আদালতে যে প্রত্যেক মোকদ্দমাতে ঐ দায়েরসায়েরী আদালতের মুফ্তীর গরহাজিরহওনপ্রযুক্ত জিলা কিম্বা শহরের আদালতের মুফ্তীর হুকুমানুসারে হাজির হইয়া ফতওয়া দিয়া থাকে সেই২ মোকদ্দমাতে চলিত আইনের মধ্যে অসম্মত কোন কথা লেখা থাকিলেও ঐ দায়েরসায়েরী আদালতের মুফ্তী হাজির থাকিয়া ফতওয়া দিলে তাহার নিষ্পত্তি যেমত প্রবল ও আইনানুসারে হইত সেই মত প্রবল ও আইনানুসারে হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

ঘটনীয় অবস্থায় যে নিয়ম তাহার কথা।

দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেব যে সময়ে কোন জিলা কি শহরেতে দওরার বৈঠক করেন ঐ সময়ে যদি ঐ দায়েরসায়েরী আদালতের মুফ্তী পীড়া কিম্বা আর কোন কারণপ্রযুক্ত হাজির হইতে না পারেন তবে যে জিলা কি শহরেতে ঐ কারাগার শূন্যকরণার্থে বৈঠক হয় সেই জিলা কি শহরের আদালতের মুফ্তী কিম্বা ঐ মুফ্তী যদি হাজির না হইতে পারে তবে আর কোন নিকটবর্ত্তি জিলা কি শহরের আদালতের অর্থাৎ যে অতিনিকটবর্ত্তি স্থানহইতে মুফ্তী পাওয়া যাইতে পারে সেই স্থানের মুফ্তীকে মোকদ্দমার বিচারের সময়ে হাজির হইয়া ফতওয়া দিবার হুকুম দেওয়া যাইবেক এবং দায়েরসায়েরী আদালতের মুফ্তীর দেওয়া ফতওয়ার মত ঐ ফতওয়া প্রবল ও সফল হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

৫ ধারা।

দায়েরসায়েরী আদালতের যে জজসাহেব কারাগার শূন্যকরণার্থে দওরার বৈঠক করেন্ সেই জজসাহেব প্রত্যেক মোকদ্দমার রুবকারীতে ঐ হাজিরহওয়া মুফ্তীর নাম লেখাইবেন এবং যদি ঐ মুফ্তী দায়েরসায়েরী আদালতের মুফ্তীভিন্ন অন্য কোন মুফ্তী হয় তবে সেই মুফ্তী যে জিলা কি শহরের আদালতের হয় সেই জিলা কি শহরের নাম বিশেষ করিয়া লেখাইবেন এবং যে জিলা কি শহরেতে ঐ বৈঠক করা যায় সে জিলা কি শহরের আদালতের মুফ্তীব্যতিরেকে আর কোন জিলা কি শহরের আদালতের মুফ্তীকে যদি আনা যায় তবে ঐ জিলার কি শহরের আদালতের মুফ্তীর এবং আপন আদালতের মুফ্তীর হাজির না থাকনের কারণও তাহাতে লেখাইবেন ইতি।

দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেব প্রত্যেক মোকদ্দমার রুবকারীতে মুফ্তীর নাম ও তাহার পদের স্থানের নাম লেখাইবার কথা।

৬ ধারা।

এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কোন দায়েরসায়েরী আদালতের কোন জজসাহেব পূর্ণরূপে কি প্রতিনিধিস্বরূপেই বা নিযুক্ত হইয়া থাকুন সেই সাহেব পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কি মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট অথবা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদক্রমে যে জন কি জনেরদিগকে তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার আপনি করিবার নিমিত্তে কয়েদ রাখিয়া থাকেন্ তাহারদিগের ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি কোন প্রকারে করিতে পারিবেন না এবং ঐ মত সংঘটন হইলে দায়েরসায়েরী আদালতের অন্য জজসাহেবের কিম্বা ঐ কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত অন্য সাহেবের নিকটে উপস্থিত না হওন পর্য্যন্ত সে মোকদ্দমার বিচারকরণে বিলম্ব করা যাইবেক এবং ঐ বিষয়ের রিপোর্ট নিজামৎ আদালতে পাঠাইতে হইবেক এবং ঐ আদালতের সাহেবেরা ইহা স্থির করিবেন যে তৎক্ষণে ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করণের কারণ কোন বিশেষ উপায় করা যাইবেক কি কারাগার শূন্য করণার্থে তাহার পরে দওরার যে বৈঠক হইবেক তাহার নিমিত্তে রাখা যাইবেক ইতি।

দায়েরসায়েরী আদালতের কোন জজসাহেব আপনার পূর্ব্বপদক্রমে কয়েদকরা কোন কয়েদীর মোকদ্দমার বিচার করিতে না পারিবার কথা।

৭ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১৪ আইনের ২ ধারার ৩ ও ৪ প্রকরণের লিখিত নিয়ম শুধরণক্রমে আলীপুরের জেলখানার অধ্যক্ষকে এই ধারাক্রমে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে ঐ আলীপুরের জেলখানাতে যে কয়েদী কি কয়েদীদিগের পক্ষে মেহনৎ করণের সহিত যাবজ্জীবন কয়েদ থাকনের হুকুম হয় কিম্বা ইহার পরে হইবেক ঐ কয়েদী লোকেরদিগকে সরকারী রাস্তার কর্ম্মে কিম্বা ঐ জেলখানার বাহিরে সরকারী অন্য কোন কর্ম্মে খাটাইতে পারিবেক ও ঐ অধ্যক্ষ ঐ কয়েদীদিগের বিশিষ্টতা ও অবিশিষ্টতা ও সুখ্যাতি ও অখ্যাতিতে দৃষ্টিকরণপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া ঐ ক্ষমতাচরণ করিবেক

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১৪ আইনের ২ ধারার ৩ ও ৪ প্রকরণের লিখিত নিয়ম শুধরণের কথা।

করিবেক এবং তাহারা পলাইয়া যাইতে না পারিবার কারণ যথাযোগ্য সাবধান হই বেক ইতি।

৮ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৪ ও ৫ ধারা ও ২৫ আইনের ২ ও ৪ ধারা রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৪ ও ৫ ধারার এবং ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ২ ও ৪ ধারার লিখিত কথা এই ধারাক্রমে রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

দিল্লীর তাবে দেশসকলেতে মাসুল তহসীলের কার্য্যকারক সাহেবেরা যে রওয়ানা দেন্ ঐ রওয়ানা ফোর্ট উলিযম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশেতে চলিত হইবার এবং ব্রিটনসম্বন্ধীয় দেশসকলেতে বানান কাপড়ের থানের উপর পঞ্চোত্তরার যে মাসুল শতকরা ৭৷৷০ সাড়ে সাত টাকা করিয়া লওযা যাইত তাহা শতকরা ২৷৷০ আড়াই টাকা করিবার এবং মাসুল তহসীলের বিষয়ে যে২ নিযম সম্পর্ক রাখে তাহাও অন্য২ রূপে মতান্তরকরণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের তারিখ ১৯ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩০ সালের ৬ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২৩০ সালের ২৬ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলাযতী ১২৩০ সালের ৭ আষাঢ় মওযাফেকে সম্বৎ ১৮৮০ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৮ সালের ৮ শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক দিল্লীর তাবে দেশসকলেতে মাসুল তহসীলকরণের বিষয়ে যে২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ সকল হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ও তাহার পরে ঐ বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট করা অন্য২ আইনের লিখিত হুকুমের সহিত ঐক্য রাখে ইহা এবং বিশেষতঃ যে২ বাণিজ্যের দ্রব্যের উপর হুকুমহওয়া মাসুল একবার দেওয়া গিযা থাকে সেই২ দ্রব্য যে২ দেশের সহিত সম্পর্ক রাখে সেই২ দেশে বিনা বাধাতে স্থানে২ লইয়া যাইতে পারিবার হুকুমের ফলোদয় ঐ দিল্লীর তাবে দেশসকলেতে হয ইহাও স্থির করা গিয়াছে এবং যেহেতুক উপরের উক্ত আইনের লিখিত নিযমানুসারে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশসকলেতে প্রস্তুতকরা কাপড়ের উপর পঞ্চোত্তরার যে মাসুল লওযা যায় তাহা কমান আবশ্যক ও উপযুক্ত বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম সকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১৭ ধারা রদ হওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১৭ ধারা এই প্রকরণের দ্বারা রদ হইল ইতি।

এই আইনের কোন ২

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— পূর্ব্বোক্ত আইনের ১২ ধারার ৩ প্রকরণের এবং ২৩ ধারার

১ প্রকরণেতে

হুকুম দিল্লীর তাবে দেশেতে মাসুল দেওয়া জিনিসের এবং ঐ জিনিসের রওয়ানার সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

১ প্রকরণেতে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে ঐং হুকুম ঐ আইনের এবং তাহার পরে নির্দ্দিষ্টকরা অন্য আইনের লিখিত পঞ্চোত্তরার মাসুল দিল্লীর তাবে দেশেতে বাণিজ্যের যেং দ্রব্যের উপর লওয়া গিয়াছে ঐ বাণিজ্যের দ্রব্যের সহিত এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চোত্তরার মাসুল তহসীলকরণের সময়ে ঐ দিল্লীর তাবে দেশসকলের নানা ভাগের মাসুল তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের দেওয়া রওয়ানার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের এবং অন্যং আইনের কোনং হুকুম শুধরণের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালে ৯ আইনেতে এবং তাহার পরে ঐ বিষয়ে নির্দ্দিষ্টহওয়া অন্য আইনেতে কাপড়ের উপর নির্দ্দিষ্টকরা মাসুলের বিষয়ে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে এই প্রকরণের দ্বারা সেইং হুকুম ইহার পরের লিখিত শুধরণদ্বারা শুধরা যাইতেছে ইতি।

কোনং কাপড়ের উপর শতকরা ৭॥০ টাকার পরিবর্ত্তে ২॥০টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— পূর্ব্বোক্ত আইনের নিরূপিত শতকরা ৭॥০ সাড়ে সাত টাকা করিয়া যে মাসুল কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশেতে প্রস্তুতকরা কাপাসের সূতার কি রেশমের সূতার কি মিশ্রিত সূতার কাপড়ের উপর লইতে হুকুম করা গিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে শতকরা ২॥০ আড়াই টাকা করিয়া লওয়া যাইবেক ইতি

সমুদ্রপথে আমদানী হওয়া কোনং কাপড়ের উপর ঐ হিসাবে মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশেতে প্রস্তুতকরা কাপড়ের উপর তাহা সমুদ্রপথে আমদানী হইলে ঐ মত শতকরা ২॥০ আড়াই টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

সমুদ্রপথে রপ্তানী হইবার কাপড়ের মাসুলের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— যেং কাপড়ের উপর শতকরা ২॥০ আড়াই টাকা করিয়া পঞ্চোত্তরার মাসুল লওয়া গিয়াছে ঐ কাপড় কলিকাতাহইতে কিম্বা এই রাজধানীর তাবে আর কোন বন্দর কি স্থানহইতে সমুদ্রপথে যাওনের সময়ে এই আইনের নীচের তফসীলের লিখিত অন্য মাসুল তাহার লিখিত বিশেষ প্রকারব্যতিরেকে লওয়া যাইবেক ইতি।

রওয়ানা দেখাইতে ত্রুটী করিলে রপ্তানীর সময়ে যে অধিক মাসুল দিতে হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— যে কাপড়ের রওয়ানা কি সমুদ্রপথে আমদানী হইয়া থাকনের প্রমাণ তাহা রপ্তানীকরণিয়ারা দিতে না পারে সেই কাপড়ের রওয়ানা থাকিলে উপরের প্রকরণের লিখিত যে মাসুল দিতে হইত ঐ কাপড় সমুদ্রপথে রপ্তানীহওনের সময়ে তাহার অতিরিক্ত শতকরা ২॥০ আড়াই টাকা করিয়া মাসুল দিতে হইবেক ইতি।

যেরূপে মাসুলের কিছু ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যে কাপড়ের উপর পঞ্চোত্তরার কি আমদানীর মাসুল শতকরা ২॥০ আড়াই টাকা করিয়া লওয়া গিয়াছে তাহার মাসুল কিছু ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

কাপড়ের মূল্য কম লি

৭ সপ্তম প্রকরণ।— যে লোকেরা রওয়ানার নিমিত্তে দরখাস্ত করে তাহারা আপনার

দিগের দরখাস্তেতে পাশ হইবার যোগ্য দ্রব্যের মূল্য বিশেষ করিয়া লিখিতে পূর্ব্বে তাহারদিগকে হুকুম দেওয়া গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত এই প্রকরণের দ্বারা হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে যদি মামুল তহসীলের কালেক্টরসাহেবের কোন হেতুতে ইহা বোধ হয় যে যে কোন কাপড়ের নিমিত্তে রওয়ানা দেওয়া গিয়াছে তাহার মূল্য উপযুক্তহইতে কম লেখা গিয়াছে তবে তাঁহার এমত ক্ষমতা আছে যে ঐ বাণিজ্যের দ্রব্যের মালিককে কিম্বা যে জন কি জনেরদের জিম্মাতে ঐ দ্রব্য থাকে তাহাকে কি তাহারদিগকে তাহার কি তাহারদিগের দরখাস্তের লিখিত মূল্যের তুল্য টাকা এবং তাহার উপর শতকরা ১০ দশ টাকা এবং রওয়ানার তারিখঅবধি বৎসরে শতকরা ৮ আট টাকা করিয়া সুদ দিয়া ঐ বাণিজ্যের দ্রব্য লইতে পারেন্ ইতি।

খিলে মামুলের কালেকটরসাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

তফসীল।

এদেশের মধ্যের কোন দেশহইতে আমদানীহওয়া কাপাসের সূতায় এবং রেশমী সূতায় এবং কতক রেশম ও কতক অন্য বস্তুর সূতায় প্রস্তুতকরা কপড় সমুদ্রপথে রফ্তানীহওনের সময়ে শতকরা যে২ মামুল লওয়া যাইবেক তাহার তফসীল নীচে লেখা যাইতেছে।

তফসীল।	বৃটনদেশীয় জাহাজেতে রফ্তানী হইতে হইলে	অন্য দেশীয় জাহাজেতে রফ্তানী হইতে হইলে
বৃটনসম্বন্ধীয় দেশসকলেতে প্রস্তুতকরা সূতার কাপড়ের উপর		
আওধ কিম্বা ভিন্নাধিকার অন্য কোন দেশের প্রস্তুতকরা কাপাসের সূতার কাপড় ...	০	২৷৷০
ইউরোপে রফ্তানী হইতে হইলে।	০	৭৷৷০
অন্য কোন দেশে রফ্তানী হইতে হইলে।	২৷৷০	৭৷৷০
রেশমী সূতার এবং মিশ্রিত সূতার কাপড় ইউরোপে রফ্তানী হইতে হইলে।	০	৭৷৷০
অন্য২ কোন দেশে রফ্তানী হইতে হইলে।	২৷৷০	৭৷৷০

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

নীলের কৃষিকার্য্যকরণের ও তাহা কুঠীতে দাখিলকরণের বিষয়ে যে লেখাপড়া হয় তাহার মত কার্য্য করাইবার কারণ সরাসরী মোকদ্দমা করিবার অনুমতিকরণের এবং ঐ বিষয়ে কোনং মূলদাঁড়া প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের তারিখ ১০ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩০ সালের ২৭ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২৩০ সালের ১৭ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩০ সালের ২৮ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮০ সালের ২ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৩৮ সালের ২৯ শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

হিন্দুস্থানদেশীয় ইতর লোকেরা বিশেষতঃ যাহারা কৃষিকর্ম্ম করে তাহারা আপনং দরিদ্রতাপ্রযুক্ত বাণিজ্য ব্যবসাযযোগ্য ও খাদ্য ও পরিধেয় বস্তু উৎপন্নকরণের নিমিত্তে টাকা দাদন না লইলে তাহা করিতে পারে না ধনি ব্যক্তিরা নিরূপিত এত ভূমিতে যত দ্রব্য উৎপন্ন হইবে তাহা তৎকালের নির্ণযকরা মূল্যেতে কিম্বা পরে নিরূপিত কোন সময়ে বাজার ভাওমত যে মূল্য নির্ণয করা যাইবেক সেই মূল্যেতে পাইবার কবুলিয়ৎ লেখাইয়া লইয়া টাকা এবং কখনং বীজো কৃষিকারকদিগকে দাদন করে এবং ইহা বোধ হইল যে সুবে বাঙ্গালাতে নীলের কৃষিকার্য্যের বিষয়ে এই রীতি প্রায় সর্ব্বত্র আছে ইহাতে যদি ঐ কবুলিয়ৎ দেওয়া কোন প্রজা তাহার লিখিতমতে ভূমির কৃষিকার্য্য করিতে কসুর করে কিম্বা তাহা করিয়াও অন্য ব্যক্তিকে তাহার উৎপন্ন বিক্রয় করে কি আর কোন মতে ঐ মহাজনকে প্রবঞ্চনা করে এবং ঐ নিরূপিত দ্রব্য দাখিলকরণের দ্বারা আপন করার পূরা করিতে ত্রুটি করে তবে চলিত আইনানুসারে ঐ কবুলিয়তের লিখিত জরীমানা পাইবার নিমিত্তে মহাজনের জাবেতামতে আদালতে নালিশ করণব্যতিরেকে অন্য উপায় নাহি। আদালতে এমতং নালিশ হইলে মহাজনের ঐ দাদনীর টাকা অমনি অর্থাৎ নিষ্কর্ম্মে থাকিলে তাহার যে ক্ষতি সম্ভব হয় সেই ক্ষতিপূরণের উপযুক্ত যত টাকা উচিত বোধ হয় প্রত্যেক নালিশেতে তত পরিমিত টাকা মহাজনের পাইবার হুকুম দেওনের রীতি আছে কিন্তু তাহার সদসৎ বিবেচনাকরণের কোন দাঁড়া ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে ভিন্নং আদালতের কার্য্যকারকসাহেবদিগের ঐ করার পূরা না করণজন্য যে জরীমানা করিতে হয় তাহার পরিমাণের বিষয়ে ভিন্নং প্রকার বিবেচনা ও বিচারকরণপ্রযুক্ত অনেক গোলমাল হইয়াছে। ইষ্টাম্প কাগজের মূল্যের বিষয়ে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে হুকুম আছে যে সমস্ত দস্তাবেজ ও একরারনামা যে কোন বস্তু হস্তান্তর কি আর কোনরূপ করা

হেতুবাদ।

করা যায় তাহার সংখ্যা কি মূল্যের দৃষ্টে নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় কিন্তু উপরের উক্ত কবুলিয়ৎ দেওয়া দাদনের কি দাদনীর আসামীর আপন করার পূরাকরণের কসুরকরণপ্রযুক্ত যে জরীমানা হয় তাহার ইহার কোন্ টাকার সংখ্যার দৃষ্টে নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক ইহা স্পষ্ট জানা যায় না এবং এ সন্দেহভঞ্জন না হইলেও ঐ কবুলিয়ৎ ইষ্টাম্প কাগজের মূল্যের অনুপযুক্ততাপ্রযুক্ত বৃথাহওনের শঙ্কা দূর হয় না অতএব ঐ দুই প্রকারের মধ্যে যাহা উপযুক্ত হয় তাহা স্থির করা অত্যাবশ্যক ও ইহাও উপযুক্ত বোধ হইতেছে যে যে ব্যক্তি নিরূপিত কতক ভূমি আবাদকরণের খরচের কারণ দাদনের টাকা বীজসহিত কিম্বা কেবল টাকা দেয় সেই ব্যক্তিতে ও দাদনীর আসামীতে পরস্পর যে কবুলিয়ৎ লেখাপড়া হয় তাহাতে নিরূপণ করিয়া লেখা ভূমিতে যত নীলগাছ হয় তাহাতে ঐ ব্যক্তির স্বত্ব জন্মে বিশেষতঃ যদি ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২০ আইনের অনুসারে ঐ কবুলিয়তের রেজিষ্টরী করা যায়। এবং যে কৃষিকারক আপন ভূমির উৎপন্ন এক জনকে দিবার কবুলিয়ৎ দিয়াছে সেই প্রজার ঐ ভূমির উৎপন্ন ছল ও প্রবঞ্চনা করিয়া অন্য জনকে দিয়া ঐ কবুলিয়তের লিখিত নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিবার ক্ষমতা না থাকে ও পূর্ব্বে যেমত লেখা গিয়াছে সেই মত এক্ষণকার চলিত দাঁড়া অনুসারে ঐরূপ প্রবঞ্চনাক্রমে ব্যবহারকরণেতে যে লোকদিগের ক্ষতি হয় তাহারদিগের জাবেতামতে আদালতে নালিশকরণব্যতিরেকে অন্য উপায় নাহি ও তাহাকরণদ্বারা প্রতিকার হওয়াতে যে দুষ্করতা ও বিলম্ব হয় তাহাতে দৌরাত্ম্য ও বিবাদবিরোধ উপস্থিত হয় এবং বাঙ্গালার মধ্যে কোনং স্থানেতে নীলের মূল্য অতিশযহওয়াতে নীলকরেরদিগের পরস্পর যে অতিশয় আগ্রহ ও প্রয়াস এক্ষণে হইয়াছে তাহাতে ঐ বিবাদবিরোধ আরো অধিকহওনের আশঙ্কা আছে অতএব শ্রীযুত নওযাব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উপরেতে যেং বিষয় লেখা গেল তাহার নিষ্পত্তি যেং মূলদাঁড়ানুসারে হইবেক তাহা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশকরা এবং বিবাদবিরোধের নিষ্পত্তি অধিক অবিলম্বে করা এবং উপরের লিখিতমত কবুলিয়তের নিয়মমত কার্য্য করাইয়া লওয়া আবশ্যক বুঝিয়া নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট করিলেন যে ঐং দাঁড়া তাহা জারীহওনের তারিখ অবধি সুবে বাঙ্গালার মধ্যগত জিলাসকলে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

নিরূপিত কতক ভূমিতে নীলের কৃষিকার্য্যার্থে যাহারা দাদন দেয় তাহারা যেং প্রকারে সেই ভূমির উৎপন্নের অধিকারী হইবেক তাহার কথা।

যদি কোন জন কোন প্রজাকে কিম্বা অন্য কোন কৃষিকারককে নিরূপিত কতক ভূমিতে নীলের কৃষিকার্য্য করিবার ও ঐ ভূমির উৎপন্ন নীল অবধারিত কোন নীলের কুঠীতে কিম্বা অন্য স্থানেতে আপনার নিকটে পঁহুছাইয়া দিবার করারে কবুলিয়ৎ লেখাইয়া লইয়া টাকা দাদন করে তবে সেই ভূমির উৎপন্ন নীলগাছেতে ঐ জন স্বত্বাধিকারী বোধ হইবেক এবং ইহার পরে নালিশের যেং প্রকার লেখা যাইবেক সেই ২ প্রকারে ঐ ভূমির উৎপন্ন রক্ষণের ও ঐ কবুলিয়তের লিখিত করারসকল পূরা করাইবার নিমিত্তে নালিশ করিতে পারিবেক ইতি।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যদি কোন লোক উপরের লিখনমত কবুলিয়ৎ লইয়া টাকা দাদনকরণের পরে ইহা বুঝে যে ঐ কবুলিয়তের আসামী নিরূপিত নিয়মের অন্যমতে ঐ ভূমির উৎপন্ন অন্য কোন জনকে দেওনদ্বারা ঐ কবুলিয়তের লিখিত নিয়মের অন্যথাচরণ করিতে উদ্যত আছে কিম্বা গোপনে কি অগোপনে ঐ ভূমির উৎপন্ন অন্য কোন জনকে দিবার কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে তবে ঐ দাদনদেওনিয়া লোক তথাকার জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের নিকটে কিম্বা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদপ্রাপ্ত যে কোন রেজিষ্টরসাহেবের সরহদ্দের মধ্যে ঐ নীলের কৃষিকার্য্যের কবুলিয়তের লিখিত ভূমি থাকে সেই রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে নালিশের আরজী দিতে পারে এবং যে আসল কবুলিয়তে ঐ ভূমির উৎপন্ন তাহার কুঠীমোকামে তাহার নিকটে দাখিল করিবার করার লেখা থাকে তাহাও ঐ আরজীর সহিত দাখিল করিবেক এবং সেই আরজীতে ইহা লিখিবেক যে যে আসামীর উপর নালিশ করিতেছে সেই আসামী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এবং যথার্থরূপে ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে ইতি।

দাদনীর মহাজন কবুলিয়তের আসামী কবুলিয়তের অন্যমতে ভূমির উৎপন্ন অন্যেরে দিতে উদ্যত আছে বুঝিলে যাহা করিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ঐ আরজী ও আসল কবুলিয়ৎ দাখিল হইবামাত্র এক সমন অর্থাৎ তলবচিঠী দস্তুরমত লিখিয়া নাজিরের নিকটহইতে পাঠান যাইবেক এবং তাহাতে এ হুকুম লেখা যাইবেক যে ঐ আরজীর লিখিত আসামী স্বয়ং কিম্বা তাহার মোখ্তার ঐ তলবচিঠীতে বিষয়বিশেষে উপযুক্ত বোধ হইয়া যে মিয়াদ লেখা যায় তাহার মধ্যে হাজির হইয়া ঐ নালিশের জওয়াব দেয় ও ঐ মিয়াদ কোন প্রকারে ২০ কুড়ি দিনের অধিক হইতে পারিবেক না ইতি।

আসামীর হাজির হইবার কারণ তলবচিঠী পাঠান যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যে জনের স্থানে ঐ তলবচিঠী জারী করিতে দেওয়া যায় তাহাকে হুকুম দেওয়া যাইবেক যে ঐ আসামী যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামের কাছারীতে কিম্বা অনেক লোকের সমাগমের অন্য কোন স্থানেতে ঐ তলবচিঠীর এক নকল লট্কাইয়া দেয় এবং যে ভূমির বিষয়েতে নালিশ হয় ফরিয়াদীর কি তাহার মোখ্তারের ঐ ভূমি জানাইয়া দিতে হইবেক পরে ঐ জন সেই ভূমির উপর এক বাঁশগাড়ী করিবেক ইহা করণ দ্বারা ঐ দাওয়ার বিষয় বিলক্ষণরূপে এমত প্রচার ও প্রকাশ করা যাইবেক যে অন্য যে কোন জন ঐ ফরিয়াদীর ঐ ভূমির উৎপন্নের দাওয়ার প্রতিবন্ধকতা করিতে ইচ্ছা করে কিম্বা আপনি ঐ ফরিয়াদীর পূর্ব্বে ঐ ভূমির উৎপন্নের অধিকারী হইয়া থাকনের কথা প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করে সেই জন স্বয়ং কিম্বা তাহার মোখ্তার তাহা করণার্থে আদালতে হাজির হয় ও যদি ঐ তৃতীয় ব্যক্তি সরাসরী নিষ্পত্তির পূর্ব্বে হাজির না হয় তবে তাহার সেই হাজির না হওয়া কোন নিদর্শনপত্র দ্বারা ঐ ভূমির উৎপন্নেতে অধিকারী হওয়ার প্রতিবন্ধক বোধ হইবেক যদি জাবেতামতে করা নালিশের দ্বারা অন্য প্রকার নিষ্পত্তি না হয় ইতি।

তলবচিঠী আসামীকে পঁহুছাইবার মতের কথা।

দাওয়া প্রচার করিবার রূপের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— যে জন তলবচিঠী জারী করিতে যায় সে যদি আসামীর দেখা না পায়

আসামী ও অন্য২ দাও

য়াদার হাজির না হইলে ফরিয়াদীর সাক্ষিরদের বাক্য শুনিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার কথা।

পায় তথাপি উপরের লিখনমতে ঐ দাওয়ার বিষয় প্রচার করিবেক এবং যদি সেই তলবচিঠীর নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আসামী ঐ নালিশের জওয়াব দিবার কারণ হাজির না হয় এবং ঐ ফরিয়াদীর দাওয়ার প্রতিবন্ধকতার আর কোন দাওয়া উপস্থিত না হয় তবে আদালতের জজসাহেব কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ ফরিয়াদীর দাওয়ার ও অন্য২ কথার সত্যতা জানিবার জন্যে সাক্ষিদিগের বাক্য শুনিয়া আসামী হাজির হইলে যেমত করিতেন সেইমত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

যে প্রকারেতে ভূমির উৎপন্নে ফরিয়াদীর অধিকারহওনের নিষ্পত্তি হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—ঐ মিয়াদের মধ্যে যদি ঐ আসামী কি তাহার মোখ্তার হাজির হয় এবং ফরিয়াদীর দাখিলকরা কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করে তবে তাহার প্রমাণ লইতে হইবেক এবং যে আদালতে ঐ মোকদ্দমার বিচার হয় সেই আদালতের জজ কি অন্য সাহেবের গ্রাহ্যমত প্রমাণের দ্বারা ঐ কবুলিয়ৎ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক লিখিয়া দেওয়া নিশ্চয় জানা যায় এবং কোন তৃতীয় ব্যক্তি ফরিয়াদীহইতে আপন কোন বলবৎ দাওয়া প্রমাণ করিতে না পারে তবে কবুলিয়তের লিখিত নিয়মানুসারে ফরিয়াদীর সেই ভূমির উৎপন্ন পাওনের হুকুম দিবার অর্থে সরাসরী নিষ্পত্তি হইবেক ও যদি আসামী ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করে এবং আপন করা করার পূরা না করণের কোন গ্রাহ্য হেতু জানাইতে না পারে তবে তাহাতেও ঐ রূপ নিষ্পত্তি করা যাইবেক ইতি।

দাওয়া প্রমাণ না হইলে আদালতের খরচা ও আসামীর ক্লেশের বদল ফরিয়াদীর দিতেহইবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যদি ইহা প্রমাণ হয় যে আসামী উপযুক্তরূপে ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেয় নাহি কিম্বা যদি বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমা কেবল ঝকড়া ও উপদ্রবের নিমিত্তে উপস্থিত হইয়াছে এবং ঐ দাওয়া অমূলক কিম্বা ফরিয়াদীর আদালতে নালিশকরণের কোন উপযুক্ত কারণ ছিল না তবে ঐ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবেক এবং ফরিয়াদীর তাহাতে হওয়া সমস্ত খরচা দিতে ও তদতিরিক্ত জজসাহেব কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন তিনি ঐ আসামী ঐ নালিশেতে যে দুঃখ ও ক্লেশ পাইয়া থাকে তাহার বদলে যত টাকা উপযুক্ত বুঝেন্ তত টাকাও ঐ ফরিয়াদীর দিতে হইবেক ইতি।

যে প্রকার হইলে তৃতীয় ব্যক্তিকে তলব করিতে হইবেক ও তাহার দাওয়ার বিচার যেমতে করা যাইবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—যদি বিচারকরণের সময়ে ইহা জানা যায় যে আসামী কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে ঐ ভূমির উৎপন্ন দিবার কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে তবে সেই তৃতীয় ব্যক্তিকে স্বয়ং কি তাহার উকীল হাজির হইয়া এ বিষয়ের সওয়াল জওয়াব করিবার কারণ তৎক্ষণে তলব করা যাইবেক ও যদি ঐ ব্যক্তি কিম্বা অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি ঐ ভূমির উৎপন্ন পাইবার নিমিত্তে আর এক তুল্য কবুলিয়ৎ ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওনের পূর্ব্বে উপস্থিত করে তবে যে জজসাহেব কি অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ সেই সাহেব তৎকালীন আবশ্যক বিবেচনার পরে ইহা নিশ্চয় করিবেন যে ঐ২ ব্যক্তিদিগের মধ্যে সেই ভূমির উৎপন্নেতে কাহারু অধিকার হয় কি না হয় ও যদি হয় তবে তাহারদের মধ্যে কাহার অধিকার প্রথম ও অন্যহইতে ন্যায্য কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২০ আইনের অনুসারে যে কবুলিয়তের রেজিষ্টরী হইয়া থাকে সেই

কবুলিয়ৎ

কবুলিয়ৎ অধিক মান্য হইবেক ও ঐ বিবেচনাতে যাহা স্থির হয় তাহা বহীতে লেখা যাইবেক এবং সেই ব্যক্তিরদের মধ্যে যাহার যে উপযুক্ত হয় তাহার পক্ষে তাহার ডিক্রী করা যাইবেক ইতি।

৮ অষ্টম প্রকরণ।— এই ধারাতে যে মোকদ্দমার কথা বিশেষ করিয়া লেখা গিয়াছে তাহাতে যে কোন আসামী হাজির হয় সে জেলখানাতে কয়েদ হইতে পারিবেক না এবং সেই মোকদ্দমার জওয়াব তাহার স্থানে লইতে এবং সেই জওয়াব সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিবার নিমিত্তে যে২ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় তাহারো উত্তর লইতে যে কালের আবশ্যক হয় তাহার অধিক কাল আসামী সেখানে রাখা যাইবেক না ইতি।

আবশ্যকের অধিক কাল আসামীকে হাজির রাখা না যাইবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।— উপরের লিখনমত সরাসরী বিচারের সময়ে যদি জানা যায় যে সেই ভূমিতে হওয়া নীলগাছ কাটিবার যোগ্য হইয়াছে এবং যদি কাটা না যায় তবে তাহার হানি কিম্বা নাশ হইবেক তবে যে জজসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব সে মোকদ্দমার বিচার করেন্ সেই সাহেব যদি উভয় বিবাদির মধ্যে এক জন ইহা স্বীকার ও অঙ্গীকার করে যে সরাসরী বিচারপূর্ব্বক অন্য পক্ষে ডিক্রী হইলে তাহাকে তাহার পরিবর্ত্তে উপযুক্ত টাকা দিবে তবে সেই নীলগাছ তাহাকে দিবার হুকুম দিতে পারেন্ ও যে জজ কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব সে মোকদ্দমার বিচার করেন্ সেই সাহেব ঐ দুই জনের সহিত ঐ বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইলে পর এবং সেই ভূমির আন্দাজী উৎপন্ন কত এবং সেই নীলগাছেতে নীল করিলে তাহার আন্দাজী মূল্য কত হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া সেই পরিবর্ত্তের টাকার সংখ্যার স্থির করিবেন এবং এই প্রকারে স্থিরহওয়া টাকার সংখ্যা সাবধানপূর্ব্বক রুবকারীতে লেখা যাইবেক ইতি।

যেপ্রকার হইলে সরাসরী বিচার সমাপ্তির পূর্ব্বে উভয় পক্ষের কোন পক্ষে যে ভূমির উৎপন্ন দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

ভূমির উৎপন্ন কোন জনকে দিতে হইলে তাহার স্থানে যে একরার লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— নিরূপিত কোন ক্ষেতের উৎপন্ন যাহার পাইবার অর্থে সরাসরী বিচারপূর্ব্বক নিষ্পত্তি হয় সেই ব্যক্তি ঐ ক্ষেতের চৌকী দেওয়াইতে পারে এবং আপন পাওয়া কবুলিয়তের লিখিত নিয়মের অন্যমতে সেই গাছ কাটিবার ও লইয়া যাইবার নিবারণ করিতে পারে এবং অন্য কেহ যদি সেই গাছ কাটিতে কি লইয়া যাইতে উদ্যত হয় তবে আদালতের হুকুমপাওয়া ব্যক্তি নিকটবর্ত্তি পোলীসের দারোগার নিকটে যাইয়া ঐ লইয়া যাওনের নিবারণের বিষয়ে তাহার স্থানে সহায়তা চাহিতে পারে এবং আদালতের হুকুম দেখান গেলে পোলীসের থানার কার্য্যকারক এবং অন্য২ কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে যে লোকের পক্ষে ঐ হুকুম দেওয়া গিয়া থাকে যথাশক্তি সেই লোকের সহায়তা করে ইতি।

যেপ্রকার হইলে নীলের ক্ষেতের চৌকী দেওয়াইতে ও তাহা ক্ষেতহইতে লইয়া যাইতে উভয়ের কোন পক্ষকে অনুমতি হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— প্রজাদিগের যে খাজানা প্রকৃত দেয় হয় তাহার নিমিত্তে চলিত আইনের দ্বারা জমীদার ভূমির ফসল ক্রোক্ করিতে পারে অতএব উপরের প্রকরণের লিখিত

জমীদারের বাকী টাকা আদায়হওনের বোধ যে

রূপে হইবেক তাহার কথা।

লিখিত কথাতে ঐ জমীদারের হানি না হইবার নিমিত্তে এই প্রকরণেতে এ হুকুম করা যাইতেছে যে উপরের উক্ত দাঁড়ানুসারে কোন নীলকর নীল কাটিতে ও লইয়া যাইতে আদালতের হুকুম পাইলে যে ক্ষেতহইতে নীলগাছ কাটিয়া লয় সেই ক্ষেতের যে খাজানা বাকী থাকে তাহার দায়ী ঐ নীলকর এবং ঐ ক্ষেতের প্রজা এই দুই জনেই হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

কবুলিয়তের নিয়ম লঙ্ঘনকরণেতে যাহার ক্ষতি হয় সে তাহার নালিশ স্বেচ্ছাক্রমে সরাসরীতে কি জাবেতামতে আদালতে করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই আইনের উক্ত প্রকারেতে কোন প্রজা নীলের কৃষিকার্য্যকরণের ও তাহা দাখিলকরণের নিমিত্তে দাদন লইয়া কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়া থাকিলে যদি সেই প্রজা সেই ভূমির কৃষিকার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়া থাকে কিম্বা কৃষিকার্য্য করিয়াও আপনার লিখিয়া দেওয়া কবুলিয়তের লিখিত নিয়ম পূর্ণ করিতে ত্রুটি করিয়া থাকে কি তাহা করিতে অসম্মত হয় কিম্বা সেই ক্ষেতের উৎপন্ন নীল বিক্রয় কিম্বা নষ্ট করিয়া থাকে কিম্বা অন্য কোন জনকে দিয়া থাকে তবে প্রথমে যে ব্যক্তিকে ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়া থাকে সেই ব্যক্তি আপন ইচ্ছামতে তাহার নিমিত্তে সরাসরীতে কিম্বা জাবেতামতে আদালতে নালিশ করিতে পারে ইতি।

সরাসরী বিচারেতে আসামীর দেয় যত হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ঐ ব্যক্তি যদি সরাসরীতে নালিশ করে এবং আদালতে ঐ ফরিয়াদীর পক্ষে ঐ মোকদ্দমার ডিক্রী হয় তবে আসামী যত টাকা দাদন লইয়াছিল তাহা ও তাহার সুদও ঐ সরাসরী মোকদ্দমাতে যে খরচা হইয়া থাকে তাহা সমস্ত তাহার দিতে হইবেক ইতি।

জাবেতামতে আদালতের বিচারেতে আসামীর দেয় যত হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যদি ফরিয়াদী আপন ক্ষতিপূরণের নালিশ জাবেতামতে আদালতে করিতে মনস্থ করে তবে চলিত সামান্য আইনানুসারে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করা যাইবেক কিন্তু ইহাতে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যে যদি কোন প্রজা নিরূপিত কতক ভূমিতে নীলের কৃষিকার্য্য করিবার এবং সেই ভূমির উৎপন্ন এক ব্যক্তির নিকটে দাখিল করিয়া দিবার নিয়মে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াও তাহার পরে ঐ ভূমির উৎপন্ন নীল অন্য কোন জনের স্থানে বিক্রয় করিয়া থাকে ও দাখিল করিয়া দিয়া থাকে তবে তাহাতে যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়া থাকে সেই ব্যক্তি ঐ প্রজার এবং সে যে জনের স্থানে ঐ ক্ষেতের উৎপন্ন নীল বিক্রয় করিয়া ও দাখিল করিয়া থাকে তাহার এই উভয়ের নামে নালিশ করিতে পারে ও যদি ইহা প্রমাণ হয় যে ঐ ভূমির উৎপন্ন যে ব্যক্তি লইয়াছে যে ব্যক্তি তাহা লওনের কালে পূর্ব্বে ঐ প্রজার কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওনের কথা জ্ঞাত ছিল তবে সেই ব্যক্তি এবং ঐ প্রজা এই উভয়ের কি ইহার এক জনের ঐ অসল কবুলিয়তের লিখিত দণ্ড সমুদয় এবং সে মোকদ্দমার সমস্ত খরচখরচাও দিতে হইবেক ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— যদি কোন প্রবঞ্চনা কি অন্যায় কার্য্যকরা প্রমাণ না হয় এবং কোন প্রজা কিম্বা কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া অন্য ব্যক্তির নিরূপিতমতে নীলগাছ দাখিলকরণের দ্বারা আপন কবুলিয়তের লিখিত নিয়ম পূর্ণকরণের ত্রুটি দৈবঘটনাপ্রযুক্ত কিম্বা প্রবঞ্চনা ও চাতুরী ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত হইয়াছে বোধ হয় তবে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া কোন ব্যক্তির উপর আদালতের সাহেবের বিবেচনায় যে দণ্ডের হুকুম করা যাইবেক সেই দণ্ডের সংখ্যা ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়া যত টাকা দাদন লইয়া থাকে তাহা সুদমুদ্ধা যত হয় তাহার তিনগুণের অধিক হইবেক না ইতি।

জাবেতামত নালিশেতে প্রবঞ্চনার্থে নিয়ম লঙ্ঘনকরা প্রমাণ হওনব্যতিরেকে আসামীর যত দণ্ড দেয় হইবেক তাহার কথা।

৬ ধারা।

এই আইনানুসারে উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমার সরাসরী বিচার করা যায় তাহা মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে সরাসরীতে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার নিমিত্তে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে করা যাইবেক ও তাহা জজসাহেব স্বয়ং নিষ্পত্তি করিবেন কিম্বা সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের কিম্বা রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে সমর্পণ করা যাইবেক যদি কালেক্টর কি রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে সমর্পণ করা যায় তবে সেই সাহেব রিপোর্টের সহিত মোকদ্দমা পুনর্ব্বার জজসাহেবের নিকটে না পাঠাইয়া আপনি তাহার নিষ্পত্তি করিবেন এবং এই আইনানুসারে যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ঐ কালেক্টর কি রেজিষ্টরসাহেবের দ্বারা হয় সেই নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিবেক না কিন্তু নীলের ক্ষেত করিবার ও তাহার উৎপন্ন নীল দাখিল করিয়া দিবার কবুলিয়তের দ্বারা যে ব্যক্তি ঐ উৎপন্ন পাওনের দাওয়া করে যদি সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তির দ্বারা তাহার ঐ দাওয়া নিরর্থক করা যায় কিম্বা উপরের ধারানুসারে সরাসরী বিচারদ্বারা যে নিষ্পত্তি করা যায় তাহাতে ঐ ব্যক্তি অন্য কোন প্রকারে অসম্মত হয় তবে কবুলিয়তের লিখিত দণ্ডের টাকা পাইবার কারণ কিম্বা বিবেচনাদ্বারা আপনার অন্য যে পাওনা ন্যায্য বুঝে তাহাও পাইবার কারণ জাবেতামতে আদালতে নালিশ করিয়া মোকদ্দমা করিতে পারিবেক ইতি।

সরাসরী বিচার যেমতে ও যাহার দ্বারা হইবেক তাহার কথা

৭ ধারা।

নীলের ক্ষেত করিবার ও তাহা দাখিল করিয়া দিবার যে কবুলিয়ৎ লেখা যায় তাহা ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবার কারণ যে টাকা দেওয়া গিয়া থাকে কিম্বা দিতে কবুল করা গিয়া থাকে তাহার তমঃসুক লিখিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধারাতে যত টাকার ইষ্টাম্প নিরূপণ করা গিয়াছে তত টাকার ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গেলে তাহার ইষ্টাম্প উপযুক্ত নহে এমত আপত্তি হইতে পারিবেক না ইতি।

নীলের কৃষি করিয়া তাহা দাখিল করিবার কবুলিয়ৎ যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার নিরূপণের কথা।

৮ ধারা।

নীলের ক্ষেত করিবার ও তাহা দাখিল করিয়া দিবার কারণ যে কবুলিয়ৎ লেখা যায় তাহা

এক কবুলিয়তের তা

সামী ও বিষয় অনেক হওয়াতে তাহা অসিদ্ধ না হইবার কথা।

তাহা একহইতে অধিক জনেতে লিখিয়া দেওয়াতে কিম্বা সেই কবুলিয়তের নিয়মিত কার্য্য একহইতে অধিকহওয়াতেও আপত্তি হইবেক না কিন্তু ইহা কর্ত্তব্য যে প্রত্যেকের কর্ত্তব্য কার্য্য তাহাতে বিশেষ করিয়া লেখা যায় এবং দাদনীর যতং টাকা দেওয়ার কথা তাহাতে লেখা যায় সেই সমুদয় টাকার তমঃসুকের কারণ যত টাকার ইষ্টাম্প কাগজ লাগে তত টাকার ইষ্টাম্প কাগজে তাহা লেখা যায় ইতি।

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION.

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সাল ৭ সপ্তম আইন।

কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অবধারিত চাকর সাহেবলোকের তাঁহারদিগের পদের ক্ষমতার অধীন কিম্বা তৎপদের দৃষ্টে প্রত্যাশাপন্ন ও ভয়যুক্ত লোকদিগের স্থানে কর্জ্জলওনের নিবারণার্থে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের তারিখ ৩০ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩০ সালের ১৫ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২৩১ সালের ১১ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলাযতী ১২৩০ সালের ১৬ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮০ সালের ১১ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৩৯ সালের ২৪ সফরে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

চলিত আইনানুসারে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অবধারিত চাকর যে২ সাহেবেরা আদালতসম্পর্কীয় কি মালগুজারী তহসীলের ভারসম্পর্কীয় কার্য্যেতে নিযুক্ত হন্ তাঁহারদিগকে কোন জমীদারকে কি ইজারদারকে কিম্বা তালুকদারকে অথবা প্রজাকে কিম্বা তাহারদিগের জামিনেরদিগকে নিজে কি অন্যের দ্বারা কর্জ্জ দিতে বারণ হইয়াছে এবং ঐমত আবশ্যক হইল যে ঐ সাহেবদিগকে আপনারদিগের পদের ক্ষমতার অধীন কি তৎপদের দৃষ্টে প্রত্যাশাপন্ন ও ভয়যুক্ত লোকদিগের স্থানে কর্জ্জ লইতেও বারণ হয় অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি এই২ দাঁড়া কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

সরকারী কার্য্যের প্রতি সিরিশ্তার অন্তর্গত সমস্ত পদস্থ সরকারের অবধারিত চাকর সাহেবদিগকে আপনারদিগের অধীন আমলাদিগের এবং তাহারদিগের সম্পর্কীয় লোকদিগের স্থানে কর্জ্জ লইতে নিষেধহওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অবধারিত চাকর যে২ সাহেবেরা সরকারী কার্য্যের যে কোন সিরিশ্তার যে কোন পদে নিযুক্ত হন্ তাঁহারদিগকে আপনারদিগের এদেশীয় আমলালোকের স্থানে কিম্বা তাঁহারদিগের তাবে থাকিয়া যাঁহারা সরকারী কার্য্য করেন্ তাঁহারদিগের অধীন কোন আমলার স্থানে কিম্বা এদেশীয় ঐ আমলালোকের জানাশুনা জামিন কি মোখ্তার কি কুটুম্ব কি সম্পর্কীয় কি অধীন কোন লোকের স্থানে এবং এদেশীয় ঐ আমলালোক যে লোকের চাকর কি মোখ্তার কি জামিন কি অধীন ছিল জানা যায় এমন কোন লোকের স্থানেও কর্জ্জ লইতে কিম্বা আর কোন প্রকারে ঋণী হইতে নিষেধ করা যাইতেছে যদি ঐ সাহেবেরা এই নিষিদ্ধ কর্ম্ম করেন্ তবে আপনং পদচ্যুতহওনরূপ দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেন ইতি।

২ দ্বিতীয়

এবং সরকারী কার্য্য কারিত্বপ্রযুক্ত ঐ সাহেব দিগের নিকটে যাহারদি গের জওয়াব দিতে হয় তা হারদিগের স্থানেও কর্জ্জ লইতে নিষেধহওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের যেং অবধারিত চাকর সাহেবেরা সরকারী কার্য্যের যে কোন পদে নিযুক্ত থাকেন্ তাঁহারদিগকে আপনারদিগের পদের অধীন কোন কর্ম্মাধ্যক্ষ কি রক্ষণাবেক্ষণকারী কি ওসী অর্থাৎ উইলপত্রের নিয়মনির্ব্বা হক কিম্বা আমীন অথবা সজাওল কিম্বা গোমাস্তা অথবা ইজারদার কিম্বা মতওল্লী অথবা তাঁহারদের নিকটে সরকারের কোন কার্য্যকারিত্বপ্রযুক্ত যাহারদিগের কোন প্রকারে জওয়াব দিতে হয় তাহারদের স্থানে কিম্বা তাহারদিগের জানাশুনা জামিন কি মোখ্তার কি কুটুম্ব কি সম্পর্কীয় কি অধীন কোন লোকের স্থানে কর্জ্জ লইতে কিম্বা আর কোন প্রকারে ঋণী হইতে ঐ মত নিষেধ করা যাইতেছে যদি ঐ সাহেবেরা ঐ নিষিদ্ধ কর্ম্ম করেন্ তবে উপরের লিখিত দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সা লের ২১ আইনের কো নং ধারা সরকারের অব ধারিত চাকর অন্যং সা হেবদিগের মত তেজার তের সাহেবলোকের প্রতি খাটিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২১ আইনের ৪ ধারা এই প্রকরণানু সারে রদ হইল এবং ঐ আইনের ২ ও ৩ ধারা যেমত কোম্পানির সরকারের অবধারিত চাকর অন্যং সাহেবদিগের প্রতি খাটে সেই মত এখনঅবধি সরকারের কমর্শিয়ল রে সিডেণ্ট অর্থাৎ তেজারতের কুঠীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের ও কমর্শিয়ল এজেণ্ট অর্থাৎ তেজারতের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের প্রতি খাটিবেক ইতি।

৩ ধারা।

কোনং কার্য্যকারক সা হেবদিগকে তাঁহারদিগে র তাবে জিলাআদির নি বাসী কি বিষয়াক্রান্ত জ মীদারপ্রভৃতিরদের স্থানে কর্জ্জ করিতে নিষেধহও নের কথা।

জিলা ও শহরের আদালতের সমস্ত জজসাহেব ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ও জাইণ্টমাজি ষ্ট্রেট্সাহেব ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগকে ও ভূমির মালগুজারী তহসীলের সমস্ত কালেক্টরসাহেব ও ডেপুটীকালেক্টরসাহেব ও ঐ কালে ক্টরসাহেবদিগের কি তাঁহারদিগের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের সমস্ত আসিষ্টাণ্টসা হেবকে আপনং হুকুমতের তাবে জিলা কি শহরের কিম্বা পরগনার কোন জমীদারের কিম্বা তালুকদারের কিম্বা প্রজার কি অন্য যে কোন লোক তথায় স্থাবর বস্তু রাখে কিম্বা বাস করে অথবা তেজারতের কুঠী রাখে তাহারদিগের স্থানে টাকা কর্জ্জ করিতে কিম্বা কোন প্রকারে দেনদার হইতে নিষেধ করা যাইতেছে যদি তাঁহারা ঐ নিষিদ্ধ কর্ম্ম করেন্ তবে আপন পদচ্যুতহওনরূপ দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেন ইতি।

৪ ধারা।

উপরের লিখিত ধারার অন্যমতে সরকারের অব ধারিত চাকর কোন সাহে বকে কর্জ্জ দিতে নিষেধহ ওনের কথা।

ঐ নিষেধের অন্যমত করণের দণ্ডের কথা।

কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অবধারিত চাকর কোন সাহেবকে উপরের লিখিত হুকুমের অন্যথা করিয়া টাকা কর্জ্জ দিতে কিম্বা আর কোন প্রকারে তাঁহারদিগের মহা জন হইতে সমস্ত লোককে নিষেধ করা যাইতেছে যদি এই নিষেধ না মানিয়া কোন ব্যক্তি সরকারের ঐমত কোন কার্য্যকারককে টাকা কর্জ্জ দেয় কিম্বা আর কোনরূপে তাঁহার মহাজন হয় তবে সে ব্যক্তি আইনের অন্যমতে তাঁহার যত টাকার মহাজন হই য়া থাকে তত টাকা ঐ ব্যক্তির সরকারে দণ্ড দিতে হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

৫ ধারা।

সরকারের যে কোন কার্য্যকারক সাহেব এক্ষণে ঋণগ্রস্ত আছেন যদি তিনি এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে এক বৎসরের অন্তে উপরের লিখিত ধারানুসারে যে সকল লোকের স্থানে কর্জ্জ লইতে নিষেধ করা গিয়াছে তাহারদিগের নিকটে ঋণী থাকেন্ তবে ঐ সাহেবের এ বিষয়ের সম্বাদ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে দিতে হইবেক যদি এ সম্বাদ না দেওয়া যায় তবে এই আইন জারীহওনের পরে কর্জ্জ লইতে যে দণ্ড হইত সেই দণ্ড ঐ সাহেবের হইবেক ইতি।

উপরের ধারার অন্য মতে যে সাহেবেরা ঋণী থাকেন্ তাঁহারদিগের এক বৎসরান্তে তাহার সম্বাদ দিতে হইবার কথা।
ঐ সম্বাদ না দেওনের দণ্ডের কথা।

৬ ধারা।

ঐ মত সরকারের অবধারিত চাকর যে কোন সাহেব ইহার পরে যে কোন পদেতে নিযুক্ত হইবেন ঐ পদস্থ হইলে যে লোকদিগের স্থানে কর্জ্জ লইতে নিষেধ করা গিয়াছে যদি ঐ নিয়োগের কালে ঐ মত কোন লোকের নিকটে ঋণী থাকেন্ তবে ঐ সাহেবের আপন প্রাপ্ত পদের কার্য্যে প্রবৃত্তহওনের পূর্ব্বে আপন ঋণী থাকনের সম্বাদ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে দিতে হইবেক তাহা না দিলে তিনি ঐ পদে নিযুক্তহওনের পরে ঐ কর্জ্জ লইলে যে দণ্ড হইত সেই দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেন ইতি।

কোন কার্য্যকারক অন্য কোন পদে নিযুক্তহওনের সময়ে উপরের ধারার বিরুদ্ধে কাহারঋণী থাকিলে তাহার সম্বাদ দিবার কথা।
সম্বাদ না দেওনের দণ্ডের কথা।

৭ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২১ আইনের হুকুম যেরূপ এই আইনেতে বিস্তার করা গেল তাহার বিরুদ্ধে এদেশীয় কোন ব্যক্তি যদি কোন কর্ম্মে আপনাকে নিযুক্ত করায় কিম্বা জানিয়া শুনিয়া ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে কোন প্রকারে কোন কর্ম্ম গ্রহণ করে তবে সে ব্যক্তি যে কর্ম্মেতে নিযুক্ত হয় সেই কর্ম্মের এক বৎসরের মাহিয়ানা যত টাকা হয় তাহার দশগুণ সরকারেতে ঐ ব্যক্তির দণ্ড হইবেক ইতি।

উপরের লিখিত ধারার বিরুদ্ধে এদেশীয় কোন জন জানিয়া শুনিয়া কোন কর্ম্ম গ্রহণ করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

৮ ধারা।

এই আইনানুসারে যে২ দণ্ড করা যায় তাহা উসুলকরণের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের বিশেষ হুকুমমতে নালিশ করা যাইবেক এবং সরকারী মোকদ্দমার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্ব্রানসর্ অর্থাৎ অধ্যক্ষ ও প্রয়োজক সাহেবের দ্বারা কিম্বা ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে অন্য যে সাহেব সরকারহইতে নিযুক্ত হন্ তাঁহার দ্বারা ঐ২ মোকদ্দমার নির্ব্বাহ করা যাইবেক। যে জিলা কি শহরে ঐ কর্জ্জ দেওয়া লওয়া হইয়া থাকে কিম্বা ঐ মহাজন বাস করে অথবা স্থাবর কি অস্থাবর বস্তু রাখে সেই জিলা কি শহরের আদালতে ঐ নালিশ করা যাইবেক জিলা কি শহরের আদালতে প্রথমত উপস্থিত

সরকারী নালিশের দ্বারা দণ্ডের টাকা উসুল করা যাইবার কথা।

উপস্থিতহওয়া অন্যং মোকদ্দমার নিষ্পত্তির উপর যেমতে আপীল হয় সেই মতে এমত মোকদ্দমারো আপীল হইতে পারিবেক এবং আদালতের অন্যং ডিক্রীর হুকুমমত কার্য্যকরণের নিমিত্তে আইনেতে যাহাং লেখা গিয়াছে তদনুসারে এই আইনমতে হওয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তির কার্য্য করা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের আইনের খোলাসার মধ্যগত স্থূল২ বিষয়।

হঙ্গামার।
হাসিলতহসীলকরণ।
কোম্পানির চিহ্নিতচাকর সাহেবেরা।
দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবেরা।
ছাপাখানা।
সরাসরী মোকদ্দমা।

ঐ স্থূল বিষয়ান্তর্গত বিষয়সকল।

আপীল।	কোম্পানির চিহ্নিতচাকর সাহেবদিগের বিষয়ান্তর্গত।
চীফ সেক্রেটারি।	ছাপাখানার বিষয়ান্তর্গত।
শহর ও জিলার আদালত।	ছাপাখানার বিষয়ান্তর্গত।
হাসিলের কালেক্টর।	হাসিলতহসীলের বিষয়ান্তর্গত।
তেজারতের কুঠীর রেসিডেন্ট ও এজেণ্ট সাহেবলোক।	কোম্পানির চিহ্নিতচাকর সাহেবদিগের বিষয়ান্তর্গত।
দিল্লীর ব্যাপ্য দেশ।	হাসিলতহসীলের বিষয়ান্তর্গত।
হাসিল ফিরিয়া দেওন।	হাসিলতহসীলের বিষয়ান্তর্গত।
ফতওয়া।	দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের বিষয়ান্তর্গত।
শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল।	ছাপাখানার বিষয়ান্তর্গত এবং কোম্পানির চিহ্নিতচাকর সাহেবদিগের বিষয়ান্তর্গত।
মনুষ্যহত্যা।	হঙ্গামার বিষয়ান্তর্গত।
নীল।	সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ান্তর্গত।
ঋণ।	কোম্পানির চিহ্নিতচাকর সাহেবদিগের বিষয়ান্তর্গত।
মুফ্তী ও কাজীলোক।	দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের বিষয়ান্তর্গত।
নিজামৎ আদালত।	হঙ্গামার বিষয়ান্তর্গত।
খবরের কাগজ।	ছাপাখানার বিষয়ান্তর্গত।
জরীমানা।	ছাপাখানার বিষয়ান্তর্গত এবং কোম্পানির চিহ্নিতচাকর সাহেবদিগের বিষয়ান্তর্গত।
পারসী ভাষার সেক্রেটারি।	ছাপাখানার বিষয়ান্তর্গত।
কেতাব ও কাগজপ্রকাশক।	ছাপাখানার বিষয়ান্তর্গত।

খান

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের আইনের খোলাসা।

মতান্তরকরণ

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের আইনের খোলাসা।

মতান্তরকরণ ও শুধরণ ও রদকরণ ও বৃদ্ধিকরণইত্যাদি।

যে২ আইন মতান্তরইত্যাদি করা গেল।					যে২ আইনের দ্বারা।		
সন।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।		আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
১৭৯৪	৭	১৪	০				
১৭৯৭	৪	৮	০	অর্থ স্পষ্ট করা গেল।	৪	২	০
১৮০৩	৭	২৪	০				
১৮১০	৯	১৭		রদ।	৫	২	১
	৯	২৩	১	খাটান।	৫		২
		১২	১				
	৯	০	০	শুধরণ।	৫	৩	১
১৮১১	১৪	২	৩।৪	শুধরণ।	৪	৭	০
১৮১৪	২৪	৪।৫	০	রদ।	৪	৮	০
	২৫	২।৪	০				
	২১	৪	০	রদ।	৭	২	৩
	২১	২।৩	০	খাটান।	৭	২	৩
১৮২১	১	৩	১	কতক রদ।	১	২	১

হঙ্গামা।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
যাহারদিগের উপর হঙ্গামাকরণের অপরাধ দায়েরসায়েরী আদালতের তজবীজে সাবুদ হয় তাহারদিগের পাঁচ বৎসরের কম কয়েদের হুকুম উপযুক্ত না হইবার কথা।	২	২	০
ঐ শাস্তি কোন অপরাধির পক্ষে অপরাধহইতে ভারী বোধ হইলে তাহার মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের হুজুরে পাঠান যাইবার কথা।	ঐ	৩	০
যাহারদিগের প্রতি হঙ্গামাকরণের অপরাধ প্রমাণ হয় তাহারদিগকে শাস্তি দিবার অর্থে অন্য যে সকল হুকুম চলিতেছে উপরের উক্ত কোন হুকুম তাহার নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তের কারণ না হইবার কথা।	ঐ	৪	০
হাসিল তহসীলকরণ।			
ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১৭ ধারা রদহওনের কথা।	৫	২	১
এই আইনের কোন২ হুকুম দিল্লীর তাবে দেশেতে মাসুলদেওয়া জিনিসের এবং ঐ জিনিসের রওয়ানার সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।	ঐ	ঐ	২
ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের এবং অন্য ২ আইনের কোন২ হুকুম শুধরণের কথা।	ঐ	৩	১
কোন২ কাপড়ের উপর শতকরা ৭৷৷০ টাকার পরিবর্ত্তে ২৷৷০ টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবার কথা।	ঐ	ঐ	২
সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া কোন২ কাপড়ের উপর ঐ হিসাবে মাসুল লওয়া যাইবার কথা।	ঐ	ঐ	৩
সমুদ্রপথে রফ্তানী হইবার কাপড়ের মাসুলের কথা।	ঐ	ঐ	৪
রওয়ানা দেখাইতে ত্রুটি করিলে রফ্তানীর সময়ে যে অধিক মাসুল দিতে হইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৫
যেরূপে মাসুলের কিছু ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৬
কাপড়ের মূল্য কম লিখিলে মাসুলের কালেক্টরসাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৭

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের আইনের খোলাসা।

হাসিলের তফসীল।	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
কোম্পানির চিহ্নিতচাকর সাহেবেরা।			
সরকারী কার্য্যের প্রতিসিরিশ্তার অন্তর্গত সমস্ত পদস্থ সরকারের চিহ্নিতচাকর সাহেবদিগকে আপনারদিগের অধীন আমলাদিগের এবং তাহারদিগের সমপর্কীয় লোকদিগের স্থানে কর্জ্জ লইতে নিষেধ হওনের কথা।	৭	২	১
এবং সরকারী কার্য্যকারিত্বপ্রযুক্ত ঐ সাহেবদিগের নিকটে যাহারদিগের জওবাব দিতে হয় তাহারদিগের স্থানেও কর্জ্জ লইতে নিষেধ হওনের কথা।	ঐ	ঐ	২
ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২১ আইনের কোন ২ ধারা সরকারের চিহ্নিতচাকর অন্য২ সাহেবদিগের মত নিজামতের সাহেবদিগের প্রতি খাটিবার কথা।	ঐ	ঐ	৩
কোন২ কার্য্যকারক সাহেবদিগকে তাঁহারদিগের তাবে জিলাআদির নিবাসি কি বিষয়াক্রান্ত জমীদারপ্রভৃতিদিগের স্থানে কর্জ্জ করিতে নিষেধ হওনের কথা।	ঐ	৩	০
উপরের লিখিত ধারার অন্যমতে সরকারের চিহ্নিতচাকর কোন সাহেবকে কর্জ্জ দিতে নিষেধ হওনের ও ঐ নিষেধের অন্যমত কর্ম্ম করণের দণ্ডের কথা।	ঐ	৪	০
উপরের ধারার অন্যমতে যে সাহেবেরা ঋণী থাকেন তাঁহারদিগের এক বৎসরান্তে তাহার সম্বাদ দিতে হইবার ও ঐ সম্বাদ না দেওনের দণ্ডের কথা।	ঐ	৫	০
কোন কার্য্যকারক অন্য কোন পদে নিযুক্তহওনের সময়ে উপরের ধারার বিরুদ্ধে কাহারু ঋণী থাকিলে তাহার সম্বাদ দিবার ও সম্বাদ না দেওনের দণ্ডের কথা।	ঐ	৬	০
উপরের ধারার বিরুদ্ধে এ দেশীয় কোন জন জানিয়া শুনিয়া কোন কর্ম্ম গ্রহণ করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।	ঐ	৭	০
সরকারী নালিশের দ্বারা দণ্ডের টাকা উসুল করা যাইবার কথা।	ঐ	৮	০
দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবেরা।			
ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ আইনের ১৪ধারার ও ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ৮ধারার ও ১৮০৩ সালের ৭ আইনের অর্থের কথা।	৪	২	০

জ্ঞাপনার্থে

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের আইনের খোলাসা।

তলবচিঠী

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের আইনের খোলাসা।

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
তলবচিঠী আসামীকে পঁহুছাইবার মতের ও দাওয়া প্রচার করিবার রূপের কথা।	৬	৩	৩
আসামী ও অন্যং দাওয়াদার হাজির না হইলে ফরিয়াদীর সাক্ষিরদের বাক্য শুনিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার কথা।	ঐ	ঐ	৪
যে প্রকারেতে ভূমির উৎপন্নে ফরিয়াদীর অধিকার হওনের নিষ্পত্তি হইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৫
দাওয়া প্রমাণ না হইলে আদালতের খরচা ও আসামীর ক্লেশের বদল ফরিয়াদীর দিতে হইবার কথা।	ঐ	ঐ	৬
যে প্রকার হইলে তৃতীয় ব্যক্তিকে তলব করিতে হইবেক ও তাহার দাওয়ার বিচার যে মতে করা যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৭
আবশ্যকের অধিক কাল আসামী হাজির রাখা না যাইবার কথা।	ঐ	ঐ	৮
যে প্রকার হইলে সরাসরী বিচার সমাপ্তির পূর্ব্বে উভয় পক্ষের কোন পক্ষেরে ভূমির উৎপন্ন দেওয়া যাইবেক তাহার ও ভূমির উৎপন্ন কোন জনকে দিতে হইলে তাহার স্থানে যে একরার লওয়া যাইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৯
যে প্রকার হইলে নীলের ক্ষেতের চৌকী দেওয়াইতে ও তাহা ক্ষেত হইতে লইয়া যাইতে উভয়ের কোন পক্ষকে অনুমতি হইবেক তাহার কথা।	ঐ	৪	১
জমীদারের বাকী টাকা আদায়হওনের রোধ যেরূপে হইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	২
কবুলিয়তের নিয়মলঙ্ঘনকরণেতে যাহার ক্ষতি হয় সে তাহার নালিশ স্বেচ্ছাক্রমে সরাসরীতে কি জাবেতামতে আদালতে করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।	ঐ	৫	১
সরাসরী বিচারেতে আসামীর যত দেয় হইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	২
জাবেতামতে আদালতের বিচারেতে আসামীর দেয় যত হইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৩
জাবেতামত নালিশেতে প্রবঞ্চনার্থে নিয়মলঙ্ঘন করা প্রমাণহওন ব্যতিরেকে আসামীর যত দণ্ড দেয় হইবেক তাহার কথা।	ঐ	ঐ	৪
সরাসরী বিচার যে মতে ও যাঁহার দ্বারা হইবেক তাহার কথা।	ঐ	৬	০

নীলের

	আইন।	ধারা।	প্রকরণ।
নীলের কৃষি করিয়া তাহা দাখিল করিবার কবুলিয়ৎ যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার নিরূপণের কথা।	৬	৭	০
এক কবুলিয়তের আসামী ও বিষয় অনেক হওয়াতে তাহা অসিদ্ধ না হইবার কথা।	ঐ	৮	০

Index, &c. 1823—9

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদরের হজুর কৌনসেল
হইতে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের যে২ তারিখে
যে২ বিষয়ের যে২ আইন জারী
হয় তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের আইনের ফিরিস্তি।

১ প্রথম আইন। ৮ জানুআরি

যে ভূমি কিম্বা অন্য স্থাবরবস্তু রাস্তার কি নালার কিম্বা সরকারী অন্য কর্ম্মের কারণ আবশ্যক হয় তাহা সরকারের কার্য্যকারক সাহেবেরা উপযুক্ত মূল্য দিয়া পাইবার এবং যে২ জিলাতে নিমকপোখ্তানের নিমিত্তে ভূমির আবশ্যক হয় সেই২ জিলাতে ভূম্যধিকারিদিগের ও নিমকপোখ্তানের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরদের পরস্পর প্রয়োজনের নিষ্পত্তি করিবার।

২ দ্বিতীয় আইন ৫ ফিব্রুআরি।

ফরুকাবাদের টাকশাল উঠাইবার এবং ফরুকাবাদী টাকার বিষয়ে যে২ হুকুম আছে তাহার কোন২ হুকুম শুধরিবার।

৩ তৃতীয় আইন। ১২ ফিব্রুআরি।

রেজিষ্টরসাহেবদিগের ক্ষমতা কোন২ বিষয়ে বাড়াইবার নিমিত্তে শ্রীযুত গওর্ণর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা দিবার।

৪ চতুর্থ আইন। ১২ ফিব্রুআরি।

নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরীকরণের পদসম্পর্কীয় কর্ম্ম বিলক্ষণরূপে নির্ব্বাহ পাইবার।

৫ পঞ্চম আইন। ৪ মার্চ।

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের লিখিত হুকুম সুবে উড়িস্যা ও বেহারে ও বারাণসদেশে ও দত্ত ও জয়করা দেশসকলেতে চালাইবার।

৬ ষষ্ঠ আইন। ২৫ মার্চ।

যে জন কি জনেরা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের নিকটে ২ দুই কি ততোধিক অপরাধকরণের অপবাদগ্রস্ত হয় তাহারদিগের প্রতি কোন২ প্রকার হইলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরদের যে মতাচরণ করিতে হইবেক তাহার নিরূপণ করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম এবং ঐ আইনের লিখিত অন্য কোন২ হুকুম শুধরিবার।

৭ সপ্তম আইন। ২৫ মার্চ।

মদিরাদি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের বিষয়ে যে২ আইন চলন আছে তাহার

 লিখিত

লিখিত কোনং কথার অর্থ স্পষ্ট করিবার ও শুধরিবার এবং সরকারভিন্ন অন্যান্যের অকর্ত্তব্য আফীন প্রস্তুত ও বিক্রয়করণেতে সরকারের যে রাজস্ব হয় তাহা আরো উত্তম রূপে রক্ষাকরণের নিমিত্তে কোনং হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার।

৮ অষ্টম আইন। ৮ আপ্রিল।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ৪ আইন রদ করিবার এবং ভাগীরথী ও জলঙ্গী ও ইছামতী ও মাতাভাঙ্গা ও চর্ণী নদীর পথে যেং নৌকা ও মাড় ও কাষ্ঠইত্যাদি আইসে ও যায় তাহার উপর মামুল নিরূপণের এবং ঐ মামুল আরো সহজরূপে তহসীলহওনের এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত ও অন্যং নৌকা গমনাগমনের নদী দিয়া নির্ব্বিঘ্নে নৌকা চলিতে পারিবার।

৯ নবম আইন। ১ জুলাই।

কোনং বিষয়ব্যতিরেকে ও কোনং নিয়ম রক্ষা করিয়া জয়করা দেশসকলে এবং বুন্দেলখণ্ডে হালবন্দোবস্ত আর ৫ পাঁচ বৎসর মিয়াদপর্য্যন্ত বহাল রাখিবার।

১০ দশম আইন। ৮ জুলাই।

যে লোকেরা অপরাধকরণের অপবাদগ্রস্ত কিম্বা অপরাধকরণের বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া থাকে তাহারদিগের অপরাধ ক্ষমাকরণের বিষয়ে এক্ষণে যেং হুকুম চলিতেছে ঐং হুকুম মতান্তরকরণ ও শুধরণের।

১১ একাদশ আইন। ১৫ জুলাই।

কোনং কারণ থাকিলে সরেজমীনে যাইয়া অনুসন্ধান করিবার নিমিত্তে আপনং রেজিষ্টর কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেবকে পাঠাইতে জিলা ও শহরের জজ ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরদিগকে ক্ষমতার্পণ করিবার।

১২ দ্বাদশ আইন। ২২ জুলাই।

যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক মালগুজারীর বাকী পাড়ে তাহারদিগের নিমিত্তে পূর্ব্বে যে দণ্ড নিরূপণ হইয়াছিল সেই দণ্ড পুনর্ব্বার বহাল করিবার।

১৩ ত্রয়োদশ আইন। ২২ জুলাই।

সদরআমিনী কার্য্যের বিষয়ে অতিরিক্ত কোনং হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার।

১৪ চতুর্দ্দশ আইন। ২২ জুলাই।

মালগুজারীর বাকীপড়নের বিষয়ে কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের বিষয়ে সরাসরীমতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবদিগকে সোপর্দ্দ করিবার অর্থে যেং হুকুম আছে তাহা শুধরিবার।

১৫ পঞ্চদশ আইন। ২২ জুলাই।

বলক্রমে ভূমি কি অন্য কোন বস্তু বেদখলকরণের কিম্বা দখলের প্রতিবন্ধকতাকরণের

 বাবৎ

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের আইনের ফিরিস্তি।

বাবৎ সরাসরী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি তাহা জাবেতামতে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া যে নিষ্পত্তি হইতে পারে তাহার অধীনতায় করিতে মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ করিবার।

১৬ ষোড়শ আইন। ১৮ নবেম্বর।

ইষ্টাম্পের মূল্যের বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত কোনং কথা রদ করিবার ও শুধরিবার।

Vol. VII. 157. সমাপ্তঃ।

A True Translation,
W. Carey,
Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ১ প্রথম আইন।

যে ভূমি কিম্বা অন্য স্থাবরবস্তু রাস্তার কি নালার কিম্বা সরকারী অন্য কর্ম্মের কারণ আবশ্যক হয় তাহা সরকারের কার্য্যকারক সাহেবেরা উপযুক্ত মূল্য দিয়া পাইবার এবং যেং জিলাতে নিমকপোখ্তানের নিমিত্তে ভূমির আবশ্যক হয় সেইং জিলাতে ভূম্যধিকারিদিগের ও নিমকপোখ্তানের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরদের পরস্পর প্রয়োজনের নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের তারিখ ৮ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩০ সালের ২৫ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩১ সালের ২২ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩১ সালের ২৬ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮০ সালের ৭ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৯ সালের ৫ জমাদীয়ল আউওলে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক চলিত আইন ও নিয়মেতে এবং ঐং আইনের ও নিয়মের মত কার্য্যকরণের নিমিত্তে যেং আদালত স্থাপন করা গিয়াছে সেইং আদালতের দ্বারা প্রত্যেক জনের আপনং ভূমিতে ও অন্যং বস্তুতে স্বত্ব ও অধিকার স্থির করা গিয়াছে এপ্রযুক্ত এবং যেহেতুক সকল লোকের হিতের নিমিত্তে কোনং ব্যক্তির কোনং সময়ে আপন বস্তু ত্যাগ করিবার হুকুমকরণের আবশ্যক হয় এপ্রযুক্ত সর্ব্ব জনের হিতের নিমিত্তে যে কার্য্য এবং কার্য্যের পরামর্শ করা যায় তাহার অনুচিত বাধা হইতে না পারিবার কারণ যে সকল ভূম্যাদি বস্তু ঐ কার্য্যার্থে নিরূপণ করা যায় তাহাতে যে সকল লোকের স্বত্বাধিকার থাকে তাহারা উপযুক্ত ও পূর্ণ প্রতিদান অর্থাৎ বদল পাইবার নিমিত্তে যেমতং কর্ত্তব্য তাহা বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক বোধ হইল এবং যেহেতুক জিলা চব্বিশ পরগনা ও যশোহর ও ভুলুয়া ও চাটিগ্রামের নিমকপোখ্তানের এজেণ্টসাহেবের তাবে সীমার মধ্যে নিমকপোখ্তানের নিমিত্তে যেং ভূমির আবশ্যক সেইং ভূমির বিশেষ ভাব ও গতিকপ্রযুক্ত এবং সরকারভিন্ন অন্য কেহ নিমকপোখ্তানের কর্ম্ম করিতে না পারিবার হুকুম যে সময়ে প্রথমে করা গেল সেই সময়েতে ভূম্যধিকারিদিগের সহিত যেরূপ ধার্য্য করা গিয়াছে তৎপ্রযুক্তও লবণ করিবার নিমিত্তে ভূমি লইলে নিমকপোখ্তানের কার্য্যকারক সাহেবদিগের এবং ভূম্যধিকারিদিগের পরস্পর প্রয়োজনের নিষ্পত্তি যেরূপে করা যাইবেক তাহার মূলনীতি জানান আবশ্যক হইল অতএব নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তাহা জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

২ ধারা।

ভূমির আবশ্যক হইলে সরকারের কার্য্যকারক সা হেবেরা ভূম্যধিকারিকে যে দরেতে ভূমি দিতে সম্মত হন তাহা কিম্বা ভূ মি দিতে সম্মত না হইলে তাহার কথা জানাইতে হুকুম দিবার কথা।

রাজপথ কিম্বা এমারৎ অথবা কাটাখাল কি নালা কিম্বা জেলখানা কিম্বা সরকারী আর কোন কর্ম্ম সিদ্ধ করিবার কারণ যখন কোন ব্যক্তির ভূমি কি স্থাবর বস্তু কি আর কোন বস্তু সমুদয় কিম্বা তাহার কোন অংশ গ্রহণকরা আবশ্যক বোধ হয় তখন যদি ঐ ভূম্যাদি বস্তু উভয়সম্মতিপূর্ব্বক ক্রয়করণের কোন বাধা হয় তবে ঐ কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের ভারপ্রাপ্ত সাহেব কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে অন্য যে কোন সাহেবের প্রতি ঐ কর্ম্মকরণের হুকুম দেন্ সেই সাহেব সেই স্থানে যাইয়া ঐ ভূমিইত্যাদি বস্তুর উপর এক নিশান খাড়া করাইবেন এবং যদি ভূমি লইতে বাঞ্ছা করেন্ তবে বাঞ্ছিত ভূমির সীমা সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করিবেন কিন্তু তাহা করণেতে সেই ভূমি ইত্যাদি বস্তুর যত অল্প ক্ষতি করিলে তাহা সিদ্ধ হয় তাহার অধিক করিবেন না পরে যে ভূমিইত্যাদি লইতে বাঞ্ছা এবং যে কারণে তাহা লওনের আবশ্যক হয় তাহার সম্বাদপত্র সেই ভূমিআদির নিকটবর্ত্তি কোন উপযুক্ত ও সকল লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে লট্কাইয়া দেওয়াইবেন এবং সেই স্থানেতে ও তাহার নিকটবর্ত্তি বাজারে কি গঞ্জে কিম্বা গ্রামেতে ঢেঁড়রা দিয়া ইহা প্রচার করিবেন যে যে কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা সেই ভূমি কি অন্য বস্তুতে আপন অধিকার আছে এমত কথা কহে তাহারা স্বয়ং কি তাহারদিগের নিযুক্ত মোখ্তার ঐ সম্বাদপত্রের লিখিত কি ঢেঁড়রা দিয়া প্রচারকরা স্থানে নিশান খাড়াকরণের কি ঢেঁড়বাদেওনের পর ১৫ পনের দিনের কম না হয় এমত তারিখ কিম্বা তাহার পুর্ব্বে ঐ ভূমিইত্যাদিতে তাহারদের যে স্বত্বাধিকার থাকে তাহার প্রকার এবং তাহারা যত মূল্যাদি লইয়া আপন২ সেই স্বত্বাধিকার ত্যাগ করিতে সম্মত হয় তাহা জানাইতে কিম্বা যদি তাহারা সেই স্বত্বাধিকার ত্যাগ করিতে অসম্মত হয তবে তাহা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের জ্ঞাপনার্থে নিরূপিত সাহেবদিগের দ্বারা বেওরা করিয়া লিখিয়া পাঠাইতে হাজির হইবেক ঐরূপ প্রচার করা যাওনের পরে যাহা২ জানা যায় তাহা এবং সেই বিষয়েতে আপন২ করা বিবেচনার কথা এবং সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে যে ভূমিইত্যাদির আবশ্যক হয তাহার উপযুক্ত মূল্য এবং তাহাতে যত পৃথক্২ স্বত্বাধিকার থাকে তাহার বেওরা ঐ নিরূপিত সাহেবদিগের দ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে জানান যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

ভূম্যধিকারী ভূমি বিক্রয় করিতে অসম্মত হইলে সরকার সালিসী করিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে যে ভূমিইত্যাদি কি তাহার কোন অংশ লওনের আবশ্যক হয় সেই ভূমিইত্যাদিতে যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিদিগের স্বত্বাধিকার থাকে কিম্বা স্বত্বাধিকার আছে এমত কথা কহে তাহারা যদি সেই ভূমিইত্যাদির স্বত্বত্যাগ করিতে অসম্মত হয় কিম্বা তাহাতে তাহার কি তাহারদিগের যে স্বত্বাধিকার থাকে তাহা ত্যাগকরণার্থে উপযুক্তহইতে অত্যধিক মূল্য চাহে তথাপি যদি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাহারদিগের ঐ অসম্মতির কথা এবং বাঞ্ছিত মূল্যের

সংখ্যা

সংখ্যা অবগত হইয়া উপযুক্ত বিবেচনার পরে সরকারী কার্য্যের অত্যাবশ্যকতাপ্রযুক্ত সেই ভূমিইত্যাদিলওয়া উপযুক্ত বুঝেন্ তবে উপরের উক্ত দুই কল্পের মধ্যে কোন কল্প হইলে সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে যে ভূমিইত্যাদির আবশ্যক হয় ইহার পরে যেং দাঁড়া লেখা যাইবেক তদনুসারে তাহাতে যেং ব্যক্তির স্বত্বাধিকার থাকে তাহারদিগের স্বত্বাধিকার অন্তর্গত করিয়া সেই সমুদয় ভূমির পূরা মূল্য নিশ্চয় করিতে সালিসদিগ্‌কে স্থিরকরণের হুকুম দিবেন ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইহাও জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমে যদি বহুদূরব্যাপি সরকারী কোন কর্ম্মের আরম্ভ হয় তবে সেই কর্ম্মের নিমিত্তে যেং ভূমিইত্যাদির প্রয়োজন হয় তাহা পাওনের বিষয়ে যে কোন বাধা উপস্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তিকরণের ভার এবং ক্ষমতা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা কোন বোর্ডে কিম্বা কমিটিইত্যাদিতে অর্পণ করিতে পারেন্ এবং ঐ ভার ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত বোর্ড কিম্বা কমিটির সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে নিবেদন করণব্যতিরেকে ইহার পরে যেং কথা লেখা যাইবেক তদর্থে এবং তদনুসারে সালিসদিগ্‌কে নিযুক্ত করিতে হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

যাহা হইলে সরকার সালিসীকরণের ক্ষমতা অর্পণের হুকুম দিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—উপরের লিখিত প্রকরণের উক্ত বিষয়ের নিমিত্তে যখন সালিসদিগের আবশ্যক হয় তখন সালিসদিগের নিরূপণকরণে এবং তাহারদের অনুসন্ধান করণেতে যেং প্রকার করা যাইবেকে তাহা নীচে লেখা যাইতেছে ইতি।

সালিসেরা যেমতে নিযুক্ত করা যাইবেক এবং আপনারদিগের অনুসন্ধান যেরূপ করিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে যে ভূমিইত্যাদির আবশ্যক হয় তাহা যে জিলার মধ্যগত হয় সেই জিলার জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ কি কালেক্টরসাহেব কিম্বা সালিসদিগের করা কার্য্যের অধ্যক্ষতার নিমিত্তে অন্য যে কার্য্যেকারক সাহেবকে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে নিযুক্ত করেন্ সেই সাহেব সরকারের পক্ষে সালিসী কার্য্যকরণের নিমিত্তে দুই জন বিশিষ্ট লোককে স্থির করিবেন ও যে ভূমিইত্যাদি লইবার কথা হইয়া থাকে সেই ভূমিইত্যাদির অধিকারী কি অধিকারিরা পূর্ব্বোক্ত জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ কি কালেক্টর কিম্বা উপরের উক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা আপনারদিগের পক্ষে সালিসী করিবার কারণ দুই জন লোককে ঐ সাহেবদিগের নিরূপণকরা মিয়াদের মধ্যে স্থিরকরণের হুকুম পাইবেক ও যদি সেই ভূমিইত্যাদির অনেক অধিকারী হয় এবং ঐ মিয়াদের মধ্যে তাহারা আপনারদিগের পক্ষে সালিস পসন্দ করিবার কারণ আপনারা একমনা হইতে না পারে তবে তাহারদিগের প্রত্যেক জন আপন পক্ষে যাহাকে সালিস স্থির করিতে চাহে তাহার কথা দরপেশ করিবেক এবং জজ কি মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ

সরকারের তরফে দুই সালিস যে কর্ম্মকারি সাহেবের দ্বারা স্থির করা যাইবেক তাহার কথা।

ভূম্যধিকারিরদের তরফে কার্য্যকরণের নিমিত্তে দুই সালিস পসন্দ করিতে হুকুম দিবার কথা।

দুই ভূম্যধিকারির অধিক ভূম্যধিকারী হইলে তাহারা সালিসের নিমিত্তে যাহারদের নাম উপস্থিত করে তাহারদের

মধ্যহইতে সালিসেরা যে রূপে পসন্দ করা যাইবেক তাহার কথা।

কেবল দুই জনের নাম উপস্থিত করা গেলে যে রূপ কার্য্য করা যাইবেক তাহার কথা।

কেবল এক জনের নাম উপস্থিত করা গেলে যে রূপ কার্য্য করা যাইবেক তাহার কথা।

ঐ অধিকারিসকলের কিম্বা তাহারদের মধ্যে কোন২ জনের দ্বারা সালিসী করিবার নিমিত্তে যাহারদিগের নাম দরপেশ হইয়া থাকে তাহার মধ্যে গুলিবাঁট করিয়া ঐ অধিকারিদিগের পক্ষে সালিসী করিবার কারণ স্থির করিবেন যদি কেবল দুই জনের নাম উপস্থিত করা যায় তবে সেই দুই জনের নামকরাতে সকল অধিকারির সম্মতি হউক বা না হউক তাহারাই ঐ অধিকারিদিগের পক্ষে সালিস স্থির করা যাইবেক যদি কেবল এক জনের নাম উপস্থিত করা যায় তবে সরকারের পক্ষে যে দুই জন সালিস স্থির করা গিয়া থাকে তাহারদিগের মধ্যে কেবল এক জন সেই কর্ম্ম করিতে স্থির হইবেক ও যদি ঐ অধিকারিরা ঐ মিয়াদের মধ্যে সালিসের নাম উপস্থিত করিতে অসম্মত হয় কি তাচ্ছল্য করে তবে জজ কিম্বা মাজিস্ট্রেট্ কি কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে পরগনাতে ঐ ভূমিইত্যাদি থাকে তথাকার দুই জন অপক্ষপাতি লোককে সরকারের ও ঐ অধিকারিদিগের মধ্যে সালিসী করিবার কারণ স্থির করিবেন ইতি।

সালিসেরা যে প্রতিজ্ঞা করিবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— জিলার জজ কিম্বা মাজিস্ট্রেট্ কি কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব উপরের লিখিতমতে স্থিরকরা সালিসদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইবেন যে তাহারা বিশ্বস্তমতে এবং বিনাপক্ষপাতে তাহারদিগের প্রতি অর্পিত কার্য্য করিবেক এবং তাহারা তদর্থবোধক এক পত্রেতে দস্তখৎ করিবেক কিন্তু তাহারদিগকে কোন দিব্য করাণ যাইবেক না ইতি।

তৃতীয় ব্যক্তি পসন্দ করিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে দস্তখৎ হইবামাত্র অন্য কোন কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে জজ কিম্বা মাজিস্ট্রেট্ কি কালেক্টর কিম্বা উপরের উক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব সেই সালিসদিগকে হুকুম দিবেন যে যে কোন বিষয়েতে তাহারদিগের করা বিবেচনায় অনৈক্য হয় এবং দুই পক্ষের বাক্যবাদি ব্যক্তিও সমান হয় সেই বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে ব্যক্ত্যন্তরকে নিরূপণ করে ঐ ব্যক্ত্যন্তরকে নিরূপণকরণে যদি সালিসেরদের একবাক্যতা না হয় তবে ঐ জজ কিম্বা মাজিস্ট্রেট্ কি কালেক্টর কি উপরের উক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ ব্যক্ত্যন্তরের কার্য্যকরণার্থে কোন বিশিষ্ট এবং অপক্ষপাতি লোককে স্থির করিতে পারিবেন ইতি।

তৃতীয় ব্যক্তির কার্য্যের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— সালিসেরদিগের বিবেচনার মধ্যে ঐক্য না হইলে উভয় পক্ষের বাক্যবাদি জন যদি সমান হয় তবে তদর্থে নিরূপণহওয়া তৃতীয় ব্যক্তির করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য২ প্রকার হইলে সালিসদিগের মধ্যে এক বাক্যবাদি অধিক জনের বিবেচনামতে নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

সালিসদিগকে হাজির করাইতে ও কার্য্য সিদ্ধ করাইয়া লইতে ঐ কর্ম্মের অধ্যক্ষ সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— কোন মোকদ্দমাতে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিবার কারণ যাহারদিগের তলব হয় তাহারদিগের প্রতি আদালতের সাহেবদিগের যে ক্ষমতা আছে ঐ সালিসেরদিগের এবং উপরের উক্তমতে স্থিরকরা তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি জজ কিম্বা মাজিস্ট্রেট্ কি কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব তাহারদিগকে হাজির করাইতে এবং কার্য্য সিদ্ধ করাইতে সেই ক্ষমতা রাখিবেন ও বিচার করিবার নিমিত্তে যে কোন বিষয়

সালিসদিগের

সালিসদিগের নিকটে উপস্থিত করা যায় সেই বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে যদি তাহারা অনুচিত বিলম্ব করে তবে জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ কি কালেক্‌টর কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেব তাহারদিগকে হুকুম দিতে পারিবেন যে নিরূপিত কালের মধ্যে তাহারা সে বিষয়ের নিষ্পত্তি করে ও যদি না করে তবে সে বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার ভার ঐ তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন ইতি।

যাহা হইলে তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি নিষ্পত্তির ভার অর্পণ করা যাইবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— ঐ সালিসেরা ঐ জজ কি মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা কালেক্‌টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেবের অধ্যক্ষতার তাবে থাকিয়া আপনারদিগের প্রতি অর্পণহওয়া কার্য্যের নির্ব্বাহ করিবেক ইতি।

সালিসেরা জিলার জজ কি কালেক্‌টর কি মাজিষ্ট্রেটের তাবে থাকিয়া কার্য্য করিবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।— ঐ সালিসেরদিগের প্রতি অর্পণহওয়া কার্য্যনির্ব্বাহকরণের নিমিত্তে জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্ কি কালেক্‌টর কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেব তাহারদিগের যথোপযুক্ত সহায়তা ও মানাদির রক্ষা করিবেন এবং ঐ সালিসেরা দরখাস্ত করিলে যে কোন লোককে সাক্ষ্য দিতে আনাইতে চাহে এবং দরখাস্ত না করিলে যাহারদিগকে আনাইতে পারে না তাহারদিগের তলবের চিঠী পাঠাইতে ঐ জজইত্যাদি সাহেবেরা ক্ষমতা রাখেন এবং তাঁহারা এই প্রকরণের দ্বারা ঐ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন এবং সালিসেরা যে সাক্ষিরদিগকে দিব্য করাইয়া কিম্বা তাহারদিগের স্থানে মুক্তিপত্র লইয়া জিজ্ঞাসা করিতে চাহে তাহারদিগকে ঐ সাহেব উপযুক্ত দিব্য করাইবেন কিম্বা তাহারদিগের স্থানে মুক্তিপত্র লেখাইয়া লইবেন কিম্বা যদি কোন সাক্ষী জিলার সদর মোকামে অনায়াসে উপস্থিত হইতে না পারে তবে ঐ দিব্য করাইতে কি মুক্তিপত্র লইতে সালিসদিগকে ক্ষমতার্পণ করিতে পারেন্ ও যে কোন জন দিব্য করিয়া কি মুক্তিপত্র লিখিয়া দিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কি বিবেচনাপূর্ব্বক সালিসদিগকে অর্পণহওয়া কোন বিষয়ের মুখ্য কথাতে যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে সেই জন মিথ্যা সাক্ষ্যদেওনের আপরাধী বোধ হইবেক এবং আইনেতে সেই অপরাধের নিমিত্তে যে শাস্তির হুকুম করা গিয়াছে সেই শাস্তির যোগ্য হইবেক এবং যে কোন জন উপরের লিখিতমতে অন্য কোন জনকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের প্রবৃত্তি লওয়ায় সে জন মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্তিদেওন অপরাধের অপরাধী বোধ হইবেক এবং পূর্ব্বোক্ত আইনানুসারে শাস্তির যোগ্য হইবেক ইতি।

সালিসেরদের নিকটে সাক্ষিরদিগকে যিনি হাজির করাইবেন তাহার কথা।

৫ ধারা।

যখন সালিসেরদিগকে নিরূপণ করা যায় তখন এই আইনের ২ ধারানুসারে কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ ধারার লিখনমত যেং দাওয়া উপস্থিত হইয়া থাকে সে সমস্ত দাওয়ার এক ফর্দ্দ ঐ সালিসেরদিগকে দেন্ এবং তাহার মধ্যে যেং দাওয়ার নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে তাহা তাহারদিগকে জ্ঞাত করেন্ এবং যদি সালিসেরা চাহে তবে যে ভূমিইত্যাদি লইবার কথা হইয়া থাকে তাহার সংখ্যার ও সীমার ও তাহাতে যে সকল দাওয়া হইয়া থাকে তাহার এবং তাহার স্বত্বাধিকারইত্যাদির প্রকারে বেওরা যথাশক্তি তাহারদিগকে জানান্ আরো সেই ভূমির সংখ্যা কি সীমা কি বর্ত্তমান স্বত্বাধিকার

ঐ কার্য্যের অধ্যক্ষ সাহেব সালিসদিগকে বেওরা জানাইবার কথা।

যাহা হইলে সালিসেরা ভূমি জরীব করিতে পারিবেক তাহার কথা।

স্বত্বাধিকার কি কৃষির প্রকার কিম্বা বর্ত্তমান কালে সেই ভূমির কি তাহার কোন অংশ যেং নিমিত্তে নিরূপণ করা গিয়া থাকে এই সকল বিষয়ের কোন বিষয়েতে যদি বিবাদ উপস্থিত হয় তবে সেই সালিসেরা আপনারদের সাক্ষাৎকারে কি আর যে কোন প্রকারে তাহারা উপযুক্ত বুঝে সেই প্রকারে সেই ভূমি কি অন্য বস্তু কিম্বা তাহার কোন অংশ জরীব করাইতে পারে ইতি।

৬ ধারা।

লাখেরাজ ভূমির পরিবর্ত্ত নিরূপণ করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে যে ভূমির প্রয়োজন হয় সেই ভূমি কিম্বা তাহার মধ্যের কতক যদি লাখেরাজ ভূমি হয় তবে সালিসেরদিগের কর্ত্তব্য এই যে সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে যে ভূমি লওনের কি নষ্টকরণের প্রসঙ্গ হয় কিম্বা সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে লওনদ্বারা যে ভূমিইত্যাদি পূর্ব্বাধিকারিদিগের হস্তহইতে ত্যক্ত কি হানিবিশিষ্ট হয় সর্ব্বাগ্রে আপনারদিগের বুদ্ধ্যনুসারে সেই সমুদয় ভূম্যাদির উপযুক্ত যে মূল্য হইতে পারে তাহাব নিরূপণ করে ইতি।

ঐ ভূমিতে ভিন্ন স্বত্ব প্রাপ্ত ভিন্ন অধিকারিরদের বিবাদ হইলে সালিসেরা যেরূপ করিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কোন লাখেরাজ ভূমিইত্যাদিতে তাহার দাওয়াদার ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা কিম্বা তাহার বাস্তব অধিকারী কি অধিকারিরা ও তাহারদিগের তাবে যোতদার কি প্রজারা ঐ ভূম্যাদিতে যেং অধিকার রাখে তাহার পরিবর্ত্তে ঐ ভূম্যাদির সমুদয় মূল্যের টাকাহইতে যাহার যে প্রাপ্য হয় তাহার বিষয়ে যদি তাহারদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় তবে ঐ বিবাদের উভয়পক্ষের কি পক্ষসকলের ব্যক্তিরা যদি সালিসদিগের নিকটে ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি সেই সময়ে করিবার প্রার্থনা না করে তবে সালিসেরা সে বিষয়ে কোন বিবেচনা করিবেক না ঐ মত যদি ঐ লাখেরাজ ভূম্যাদির দাওয়াদার একহইতে অধিক জন হয় এবং ঐ ভূম্যাদির দাওয়াদারদিগের মধ্যে ঐ ভূম্যাদির মূল্যহইতে যাহাকে যত টাকা দিতে হইবেক তাহার নিরূপণকরণের প্রকারের নিশ্চয়করণের আবশ্যক হয় তবে সেই সকল দাওয়াদারেরা যদি ঐ সালিসেরা তাহারদিগের মধ্যে যাহার যে প্রাপ্য অংশের সংখ্যা নিরূপণ করিবেন তাহাই মান্য করিবার অর্থে এক লিখিত কবুলিয়তে দস্তখৎ না করে তবে তাহার কিছু নিরূপণ করা যাইবেক না ও দাওয়াদার ব্যক্তিরা ঐ কবুলিয়তে দস্তখৎ করিলে পর সালিসেরা যে নিরূপণ করেন্ তদনুরূপ কার্য্য করা যাইবেক এবং তাহা সর্ব্বপ্রকারে আদালতের হুকুমের ন্যায় মান্য হইবেক কিন্তু ঐ দাওয়াদারেরা সালিসদিগের কৃত নিরূপণ মান্য করিতে সম্মত নাহওনপ্রযুক্ত যদি ঐ নিরূপণ না করা যায় তবে তাহারদের মধ্যে যে ব্যক্তি চাহে সে দস্তুরমতে ঐ বিষয়েতে আদালতে নালিশ করিতে পারে এবং যদি সরকার সেই ভূমি কি বাটী কি অন্য কোন বস্তু সালিসেরদিগের নিরূপিত মূল্যেতে লন্ তবে যে আদালতেতে এ বিষয়ের মোকদ্দমার বিচার হয় সেই আদালতের সাহেব উপযুক্ত দরখাস্ত পাইলে তথায় যে ডিক্রী হইবেক তাহার হুকুমমত কার্য্যহওনের নিমিত্তে যে মূল্য সরকারহইতে দেওয়া গিয়া থাকে তাহার সমুদয় কিম্বা তাহার কোন অংশ আদালতে আমানৎ রাখিবার

হুকুম

হুকুম দিতে পারিবেন কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে এই প্রকরণের লিখিত কোন কথাক্রমে ইহা বোধ না হয় যে ঐ আদালতের কোন হুকুম কি ডিক্রীর দ্বারা সরকারহই তে যে মূল্য দেওয়া যাইবার নিরূপণ সালিসেরা করিয়া থাকে তাহার কিম্বা সরকারের কার্য্যকারক সাহেবেরা সেই ভূম্যাদির অধিকার গ্রহণকরণের বিষয়ে যে কোন হুকুম করিয়া থাকেন্ তাহার কিঐ সালিসেরা সালিসীকরণের পদপ্রাপ্তিপূর্ব্বক যে২ কার্য্য করিয়া থাকে তাহার অন্যথা কোন প্রকারে হইবেক ইতি।

খেরাজী ভূমির নিমিত্তে যেরূপ নিরূপণ করা যাইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—পূর্ব্বোক্ত কারণে যে ভূমি লওনের কল্প হইয়া থাকে তাহা যদি সমুদয় কি তাহার মধ্যে কতক ভূমি খেরাজী যদি হয় তবে সদর মালগুজার সেই ভূমির উৎপন্ন যত টাকা পায় সর্ব্বাগ্রে সালিসেরদের যথাশক্তি তাহার নিরূপণ করা কর্ত্তব্য এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ মালগুজারের সেই ভূমিসম্পর্কীয় অন্য যে কোন উপস্বত্ব থাকে তাহার মূল্য নিরূপণ কর্ত্তব্য এবং তৃতীয়তঃ সদর মালগুজারব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তিরা তাহাতে যে কোন বিষয় কি অধিকার রাখে তাহার মূল্যের নিরূপণ কর্ত্তব্য এবং সদর মালগুজার সেই ভূম্যাদিহইতে উৎপন্ন যত টাকা পায় তাহার সংখ্যা লিখিয়া জানাইবেন এবং ঐ উৎপন্নের হানিহওনের পরিবর্ত্তে মালগুজারী মাফস্বরূপে যত দেওয়া যাইবেক এবং সালিসেরা সেই ভূম্যাদির মূল্য নিরূপণকরণের সময়ে যে বিষয়ের যে মূল্য স্থির করিয়া থাকে তদনুসারে হিসাবেতে যত রোক টাকা পাইবেক তাহার নিরূপণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে হইবেক। কোন সদর মালগুজারের ভূম্যাদির উপর সরকারের যে জমা মোকরর্ করা গিয়াছে তাহার শুদ্ধ উৎপন্ন টাকার হিসাব খাড়াকরণের কারণ সরকারের জমার অঙ্ক মোট উৎপন্ন টাকাহইতে বাদ পড়িবেক না এবং কার্য্যের নিমিত্তে যে ভূম্যাদি লওয়া যায় সদর মালগুজার তাহার উৎপন্ন ঐ ভূম্যাদিসম্পর্কীয় অন্য২ উপস্বত্বের সহিত যত টাকা পায় তাহার মূল্য নিরূপণের নিমিত্তে সালিসেরা বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ দুইয়ের মূল্য এপ্রকার অনুমান করিবেক যে ঐ ভূম্যাদি লাখেরাজ হইলে ও তাহার প্রতি কোন দায় ও ভার না থাকিলে তাহার উপযুক্ত মূল্য যত হইত তত্তুল্য হয় এবং সালিসেরা এ প্রকার বিবেচনাযোগ্য প্রত্যেক বিষয়ের রিপোর্টের নীচে ইহা লিখিবেক যে এই মতাচরণ করা গিয়াছে ইতি।

সরকারের দখলকরা ভূমিতে যে লোক স্বত্বের দাওয়া করে তাহারদের স্বত্বের নিরূপণ যেরূপ করা যাইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— যদি কোন ভূমির জমায় কমী দেওয়ার হুকুম হয় তবে সে ভূমি যে কোন ব্যক্তির হউক সালিসেরা যে মহালের জমায় কমী দেওয়ার বিবেচনা করিয়া থাকে সেই মহালের হিসাবের কাগজে উসুলের প্রস্থে ঐ কমী দেওয়া টাকার সংখ্যা লেখা যাইবেক অন্য কোন মহালের জমীদার যদি ঐ কমী পাওয়ার ভাগিহওনের দাওয়া করে তবে যে মহালের জমীদারের কারণ ঐ কমী দেওয়া গিয়া থাকে তাহার উপর ঐ দাওয়ার নালিশ আদালতে করিতে পারে কিন্তু সালিসেরা বিবেচনাপূর্ব্বক জমায় যে কমী দেওয়া স্থির করিয়া থাকে সেই কমীর ভাগিহওনের নিমিত্তে ভিন্ন২ মহালের জমীদারদিগের যে কোন দাওয়া থাকে তাহার সমাধাকরণের ভার যদি লাখেরাজ ভূমির নিমিত্তে উপরের লিখনমত সালিসেরদিগকে দেওয়া যায় তবে ঐ সালিসেরা ঐ বিষয়ের যে

 সমাধা

সমাধা করে তাহা সর্ব্বপ্রকারে আদালতের ডিক্রীর মত দৃঢ় হইবেক ঐ মত সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে খেরাজী ভূমি লইতে হইলে তাহার বদলে সরকারহইতে যাহা দেওয়া যায় তাহা দেওনের প্রকারের বিষয়ে এবং যাহার যে পাওনা উপযুক্ত তাহার বিষয়ে যদি প্রজাদিগের ও তাহারদিগের পেটাও রাইয়তেরদের মধ্যে কিম্বা সরকারের মালগুজারের ও প্রজারদের এবং তাহারদিগের পেটাও রাইয়তেরদের মধ্যে কিম্বা ঐ বদলের ভাগি হওনের দাওয়া তদ্ভিন্ন অন্য যে লোকেরা করে তাহারদিগের মধ্যে ঐ বদলের টাকা যে রূপে বিভাগ করা যাইবেক তাহার বিষয়ে যদি মতভেদ কি বিবাদ উপস্থিত হয় তবে এই ধারার ৩ প্রকরণে সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে লওয়া লাখেরাজ ভূমির বদলে যাহা দেওয়া বিবেচনাপূর্ব্বক স্থির করা যায় তাহার মধ্যে যাহার যে প্রাপ্য হয় তাহার বিষয়ের বিবাদ মিটাইবার কারণ যেমন২ লেখা গিয়াছে তদনুসারে ইহাতেও কার্য্য করা যাইবেক ইতি।

ভূমির দখল সন্দিগ্ধ হইলে সালিসেরা যেরূপ কার্য্য করিবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— ভূমির অধিকারিত্বের বিষয়ে যদি কোন প্রকার সন্দেহ জন্মে কিম্বা সালিসেরদিগের বিবেচনায় অন্য এমত কোন কারণ থাকে যে তৎপ্রযুক্ত ঐ ভূমির পরিবর্ত্তে তাহারদিগের বিবেচনায় যে টাকা দেওয়া স্থির হইয়া থাকে তাহার দাওয়াকারিদিগের মধ্যে কোন জনকে সেই টাকা কি তাহার কোন অংশ তৎক্ষণে দেওয়া অনুচিত বোধ হয় তবে সালিসেরা জজসাহেবকে কি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে কি কালেক্টরসাহেবকে কিম্বা অন্য যে কোন কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমে তাহারা কার্য্য করিতে থাকে তাঁহাকে ঐ বিষয় জানাইবেক ও এমত হইলে ঐ সালিসেরা যত টাকা আটক রাখিতে কহে সেই টাকা দিয়া কোম্পানির কাগজ কিনিয়া যেপর্য্যন্ত দাওয়াকারিরদের মধ্যে এক জন ঐ টাকা পাওনের হুকুম আদালতহইতে না পায় সেইপর্য্যন্ত আমানৎরূপে রাখা যাইবেক কিন্তু সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে যে ভূম্যাদির প্রয়োজন হয় তাহার স্বত্বের কি দখলের বিষয়ে উপস্থিতহওয়া কোন বিবাদপ্রযুক্ত কিম্বা সালিসেরদের বিবেচামতে ঐ ভূম্যাদি যে ব্যক্তির স্থানহইতে সরকারের হস্তগত হয় সেই ব্যক্তির ঐ ভূম্যাদির অধিকারিত্বের বিষয়ে কোন দোষথাকনপ্রযুক্ত ঐ ভূম্যাদিতে সরকারের হওয়া স্বত্বের ব্যাঘাত কিম্বা হানি হইতে পারিবেক না ও যদি কোন জন কিম্বা জনেরা ঐমত কোন ভূম্যাদি লওনপ্রযুক্ত সরকারহইতে ক্ষতিপূরণ কিম্বা পরিবর্ত্ত পাইবার নিমিত্তে কোন আদালতে নালিশ করে তবে সেই জন কি জনেরদের মোকদ্দমা নানসুট করা যাইবেক ও তাহাতে হওয়া সমস্ত খরচ ঐ জন কি জনেরদের দিতে হইবেক। ইহাও হুকুম করা যাইতেছে যে সরকারের কোন কর্ম্মের নিমিত্তে যে কোন ভূম্যাদির প্রয়োজন হয় তাহার অধিকারী যে ব্যক্তি হয় কিম্বা যাহাকে তাহার অধিকারী জ্ঞান হয় সেই ব্যক্তি উভয়পক্ষসম্মত পরিবর্ত্ত পাইয়া সেই ভূম্যাদি সরকারকে দিতে সম্মত হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে কিম্বা ঐ কার্য্যার্থে সরকারহইতে ভারপ্রাপ্ত কোন বোর্ড কি কমিটির সাহেবেরা যে কোন লোক সেই ভূম্যাদিতে আপন কোন অধিকার কিম্বা স্বত্ব কি লভ্য থাকনের দাওয়া করে সেই লোক নিরূপিত অমুক তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে আপন দাওয়া উপস্থিত করে এনিমিত্তে এই আইনের ২ ধারার হুকুমমতে ঢেঁড়রা দেওয়াইতে

এই আইনানুসারে সরকারের প্রতি যে ভূমির স্বত্ব অর্পণ করা যায় পূর্ব্ব দখীলকারের স্বত্বের বিষয়ে যে কোন কথা উপস্থিত হয় তৎপ্রযুক্ত সরকার তাহাইতে বেদখল না হইবার কথা।

পারিবেন

পারিবেন এবং ঐ ঢেঁড়রা দেওয়া যাওনের ও ঐ ভূম্যাদি সরকারের হস্তগতহওনের পরে তাহা ফিরিয়া পাইবার কারণ কি তজ্জন্য হওয়া ক্ষতিপূরণের টাকা সরকারহইতে পাইবার কারণ যে কোন দাওয়া কি নালিশ কোন আদালতে উপস্থিত করা যায় তাহা ঐ ঢেঁড়রা দেওনদ্বারা যেরূপ আবশ্যক জানান গিয়াছে সেইরূপে না করিলে ঐ দাওয়া কি নালিশ ডিস্‌মিস্ করা যাইবেক এবং তাহাতে যে খরচা হয় তাহা সমস্ত ঐ দাওয়া কি নালিশকরণিয়ার দিতে হইবেক কিন্তু যে ভূম্যাদি সরকারের হস্তগত হয় তাহাতে যে কোন ব্যক্তি উপযুক্ত স্বত্ব না রাখিয়াও তাহার মূল্য লইয়া থাকে এই আইনের লিখিত কোন কথাতে সেই ব্যক্তি শাস্তির যোগ্যহওনের ব্যাঘাত হইতে পারিবেক না ইতি।

৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ঐ বিবেচনাকরা সমাপ্ত হইলে সালিসেরা কি তৃতীয় ব্যক্তি তাহারদিগের প্রতি যেং বিষয়ের সালিসী করিবার ভার হইয়া থাকে সেইং বিষয়ের সম্পূর্ণ এবং বিশেষ করিয়া লেখা এক রিপোর্ট ও নিষ্পত্তিপত্র যে সাহেব সালিসদিগের কৃত কার্য্যের ভদ্রাভদ্র বিবেচনার কারণ নিযুক্ত হন তাঁহাকে আপনং দস্তখতে লিখিয়া দিদিবেক ও তাহার নীচে ইহা লিখিতে হইবেক যে এই নিষ্পত্তি আমারদিগের বুদ্ধ্যনুসারে সত্য এবং পক্ষপাতরহিত এবং আমারদিগের সমক্ষে যেং সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছে তদনুযায়ী ও সেই সময়ে ঐ সালিসেরা আপনারদিগের করা কার্য্যের সমস্ত কাগজপত্র ঐ কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে সমর্পণ করিবেক ইতি।

সালিসেরা যেরূপ নিষ্পত্তি করিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পূর্ব্বোক্ত ঐ কার্য্যকারক সাহেব উপরের উক্তমতে তাঁহার নিকটে সমর্পিত রিপোর্ট ও নিষ্পত্তিপত্র সেই রিপোর্টের মধ্যে যেং বিষয় ভারিং থাকে তাহা বেওরা করিয়া লিখিয়া এবং সেইং বিষয়ে সালিসেরা যেং জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে তাহারদের সেইং জিজ্ঞাসা যেপর্য্যন্ত উপযুক্তরূপে ও বিনাপক্ষপাতে করা গিয়াছে কি না করা গিয়াছে এ বিষয়ে আপনার কৃত বিবেচনার এক রিপোর্টের সহিত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দিবেন ও ঐ নিষ্পত্তি হজুরে মঞ্জুর হইলে পর ঐ কার্য্যকারক সাহেব ঐ নিষ্পত্তিপত্রানুসারে কার্য্যকরণের বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমত আচরণ করিবেন ইতি।

যে কর্ম্মকারি সাহেব নিষ্পত্তিপত্র পান্ তিনি যেরূপ কার্য্য করিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই আইনানুসার সালিসদিগের করা কোন নিষ্পত্তি রেশ্বৎ লওয়াতে কি স্পষ্ট পক্ষপাতকরণেতে কিম্বা তাহারদিগের প্রতি যেং হুকুম দেওয়া গিয়াছে তাহার কোন হুকুমের ব্যতিক্রমকরণেতে তাহারা বরামদের যোগ্য হওনব্যতিরেকে রদ কি মতান্তর করা যাইবেক না এবং সেই বরামদের হেতু আদালতে তাহার মোকদ্দমার বিচারহওনের দ্বারা নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য ইতি।

যেং কারণব্যতিরেকে নিষ্পত্তি রদ করা না যাইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ঐ সালিসেরা আপনারদিগের করা নিষ্পত্তিপত্র দাখিল করিলে পর

সরকারের কার্য্যের নি

মিত্তে মাজিষ্ট্রেটসাহেব ভূমির স্বত্ব ত্যাগ করাই বার কথা।

পর এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ ভূম্যাদিতে সরকারী কার্য্য করা যাওনের হুকুম হইলে পর যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি সেই ভূম্যাদি দখল করিবার হুকুম হইয়া থাকে যদি সেই কার্য্যকারক সাহেবের ঐ ভূম্যাদি দখলকরণের প্রতিকূলাচরণ কি ব্যাঘাত হয় তবে সেই কার্য্যকারক সাহেব তথাকার জিলার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে এ বিষয়ের এত্তেলা করিবেন এবং ঐ মাজিষ্ট্রেটসাহেব ঐ ভূম্যাদির অধিকারিদিগকে তাহা বলক্রমে ত্যাগ করাইতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন ইতি।

উপরের লিখিত হুকুমানুসারে সালিসেরদের প্রতি অর্পিত কার্য্যের খরচ সরকারহইতে দিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— উপরের কোন প্রকরণানুসারে যে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার ভার সালিসেরদিগকে দেওয়া যায় সেই বিষয়েতে তাহারদিগের বিবেচনা ও বিচারের কালে যে উপযুক্ত খরচ হয় তাহা সাক্ষিদিগের খোরাকীর কারণ কিম্বা আর কোন কারণেই বা হউক সে খরচ সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৮ ধারা।

উপরের লিখিত হুকুম নদীতে নৌকাইত্যাদি গমনাগমনের বাধা দূরকরণের সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

এই আইনের উপরের ধারাসকলে যে সকল হুকুম লেখা গিয়াছে সেই২ হুকুম নদীনালাইত্যাদির মধ্যে কি তীরে থাকা বৃক্ষ কিম্বা ভাঙ্গা নৌকা অথবা কাষ্ঠইত্যাদি যে কোন দ্রব্য ঐ নদীনালাইত্যাদি দিয়া নৌকা গমনাগমনের প্রতিবন্ধক হইতে পারে তাহা উঠাইয়া লইয়া যাইবার বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবেক না জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা যে অন্য কোন সাহেব কি সাহেবেরা ঐ নদীনালাইত্যাদির কার্য্যের ভদ্রাভদ্রের বিবেচনার অধ্যক্ষতার ভার পান্ সেই সাহেব কি সাহেবেরা ঐ সকল প্রতিবন্ধক দূরকরণের বিষয়ে এক্ষণে যে সকল হুকুম ও দাঁড়া চলন আছে কি ইহার পরে নির্দ্দিষ্ট করা যাইবেক তদনুসারে আপন২ ক্ষমতাক্রমে তাহা দূর করিতে পারিবেন ইতি।

৯ ধারা।

বিশেষ অন্য প্রকার না হইলে নিমকের সিরিশ্তার কার্য্যের আবশ্যক ভূমির সহিত উপরের লিখিত হুকুম সম্পর্ক না রাখনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— সুবে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা ও জিলা কটকে লবণের দ্বারা সরকারের যে রাজস্ব পাওয়া যায় তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৮০ ও ১৭৮১ সালের নির্দ্ধারিত দাঁড়ানুসারে লবণ প্রস্তুতকরণে সরকারের একাধিপত্যহওনের দ্বারা পাওয়া যাওনপ্রযুক্ত সরকার ঐ লবণ প্রস্তুতকরণের উপযুক্ত কতক ভূমি দখল করেন্ এবং যে ভূমি ঐ কর্ম্মের উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহা সরকার বহু কালাবধি দখলকরণের অধিকারী হইয়াছেন প্রায় ঐ সমুদয় ভূমি কৃষিকার্য্যের কিম্বা অন্য কোন কার্য্যের দ্বারা লভ্য জন্মাইবার উপযুক্ত না হইলে এই আইনের কি ইহার পরে নির্দ্দিষ্টহওয়া কোন আইনের লিখিত বিশেষ হুকুমের দ্বারাব্যতিরেকে তাহাতে উপরের লিখিত ধারাসকলের হুকুম খাটিবেক না ইতি।

বিশেষ অনুসন্ধানেতে

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলা চব্বিশপরগনা ও যশোহর ও ভুলুয়া ও চাটিগ্রামের লবণের এজেন্ট

এজেণ্টসাহেবের কর্ত্তৃত্বে লবণ প্রস্তুতহওনের বিষয়ে এক্ষণে যে সকল দাঁড়া চলিতেছে তাহা নির্দ্দিষ্টকরণাবধি ঐ২ জিলাতে কোন২ জমীদারের জমায় যে কমী দেওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত তাহার স্থির এবং ঐ লবণের এজেণ্টসাহেবের কর্ত্তৃত্বের তাবে থাকা কার্য্যকারকদিগের ও ঐ জমীদারদিগের পরস্পর কৃত দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবার কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে অনুসন্ধান করিবার অর্থে হুকুম দেওয়া গিয়াছে অতএব ঐ অনুসন্ধানের দ্বারা যাহা জানা যায় তদনুরূপ কার্য্যকরণের নিমিত্তে এই কার্য্যোপদেশ ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে এবং লবণপোখ্তানের নিমিত্তে যে লোণা ভূমি কি অন্য ভূমির আবশ্যক হয় তাহার বিষয়ে যে কোন নালিশ করিতে হয় তাহার এবং ঐ ভূমির পরিবর্ত্তে যে টাকাইত্যাদি দিতে হয় তাহারো নিষ্পত্তিকরণেতে আদালতের সাহেবেরা এবং লবণের ও ভূমির রাজস্বের কার্য্যকারক এবং সরকারের অন্য সমস্ত কার্য্যকারকেরা ঐ২ কার্য্যোপদেশ ও হুকুমানুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

নিরূপিত জমীদারেরদের এবং নিমকের সিবিশতার কর্ম্মকারি সাহেবেরদের শক্তিনিরূপণের হুকুমের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—নিমকমহাল সরকারের নিজে রাখিবার সময়ে খালাড়ীর ভাড়াইত্যাদির নিমিত্তে জমীদারদিগকে জমায় যে কমী দেওয়া গিয়াছে তাহা এই অভিপ্রায়ে দেওয়া গিয়াছে যে সরকারব্যতিরিক্ত অন্য কেহ লবণ প্রস্তুত করিতে পারিবেক না এই নিষেধযুক্ত লবণ প্রস্তুত করিবার কার্য্যের স্থিরকরণের সময়ে যে২ মহাল সরকারে লওয়া গিয়াছে তাহাতে জমীদারদিগের যে মালগুজারী দিতে হইত তাহার ভার লাঘব হয় ইতি।

কোম্পানি বাহাদুরের একাধিপত্য প্রথম স্থির করণের সময়ে খালাড়ীর নিমিত্তে জমায় যে কমী দেওয়া গিয়াছে সেই কমী যেপ্রযুক্ত তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—প্রথম কালেতে যে২ জমীদারইত্যাদির আপন২ ভূমির বাঙ্গলা ১১৮৮ সালের পূর্ব্বের উৎপন্নের পরিবর্ত্তে জমায় কমী পাওনের দরখাস্ত মঞ্জুর করা গিয়াছে যে ভূম্যধিকারিরা উপরের লিখিত কথানুসারে তৎকালে যত উৎপন্ন পাওনেতে ক্ষান্ত হইয়াছিল তত্তুল্য কমী পাইয়াছে তাহারা সেই ভূম্যধিকারিবর্গের মধ্যে গণনা করা যাইবেক অতএব এই প্রকরণের দ্বারা জানান যাইতেছে যে ঐ জমীদারইত্যাদিকে যত২ টাকা কমী দেওয়া গিয়াছে সেই কমী সর্ব্বকালের নিমিত্তে বহাল থাকিবেক ইতি।

ঐ কমী দেওয়া নিত্য বহাল থাকনের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—ভূমির মালগুজারীতে খালাড়ীর কেরায়াপাওনার বাবতে কিছু টাকা উমুল দিবার দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে এবং বাঙ্গলা ১১৮৮ সালের পূর্ব্বে ঐ কেরায়া বাবতে বিশেষরূপে যে কমী দেওয়া গিয়াছে কিম্বা ইহার পরে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যাহা কমী দেওয়ার হুকুম হইবেক তাহাব্যতিরেকে ভূমির জমায় কিছু কমী দিতে কিম্বা মাফ করিতে কালেক্টরসাহেবদিগকে ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোককে নিষেধ করা যাইতেছে ইতি।

সরকারের হুকুমব্যতিরেকে লোণা ভূমি কিম্বা জ্বালানী কাষ্ঠ উৎপন্নকরণের ভূমির নিমিত্তে জমায় আর কিছু মাফ করা কিম্বা কমী দেওয়া না যাইবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যে২ খালাড়ীতে এক্ষণে লবণের কার্য্য করা যাইতেছে তাহার কিম্বা ইহার পরে যে২ খালাড়ীতে ঐ কার্য্য করা যাইবেক তাহার কেরায়ার কিম্বা পূর্ব্বকালে

খালাড়ীর ভাড়ার নিমিত্তে জমীদারেরদের দাও

য়ার নালিশ যেরূপ করা যাইবেক তাহার কথা।

যেং খালাড়ীতে ঐ কার্য্য করা গিয়াছে তাহার বাবৎ গত কএক সালের কেরায়া পাওনা থাকনের দাওয়া যে কোন সদর মালগুজার করে তাহার কর্ত্তব্য যে ইহার পরে যাহাং লেখা যাইবেক তদনুসারে তাহার সমাধা করাইবার কারণ নিমকের এজেণ্টসাহেবের নিকটে দরখাস্ত করে ইতি।

সরকারের হুকুমব্যতিরেকে মলঙ্গীরদের স্থানে খালাড়ীর ভাড়া লওয়া মৌকুফ হইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— বাঙ্গলা ১১৮৮ সালের পূর্ব্বে খালাড়ীর ভাড়ার নিমিত্তে জমায় যে কমী দেওয়া গিয়াছে তাহা এখনো সরকারের রাজস্বের বহীতে অমনি রাখা যাইবেক এবং লবণের সিরিশ্‌তার হিসাবে খরচ লেখা যাইবেক কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষরূপে অন্য প্রকার হুকুম না হইলে লবণ প্রস্তুত করিবার আগামি বৎসরের আরম্ভঅবধি মলঙ্গীদিগের স্থানহইতে খালাড়ীর ভাড়া ও বারাকরসাইত্যাদি লওয়া সম্যক প্রকারে মৌকুফ হইবেক এবং ঐ অঙ্ক উঠিয়া যাইবেক এবং ইহার পরে সরকারের বিশেষ হুকুমব্যতিরেকে কোন গোমাস্তা কি অন্য কেহ যদি ঐ অঙ্ক বলক্রমে লইতে উদ্যত হয় কিম্বা কোনপ্রকারে তাহা তাহারদিগের স্থানে তলব করে তবে ইহা লবণের এজেণ্টসাহেবের নিকটে প্রমাণ হইলে সে ব্যক্তি তৎক্ষণে কর্ম্মচ্যুত হইবেক ইতি।

জ্বালানী কাষ্ঠের উপর করলওয়া মৌকুফ হইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।— সরকারের কার্য্যকারকেরা মলঙ্গীদিগের স্থানে ঘোড়কাটী কিম্বা লবণ পাক করিবার কাষ্ঠের নিমিত্তে জঙ্গল কাটার কারণ ঐ মত আর যে কোন প্রকার কর লইত তাহা সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব বলিয়া কি আর কোন প্রকার বলিয়াই বা লইয়া থাকুক শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিশেষ হুকুম হওনব্যতিরেকে তাহা লওয়া এখনঅবধি মৌকুফ হইল ইতি।

লবণ প্রস্তুতকরণের নিমিত্তে কবুলিযতে যাহাং লেখান যাইবেক তাহার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।— ইহার পরে সরকারহইতে দেওয়া দাদনের পরিবর্ত্তে লবণ দাখিল করিবার অর্থে যে কবুলিয়ৎ লেখা যাইবেক তাহাতে সরকারহইতে মোটে যত টাকা দেওয়া যাইবেক তাহার মধ্যে জ্বালানী কাষ্ঠের নিমিত্তে যত দেওয়া যাইবেক তাহা সাধ্যমত বিশেষ করিয়া লেখা যাইবেক এবং অন্যং বিষয়েও যথাশক্তি বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক এবং সরকারহইতে বিশেষ হুকুম হওনবিনা কোন বিষয়েতে কিছু লওন কিম্বা কমী করণব্যতিরেকে মলঙ্গীদিগ্‌কে যত টাকা দিতে হইবেক তাহাও তাহাতে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক ইতি।

লোণা ভূমির স্বত্ত্ব যাহার এজেণ্টসাহেব তাহা নিশ্চয় করিবার ও বহীতে লিখিবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।— লবণের এজেণ্টসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ইহার পরেই যে দাদন দেওয়া যাইবেক তাহা দেওনের সময়ে কিম্বা তাহার পরে যত শীঘ্র হইতে পারে ইহা নিশ্চয় করিয়া বহীতে লিখিবেন যে আপন সরহদ্দের মধ্যে হওয়া খালাড়ীসকলের এবং লবণ জন্মিবার ভূমির অধিকারী কেং ইতি।

যেং ভূমি নিমকের সিরিশ্‌তার সাহেবেরা

১১ একাদশ প্রকরণ।— নিমকপোক্তানীর বিষয়ে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের একাধিপত্যহওন কালাবধি অদ্যপর্য্যন্ত সরকারের নিমকের সিরিশ্‌তার হুকুমেতে যে লোণা

ভূমিতে লবণ জন্মান গিয়াছে কিম্বা ইস্তমরারী অর্থাৎ সর্ব্বকালিক বন্দোবস্তের পূর্ব্বে এবং পরে আর কোন প্রকারে সরকারে যে ভূমি লওয়া গিয়াছে এবং রাখা গিয়াছে সে ভূমি বাস্তব ইস্তমরারী বন্দোবস্তহওয়া জমীদারীর মধ্যগত হইলে ও সরকারের নিমকের সিরিশ্তার কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের সেই ভূমি সর্ব্বকাল দখলের অধিকারের দ্বারা তাহার খাজানা দেওনবিনা দখলকরণের যোগ্য বোধ হইবেক এবং সেই ভূমি সরকারহইতে কোন ব্যক্তি ইজারা লইয়া থাকিলে তাহার পাট্টার মিয়াদ গতহওনের পর যেমন অন্য কোন জনকে ইজারা দেওনের যোগ্য হইত সেইমত নিমকের সিরিশ্তার সাহেবলোকেরা সেই ভূমি ছাড়িয়া দিলে পর তাহা মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্তসাহেবদিগের দ্বারা রাজস্ব নির্দ্ধার্য্যের যোগ্য বোধ হইবেক ইতি।

নিষ্করে দখলে রাখিবেন এবং মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা যাহার উপর শেষে কর লইতে পারিবেন ঐ২ ভূমির কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।— ইস্তমরারী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে কিম্বা পরে যে লোণা ভূমিতে নিমকের কারখানা করা গিয়া থাকে কোন ব্যক্তি তাহার খাজানা কি অন্য কোন প্রকার এওজের দাওয়া করণবিনা যদি সরকারহইতে সেই ভূমিতে বার বৎসরপর্য্যন্ত ঐ কারখানা করা গিয়া থাকে তবে সে ভূমি সরকারের নিজ ভূমি বোধ হইবেক ইতি।

যে২ ভূমিতে সরকারের স্বত্ব বোধ হইবেক তাহার কথা।

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।— ইস্তমরারী বন্দোবস্তের পরে যে লোণা ভূমিতে নিমকের কারখানা করা গিয়াছে এবং সেই ভূমির কারণ খাজানা কি অন্য কোন প্রকার এওজ কোন ব্যক্তিরদিগকে এক্ষণে দেওয়া যাইতেছে আদালতের ডিক্রীর দ্বারা অন্য প্রকার হুকুম না হওনপর্য্যন্ত সেই ভূমিতে ঐ ব্যক্তিদিগের স্বত্বাধিকার বোধ হইবেক এবং নিমকের সিরিশতার সাহেবলোক যাবৎকাল ঐ ভূমি নিমকের কারখানার নিমিত্তে রাখেন্ তাবৎকাল ঐ ব্যক্তিরা ঐ ভূমির খাজানা যত ঐ কারখানা হওনের পূর্ব্ববৎসর পাইযা থাকে তত করিয়া বৎসর২ পাইবেক ও সেই খাজানা রোক টাকাতে দেওয়া যাইবেক এবং তাহা অন্য প্রকার বিশেষ হুকুম না হইলে কোন চুক্তিকরণিয়া কি মলঙ্গীর স্থানে কিছু তলব করণব্যতিরেকে সাল্টএজেণ্টসাহেবের হিসাবে ঐ কারখানার অন্য২ খরচের মধ্যে লেখা যাইবেক। যত কাল নিমকের সিরিশতার সাহেবলোকেরা সেই ভূমিতে নিমকের কার্য্য করিবেন সেইপর্য্যন্ত ঐ খাজানা দেওয়া যাইবেক ও সেই ভূমির লোণাগুণ গত হইলে যখন সাল্টএজেণ্টসাহেব তাহা ছাড়িয়া দেন্ তখন দেওয়া মৌকুফ হইবেক কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে নিমকের সিরিশ্তার সাহেবদিগের ঐ ভূমির খাজানা দেওনপ্রযুক্ত কিম্বা যে জন আপনাকে ঐ ভূমির অধিকারী বলে তাহার দ্বারা অন্য প্রকার তহসীল হওনপ্রযুক্তও যদি সেই ভূমি রাজস্ব দেওয়ার যোগ্য হয় তবে এই প্রকরণের লিখিত কোন কথা ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের হুকুমানুসারে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের নিমকের সিরিশ্তাতে দখলহওয়া ঐ ভূমির রাজস্ব ধার্য্যকরণের প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

যে২ ভূমি বিশেষ ভূম্যধিকারিরদের বোধ হইবেক তাহার কথা।

খাজানা যেরূপ দিতে হইবেক তাহার কথা।

১০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন ভূম্যধিকারির অধিকারের মধ্যে লোণা ভূমি থাকে তবে

লোণা ভূমি নিমকের

নিমকের

সিরিশ্‌তার কর্ম্মকারি সাহেবেরা যেরূপ দখল করিবেন তাহার কথা।

নিমকের সিরিশ্‌তার সাহেবলোকেরা সেই ভূম্যধিকারিকে সেই ভূমির খাজানা দিয়া পুর্ব্ব মত সেই ভূমি দখল করিতে পারেন্। নিমকের এজেণ্টসাহেব এই মত কোন ভূমি দখল করণের সময়ে সেই ভূমিতে এক নিশান খাড়াকরণদ্বারা এবং আপনার দখলকরা ঐ ভূমি যে স্থানে থাকে তাহা ও সেই ভূমির সীমা আপন সাধ্যমত যথার্থরূপে বেওরা করিয়া এক ইশ্‌তিহারনামাতে লিখিয়া প্রচারকরণদ্বারা সকল লোককে এ বিষয় জানাইবেন। ঐ ইশ্‌তিহারনামা কালেক্টরসাহেবের কাছারীতে এবং নিমকের এজেণ্টসাহেবের নিজ কাছারীতে লট্‌কাইতে হইবেক এবং যে লোকেরা আপনারদিগকে সেই ভূমির অধিকারী বলে তাহারা যদি তাহার খাজানার দাওয়া করিতে তাচ্ছল্য কি গৌণ করে তবে ইহার পরে যে বৎসরে তাহারা দাওয়া করিবে তাহার পূর্ব্বের যত খাজানা তাহারদিগের পাওনা হয় তাহা পাইতে পারিবেক না ইতি।

ঐ প্রকার দখলকরা ভূমির উপর যেং দাওয়া উপস্থিত হয় তাহার মোকদ্দমা ও নিষ্পত্তি যেরূপ করা যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— নিমকের কারখানার নিমিত্তে দখলকরা যে ভূমির খাজানা কিম্বা অন্য কোন এওজ এপর্য্যন্ত কোন জনকে দেওয়া যায় নাহি কোন ভূম্যধিকারী সেই ভূমির অধিকারিত্বের দাওয়া করিলে নিমকের এজেণ্ট ও মালগুজারীর কালেক্টরসাহেব কিম্বা ঐ দুই পদ দুই সাহেবের থাকিলে সেই দুই সাহেব স্বয়ং সেই স্থানে যাইবেন কিম্বা যদি হইতে পারে তবে সরকারের কার্য্যকারক ইউরোপীয় প্রতিনিধি কি প্রতিনিধিদিগকে তথায় পাঠাইবেন যে তাঁহারা সেই স্থানে যাইয়া অনুসন্ধানের দ্বারা ইহা নিরূপণ করেন্ যে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩ ধারাতে যে মূলকথা লেখা গিয়াছে তদনুসারে সেই চর কিম্বা অন্য লোণা ভূমি ঐ ভূম্যধিকারির রাজস্ব মোকররওয়া জমীদারীর মধ্যগত বটে কি না। সেই সময়ে কালেক্টরসাহেব ঐ ভূম্যধিকারিকে হুকুম দিবেন যে আপন দাওয়া প্রমাণ করিবার কারণ যে সাক্ষির কি লিখিত নিদর্শনের প্রতি বিশ্বাস রাখে তাহা উপস্থিত করে পরে তাহার কথা এবং সেই স্থানে স্বয়ং কালেক্টরসাহেবের দ্বারা কিম্বা বিশেষরূপে নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের দ্বারা অনুসন্ধান করা যাওনেতে যাহা জানা যায় তাহা এবং শেষে সেই বিষয়েতে আপনকৃত বিবেচনা ও পারসী কিম্বা বাঙ্গলা ভাষার রুবকারীতে লেখাইবেন। যদি কালেক্টরসাহেবের ইহা বোধ হয় যে ঐ ভূমি সেই ভূম্যধিকারির জমীদারীর মধ্যগত বটে তবে সেই চর কি অন্য লোণা ভূমির পরিমাণ এবং সীমা সাবধানপূর্ব্বক নিরূপণ করিয়া বোর্ড রেবিনিউর হুকুমের তাবে থাকিয়া ইহা স্থির করিবেন যে নিমকের সিরিশ্‌তার সাহেবেরা সেই চর কি অন্য লোণা ভূমির কারণ কত টাকা খাজানা দিবেন। যদি সেই ভূম্যধিকারী কালেক্টরসাহেবের স্থিরকরা খাজানা স্বীকার না করে তবে সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে কোন জনের নিজের ভূমি বলক্রমে লওনের উপায়ের বিষয়ে উপরেতে যেং নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে তদনুসারে যত খাজানা কি অন্য কোন প্রকার এওজ দিতে হইবেক তাহা ঐ ভূমিতে নিমকের কারখানাকরণপ্রযুক্ত সেই ভূম্যধিকারির যে ক্ষতি হইতে পারে এবং অন্য কোন প্রকারে সেই ভূমিহইতে যে লাভ পাইতে পারে এই দুই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্থির করা যাইবেক। যদি নিমকের এজেণ্টসাহেব ইহা বুঝেন্ যে ভূম্যধিকারিকে

যাহা

যাহা দেওয়া স্থির করা গেল তাহা উপযুক্তহইতে অধিক তথাপি প্রথম বৎসর তাহাই দিবেন পরে সে ভূমি ছাড়িয়া দিয়া অন্য ভূমি লইতে পারিবেন। যদি এজেণ্টসাহেব ঐ স্থিরকরা খাজানাতে সম্মত হন্ তবে ইহার পরে সেই ভূমিতে নিমকের কারখানা যত বাড়িবেক ও সেই ভূমি চর হইলে তাহাতে কত ভূমি হইবেক ইহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যত কাল সেই ভূমি দখল করেন্ তত কাল বৎসরং ঐ খাজানা দিতে হইবেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিতমতে যদি কোন ভূম্যধিকারী ভূমির বাবৎ দাওয়া করে এবং কালেক্টরসাহেব ইহা বুঝেন্ যে সেই চর কিম্বা অন্য লোণা ভূমি সরকারের তথাপি সেই ভূমির কারণ নিমকের সিরিশ্তাহইতে যত খাজানা দিতে হইবেক তাহা তিনি নিমকের এজেণ্টসাহেবের সহিত স্থির করিবেন এবং এপ্রকার হইলে ঐ ভূম্যধিকারির করা দাওয়ার নিষ্পত্তি বোর্ডেতে হইবার নিমিত্তে আপন কৃত কার্য্যের বেওরার কাগজ বোর্ডে পাঠাইবেন ও ইহাও জানান যাইতেছে যে কালেক্টরসাহেব ভূম্যধিকারিরদের লাভার্থে যেং নিষ্পত্তি করেন্ সেইং বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরা তাঁহার কৃত কার্য্যের বেওরার সকল কাগজ পাঠাইতে হুকুম দিতে পারিবেন এবং নিমকের এজেণ্ট সাহেবের দরখাস্তেতে কিম্বা আর কোন প্রকারে যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ইহা জ্ঞান করেন্ যে কালেক্টরসাহেবের করা নিষ্পত্তি ভ্রান্তিক্রমে হইযাছে তবে তাঁহারা সেই দাওয়ার বিচারকরণপূর্ব্বক নিষ্পত্তি করিতে পারেন্। মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরদের কৃত নিষ্পত্তি যদি সরকারের লভ্যার্থে হয় তবে সেই নিষ্পত্তি বদ করিবার নিমিত্তে আদালতে নালিশ হইতে পারে। পূর্ব্বোক্তমতে যে কোন ভূমি দখল করা যাইতেছে যে ব্যক্তি সেই ভূমির দাওয়া করে তাহাতে যদি তাহারি স্বত্বাধিকার থাকনের নিষ্পত্তি হয় তবে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা নিমকের সিরিশ্তার সাহেবদিগের স্থানে যত খাজানা পাইবার স্থির করিয়া থাকেন্ তত খাজানা সেই দাওয়াকরণিয়া ব্যক্তি পাইবেক আর যদি ঐ মত স্থিরকরা খাজানাতে ঐ দাওয়াকরণিয়া অসম্মত হয় তবে সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে যে ভূমি লওয়া যায় তাহার পরিবর্ত্তের বিষয়ে এই আইনেতে উপরে যেমতং লেখা গিয়াছে সেইমত তাহার প্রাপ্তব্য টাকার সংখ্যা সালিসদিগের দ্বারা স্থির করা যাইবেক কিন্তু ইহা হইলে নিমকের এজেণ্টসাহেব সেই ভূম্যধিকারিকে স্থিরকরা খাজানা যত কাল দেন্ তত কাল সেই ভূমিহইতে বেদখল হইতে পারিবেন না ইতি।

কোন জমীদারের দাওয়াকরা ভূমি সরকারের বোধ হইলে যেরূপ করিতে হইবে তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—দখলকরা লোণা ভূমির খাজানার বাবৎ যেং দাওয়া এক্ষণে করা যাইতেছে তাহার নিষ্পত্তিকরণেতে উপরের লিখনমত কার্য্য করা যাইবেক কিন্তু ঐ নিমিত্তে কি তত্তুল্য অন্য কোন নিমিত্তে ভূমির জমায় কিছু কমী দেওয়া যাইবেক না ইতি।

এক্ষণে যেং দাওয়া উপস্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি যেরূপ করা যাইবেক তাহার কথা।

১১ ধারা।

অন্য প্রকার বিশেষ নিয়ম না হইলে নিমকের সিরিশ্তার দখলকরা ভূমির খাজানা

নিমকের সিরিশ্তার

দখলকরা ভূমির খাজানা যে সময়ে মৌকুফ হইবেক তাহার কথা।

বাঙ্গলা সনের অনুসারে দেওয়া যাইবেক ও যখন নিমকের এজেন্টসাহেব আপন দখল করা লোণা ভূমি ছাড়িয়া দেওয়া উপযুক্ত বুঝেন্ তখন নিমকপোখ্তানীর বৎসর শেষহওনের পরে এক মাসের মধ্যে সেই ভূমিতে গাড়া নিশান উঠাইয়া ফেলাইবেন এবং লোণা ভূমি দখলকরণের সময়ে তাহার কথা যেরূপ ইশ্‌তিহারনামা দিয়া প্রচার করা গিয়াছিল সেইমত ইশতিহারনামা দিয়া ঐ ভূমি ছাড়িয়া দেওনের কথা প্রকাশ করাইবেন ও সেই ইশ্‌তিহারনামা আগামি বাঙ্গলা সন আরম্ভহওনের পূর্ব্বে লট্‌কান যাইবেক ও যদি নিমকের কোন এজেন্টসাহেব পূর্ব্বোক্তমত উপযুক্তরূপে সম্বাদ দিতে ক্রটি করেন্ এবং সেই ভূমি আপন দখলে রাখণের শেষ বৎসর গতহওনের পূর্ব্বে সেই ভূমির অধিকারী সেই ভূমি ঐ সাহেবের ছাড়িয়া দেওনের মনস্থ করা বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হইয়াছি ইহা যদি এজেন্টসাহেব আর কোন প্রকারে সুষ্পষ্টরূপে প্রমাণ করিতে না পারেন্ তবে সেই ভূমির অধিকারী সেই ভূমির এক সনের খাজানা সালিসের দ্বারা পাইতে পারে কিন্তু কবুলিয়তের লিখিত মিয়াদের মধ্যের কএক বৎসরের খাজানা বাকী থাকনব্যতিরেকে এজেন্টসাহেবের কিম্বা সরকারের স্থানে তাহার আর কিছু পাওনের দাওয়া থাকিবেক না ইতি।

১২ ধারা।

কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবের দের অনুমতিব্যতিরেকে লোণা চরে কৃষি করিতে নিষেধের কথা।

নিমকের সিরিশ্‌তায় ইজারালওয়া কোন চর কি অন্য ভূমিতে যাবৎ নিমকের কারখানা করা যায় তাবৎকাল কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতিব্যতিরেকে ঐ চরইত্যাদি কোন ভূমিতে কোন কৃষিকর্ম্ম কেহ করিতে পারিবেক না ও এই হুকুম না মানাতে যে কোন ফসল সেই ভূমিতে জন্মান যায় তাহা ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে নিমকের এজেন্টসাহেব ও তাঁহার তাবে কার্য্যকারকেরা ক্রোক্ ও জব্দ ও বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং এই হুকুমমত কার্য্যকরণেতে পোলীসহইতে সহায়তা চাহিলে পাইতে পারিবেন ও কোন ব্যক্তি আইনের বিরুদ্ধে ঐ প্রকার ভূমিতে কৃষিকার্য্য করিলে কি তাহার জঙ্গল কাটিলে কিম্বা তাহাতে চাসাদি দিলে অথবা তাহাতে কৃষির ও জঙ্গল কাটনের উপক্রমরূপে কোন কর্ম্ম করিলে কিম্বা অন্য কোন জনের দ্বারা তাহা করাইলে যদি ইহা কোন মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে প্রমাণ হয় তবে তাহাতে নিমকের সিরিশ্‌তার যেং ক্ষতি হয় তাহা হওনপ্রযুক্ত আদালতে নালিশের যোগ্যহওনের অতিরিক্ত পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক দোষের নিমিত্তে ৫০০ পাঁচশত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা ঐ ব্যক্তির দিতে হইবেক কিন্তু পূর্ব্বোক্তমতে দখলকরা কোন চর কি অন্য লোণা ভূমি যদি স্বাভাবিক কোন কারণেতে নিমকের সিরিশ্‌তার কার্য্যের অযোগ্য হয় তবে তাহা সেই ভূমির অধিকারী কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবলোকের যাহাতে প্রত্যয় হয় এমত প্রমাণ দিলে কিম্বা আদালতে নালিশকরণদ্বারা বিচারপূর্ব্বক প্রমাণ হইলে সেই ভূমির নিমিত্তে নিমকের এজেন্টসাহেবের স্থানে যে খাজানাইত্যাদি পাইত তাহা ত্যাগ করিয়া ভূমি ফিরিয়া পাইতে পারে ইতি।

১৩ ধারা।

১৩ ধারা।

নিমকের সিরিশ্তাতে দখলকরা যেং চর ও লোণা ভূমির কারণ এক্ষণে কোন প্রকার বদল দেওয়া যাইতেছে না ও ইহার পরে দিতে হইবেক না এবং যে সকল চর ও লোণা ভূমিতে সরকারের স্বত্ব হইল ইহা প্রকাশ করা গিয়াছে সেই সকল ভূমির পরিমাণ এবং সীমা যথাসাধ্য বিশেষ করিয়া লেখা পাট্টা মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের স্থানে লইয়া তাহা দখল করা যাইবেক ও এই প্রকার ভূমিসকলের লোণা গুণ গত হইলে ও নিমকের কারখানার কারণ অকর্ম্মণ্য হইলে তাহা ঐ কালেক্টরসাহেবকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং নিমকের সিরিশ্তার কার্য্যকারকদিগের সেই ভূমি ছাড়িয়া দেওনের পূর্ব্বে কিম্বা পরে তাহাতে কৃষিকার্য্য হইয়াছে যদি ইহা জানা যায় তবে কালেক্টর সাহেব সেই ভূমির খাজানার অন্য কোন দাওয়াদারের কথা গ্রাহ্য না করিয়া সেই ভূমিতে কৃষিকার্য্যকারকেরদের সহিত সরকারের তরফহইতে বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন ও ঐ মত মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা ঐ ভূমিতে থাকা সরকারের স্বত্ব বিক্রয় করিতে কিম্বা তাহা আপনারদিগের বিবেচনানুসারে উপযুক্ত জমায় ইজারা দিতে পারেন্ ইতি।

যে চর ও লোণা ভূমিতে অন্য কাহারু স্বত্বাধিকার নাহি নিমকের সিরিশ্তার সাহেবেরা যে রূপে ঐ ভূমি দখল করিবেন তাহার কথা।

১৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— নিমকপোখ্তানীর বিষয়ে সরকারের একাধিপত্যহওনের স্থির যে সময়ে করা গিয়াছে সেই সময়েতে যে দাঁড়া আইনেতে লেখা গিয়াছে তদনুসারে এবং তাহার পর যে আচরণ করা গিয়াছে তদনুসারে নিমকের কারখানার নিমিত্তে যে জঙ্গলা ভূমিহইতে জ্বালানী কাষ্ঠ পাওয়া যায় সেই ভূমিতে সরকারের ও ভূম্যধিকারিদিগের যেং স্বত্ব আছে তাহা নিরূপণ ও স্থিরকরণের নিমিত্তে এই ধারাতে নীচে বিবরণ করিয়া লেখা যাইতেছে ইতি।

জ্বালানী কাষ্ঠের ভূমিতে জমীদারের ও সরকারের পরস্পর স্বত্বের নিরূপণের নিয়মের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— সীমা নিরূপণকরা বিশেষ কোন ভূমি দখলকরণের কারণ কোন লেখাপড়া না হইয়া থাকিলে যেং জমীদারীর মধ্যে নিমকের কারখানা করণপ্রযুক্ত তাহার অধিকারিরা জমায় কমী পাইয়াছে অথবা ঐং জমীদারীর মধ্যে এক্ষণে নিমকের যেং কারখানা আছে তাহার উপযুক্ত খাজানা নিমকের সিরিশ্তাহইতে কিম্বা তাহার কারণ অন্য স্থানহইতে পাইতেছে যত কাল ঐ কমী কি খাজানা মঞ্জুর থাকে ও দেওয়া যায় তত কাল নিমকের সিরিশ্তার সাহেবেরা সেই জমীদারীর মধ্যগত সকল জঙ্গলা ভূমি হইতে মূল্যদেওনবিনা জ্বালানী কাষ্ঠ কাটাইয়া লইতে পারিবেন ও নূতন কিম্বা অতিরিক্ত খালাড়ীর নিমিত্তে যে জ্বালানী কাষ্ঠের প্রয়োজন হয় তাহা কোন ভূম্যধিকারির সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহার ভূমিতে কাটাইতে কি সরকারের অধিকৃত ভূমিতে কাটাইতে পারিবেন ইতি।

বিশেষ কোন লেখা পড়া না থাকিলে নিমকের সিরিশ্তার সাহেবেরা জমায় কমীদেওয়া জমীদারের জঙ্গলা ভূমিহইতে বর্ত্তমান নিমকের কারখানায় যত জ্বালানী কাষ্ঠ আবশ্যক তাহার মূল্য দেওনব্যতিরেকে লইতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয়

বিশেষরূপে যেং স্বত্ব রাখা গিয়াছে উপরের লিখিত হুকুম তাহার হানি না করিবার এবং কৃষিকর্ম্ম বারণ করিতে নিমকের সিরিশ্‌তার কর্ম্মকারি সাহেবেরদের ক্ষমতাজনক না হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— উপরের লিখিত প্রকরণের কোন কথার অভিপ্রায় এমত নহে যে জ্বালানী কাষ্ঠের নিমিত্তে বিশেষরূপে রাখা ভূমিতে সরকারের যে স্বত্বাধিকার আছে তাহার হানি হইবেক এবং তাহার অভিপ্রায় ইহাও নহে যে বিশেষ লেখাপড়ার দ্বারা সরকারের রাখাব্যতিরেকে কোন জঙ্গলা ভূমির কৃষিকার্য্যের নিবারণ করিতে সরকারের নিমকের সিরিশ্‌তার কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে। নিমকের সিরিশতার কার্য্যের নিমিত্তে জ্বালানী কাষ্ঠের উৎপাদক যে ভূমি ইহার পূর্ব্বে সরকারেতে রাখা গিয়াছে তদতিরিক্ত ঐ মত অন্য কোন ভূমি রাখণের প্রয়োজন যদি হয় তবে ভূম্যধিকারিদিগের সহিত তাহার নির্দ্ধার্য্য করিতে হইবেক কিম্বা ইহার পরে যেমত লেখা যাইবেক সেই মতে ঐ ভূমি সরকারসংক্রান্ত হওনের উপায় করিতে হইবেক ইতি।

যাহা হইলে ৪ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে কর্ম্ম করা যাইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— এই ধারার ২ প্রকরণানুসারে নিমকের সিরিশতার কার্য্যের নিমিত্তে আবশ্যক জ্বালানী কাষ্ঠ যে জমীদারীর মধ্যহইতে লইবার অধিকার না থাকে সেই জমীদারীর জমীদার আপন জমীদারীর মধ্যগত জঙ্গলা ভূমিহইতে নিমকের সিরিশ্‌তার কার্য্যকারক সাহেবদিগকে উপযুক্ত মূল্যেতে ঐ কাষ্ঠ দিতে সম্মত না হইলেও ঐ আবশ্যক জ্বালানী কাষ্ঠ লইতেই হইবেক এবং এই আইনের ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ ও ৭ ধারাতে যেং নিয়ম লেখা গিয়াছে তদনুসারে তাহার উপযুক্ত পরিবর্ত্ত স্থির করা যাইবেক এবং নিমকের সিরিশ্‌তার কার্য্যের নিমিত্তে জ্বালানী কাষ্ঠউৎপাদক কোন ভূমি সরকারে রাখণের আবশ্যক হইলে এবং সেই ভূমির অধিকারী উপযুক্ত মূল্য লইয়া তাহা দিতে সম্মত না হইলে ঐ রূপ কার্য্য করিতে হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

বাঙ্গলা ১১৮৮ সালের পূর্ব্বে তহসীলহওয়া খাজানার পরিবর্ত্তে জমায় কমীদেওনেতে নিমকের সিরিশ্‌তার যে অধিকার জন্মিয়াছে তদতিরিক্ত খাজানা কি জমায় কমী দেওয়া গেলে ঐ অধিকার যেপর্য্যন্ত হয় তাহার কথা।

বাঙ্গলা ১১৮৮ সালের পূর্ব্বে খালাড়ীর খাজানার পরিবর্ত্তে জমায় যে কমী দেওয়া গিয়াছে তদতিরিক্ত যে কোন খাজানা কিম্বা জমায় কমী কোন জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারিকে দেওয়া গিয়া থাকে তাহাতে যে জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারী শেষের উক্ত জমায় কমীইত্যাদি পাইতেছে সেই কমী পাওনপ্রযুক্ত উপরের উক্ত সালেতে যত লবণ প্রস্তুত করিবার স্থির করা গিয়াছিল কেবল সেই পরিমাণের উপযুক্ত জ্বালানী কাষ্ঠ তাহার দিতে হইবেক ও যদি পূর্ব্বোক্ত সালের লবণের কারখানার পরিমাণপর্য্যন্ত ঐ কারখানার পরিমাণ কমান যায় তবে পূর্ব্বোক্ত কমী দেওয়ার অতিরিক্ত যে কমী দেওয়া গিয়াছে কি খাজানা দেওয়া যাইতেছে সরকারের তাহা বহাল রাখণের আবশ্যকতা থাকিবেক না কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সালের পরে যেং খালাড়ী বেশী করা গিয়াছে তাহা না থাকিলে কিম্বা ঐ সালের নিমকের কারখানার পরিমাণপর্য্যন্ত ঐ কারখানার পরিমাণ কমান গেলে ঐ খালাড়ী বাবতে যে খাজানা দেওয়া যায় কি কমী দেওয়া গিয়াছে সরকার তাহা মৌকুফ করিতে পারেন্ এবং পূর্ব্বোক্ত সালের পরে যেং খালাড়ী করা গি

য়াছে

য়াছে তাহার নিমিত্তে যে খাজানা কি জমায় কমী ইহার পরে দেওয়া যাইবেক সরকার তাহার নূতন ধার্য্যকার্য্য করিতে পারেন্ ইতি।

Vol. VII. 177. সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ফর্‌রোখাবাদের টাক্‌শাল উঠাইবার এবং ফর্‌রোখাবাদী টাকার বিষয়ে যেং হুকুম আছে তাহার কোনং হুকুম শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের তারিখ ৫ ফেব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩০ সালের ২৪ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩১ সালের ২০ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩১ সালের ২৫ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮০ সালের ৫ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৯ সালের ৪ জমাদীয়ংসানীতে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২৬ আইনের দ্বারা সরকারের স্থাপিত কোন টাক্‌শালেতে ফর্‌রোখাবাদী টাকা জরব করিবার হুকুম করা গিয়াছে এবং ঐ টাকা জরবের নিমিত্তে ফর্‌রোখাবাদের টাকশাল রাখণের আবশ্যক নাহি বোধ হইল এবং যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১৪ আইনের ১ ধারানুসারে যে মূলদাঁড়া কলিকাতার সিক্কা টাকার সহিত সম্পর্ক রাখে তদনুযায়ী ফর্‌রোখাবাদের চলন টাকার বিষয়ে চলিত হুকুম শুধরণের আবশ্যক বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি তাহা জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৫ আইনের অনুসারে যে টাক্‌শাল ফর্‌রোখাবাদেতে স্থাপিত হইয়াছে সেই টাক্‌শাল মৌকুফ করা যাইবেক এবং ঐ টাক্‌শালেতে কোন টাকা আশরফীইত্যাদি কিম্বা সোণা রূপাআদি ধাতুদ্রব্য পাঠান যাওনের কিম্বা টাকাআদি জরব করিবার কারণ ঐ টাক্‌শালেতে লওয়া যাওনের বিষয়ে যে সকল হুকুম আছে কি যেং হুকুমের অভিপ্রায়ে তাহা বোধ হয় সে সকল হুকুম এই ধারাক্রমে রদ হইল কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে যে সকল লোকেরা এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে টাকাআদি জরব করিবার নিমিত্তে টাকাআদি কিম্বা ধাতুদ্রব্য ঐ টাক্‌শালেতে দিয়া থাকে সে সকল লোকেরা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২ আইনের হুকুমানুসারে তদ্দ্বারা উৎপন্নহওয়া টাকাআদি কিম্বা তাহার উপযুক্ত মূল্য পাইবেক ইতি।

ফর্‌রোখাবাদের টাক্‌শাল উঠান যাইবার কথা।

এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বে ফর্‌রোখাবাদের টাক্‌শালেতে দাখিলহওয়া টাকাআদি ধাতুদ্রব্যের বিষয়ে বিশেষ হুকুমের কথা।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

ফররোখাবাদের টাকা আধুলী ও সুকী নিরূপিত ওজনহইতে কমী না হইলে এইঅবধি সরকারের কার্য্যে ও বাণিজ্যাদিতে চলিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৫ আইনের ৩৩ ও ৩৫ ধারার লিখিত হুকুম শুধরণের নিমিত্তে এ হুকুম করা যাইতেছে যে ফররোখাবাদী যে সমস্ত টাকা ও আধুলী ও সুকী পৃথক্২ ওজনকরণেতে দুই পাই কিম্বা ত্রইওযেটের এক গ্রেন্ ও এক গ্রেনের ৮ ১৫ ডেসিমেলের অধিক প্রতিটাকাতে কমী না হয তাহা সরকারী কার্য্যে ও বাণিজ্যব্যাপারাদি সকল কর্ম্মেতে চলিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

রেজিষ্টরসাহেবদিগের ক্ষমতা কোনং বিষয়ে বাড়াইবার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা দিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের তারিখ ১২ ফেব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩০ সালের ১ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩১ সালের ২৭ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩১ সালের ২ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮০ সালের ১২ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৯ সালের ১১ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ২ আইনের লিখিত নিয়মের দ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে এ ক্ষমতা হইয়াছে যে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের স্থানভিন্ন অন্য কোন স্থানে নিযুক্তরাখা রেজিষ্টরসাহেবদিগ্‌কে তাহারা যেং জিলাতে নিযুক্ত থাকেন সেইং জিলাভিন্ন অন্যং জিলার কোনং স্থানেতে যেং মোকদ্দমার হেতু হয় তাহা সরাসরী বিচারের নিমিত্তে উপস্থিত হইলে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে জজের ন্যায় ক্ষমতা দেন। এক্ষণে জিলা ও শহরের আদালতে যে সকল মোকদ্দমা মুলতবী থাকে সেই সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণে ঐং আদালতের জজসাহেবদিগের ভারের লাঘব করিবার নিমিত্তে আবশ্যক বোধ হইল যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে এমত ক্ষমতা থাকে যে ঐ রেজিষ্টরসাহেবদিগ্‌কে ঐ সকল মোকদ্দমা জাবেতামতে উপস্থিত হইলে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করণের ক্ষমতা দেন্ অতএব নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল দাঁড়া এই আইন জারী হওনের তারিখঅবধি কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশেতে জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ.

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে এ ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের এবং ১৮২১ সালের ২ আইনের ১১ ও ১২ ও ১৩ ধারার লিখিত হুকুম ও ঐ বিষয়ে অন্য যেং হুকুম প্রবল আছে তদনুসারে জাবেতামতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে রেজিষ্টরসাহেবদিগ্‌কে যে ক্ষমতা অর্পণ করা গিয়াছে সেই ক্ষমতা ঐ রেজিষ্টরসাহেব অন্য জিলার মধ্যগত যেং স্থানেতে জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কার্য্য করিতে হুকুম পাইয়াছেন সেইং স্থানের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

রেজিষ্টরসাহেব যে কোন জিলার যে কোন অংশেতে জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করেন্ সেই জিলার সেই অংশের জাবেতামতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয়

চলিত আইনের হুকুম ঐ২ মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— সদরমোকামহইতে অন্তরে থাকা রেজিষ্টরসাহেবদিগের কার্য্যোপদেশের নিমিত্তে যে সকল হুকুম চলিত আইনেতে লেখা গিয়াছে ঐ সকল হুকুম উপরের প্রকরণানুসারে তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া কি পাঠান মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তিকরণেতে ঐ মতে সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

যে জিলা কি শহরের সরহদ্দের মধ্যে মোকদ্দমার হেতু জন্মিয়াছে সেই জিলার জজসাহেবের নিকটে ঐ রেজিষ্টরসাহেব রিপোর্ট পাঠাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— আইনের লিখিত হুকুমের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের দেওয়া হুকুমের দ্বারা নিয়মিত সময়ের যে২ রিপোর্ট এবং অন্য যে২ রিপোর্ট পাঠাইতে হয় সেই সকল রিপোর্ট ঐ রেজিষ্টরসাহেবেরা যে জিলা কি শহরের আদালতের সরহদ্দের মধ্যেতে ঐ মোকদ্দমার হেতু হইয়া থাকে সেই জিলা কি শহরের আদালতের জজসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation.

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরীকরণের পদসম্পর্কীয় কর্ম্ম বিলক্ষণরূপে নির্ব্বাহ পাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের তারিখ ১২ ফেব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩০ সালের ১ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩১ সালের ২৭ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩১ সালের ২ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮০ সালের ১২ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৯ সালের ১১ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ১৫ ধারার লিখনদ্বারা এবং বারাণসদেশের ও কটক জিলার ও দত্ত ও জয়করা দেশসকলের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্টহওয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২৮ আইন ও ১৮০৫ সালের ১২ আইন এবং ১৮০৩ সালের ১৭ আইনেতে তদনুরূপ যে হুকুম লেখা গিয়াছে সেই হুকুমানুসারে জিলা এবং শহরের আদালতের রেজিষ্টরী এবং নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরীকরণের পদপ্রাপ্ত রেজিষ্টরসাহেবদিগকে অনুমতি আছে যে আপন কর্ম্মস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার নিমিত্তে কি পীড়াপ্রযুক্ত কিম্বা কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্তে স্বযং উপস্থিত হইতে অশক্ত হওনপ্রযুক্ত তাঁহারা যে২ জজসাহেবের রেজিষ্টর হন্ সেই২ জজসাহবের সম্মতি লইয়া শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর কোন সাহেবকে আপন ঐ নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরীকরণের কর্ম্মের নায়েবী কর্ম্মেতে নিযুক্ত করেন্। ঐ প্রকারে সম্মত ও নিযুক্তহওয়া ঐ নায়েবসাহেব রেজিষ্টরসাহেবের যে দিব্যকরণের হুকুম আছে সেই দিব্যকরণের পরে ঐ উপরের লিখিত আইনানুসারে এবং নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরীর বিষয়ে অন্য যে২ আইন তাহার পরে নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে তাহার লিখিত হুকুমানুসারে রেজিষ্টরসাহেব যে সকল কর্ম্ম করিতে পারেন্ সেই সকল কর্ম্ম করিতে পারেন্ কিন্তু যে রেজিষ্টরসাহেবেরা কর্ম্মস্থানে উপস্থিত না থাকনের অনুমতি পান্ কিম্বা অন্য কোন বিশেষ কর্ম্মেতে পাঠান যান্ কিম্বা আর কোন প্রকারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে অশক্ত হন্ হুকুমমতে তাঁহারদিগের নায়েব নিযুক্ত করিতে ত্রুটি হওনপ্রযুক্ত এবং জিলা ও শহরের রেজিষ্টরী পদ কোন২ সময়ে খালী হইলে ঐ২ সময়ে নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্তে কোন উপায় চলিত আইনেতে লেখা না যাওনপ্রযুক্ত লোকদিগের অনেক ক্ষতি হইয়াছে অতএব আর ঐ ক্ষতি না হওনের নিমিত্তে এবং চলিত আইনেতে যে ত্রুটি আছে তাহা সারিবার কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল

নির্দ্দিষ্ট করা গেল এবং তাহা এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরী কর্ম্ম জিলা কি শহরের আদালতের সদর মোকামে করা যাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের দ্বারা সকল জিলা ও শহরেতে নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরীকরণের যে পদ স্থির করা গিয়াছে এবং ১৭৯৫ সালের ২৮ আইনের দ্বারা বারাণসদেশে এবং ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩২ ধারাক্রমে জিলা কটকেতে স্থির করা গিয়াছে এবং ১৮০৩ সালের ১৭ আইনের দ্বারা দত্ত দেশসকলের নিমিত্তে পুনর্ব্বার নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে এবং ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারার ১ প্রকরণের দ্বারা জয়করা দেশের ও জিলা বুন্দেলখণ্ডের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ পদের কার্য্য সর্ব্বতোভাবে জিলা কি শহরের আদালতের স্থানেতে নির্ব্বাহ করা যাইবেক এবং উপরের উক্ত ঐ২ আইনেতে যেমত হুকুম আছে ঐ মত জিলা কিম্বা শহরের আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের দ্বারা কিম্বা যেখানে একহইতে অধিক রেজিষ্টরসাহেব থাকেন্ সেই খানে যে রেজিষ্টরসাহেব জিলা কি শহরের আদালতেতে রেজিষ্টরী কার্য্য করেন্ তিনি যত দিন ঐ স্থানেতে থাকেন্ তত দিন তাঁহার দ্বারা ঐ কর্ম্মের নির্ব্বাহ হইবেক এবং চলিত আইনেতে যেমত হুকুম পূর্ব্বে করা গিয়াছে সেই মত যত দিন ঐ রেজিষ্টরসাহেব ঐ স্থানে থাকেন তত দিন পীড়া কি অন্য কোন কারণেতে বাধা না হইলে আপনার প্রতি অর্পণহওয়া ঐ পদের কর্ম্ম স্বয়ং নির্ব্বাহ করিবেন ও পীড়িত হইলে কিম্বা আর কোন কারণে তথাহইতে অল্প দিনের নিমিত্তে স্থানান্তর হইতে হইলে যে জিলা কি শহরের আদালতে ঐ সাহেব নিযুক্ত থাকেন সেই জিলা কি শহরের আদালতের জজসাহেবের সম্মতি লইয়া ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণার্থে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণের ক্ষমতাপন্ন কোন সাহেবকে আপন কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে আপনার নায়েবীতে পূর্ব্বমতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ও নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরীর নিমিত্তে যে দিব্য নিরূপিত আছে সেই দিব্য করিয়া ঐ নায়েবসাহেব রেজিষ্টরসাহেবের কর্ত্তব্য সকল কর্ম্ম করিতে পারেন্ ইতি।

ঐ কর্ম্ম রেজিষ্টরসাহেব নির্ব্বাহকরণের কথা।

একহইতে অধিক রেজিষ্টরসাহেব ঐ সদর মোকামেতে কার্য্যপ্রাপ্ত হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

পীড়াইত্যাদিপ্রযুক্ত রেজিষ্টরসাহেব ঐ পদের কর্ম্মনির্ব্বাহ না করিতে পারিলে নায়েব নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা। *

জজসাহেবের সম্মতি লইয়া ঐ নায়েব নিযুক্তকরণের কথা।

কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর নায়েব হইবার কথা।

তাঁহার দিব্যকরণের কথা।

৩ ধারা।

ঐ পদপ্রাপ্ত রেজিষ্টরসাহেব সদর মোকামহইতে অন্যত্র গেলে ও নায়েব নিযুক্ত না করিলে জজসাহেব নায়েব নিযুক্তকরণের ক্ষমতা রাখিবার কথা।

কোন জিলা কি শহরের রেজিষ্টরসাহেব উপরের ধারানুসারে নায়েব নিযুক্ত না করিয়া আপন পদসম্পর্কীয় কর্ম্মস্থানহইতে যদি অন্যত্র যান্ তবে ঐ স্থানের জজসাহেব কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মক্ষম ও চিহ্নিত চাকর কোন সাহেবকে নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরীকরণের ভারাক্রান্ত রেজিষ্টরসাহেবের নায়েবীতে নিযুক্ত করিতে এই ধারার লিখনদ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন ও ঐ প্রকারে নিযুক্ত ঐ নায়েবসাহেব নিরূপিত দিব্য করিয়া ঐ পদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পারিবেন ইতি।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

৪ ধারা।

রেজিষ্টরসাহেবের পদ খালীহওনপ্রযুক্ত যে কোন সময়ে উপরের ধারার লিখনানুসারে নায়েব নিযুক্ত না হইতে পারে সে সময়ে জিলা কি শহরের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর কোন সাহেবকে নিযুক্ত করেন ইতি।

রেজিষ্টরসাহেবের কর্ম্ম স্থান খালীহওনপ্রযুক্ত নায়েব নিযুক্ত হইতে না পারিলে জজসাহেব নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরীকরণের পদের কর্ম্ম করিতে কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর তৎকর্ম্মক্ষম এক সাহেবকে নিযুক্ত করিবার কথা।

৫ ধারা।

এই আইনের ৩ ও ৪ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে জজসাহেব নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরীকরণের পদ বিশ্বাস করিয়া দিতে পারেন কোম্পানি বাহাদুরের এমত কোন চিহ্নিত চাকর ঐ স্থানেতে না থাকিলে জজসাহেব ঐ পদের কর্ম্মনির্ব্বাহ আপনি করিতে ক্ষমতা ও অনুমতিপ্রাপ্ত হইলেন ইতি।

ঐ মোকামেতে তৎকর্ম্মক্ষম কোন সাহেব না থাকিলে জজসাহেব স্বয়ংঐ কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা ও অনুমতিপ্রাপ্ত হওনের কথা।

৬ ধারা।

নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরী জিলা কি শহরের জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেব অনুপস্থিত থাকিলে জজসাহেবের সম্মতিতে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর অন্য যে কোন সাহেব নিরূপিতমতে করিয়া থাকেন ঐ রেজিষ্টরী জিলা কি শহরের আদালতের রেজিষ্টরসাহেব করিলে যেমন প্রবল হইত সেই মত প্রবল এই ধারার লিখিত হুকুমমতে হইবেক ইতি।

রেজিষ্টরসাহেব মোকামহইতে অন্যত্র গেলে জজের অনুমতিতে সরকারের অন্য কোন চিহ্নিত চাকরের দ্বারা পূর্ব্বে যে নিদর্শপত্রাদির রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তাহা রেজিষ্টরসাহেব করিলে যে মত হইত সেই মত প্রবল হইবার কথা।

৭ ধারা।

এই আইনের ২ কি ৩ কি ৪ ধারানুসারে যে নায়েব রেজিষ্টর কি তৎকর্ম্মকারি রেজিষ্টরসাহেব নিযুক্ত হন তিনি যে সময়েতে সেই কর্ম্ম করেন সেই সময়ে আইনের নিরূপিত ফিস পাইবেন কিন্তু এ আইনের ৫ ধারানুসারে যখন জজসাহেব ঐ কর্ম্ম করেন তখন ঐ ফিসহইতে ঐ কর্ম্মের আমলার খরচ বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা সরকারে জমা করা যাইবেক ইতি।

নায়েব কি আকটিং রেজিষ্টরসাহেব ফিস পাইবার কথা।

জজসাহেব নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরী করিলে আমলার উপযুক্ত খরচ বাদে বাকী ফিস সরকারের নামে জমা করা যাইবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY.

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের লিখিত হুকুম সুবে উড়িষ্যায় ও বেহারে ও বারাণসদেশে ও দত্ত ও জয়করা দেশসকলেতে চালাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলেতে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের তারিখ ৪ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩০ সালের ২২ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩১ সালের ১৯ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩১ সালের ২৩ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮০ সালের ৩ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৯ সালের ২ রজবে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের যে ৬ আইন নীলের কৃষিকার্য্য ও তাহা দাখিল করিবার নিয়মে লিখিত কবুলিয়তের মত কার্য্য করাইবার কারণ সরাসরীমতে মোকদ্দমা করা যাইবার অনুমতি দিবার এবং সেই বিষয়েতে কোনং মূলদাঁড়া স্পষ্টরূপে জানাইবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই আইনের হুকুম সুবে উড়িষ্যায় ও বেহারে ও বারাণসদেশে ও দত্ত ও জয়করাদেশসকলেতে চালান উপযুক্ত বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা গেল এবং এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ হুকুম উপরের উক্ত সুবা ও দেশসকলেতে জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের লিখিত হুকুম এই ধারার দ্বারা সুবে উড়িষ্যায় ও বেহারে ও বারাণস দেশে ও দত্ত ও জয় করা দেশসকলেতে চলিবেক ইতি। ইং ১৮২৩ সালের ৬ আইন সুবে উড়িষ্যা ও বেহারে ও বারাণসদেশে ও দত্ত ও জয়করা দেশসকলে চলিবার কথা।

 সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

যে জন কি জনেরা মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের নিকটে দুই কি ততোধিক অপরাধকরণের অপবাদগ্রস্ত হয় তাহারদিগের প্রতি কোনং প্রকার হইলে মাজিস্ট্রেটসাহেবেরদের যে মতাচরণ করিতে হইবেক তাহার নিরূপণ করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম এবং ঐ আইনের লিখিত অন্য কোন ২ হুকুম শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের তারিখ ২৫ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩০ সালের ১৪ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৩১ সালের ১০ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩১ সালের ১৫ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮০ সালের ১০ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩৯ সালের ২৩ রজবে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ২ ধারার ৪ প্রকরণের এবং ঐ আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণের বেওরা করিয়া লেখা প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ঐ আইনের ২ ধারার ৫ প্রকরণেতে এবং ৩ ধারার ৪ প্রকরণেতে দণ্ডের নিরূপণ হইয়াছে কোন জন কি জনেরদের উপর কোন মাজিস্ট্রেটসাহেবের নিকটে ঐং প্রকরণের উক্তমত দুই কি ততোধিক অপরাধকরণের অপবাদ হইলে তাহারদিগের প্রতি যেমত আচরণ কর্ত্তব্য তাহার নিরূপণ করা আবশ্যক বোধ হইল এবং যেহেতুক রাত্রিকালে ঘরে সিন্ধ দিয়া কি অন্য প্রকারে প্রবেশ করিয়া চুরীকরণের অপরাধিরা ঐ উপরের লিখিত আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের বেওয়া করিয়া লেখা অপরাধবর্দ্ধক কোন কর্ম্ম না হইয়া থাকিলেও যদি মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের এমত বোধ হয় যে তাহাতে আপনি যে দণ্ডের হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখেন্ তাহাহইতে অতিরিক্ত দণ্ডের যোগ্য তবে মাজিস্ট্রেটসাহেব চুরী হইলে যেমন করিতে ক্ষমতা রাখেন্ সেই মত দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের দওরার বৈঠকে তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার হইবার নিমিত্তে তাহারদিগ্কে কয়েদ রাখিবার ক্ষমতা ঐ মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগ্কে দেওয়া উপযুক্ত বোধ হইল এবং যেহেতুক ঐ আইনের অন্য কোনং কথা শুধরা আবশ্যক বুঝা গেল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম সকল নির্দ্দিষ্ট করা গেল ও ঐ সকল হুকুম এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সা

যদি কোন কয়েদী লোক কোন মাজিস্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিস্ট্রেট্সাহেবের নিকটে দুই কিম্বা

লের ১২ আইনের ২ ও ৩ ধারানুসারে দুই কি ততোধিক অপরাধকরণ প্রযুক্ত দণ্ডনীয় কোন জনের সকল মোকদ্দমারবিচার পূর্ণ না হইলে কোন মাজিষ্ট্রেট্সাহেব তাহার দণ্ডের হুকুম না দিবার কথা।

কিম্বা ততোধিক ভিন্ন২ অপরাধের অপবাদগ্রস্ত হয় ও ঐ২ অপরাধের কোন অপরাধের মোকদ্দমার তজবীজ না হইয়া থাকে কিন্তু তাহার এক২ অপরাধ প্রমাণ হইলে অপরাধী ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ২ ধারার ৫ প্রকরণের কি ৩ ধারার ৪ প্রকরণের নিরূপিত দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হয় তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ঐ সকল অপরাধের মোকদ্দমার তজবীজ করা সারা না হইলে তাহার কোন অপরাধের দণ্ডের হুকুম দিবেন না ইতি।

দুই কি ততোধিক অপরাধের অপবাদ প্রমাণ হইলে যদি এক অপরাধের দণ্ডের অতিরিক্ত দণ্ড দিবার আবশ্যকতা বোধ না হয় তবে সে সকল অপরাধের নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব যে দণ্ডের হুকুম দিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে২ অপরাধেতে ঐ কয়েদী অপবাদগ্রস্ত হইয়া থাকে তাহার দুই কি ততোধিক অপরাধ যদি প্রমাণ হয় তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ঐ কয়েদীর উপর যে২ অপরাধ প্রমাণ হইয়া থাকে সেই সকল অপরাধের ভাব এবং এক২ অপরাধের বেওরা বিবেচনা করণদ্বারা যদি ঐ সাহেবের ইহা বোধ হয় যে ৩০ ত্রিশ বেত মারণ ও দুই বৎসর মিয়াদে কয়েদরাখণ ঐ অপরাধির উচিত দণ্ড তবে ঐ সকল অপরাধের দণ্ডসমূহের অল্পতা এইরূপে করিবেন যে ঐ ত্রিশ বেত ও দুই বৎসর কয়েদের অধিক না হয় ইতি।

অপরাধী অতিরিক্ত দণ্ডের যোগ্য বোধ হইলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ঐ প্রত্যেক অপরাধের মোকদ্দমার বিচার দওরার বৈঠকে হইবার নিমিত্তে অপরাধিকে কয়েদ রাখণের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কিন্তু যদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের এমত বোধ হয় যে ঐ কয়েদী উপরের প্রকরণের নিরূপিত দণ্ডহইতে অতিরিক্ত দণ্ডের যোগ্য তবে ঐ সাহেব কোন দণ্ডের হুকুম না দিয়া ঐ কয়েদীকে তাহার প্রত্যেক অপরাধের মোকদ্দমার বিচার হইবার নিমিত্তে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ করিয়া কয়েদ রাখিবেন ইতি।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ শুধরণের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত কথা শুধরণার্থে এই ধারাক্রমে ইহা জানান যাইতেছে যে যদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের ইহা বোধ হয় যে রাত্রিতে ঘরে সিন্ধ দিয়া চুরীকরণের অপরাধেতে অপবাদগ্রস্ত কোন জন ঐ চুরীকরণের মধ্যে অন্য এমত২ কর্ম্ম করিয়াছে যে ঐ কর্ম্ম উপরের উক্ত প্রকরণের বেওরা করিয়া লিখিত কর্ম্মের মত নহে বটে কিন্তু তাহাতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা যে দণ্ডের হুকুম দিবার ক্ষমতা রাখেন্ তাহাহইতে অতিরিক্ত দণ্ডের যোগ্য তবে ঐ সাহেব ঐ জনকে তাহার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের দওরার বৈঠকে হওনার্থে সোপর্দ্দ করিয়া কয়েদ রাখিতে পারিবেন ইতি।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২০ সালের ৪ আইনের ৪ ধারা চুরীর টাকা কি বস্তু তিন শত টাকার অধিক কি অধিকের হইলে তাহার খরীদার কি গ্রহণকর্ত্তার

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ৩ ধারাতে ৩০০ তিন শত টাকার অধিক টাকা কি বস্তু চুরীকরণের বিষয়ে যে২ কথা লেখা গিয়াছে তাহা শুধরণার্থে ইঙ্গরেজী ১৮২০ সালের ৪ আইনের ৪ ধারাতে যে সকল কথা লেখা গিয়াছে সেই সকল কথা চুরীর বস্তুক্রয় কর্ত্তাদিগের কি গ্রহণকর্ত্তাদিগের সহিত সম্পর্ক রাখে কি না ইহাতে সন্দেহ জন্মিয়াছে অতএব এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২

আইনের

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের কথা শুধরণের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮২০ সালের ৪ আইনের ৪ ধারাতে অপরাধিকে তাহার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে দায়ের সায়েরী আদালতের সাহেবের দওরায় সোপর্দ্দ করিয়া কয়েদ রাখিবার বিষয়ে যে২ হুকুম লেখা গিয়াছে তাহা চুরীর বস্তু ক্রয় কি গ্রহণকর্ত্তারা ঐ ক্রয় কি গ্রহণকরণের সময়ে ঐ বস্তু চুরীর ইহা জানিয়া শুনিয়া ক্রয় কি গ্রহণ করিয়া থাকিলে ও ঐ বস্তু তিন শত টাকার অধিকের হইলে ঐ ক্রয় কি গ্রহণকর্ত্তাদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ২ ও ৩ ও ৪ ধারাতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের দওরার বৈঠকে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবার বিষয়ে যে হুকুম লেখা গিয়াছে তাহা শুধরণের নিমিত্তে ইহাও জানান যাইতেছে যে ১০ দশ টাকার অধিক না হয় এমত টাকা কি বস্তু চুরীকরণেতে যদি অপরাধবর্দ্ধক আর কোন কর্ম্ম না হইয়া থাকে তবে এমত ক্ষুদ্র চুরী প্রমাণ হইলে এমত উৎকট অপরাধ বোধ হইবেক না যে সে নিমিত্তে রাত্রিতে ঘরে সিন্ধ দিয়া করা চুরী কিম্বা অমনি চুরী কিম্বা চুরীকরা বস্তু ক্রয় কি গ্রহণকরণের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি মাজিষ্ট্রেটসাহেবের করণের কিছু বাধা হইবেক এবং তাহার নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত কোন ধারার লিখিত কথানুসারে ঐ কয়েদীকে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের দওরার বৈঠকে তাহার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে কয়েদ রাখণের আবশ্যক হইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ২ ও ৩ ও ৪ ধারা শুধরণের কথা।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ৭ সপ্তম আইন।

মদিরাদি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের বিষয়ে যে২ আইন চলন আছে তাহার লিখিত কোনং কথার অর্থ স্পষ্ট করিবার ও শুধরিবার এবং সরকারভিন্ন অন্যান্যের অকর্ত্তব্য আফীন প্রস্তুত ও বিক্রয় করণেতে সরকারের যে রাজস্ব হয় তাহা আরো উত্তম রূপে রক্ষাকরণের নিমিত্তে কোনং হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওযাব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের তারিখ ২৫ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩০ সালের ১৪ চৈত্র মওযাফেকে ফসলী ১২৩১ সালের ১০ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩১ সালের ১৫ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮০ সালের ১০ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩৯ সালের ২৬ রজবে জারী করিলেন ইতি

যেহতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনেতে যেং হুকুম লেখা গিযাছে তাহা সমুদ্রপথে আমদানীহওযা এবং এ দেশের ভাটীতে ইউরোপের মতানুসারে প্রস্তুতকরা মদিরা খুজরা বিক্রয়করণের সহিত সম্পর্ক রাখা না রাখার বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে এবং ঐ সন্দেহ ভঞ্জনকরা আবশ্যক বোধ হইল এবং যেহেতুক মদিরাদি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের বিষয়ে যে সকল হুকুম এক্ষণে চলিতেছে তাহার কোনং কথার ফেরফার করা আবশ্যক বোধ হইল এবং যেহেতুক সরকারভিন্ন অন্যান্যের অকর্ত্তব্য আফীন প্রস্তুত ও বিক্রয় করণেতে সরকারের যে রাজস্ব হয় তাহা রক্ষা হইবার বিষয়ে এবং সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া বিদেশী আফীনের উপর যে মাসুল লওয়া যায় তাহা পাওয়া যাইবার বিষয়ে যেং হুকুম চলিতেছে তাহা ঐং অর্থে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত নহে অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এই আইন জারী হওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশেতে প্রবল হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই ধারাক্রমে জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে কালেক্টর সাহেবের কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবের কিম্বা অনুমতিপত্র দিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের অনুমতিপত্রব্যতিরেকে সমুদ্রপথে কি খুশ্‌কীপথে আমদানী হওয়া অথবা এদেশেতে কোন প্রকারে প্রস্তুতকরা মদিরা খুজরা বিক্রয় করা আইনবিরুদ্ধ এবং আইনবিরুদ্ধ বোধ করা যাইবেক এবং চলিত যেং আইনেতে আইনের অন্যমতে কালেক্টরসাহেবের অনুমতিপত্র না লইয়া মদিরা ও দ্রাক্ষারস ও সুরামণ্ড যোগে প্রস্তুতকরা সকল প্রকার শরাবের খুজরা বিক্রয় আইন বিরুদ্ধহওনের

মদিরা

ও করিলে দণ্ড হইবার কথা।

মদিরা বিক্রয় ও প্রস্তুত করণের নিমিত্তে বিশেষ২ দণ্ডনিরূপণ হইয়াছে সেই২ আইনের হুকুম বিশেষরূপে অন্যপ্রকার হুকুম নির্দ্দিষ্ট না করা গেলে একই মতে সকল প্রকার মদিরার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও ঐ মত ওয়াইন শরাব অর্থাৎ দ্রাক্ষারস কিম্বা সুরামণ্ড যোগে প্রস্তুতহওয়া অন্য কোন প্রকার শরাব অনুমতিপত্রব্যতিরেকে খুজরা বিক্রয় করা এই ধারাক্রমে নিষেধ করা যাইতেছে ও তাহা কেহ অনুমতিপত্র লওনব্যতিরেকে বিক্রয় করিলে আইনের অন্যমতে প্রস্তুতকরা মদিরা বিক্রয়করণেতে যে দণ্ড হয় সেই দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।

ব্রিটনদেশজাত প্রজাভিন্ন অন্য জনেরদের অনুমতিপত্রব্যতিরেকে মদ্যের ভাটী করিতে ও তাহাতে মদ্যপ্রস্তুতের কার্য্য করিতে এবং মদ্য ও দ্রাক্ষারসাদি বিক্রয় করিতে নিষেধ হওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল লোকেরা ব্রিটনদেশজাত প্রজা নহে সে সকল লোক জিলার কালেক্টরসাহেবের কি আবকারী মহালের কর্ম্মকারি অন্য কোন সাহেবের অনুমতিপত্র লওনব্যতিরেকে উপরের উক্ত দেশসকলেতে মদিরা প্রস্তুতকরণের কোন প্রকার ভাটী করিবেক না ও তাহাতে মদিরা প্রস্তুত করিবার কার্য্য করিবেক না এবং সমুদ্রপথে কি খুশ্‌কীপথে আমদানীহওয়া কিম্বা এ দেশেতে প্রস্তুতকরা কোন প্রকার মদিরা কি দ্রাক্ষারসাদি অন্য প্রকার মদ্য ঐ দেশেতে বিক্রয় করিবেক না ইতি।

জিলার কালেক্টরের অনুমতিপত্রব্যতিরেকে ব্রিটনদেশজাত প্রজারদিগ্‌কে কলিকাতাহইতে দশ মইলের অধিক অন্তরে ভাটী বানাইতে ও তাহাতে তাহার কার্য্য করিতে ও কলিকাতার তাবে কোন দেশেতে মদিরা ও দ্রাক্ষারসাদি বিক্রয় করিতে নিষেধহওনের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ঐ মত ব্রিটনদেশজাত প্রজা হইয়াও কোন জন জিলার কালেক্টরসাহেবের কিম্বা আবকারী মহালের কর্ম্মকারি অন্য কোন সাহেবের অথবা ঐ মত জনেরদের প্রস্তুতকরা শরাবের উপর যে মাসুল লইতে হয় তাহা তহসীলকরণের কার্য্যে বিশেষরূপে সরকারহইতে নিযুক্তহওয়া অন্য কোন কার্য্যকারকের অনুমতিপত্র লওনব্যতিরেকে কলিকাতা শহরহইতে দশ মইলের অধিক অন্তর কোন স্থানে মদিরা প্রস্তুতকরণের কোন প্রকার ভাটী বানাইবেক না ও তাহাতে মদিরা প্রস্তুত করিবার কার্য্য করিবেক না ও কলিকাতা রাজধানীর তাবে কোন দেশের কোন স্থানে কোন প্রকার মদিরা কিম্বা দ্রাক্ষারসাদি অন্য প্রকার মদ্য খুজরা বিক্রয় করিবেক না ইতি।

ঐ প্রকার লোকেরা উপরের লিখিত সরহদ্দের মধ্যে ইঙ্গলণ্ডের মত মদিরার ভাটী বানাইলে কি তাহাতে কার্য্য করিলে ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ১ আইনের হুকুমের তাবে থাকিবার কথা।

বিশেষ হুকুমের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ব্রিটনদেশজাত যে জনেরা ইঙ্গলণ্ডেতে মদ্য প্রস্তুত করিবার ভাটী যে প্রকার নির্ম্মাণ করা যায় ও তাহাতে ঐ কার্য্য করা যায় ঐ প্রকারে কলিকাতা শহর হইতে দশ মইলের মধ্যে কোন স্থানে ভাটী নির্ম্মাণ করে কি তাহাতে কার্য্য করে ঐ জনেরা পূর্ব্বমত ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ২ আইনের লিখিত হুকুমের তাবে থাকিবেক ইহা এই প্রকরণক্রমে জানান যাইতেছে কিন্তু ঐ আইনানুসারে জিলা চব্বিশপরগনার এবং শহর কলিকাতার লাগাও অন্য২ জিলার জষ্টিস্ পীস্ সাহেবদিগ্‌কে যে ক্ষমতা ও হকুমৎ অর্পণ করা গিয়াছে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলেতে ঐ ক্ষমতা ও হকুমৎ যে জন কি জনেরদিগ্‌কে দেওয়া উপযুক্ত বুঝেন্ তাঁহাকে কি তাঁহারদিগ্‌কে দিতে সর্ব্বদা ক্ষমতা রাখেন্ ইতি।

মদিরা প্রস্তুতকরণিয়াদিগের আবকারী মহালের

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—ব্রিটনদেশজাত প্রজাভিন্ন অন্য যে সকল লোক ঐ রাজধানীর তাবে কোন দেশেতে কোন স্থানে মদিরা প্রস্তুতকরণের ভাটী পূর্ব্বোক্তমতে নির্ম্মাণ করে কি

তাহাতে

তাহাতে কার্য্য করে তাহারদিগের এবং বৃটনদেশজাত যে প্রজালোক শহর কলিকাতাহইতে দশ মইলের অধিক অন্তর কোন স্থানে ঐ প্রকার ভাটী নির্ম্মাণ করে কি তাহাতে কার্য্য করে তাহারদিগেরো উপরের প্রকরণের উক্ত আইনের নিরূপিত ষ্টিলহেড ডুটি অর্থাৎ চোয়াইবার যন্ত্রের মাসুল আবকারী মহালের কার্য্যকারক কালেক্টর কিম্বা অন্য সাহেবকে কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ঐ মাসুল নিরূপণ ও তহসীলকরণের নিমিত্তে যে কার্য্যকারককে হুকুম দেন তাঁহার নিকটে দিতে হইবেক এবং ঐ উপরের উক্ত আইনের দ্বারা যেং ক্ষমতা উপরের উক্ত নিরূপিত সীমার অধিক অন্তরে নির্ম্মাণ করা কি ব্যবহারকরা ভাটীর বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত জিলার নিমিত্তে তথাকার জষ্টিস পীস সাহেবেরদিগকে অর্পণ করা গিয়াছে সেইং ক্ষমতা এই প্রকরণের দ্বারা জিলাসকলের কালেক্টরসাহেব ও আবকারী মহালের কার্য্যকারক সাহেবদিগকে তাঁহারদিগের আপনং জিলার নিমিত্তে অর্পণ করা গেল ইতি।

কর্ম্মকারি কালেক্টরইত্যাদি সাহেবের নিকটে ষ্টিলহেডের মাসুল দাখিল করিতে হইবার কথা।

কালেক্টরইত্যাদি সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ২ আইনের দ্বারা জষ্টিস্ পীস সাহেবদিগকে অর্পণহওয়া ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— কিন্তু ইহা ও হুকুম করা যাইতেছে যে যখন কোন স্থানের বিশেষ অবস্থা কিম্বা অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত ঐ মদিরা প্রস্তুতকরণিয়াদিগকে অনাবশ্যক চর্চ্চাহইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে ঐ উপরের আইনের ৪ ও ৫ ও ৬ ও ৭ ও ৮ ও ১০ ও ১১ ও ১২ ও ১৩ ও ১৪ ধারার লিখিত কোন হুকুমমত কার্য্যকরা মৌকুফ রাখা উপযুক্ত বোধ হয় তখন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা ঐং ধারার লিখিত হুকুম কি তাহার মধ্যে কোনং কথা সময়েং যে সময়পর্য্যন্ত ঐ শ্রীযুতের উপযুক্ত বোধ হয় সেই সময়পর্য্যন্ত মৌকুফ রাখিতে পারেন্ এবং তাহার পরিবর্ত্তে ঐং ভাটীতে চোওয়ান মদিরার পাস করণের এবং গুদামে রাখণের এবং তাহা চোওযাইবার যন্ত্রের ও কড়াইযের ও পিপার এবং ঐং ভাটীতে অন্য যেং দ্রব্য কার্য্যে আইসে তাহার যেং মাসুল লইতে হয় তাহা তহসীলকরণের এবং ঐ মদিরা চোওযানের কি রাখণের নিমিত্তে যেং ঘর কি গুদাম কিম্বা অন্যং স্থান থাকে তাহা দৃষ্টি ও বিবেচনাকরণের এবং সময়েং যেমন উপযুক্ত বোধ হয সেইমতে নিরূপিত সময়েতে ঐ পূর্ব্বোক্ত মদিরা ও দ্রব্যসকলের বেওরার ফর্দ্দ দাখিলকরণের বিষয়ে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐ প্রকার করা কোন হুকুমের উল্লঙ্ঘন কোন প্রকারে করিলে তাহাকরণিয়াজনের সে নিমিত্তে যেং জরীমানা দিতে হয় সে সকল জরীমানার অতিরিক্ত ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ২ আইনের ৪ ধারার লিখিত হুকুম উল্লঙ্ঘনকরণের বিষয়ে যত টাকা জরীমানা নিরূপণ করা গিয়াছে তত টাকা সরকারে দিতে হইবেক ইতি।

বিশেষ কোনং হুকুম মৌকুফ রাখা আবশ্যক বোধ হইলে ঐ বিষয়ে বিশেষ হুকুম হওনের কথা।

তাহার পরিবর্ত্তে সময়েং অন্য যেং হুকুম আবশ্যক বোধ হয তাহা দিতে শ্রীযুতের ক্ষমতা থাকনের কথা।

৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ২ আইনের ১৬ ও ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ও ২০ ও ২১. ধারার লিখিত হুকুম ইঙ্গলণ্ডদেশেতে যে প্রকারে মদিরা প্রস্তুতকরণের ভাটী নির্ম্মাণ করা যায ও তাহাতে কার্য্য করা যায় এদেশেতে সেই প্রকারে নির্ম্মাণ ও ব্যবহারকরা ভাটীতে প্রস্তুতকরা সকল প্রকার মদিরার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও ঐং মদিরা এ দেশহইতে রফ্তানীহওনের সময়ে মাসুলের যাহা

মদিরা এ দেশহইতে রফ্তানীহওনের সময়ে তাহার মাসুল ফিরিযা দিবার বিষয়ে যেং হুকুম চলন আছে ঐং হুকুম যেং প্রকার মদিরার সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার কথা।

যাহা ফিরিয়া দিতে হয় তাহা মাসুল তহসীলের কালেক্টরসাহেব ফিরিয়া দিবেন এবং শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে যে মত হুকুম দেন্ সেই মত তাহার হিসাব শুধরা যাইবেক ইতি।

ভিন্নাধিকারেতে প্রস্তুত করা মদিরার উপর ষ্টিল হেডের মাসুল যাবৎ না দেওয়া যায় তাবৎ ঐ মদিরা তথাহইতে বাহিরে না যাইতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—হুগলীর নদী অর্থাৎ গঙ্গাতীরেতে এ সরকারভিন্ন অন্য সরকারের যে২ শহর ও স্থান আছে সেই২ শহর ও স্থানেতে প্রস্তুতকরা মদিরা যাবৎ হুগলীর মাসুলের কালেক্টরসাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে তাহার মাসুল তহসীলের নিমিত্তে যে কার্য্যকারক সাহেবকে নিযুক্ত করেন্ সেই সাহেবের নিকটে উপরের উক্তমতে প্রস্তুতকরা মদিরার উপর ষ্টিলহেড ডুটি অর্থাৎ যন্ত্রের মাসুল যত করিয়া লওয়া যায় তত করিয়া মাসুল দিয়া ঐ সাহেবের পাস না পাওয়া যায় তাবৎ ঐ২ শহর ও স্থানের সীমার বাহিরে যাইতে পারিবেক না ইতি।

৪ ধারা।

ইউরোপীয় ভাটীতে প্রস্তুতকরা মদিরা খুজরা বিক্রয়ের অনুমতিপত্র যাহারা পায় তাহারদিগের সরকারেতে যে হারে মাসুল দিতে হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইউরোপীয় মতে বানান কোন ভাটীতে প্রস্তুতকরা মদিরা খুজরা বিক্রয়করণের নিমিত্তে যে সকল লোকেরা অনুমতিপত্র পায় তাহারা ফিগালন তাহার তীব্রতার ন্যূনাতিরেকের দৃষ্টে এত করিয়া মাসুল সরকারেতে দিবেক যে ষ্টিলহেড ডুটি অর্থাৎ যন্ত্রের মাসুলসুদ্ধা ঐ খুজরা বিক্রয় যে স্থানে করা যায় তথাকার জিলার সদর ভাটীতে প্রস্তুতকরা মদিরার উপর কি ঐ জিলাতে যদি সদর ভাটী না থাকে তবে তাহার অতিনিকটে যে সদর ভাটী থাকে তাহাতে প্রস্তুতকরা মদিরার উপর ফিগালন ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের হুকুমানুসারে যত২ করিয়া মাসুল দিতে হয় তাহার উচ্চতম মাসুলের সমান হইবেক ইতি।

সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া সকল মদিরার খুজরা বিক্রয়ের মাসুল দিতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইউরোপ কিম্বা আমেরিকাতে প্রস্তুতকরা মদিরা কিম্বা বাতাবিয়া কি সিলন অর্থাৎ সিংহলদ্বীপের আরক কিম্বা সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া কোন প্রকার মদিরা খুজরা বিক্রয়ের নিমিত্তে যে সকল লোকেরা অনুমতিপত্র লয় তাহারদিগের ঐ রূপে খুজরা বিক্রয়ের মাসুল ফিগালন তাহার তীব্রতার ন্যূনাতিরেকের দৃষ্টে এত করিয়া দিতে হইবেক যে তাহাতে পরমিটের মাসুল কিম্বা ঐ মদিরা এদেশে আমদানীর সময়ে অন্য যে কোন মাসুল দেওয়া গিয়া থাকে তাহা সুদ্ধা জিলার সদর ভাটীতে কি ঐ জিলাতে সদর ভাটী না থাকিলে তাহার অতিনিকটে যে সদরভাটী থাকে তাহাতে প্রস্তুতকরা মদিরার উপর ফিগালন যত২ করিয়া মাসুল দিতে হয় তাহার উচ্চতম মাসুলের সমান হয় ইতি।

ওয়াইন্ শরাবেরো খুজরা বিক্রয়ের মাসুল দিতে হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— কোন প্রকার ওয়াইন্ শরাব অর্থাৎ দ্রাক্ষারস খুজরা বিক্রয়ের নিমিত্তে যে জনেরা অনুমতিপত্র পায় তাহারা উপরের লিখিত ধারানুসারে পরথসহী মদিরার উপর যে মাসুল দিতে হয় ঐ শরাবের খুজরা বিক্রয়ের নিমিত্তে সেই মাসুলের তুল্য মাসুল দিবেক ইতি।

৪ চতুর্থ

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— দ্রাক্ষারস কিম্বা মদিরা খুজরা বিক্রয়ের নিমিত্তে যে লোকেরা অনুমতিপত্র লয় তাহারা যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ অনুমতিপত্র দেন্ তিনি কি বোর্ডের সাহেবেরা কি ঐ কার্য্যকারক সাহেব যে ক্ষমতার অধীন থাকেন্ সেই ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা ঐ খুজরা বিক্রয়ের মামুল দাখিল করিবার নিমিত্তে যে কবুলিয়ৎ দিবার ও তাহার জামিন দেওনের বিষয়ে সময়ে২ যে২ হুকুম করেন্ সেই২ হুকুমমত কবুলিয়ৎ ও জামিনী দাখিল করিবেক এবং যদি কোন জন ঐ কবুলিয়তের লিখিত কোন নিয়মমতাচরণ না করে তবে ঐ জনের তাহার নিমিত্তে হওয়া বিশেষ জরীমানার অতিরিক্ত আইন বিরুদ্ধে মদিরা বিক্রয়করণপ্রযুক্ত যে জরীমানা নিরূপণ আছে তাহাও দিতে হইবেক ইতি।

ওয়াইন্ শরাব কি মদিরা খুজরা বিক্রয়করণিয়াদিগের অনুমতিপত্র পাইবার পূর্ব্বে খুজরা বিক্রয়ের মামুল দিবার নিমিত্তে কবুলিয়ৎ ও জামিন দিতে হইবার কথা।

ঐ কবুলিয়তের নিয়ম লঙ্ঘনের জরীমানার কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— কালেক্টরসাহেবের কিম্বা আবকারী মহালের কার্য্যকারক অন্য সাহেবের নিকটহইতে অনুমতিপত্র লওনব্যতিরেকে কলিকাতার সীমার বাহিরে কোন স্থানে দ্রাক্ষারস কি মদিরা মোটে বিক্রয় করিতে নিষেধ করা যাইতেছে ও যে লোকেরা ঐ অনুমতিপত্র লয় তাহারা অপন২ প্রত্যেক অনুমতিপত্রের নিমিত্তে ১৬ ষোল টাকা করিয়া ফীস দিবেক ইতি।

অনুমতিপত্র পাওন বিনা কলিকাতার সরহদ্দের বাহিরে ওয়াইন্ শরাব কি মদিরা মোটে বিক্রয় করিতে নিষেধহওনের কথা।

ঐ অনুমতিপত্রের নিমিত্তে ফীস দিতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— দ্রাক্ষারস কি মদিরা একবারে দুই গালনের কম বিক্রয় হইলে সে বিক্রয় খুজরা বিক্রয় জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

ওয়াইন শরাব কি মদিরা দুই গালনের কম বিক্রয় খুজরা বিক্রয় জানা যাইবার কথা।

৬ ধারা।

সদর ভাটীতে প্রস্তুতকরা মদিরা খুজরা বিক্রয়করণের নিমিত্তে এবং সদর ভাটীর নিমিত্তে নিরূপণকরা সীমার বাহিরে এদেশীয়মতে প্রস্তুত করিতে ও সেই মতে প্রস্তুতকরা মদিরা বিক্রয় করিতে যে২ অনুমতিপত্র লোকদিগকে দিতে হয় তাহা ইহার পরেও ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের হুকুমানুসারে দেওয়া যাইবেক কিন্তু ইহাও হুকুম করা যাইতেছে যে কোন জিলার সদর ভাটী যে স্থানে থাকে তাহার আশপাশ চারি ক্রোশের মধ্যে অন্য কোন স্থানে প্রস্তুতকরা মদিরা আনিতে ঐ আইনেতে যে নিষেধ আছে তাহা কেবল সরকারহইতে ঐ বিষয়ে অনুমতিপত্র দিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সাহেবের দেওয়া অনুমতিপত্র কি পাসব্যতিরেকে ঐ সীমার মধ্যে মদিরা আননিয়ার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক এবং তাহার অভিপ্রায় এমত নহে যে রাজস্বতহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের ঐ বিষয়ে অনুমতিপত্র কি পাস দিবার বাধা তাহাতে হয় কি দিলে তাহা প্রবল হইবার প্রতিবন্ধকতা জন্মে ইতি।

সদর ভাটীতে কি তাহার সরহদ্দের বাহিরে প্রস্তুতকরা মদিরা খুজরা বিক্রয়ের অনুমতিপত্র পূর্ব্বমতে দেওয়া যাইবার কথা।

বিশেষ হুকুম।

৭ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ৭ সপ্তম আইন।

৭ ধারা।

চলিত আইনের যেং কথাতে রাজস্ব তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের মদিরাদি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের অনুমতিপত্রের মিয়াদ নিরূপণ করণের বাধা জন্মে সেইং কথা রদ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ১৯ এবং ২৭ ধারার কিম্বা চলিত আর যে কোন হুকুমের কি আইনের যেং কথাক্রমে রাজস্ব তহসীলকরণের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের আপনারদিগের বিবেচনামত মিয়াদে মদিরা কিম্বা তাড়ী কি পচুই অথবা অন্য মাদকদ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয়করণের নিমিত্তে অনুমতিপত্র দিবার বাধা জন্মে সেইং কথা এই প্রকরণের দ্বারা রদ হইল ইতি।

সরকারের কি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অন্য প্রকার বিশেষ হুকুম হওনব্যতিরেকে মদিরাদি খুজরা বিক্রয়ের অনুমতিপত্র এক বৎসর মিয়াদের নিমিত্তে দেওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এই আইনের কি অন্য কোন আইনের হুকুমানুসারে মদিরা কি তাড়ী কি পচুই কি অন্য মাদক দ্রব্য খুজরা বিক্রয়ের নিমিত্তে যেং অনুমতিপত্র দেওয়া যায় সেইং অনুমতিপত্র সরকারের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের বিশেষ হুকুমহওনব্যতিরেকে ঐং অনুমতিপত্র দেওনের তারিখঅবধি কেবল এক বৎসরপর্য্যন্ত প্রবল থাকিবেক এবং এই প্রকরণক্রমে জানান যাইতেছে যে ইহার পরে যে নিষেধ লেখা যাইবেক তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন সাহেবেরা বিষয়বিশেষে যেং মিয়াদ উপযুক্ত বোধ হয় সেইং মিয়াদের নিমিত্তে ঐ মদিরাদি প্রস্তুত কি বিক্রয় করিবার নিমিত্তে অনুমতিপত্র দিবার হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখেন ইতি।

সময়েং যেমন উপযুক্ত বোধ হয় সেই মত অনুমতিপত্র ও কবুলিয়তের নিয়ম মতান্তর করিতে ও শুধরিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে ক্ষমতাপন্ন হওনের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের এমত ক্ষমতা আছে যে সরকারহইতে অনুমতি লইয়া চলিত আইনেতে অন্যমত কোন কথা লেখা থাকিলেও মদিরা কি সুরাযন্ত্রযোগে প্রস্তুতকরা মদ্য কি তাড়ী কি পচুই কি অন্য মাদক দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয়করণিয়ারা যে অনুমতিপত্র পায় এবং যে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেয় সময়েং যেমন উপযুক্ত বোধ হয় সেই মত তাহার লিখিত নিয়ম মতান্তর করিতে ও শুধরিতে পারেন এবং ঐ প্রকার কোন বিক্রয় কি প্রস্তুতকরণিয়া আপনার লিখিয়া দেওয়া নিয়ম কি কবুলিয়তের অন্যমত করিলে আইনবিরুদ্ধে তাহা বিক্রয় করিলে যে জরীমানা দিতে হয় সেই জরীমানা দিবেক ইতি।

সকল অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওয়া যাইতে পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—পূর্ব্বোক্ত মতে দেওয়া সকল অনুমতিপত্র যে কার্য্যকারক সাহেবের নিকটহইতে দেওয়া গিয়া থাকে সেই সাহেব কিম্বা যে স্থান কি যেং স্থানের সহিত ঐ সকল অনুমতিপত্র সম্পর্ক রাখে সেইং স্থানের আবকারীমহালের কর্ম্মের ভার ঐ কার্য্যকারক সাহেবের ক্ষমতার তুল্য কি অতিরিক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে সাহেবের প্রতি থাকে সে সাহেবে ফিরিয়া লইতে পারেন্ কিন্তু এ হুকুমও করা যাইতেছে যে যদি জিলার কালেক্টর অথবা আবকারীমহালের কার্য্যকারক সাহেব অনুমতিপত্র ফিরিয়া লন কি তাহা দিতে সম্মত না হন্ তবে যে কোন জনের বিষয়ে কালেক্টরসাহেব যে কোন হুকুম দেন্ সেই জন ঐ হুকুমেতে যদি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করে তবে সেই জন ঐ কালেক্টরসাহেবের দেওয়া হুকুমের উপর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে আপীল করিতে পারে ও ঐ বোর্ডের কি তৎক্ষমতা

তাহা হইলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে আপীল করিবার অনুমতি দেওনের বিশেষ হুকুম।

পন্ন

পন্ন অন্য সাহেবেরা ঐ বিষয়ের বেওরা অবগত হইয়া যেমন উপযুক্ত হয় সেই মত ঐ কালেক্টরসাহেবের দেওয়া হুকুম বহাল রাখিবেন কিমতান্তর কি রদ করিবেন আরো হুকুম করা যাইতেছে কালেক্টরসাহেব কি আবকারীমহালের কর্ম্মকারি অন্য সাহেব হঙ্গামা কি সরকারের কোন আইন কি হুকুমবিরুদ্ধ কর্ম্মকরণব্যতিরেকে অন্য কোন কারণেতে এক মাসপূর্ব্বে খবর না দিয়া মদিরাদি মাদক দ্রব্য খুজরা বিক্রয়করণিয়া কোন জনের পাওয়া অনুমতিপত্র বাতিল অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য করেন তবে যে জনের পাওয়া অনুমতিপত্র ঐ প্রকারে অকর্ম্মণ্য করা যায় সেই জনের তাহাতে যে ক্ষতি হয় তাহার পরিবর্ত্তে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কি পূর্ব্বোক্ত তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা ঐ বিষয়ের সকল বেওরা বিবেচনা করিয়া যাহা উপযুক্ত চাহরেন্ সেই জন তাহা পাইবেক কিন্তু কালেক্টরসাহেব কি আবকারী মহালের কর্ম্মকারি অন্য সাহেব কোন জনের অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওনেতে ঐ জন আপনার যত ক্ষতি হইয়া থাকনের কথা কহে তাহার নিমিত্তে কোন আদালতে নালিশ গ্রাহ্য হইবেক না আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ও ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের হুকুমানুসারে মদিরা ও মাদক দ্রব্য বিক্রয়করণিয়াদিগকে যে২ অনুমতিপত্র এক বৎসর মিয়াদে দেওয়া যায় এবং তাহারা তদনুসারে যে২ কবুলিয়ৎ দাখিল করে তাহা বৎসর২ নূতন করিয়া লইতে ও দিতে হইবেক কিন্তু ঐ প্রকার অনুমতিপত্ররাখণিয়া কোন জন কি জনেরা যদি আপন অনুমতিপত্রের লিখিত স্থানের জিলার চলনমত বৎসরের শেষহওনের ১৫ পনের দিবস পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেবের কি আবকারী মহালের কর্ম্মকারি অন্য সাহেবের নিকটে আপন অনুমতিপত্র ত্যাগ করিবার সম্বাদ না দেয় এবং ঐ অনুমতিপত্র কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকারি অন্য সাহেব ফিরিয়া না লন্ তবে ঐ অনুমতিপত্র ও তাহার কবুলিয়ৎ উপযুক্ত রূপে নূতন করা গেলে যেমত হইত সেইমত ঐ অনুমতিপত্র ও কবুলিয়ৎ বহাল থাকিবেক ইতি।

ক্ষতিগ্রস্ত জন হঙ্গামা কি কোন আইনের বিরুদ্ধ কর্ম্ম না করিয়া থাকিলে ঐ সাহেবেরা তাহার ক্ষতি পূরণ পাইবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।

আদালতের সাহেবদিগকে ঐ বিষয়ে হাত দিতে নিষেধহওনের কথা।

কোন২ অবস্থা হইলে বৎসরের শেষহওনের পনের দিন পূর্ব্বে সমাচার দিবার এবং তাহা না দিলে অনুমতিপত্র ও কবুলিয়ৎ বহাল থাকিবার কথা।

৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই প্রকরণক্রমে জানান যাইতেছে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক এবং ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা ইহার পরে যে বিষয় বর্জ্জনকরণের কথা লেখা যাইবেক তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া আপনারদিগের বিবেচনামত উপযুক্ত মিয়াদের নিমিত্তে মদিরা কি সুরামণ্ডযোগে প্রস্তুতহওয়া শরাব ও তাড়ী ও পচুইইত্যাদি মাদক দ্রব্য প্রস্তুতকরণের ও বিক্রয়করণের উপর যে মাসুল লওয়া উপযুক্ত তাহা পাট্টার দ্বারা ইজারা দিবার হুকুম দিতে পারিবেন ও ঐ পাট্টা ঐ বোর্ডের সাহেবলোকের কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের অথবা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা ফিরিয়া লওয়া যাইতে পারিবেক ও পূর্ব্বোক্ত অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওয়াতে যে পরিবর্ত্ত দেওয়া যাইবার হুকুম উপরেতে লেখা গিয়াছে ঐ মত ঐ ইজারার পাট্টা ফিরিয়া লইতে হইলে পাট্টাদারকে পরিবর্ত্ত দিতে হইবেক ইতি।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে২ মিয়াদ উপযুক্ত বুঝেন সেই২ মিয়াদের নিমিত্তে মদিরাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়ের উপর যে মাসুল লওয়া যায় তাহা পাট্টার দ্বারা ইজারা দিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয়

মদিরাইত্যাদি বিক্রয় কি প্রস্তুতকরণিয়াদিগের স্থানে বাকীপড়া টাকা উসুল করিবার বিষয়ে যেং হুকুম চলন আছে সেইং হুকুম মাসুলের ইজারদার দিগের ও তাহারদিগের জামিনদিগের সহিত সেই মতে সম্পর্ক রাখিবার কথা।
মাসুলের ইজারদারদিগের প্রাপ্তব্য বাকী উসুলের নিমিত্তে তাহারদিগকে ক্ষমতার্পণহওনের বিশেষ হুকুম।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১৭ আইনেতে মদিরা ও তাড়ী ও পচুই ইত্যাদি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয়করণিয়াদিগের নিকটে তাহার বাবৎ মাসুলের বাকী পড়া টাকা উসুলের নিমিত্তে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে সেইং হুকুম ঐ মতে ঐং মাদক দ্রব্যের কি তাহার মধ্যে কোন দ্রব্যের মাসুলের ইজারার পাট্টাদারদিগের ও তাহারদিগের জামিনেরদের প্রতিও খাটিবেক ও ইহাও জানান যাইতেছে যে যে জমীদারেরা কি অন্য সদর মালগুজারেরা আপনং জমীদারী কি মহালের প্রজারদিগের শিরে মালগুজারীর যে টাকা বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্তে আইনের অনুসারে তাহারা যেমতং উপায় করিতে কি করাইতে পারে ঐ বিষয়ে ঐ জমীদারদিগের ও সদর মালগুজারেরদের পক্ষে যেং নিষেধবিধি লেখা গিয়াছে তাহা রক্ষা করিয়া উপরের উক্ত মাসুলের ইজারদারেরা পূর্ব্বোক্ত মাদক দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয়করণিয়াদিগের শিরে তাহার মাসুলের যে বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্তে সেইং মত উপায় করিতে কি করাইতে পারে ইতি।

৯ ধারা।

শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলের অনুমতি বিনা পাঁচ বৎসরের অধিক মিয়াদে দেওয়া অনুমতিপত্র কি পাট্টা অসিদ্ধ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিনাঅনুমতিতে ঐ বিষয়ের যে অনুমতিপত্র কি ইজারার পাট্টা পাঁচ বৎসরের অধিক মিয়াদের নিমিত্তে দেওয়া যায় তাহা প্রবলহওয়া সরকারেতে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার লিখিত হুকুম শুধরণের নিমিত্তে নীচেতে হুকুম লেখা যাইতেছে ইতি।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা চলিত হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া আপনারদিগের তাবে কোন জিলাতে পচুই ও অন্য মদিরাদির কারখানা করিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।
আবশ্যক হইলে ঐং হুকুম শুধরিতে ও মতান্তর করিতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কিম্বা ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনেতে সদর ভাটী বানান ও তাহাতে কার্য্য করণের বিষয়ে যে হুকুম ও নিয়ম লেখা গিয়াছে সেইং হুকুম ও নিয়ম পচুইনামক কি অন্য যে কোন মদিরা অথবা মাদক দ্রব্যের কারখানার সহিত যেপর্য্যন্ত সম্পর্ক রাখিতে পারে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া সরকারের অনুমতি লইয়া ঐ পচুই কি অন্য মদিরা কি মাদক দ্রব্যের কারখানা আপনারদিগের তাবে সকল কি কোন জিলাতে করাইবার হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখিবেন্ এবং ঐ কারখানার কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্তে যেং হুকুম ও নিয়ম চলন আছে সময়েং যেমন উপযুক্ত বোধ হয় সেইমত তাহার নিমিত্তে শ্রীযুতের অনুমতি লইয়া ঐং হুকুম ও নিয়মের মতান্তর ও তাহাতে আর যাহা উপযুক্ত তাহা সংযোগ করিতে পারিবেন ইতি।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আবশ্যক বুঝিলে

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা উপরের উক্ত আইনানুসারে যে কি যেং সদর ভাটী তাঁহারদিগের তাবে কোন

জিলাতে

জিলাতে হইয়া থাকে তাহার যেং ভাটী যখন এবং যে সময়পর্য্যন্ত মৌকুফরাখা উপযুক্ত বুঝেন্ তখন এবং সেই সময়পর্য্যন্ত তাহা মৌকুফ রাখিবার হুকুম দিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে ঐ কি ঐ২ ভাটী যে সময়পর্য্যন্ত মৌকুফ থাকে সেইপর্য্যন্ত সামান্য যে সকল হুকুম সদর ভাটীর নিমিত্তে নিরূপিত সীমার বাহিরের স্থানেতে খাটে সেই সকল হুকুম কালেক্টরসাহেবের কি ডেপুটী কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবের সদর মোকাম এবং তাহার নিকটবর্ত্তি স্থানেতে খাটিবেক এবং যেং বিশেষ হুকুম সদর ভাটীতে ও তাহার নিরূপিত সীমার মধ্যগত স্থানেতে সম্পর্ক রাখে সেই২ বিশেষ হুকুম সীমা ও সময় পর্য্যন্ত মৌকুফ থাকিবেক ইতি।

স্থাপিত কোন সদর ভাটী মৌকুফ রাখিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।

তাহা হইলে সামান্য হুকুম যেং বিষয়েতে খাটিবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—আরো হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ বোর্ডের সাহেবলোক কি পূর্ব্বোক্ত তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা ঐ সদর ভাটীতে চোওয়ান মদিরাভিন্ন অন্য মদিরা যে সীমারমধ্যে বিক্রয় হইতে পারিবেক না সেই সীমানিরূপণ করিতে পারিবেন এবং ঐ ভাটীর বিষয়ে যেং বিশেষ হুকুম সময়ে২ দেওয়া উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা দিতে পারিবেন এবং ঐ২ বিশেষ হুকুম মৌকুফ করা গেলে ঐ সীমার মধ্যে মদিরা প্রস্তুত ও বিক্রয় করণের বিষয়ে ঐ সীমার বাহিরের স্থানসকলেতে সামান্য যে সকল হুকুম খাটে সুতরাং সেই সকল হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা সদর ভাটীতে প্রস্তুত হওয়া মদিরা যে সীমার মধ্যে বিক্রয় হইবেক সেই সীমানিরূপণ করিতে পারিবার কথা।

১০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—বৃটনদেশজাত কোন প্রজাকে উপযুক্তরূপে অনুমতিপত্র দেওয়া না গেলে যদি ঐ প্রজা কলিকাতা শহরহইতে দশ মইলের মধ্যের কোন স্থানে কোন প্রকার মদিরা কি দ্রাক্ষারসাদি খুজরা বিক্রয় করে তবে সেই প্রজা পুরুষ কিম্বা স্ত্রী হইলে সে কি একের অধিক হইলে তাহারা ঐ অপরাধের মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ২ আইনের ৩৩ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে শুনা যাওন ওবিচার ও নিষ্পত্তিকরণপূর্ব্বক ঐ অপরাধের অপরাধী হইলে তাহার প্রত্যেক বিক্রয়ের নিমিত্তে ৫০০ পাঁচ শত টাকা করিয়া জরীমানা তাহার কি তাহারদিগের দিতে হইবেক ইতি।

কলিকাতা শহরহইতে দশ মইলের মধ্যে অনুমতিপত্র বিনা মদিরা কি দ্রাক্ষারসাদি খুজরা বিক্রয়করণ নিমিত্তে বৃটনদেশজাত প্রজারা যে জরীমানার যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই প্রকরণক্রমে ইহাও জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ২১ ও ২২ ও ২৩ ও ২৪ ধারার লিখিত হুকুম বৃটনদেশজাত আদি অন্য যে সকল লোকেরা অনুমতিপত্রবিনা কলিকাতা শহরহইতে দশ মইলের অধিক অন্তর এই রাজধানীর তাবে জিলাসকলের মধ্যের কোন স্থানেতে কোন প্রকার মদিরা কি দ্রাক্ষারসাদি খুজরা বিক্রয় করে সে সকল লোকের এবং বৃটনদেশজাতভিন্ন অন্য যে সকল লোকেরা অনুমতিপত্রব্যতিরেকে কলিকাতা শহরের সরহদ্দের বাহিরে কোন স্থানে কোন প্রকার মদিরা খুজরা বিক্রয় করে সে সকল লোকেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

দণ্ডের বিষয়ে চলিত হুকুম বৃটনদেশজাত এবং অন্য যে সকল লোক কলিকাতাহইতে দশ মইলের অধিক অন্তর কোন স্থানে অনুমতিপত্রবিনা মদিরা কি দ্রাক্ষারসাদি খুজরা বিক্রয় করে সে সকল লোকের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

১১ ধারা।

ইঙ্গলণ্ডের অধিকারিভিন্ন অন্য দেশীয় যে মদিরা এবং ইউরোপের মতে এদেশেতে প্রস্তুতকরা

এবং বৃটনদেশজাত ভিন্ন অন্য যে সকল লোক কলিকাতার বাহিরে কোন

স্থানে কোন মদিরা খুজরা বিক্রয় করে তাহারদিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

নিরূপিত মাসুল দেওয়া গিয়া থাকনবোধক পাস ব্যতিরেকে নিজখরচের নিমিত্তভিন্ন বিদেশী কি অন্য কোন মদিরা স্থানান্তরকরণিয়ারদের জরীমানার কথা।

বিশেষ হুকুম।

প্রস্তুতকরা যে মদিরা তাহার আমদানীর কিম্বা ষ্টিলহেড ডুটি অর্থাৎ যন্ত্রের মাসুল দেওযা গিয়াছে এতদ্বোধক উপযুক্ত পাস কি রওয়ানা কিম্বা সর্টিফিকট্‌বিনা এক স্থানহইতে অন্য স্থানে যায তাহা নিঃসন্দেহরূপে তাহার মালিকের নিজের পানাদির নিমিত্তে না হইলে তাহা সরকারে জব্দ হইবেক এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনেতে আইনবিরুদ্ধে মদিরাদি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের যে জরীমানার নিরূপণ হইয়াছে সেই জরীমানা ঐ মদিরাইত্যাদির স্বামির কিম্বা তাহা যাহার জিম্মা থাকে সেই লোকের দিতে হইবেক ও মদিরাদি মাদক দ্রব্য আইনবিরুদ্ধে ক্রয বিক্রযকরণপ্রযুক্ত জরীমানা ও দ্রব্য জব্দকরার বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক নিষ্পত্তি ও তদনুসারে কার্য্যকরার বিষযে উপরের উক্ত আইনে এবং অন্য চলিত আইনেতে যে২ হুকুম আছে তদনুসারে ঐ জরীমানা ও দ্রব্য জব্দ করা যাইবেক এবং অনুমতিপত্রপাওয়া বিক্রয়করণিয়াভিন্ন অন্য যে কোন লোকের স্থানে খুজরা বিক্রয়করণিয়া আইনানুসারে যত বিক্রয় করিতে পারে কিম্বা করিতে অনুমতি রাখে কিম্বা আপন দোকানহইতে অন্যেরে লইযা যাইতে দিতে পারে তাহার অধিক মদিরাদি মাদক দ্রব্য যদি পাওয়া যায তবে তাহারো সহিত ঐ জরীমানার ও দ্রব্য জব্দের হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে কোন ব্যক্তি আপনার নিজের পানাদির খরচের নিমিত্তে আইনানুসারে যে মদিরাদি ক্রয করিযা থাকে তাহার এবং কোন জনের অবস্থার দৃষ্টে নিজের পানাদির খরচের নিমিত্তে যে আন্দাজ মদিরাদি রাখা সম্ভব বোধ হয তাহার অধিক না হইলে উপরের লিখিত হুকুম তাহাতে খাটিবেক না ইতি।

১২ ধারা।

ষ্টিলহেড ডুটি দেওয়া গিয়া থাকনবোধক সর্টিফকট কালেক্টরসাহেব কেবল এক বৎসরের কারণ দিবার কথা।

দরখাস্ত করিলে তাহার পরিবর্ত্তে আর এক বৎসর মিয়াদের নিমিত্তে অন্য সর্টিফিকট দেওয়া যাইবার কথা।

নূতন সর্টিফিকট লওনের নিমিত্তে ফীস দিতে হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— অনুমতিক্রমে হওয়া ভাটীহইতে যে সকল লোকেরা মদিরা স্থানান্তরে লইয়া যায় তাহারদিগকে ঐ মদিরার ষ্টিলহেড ডুটি অর্থাৎ যন্ত্রের মাসুল দেওয়া গিয়া থাকনবোধক সর্টিফিকট ঐ মাসুল তহসীলের কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকদিগের কি সে কিম্বা তাহারা যাহাকে কি যাহারদিগকে তদর্থে নিযুক্ত করিয়া রাখে তাহার কি তাহারদিগের দিতে হইবেক ও ঐ সর্টিফিকট দেওয়া যাওনের তারিখঅবধি কেবল এক বৎসরপর্য্যন্ত তাহা প্রবল থাকিবেক কিন্তু কোন সর্টিফিকটের দ্বারা রাখা কোন মদিরার মালিক আবকারী মহালের কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে আরজী করিয়া ঐ সর্টিফিকটের লিখিত মদিরাই অমনি আছে ইহা হৃদ্বোধহওনের উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারিলে ঐ সর্টিফিকটের বদলে আর এক বৎসরের নিমিত্তে নূতন সর্টিফিকট পাইবেক এবং ঐ প্রকার সর্টিফিকট বৎসর২ নূতন করা যাইতে পারিবেক ও ঐ সর্টিফিকট নূতন করণের সময়ে তাহার লিখিত মাসুলের মোটের উপর শতকরা ২ দুই টাকা করিয়া ফীস ঐ কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে দিতে হইবেক ইতি।

মদিরার বেপারিরা এক সর্টিফিকটের লিখিত মদি

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যদি মদিরা ক্রয়বিক্রয়ের বেপারি কোন জন এক সর্টিফিকটের লিখিত মদিরা ভিন্ন২ অংশ করিয়া চালাইতে চাহে তবে আবকারী মহালের কার্য্যকা

রকের

রকের নিকটে আসল সর্টিফিকট ফিরিয়া দিয়া ঐ সর্টিফিকটের লিখিত মদিরাই অমনি আছে ইহা হৃদ্বোধহওন যোগ্য প্রমাণ দিতে পারিলে তাহার যত অংশের নিমিত্তে ভিন্ন২ সর্টিফিকট চাহে তাহা পাইতে পারিবেক ও যে কার্য্যকারক ঐ সর্টিফিকট দেন তাঁহার নিকটে ঐ অংশের সর্টিফিকটের লিখিত মাসুলের মোটের উপর শতকরা ২ দুই টাকার হিসাবে ফীস দিতে হইবেক ইতি।

রা অংশক্রমে চালান করিতে মনস্থ করিয়া আসল সর্টিফিকট ফিরিয়া দিলেও হৃদ্বোধজনক প্রমাণ দিলে যত অংশের নিমিত্তে চাহে তত অংশের নিমিত্ত সর্টিফিকট পাইবার কথা।

তাহা লওনের সময়ে ফীস দিতে হইবার কথা।

১৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— সদর ভাটীর কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কোন জনের কিম্বা আবকারীর মাসুল তহসীলকারি কালেক্টরসাহেবের কোনরূপে নিযুক্তকরা যে কোন জনের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ২১ ধারার লিখিতমতে আপন কার্য্যকরণেতে কপটক্রমে বিশ্বাসঘাতকতারূপ অপরাধকরা প্রমাণ হইলে সেই জনের ঐ আইনের ২১ ধারার লিখিত জরীমানা দিতে হইবেক ইতি।

কপটক্রমে বিশ্বাসঘাতকতাকরণ প্রমাণ হইলে সদর ভাটীর কার্য্যভারাক্রান্ত জনেরদের যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যে২ কোতওয়াল ও পোলীসের দারোগা ও সৈন্যসম্বন্ধীয় বাজারের কোতওয়াল এবং ঐ২ স্থানের খবরগিরীকরণের পদপ্রাপ্ত এদেশীয় অন্য যে২ কার্য্যকারক আপন২ তাবে কোন স্থানে কি অন্য যে স্থানের লোকেরা তাহারদিগহইতে ভয় কি প্রত্যাশা রাখে তথায় অনুমতিপত্র বিনা কোন কি কোন২ দোকান করিবার হুকুম দেয় কিম্বা করিবার সহায়তা করে কি করিলে তাহাতে অনুকূল থাকে কিম্বা কিছু না কহে তাহারা আপন২ কর্ম্মচ্যুত হইবার যোগ্যহওনের অতিরিক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে ৫০০ পাঁচ২ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানাদেওনের যোগ্য হইবেক ও ঐ জরীমানা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক ইতি।

অনুমতিপত্র পাওনবিনা দোকানকরার সহায়তাকরণ এদেশীয় কোন কার্য্যকারকের প্রতি প্রমাণ হইলে তাহারদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

১৪ ধারা।

এদেশীয় কোন কার্য্যকারকের অপরাধ প্রমাণ যাহাতে হয় এমত সম্বাদ কোন জন দিলে ঐ অপরাধের অপরাধির স্থানে জরীমানার যত টাকা পাওয়া যায় তাহার অর্দ্ধেক ঐ সম্বাদদেওনিয়া পাইবেক কিন্তু অনুসন্ধানের দ্বারা যদি ইহা জানা যায় যে ঐ সম্বাদ কেবল দ্বেষ করিয়া কিম্বা ব্যামোহ দিবার নিমিত্তে অথবা অন্য কোন অসঙ্গত কারণপ্রযুক্ত দিয়াছে তবে যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ মোকদ্দমার বিচার করেন তিনি আপন বিবেচনাপূর্ব্বক যাহা উপযুক্ত বোধ হয় ও কোন প্রকারে ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার কিম্বা ১৫ পনের দিনের অধিক না হয় এমত মিয়াদে ঐ অপরাধি জনকে কয়েদ রাখিবার হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।

সম্বাদদেওনিয়ারা এদেশীয় কার্য্যকারকের অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহার জরীমানার অর্দ্ধেক পাইবার কথা।

দ্বেষপ্রযুক্ত ঐ সম্বাদ দিয়া থাকিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

১৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ১৫ ধারার ২ প্রকরণেতে চরস বিক্রয় করিতে নিষেধ

যে নিষেধবিধিক্রমে

গাঁজাইত্যাদি বিক্রয় হয় সেই নিষেধবিধিক্রমে চরসও খুজরা বিক্রয় করা যাইতে পারিবার কথা।

নিষেধ আছে কিন্তু ঐদ্রব্যের পরীক্ষার দ্বারা জানা গেল যে তাহা পূর্ব্বে যেমন রো জনক বোধ হইয়াছিল তেমন নহে এবং গাঁজাদি যেং মাদক দ্রব্যের বিক্রয়ের নিষে নাহি তাহাহইতে অধিক রোগজনক নহে অতএব এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে গাঁজাআদি অন্য মাদক দ্রব্য যেরূপে এবং যে নিষেধবিধিক্রমে বিক্রয় হইতেছে সেই রূপে ও নিষেধবিধিক্রমে চরসও খুজরা বিক্রয় হইতে পারিবেক ইতি।

১৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ৩০ ধারার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

ভূমির অধিকারী কি ইজারদারইত্যাদিরা আপন ভূমির সীমার মধ্যে আইনবিরুদ্ধে মদিরাদি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় হইতে দেখিয়া শুনিয়া কিছু না কহন প্রমাণ হইলে যে জরীমানার যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কিম্বা সাজাওল কি তহসীলদার কিম্বা ভূমির অন্য কর্ম্মকারী আপন ভূমির কি ইজারাদির ভূমির সীমার মধ্যে মদিরা কিম্বা তাড়ী কিম্বা অন্য মাদক দ্রব্য শুষ্ক হউক কি জলেতে কিম্বা অন্য দ্রবদ্রব্যেতে দ্রব করা হউক তাহা আইনবিরুদ্ধে প্রস্তুত কি বিক্রয়করণের হুকুম দেয় কি তাহা হইতেছে জানিয়া শুনিয়া কিছু না বলে তবে ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবের কি আবকারী মহালের কার্য্যকারক অন্য সাহেবের নিকটে তাহা প্রমাণ হইলে সেই জন ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার কি তাহা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদথাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।

উপরের প্রকরণের উক্ত বিষয়ের মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবের বিচার্য্য হইবার এবং চলিত আইনের হুকুমানুসারে তাহার বিচার করা যাইবার কথা।

তাহাতে গ্রেপ্তারীর পরওয়ানা না দিবার বিশেষ হুকুম।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই প্রকরণক্রমে জানান যাইতেছে যে চলিত আইনেতে বিপরীত কোন কথা থাকিলেও উপরের প্রকরণের লিখিতমত মোকদ্দমাসকল কেবল ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর কি আবকারী মহালের কার্য্যকারক অন্য সাহেবের বিচার্য্য হইবেক এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ২২ ধারানুসারে তাহার বিচার করা যাইবেক ও আরো হুকুম করা যাইতেছে যে কালেক্টরসাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ অপরাধের অপবাদগ্রস্ত লোককে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা দিবেন না কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৮৪ ধারাতে ঐ ধারার হুকুমের ব্যতিক্রমে কার্য্যকরণের অপবাদগ্রস্ত লোকদিগের বিষয়ে যেমত লেখা গিয়াছে সেই মতে কার্য্য করিবেন ইতি।

ঐ বিষয়েতে যেং প্রকার করিতে হইবেক তাহার অন্য বিশেষ হুকুম।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—আরো হুকুম করা যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৮১ ও ৮২ ও ৮৫ ও ৮৬ ও ৮৭ ও ৮৮ ও ৮৯ ও ৯০ ধারার লিখিত হুকুম ও নিয়ম কালেক্টরসাহেবের কি আবকারী মহালের কার্য্যকারক অন্য সাহেবের নিকটে যাহারদিগের উপর এই আইনের কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের লিখিত জরীমানারযোগ্য কোন কর্ম্মকরণের অপবাদ হয় তাহারদিগের প্রতি খাটিবেক ইতি।

১৭ ধারা।

১৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৪১ ধারার লিখিত হুকুম শুধরণের নিমিত্তে এই প্রকরণেতে ইহা নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেং সরহদ্দের মধ্যে সময়েং যেমন আবশ্যক কি উপযুক্ত বুঝেন্ সেইমত ঐং সরহদ্দের মধ্যে আইনবিরুদ্ধে রাখা মদিরা ও আফীন ও অন্য মাদক দ্রব্য ধরিতে ও আটক করিতে সরকারের ঐ কার্য্যকারকদিগকে কিম্বা অন্য কোন জনেরদিগ্‌কে হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।

কোনং সরহদ্দের মধ্যে আইনবিরুদ্ধে রাখা মদিরা ও আফীনইত্যাদি ধরিতে সরকারের কার্য্যকারদিগ্‌কে এবং অন্য কোন জনেরদিগ্‌কে হুকুম দিতে শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সামান্য আইনানুসারে দ্রব্য আটক করিবার ক্ষমতা না পাওয়া কোন জন উপরের লিখিত হুকুমানুসারে বিশেষরূপে দ্রব্য আটক করিবার ক্ষমতা পাইলে ঐ কর্ম্মে তাহার নিযুক্তহওনের কথা আবকারী মহালের কার্য্যকারকের এবং যে সরহদ্দের মধ্যে ঐ দেওয়া ক্ষমতার কার্য্য করিতে হইবেক তথাকার শহর কি জিলার আদালতের কাছারীতে ইশ্‌তিহার দিয়া প্রচার করা যাইবেক ইতি।

তাহা হইলে যে প্রকার কার্য্য করিতে হইবে তাহার কথা।

১৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে কোন জন নিজে কি অন্যের দ্বারা আইনবিরুদ্ধে পোস্তের ক্ষেত করে কিম্বা আর কোন প্রকারে তাহা করায় কিম্বা তাহার প্রবৃত্তি দেয় কি তাহার সহকারিতা করে কি পরামর্শ দেয় সে জন আইনবিরুদ্ধে পোস্তের ক্ষেতকরণিয়াদিগের বিষয়ে যেং জরীমানা ও দ্রব্য জব্দকরণের হুকুম লেখা গিয়াছে সেই জরীমানা ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

আইনবিরুদ্ধে পোস্তের ক্ষেত করিতে প্রবৃত্তি কি পরামর্শ দেওনিয়াদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—চৌকীদার ও পাইক ও গ্রামের রক্ষা কারী সরকারের এদেশীয় সকল কার্য্যকারক জনেরদিগকে এই প্রকরণক্রমে দৃঢ় হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা যে কার্য্যকারকের হুকুমতের তাবে থাকে তাঁহাকে যে কোন সময়ে তাহারদিগের জ্ঞাতসার হয় যে আইনবিরুদ্ধে অমুক স্থানে পোস্তের ক্ষেত হইতেছে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার দেওনদ্বারা ঐ আইনবিরুদ্ধে পোস্তের ক্ষেতহওয়ার নিবারণ করেএবং যদি পূর্ব্বোক্ত কোন কর্ম্মকারি জন উপরের লিখনমত সম্বাদ দিতে কোন প্রকারে তাচ্ছল্য করে কিম্বা আইনবিরুদ্ধে পোস্তের ক্ষেত হইতেছে ইহা জানিয়া শুনিয়া কিছু না কহিয়া নিরস্ত থাকে তবে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৩৬ ধারাতে পোলীসের এবং আবকারীর দারোগার তাহা করিতে দেওনের কি করিতে দেখিয়া চুপ করিয়া থাকনের বিষয়ে যে জরীমানার নিরূপণ লেখা গিয়াছে সেই জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

এদেশীয় কর্ম্মকারিদিগ্‌কে উপরের লিখিত অপরাধের কর্ম্মের নিবারণের সাহায্য করিতে হুকুম হওনের কথা।

কর্ত্তব্য কার্য্যে তাচ্ছল্য করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— আইনবিরুদ্ধে পোস্তের ক্ষেতকরণের কথা কোন পাটওয়ারী জ্ঞাত হইয়া যদি ঐ পরগনার কনুনগো কি জিলার কালেক্‌টরসাহেবকে তাহার সম্বাদ দিতে ক্রুটি করে তবে উপরের উক্ত জরীমানা তাহার দিতে হইবেক ইতি।

পাটওয়ারীদিগেরো তুল্য জরীমানা হইবার কথা।

জব্দহওয়া আফীনের মূল্য জরীমানার সমপূর্ণ টাকার তুল্য না হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে আইনবিরুদ্ধে আফীনের বেপারকরণের অপরাধ যে জন কি জনেরদের প্রতি প্রমাণ হয় তাহারদিগের জব্দহওয়া আফীনের মূল্য পাঁচ শত টাকার কম হইলে ঐ পূর্ব্বোক্ত জন কি জনেরদের প্রত্যেকের এত করিয়া জরীমানা হইবেক যে হুকুমমতে জব্দহওয়া আফীনের মূল্য তাহার সহিত একুন করিয়া পুরা পাঁচ শত টাকা হয় ও ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিতে হইবেক ইতি।

যাহারা পোস্তের ক্ষেত করণিয়াদিগের কি সরকারের তরফহইতে আফীনের কার্য্যের ভারপ্রাপ্তদিগের স্থানে আইনবিরুদ্ধে আফীন ক্রয় কি ক্রয়করণের চুক্তি করে কি তাহারদিগকে তাহা ছাপাইয়া রাখিতে প্রবৃত্তি দেয় তাহারদিগের যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

আইনবিরুদ্ধে ক্রয়করা কি ক্রয়ার্থে চুক্তিকরা আফীনের মূল্য দেড় হাজার টাকার কম হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার বিশেষ হুকুম।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— যে কোন কৃষিকারক কি অন্য জন পোস্তের ক্ষেত করিবার নিমিত্তে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে কিম্বা সরকারের তরফহইতে আফীনের কার্য্যের ভার পাইয়া থাকে তাহারদের স্থানে যে কোন জন কি জনেরা আফীন ক্রয় করে কিম্বা লয় কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ঐ মত ক্ষেতকরণিয়ার কি অন্য কাহারু সহিত আফীন ক্রয়করার চুক্তি করে কিম্বা আর কোন প্রকারে ঐ কৃষিকারক কি অন্য জনের দ্বারা আফীন গুপ্ত রাখায় কিম্বা আইন বিরুদ্ধে তাহা বিক্রয় করায় কি তাহা রাখিতে কি বিক্রয় করিতে তাহারদিগকে প্রবৃত্তি কি পারামর্শ দেয় তাহারদিগের প্রত্যেকের এবং সকলের ইঙ্গরেজী ১৮১৬সালের ১৩ আইনের ৪৫ ধারাতে আইনবিরুদ্ধে আফীন ক্রয়করণ কি রাখণের বিষয়ে যে জরীমানা নিরূপণ করিয়া লেখা গিয়াছে তাহার তিনগুণ জরীমানা সরকারেতে দিতে হইলেক অর্থাৎ যত আফীন ক্রয়করা কি তাহার চুক্তিকরা কি আইনবিরুদ্ধে বিক্রয়াদি করিতে উদ্যত হওয়া ইহার যাহা হউক তত আফীনের উপর সেরকরা ২৪ চব্বিশ টাকা কি ৪৮ আটচল্লিশ টাকা এবং উপরের উক্ত জব্দহওয়া আফীনের মূল্য ১৫০০ এক হাজার পাঁচশত টাকার কম হইলে ঐ পূর্ব্বোক্ত জনের কি জনেরদের প্রত্যেকের তাহার অতিরিক্ত এত করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক যে ঐ জব্দহওয়া আফীনের মূল্যের সহিত মিলাইয়া মোটে সিক্কা ১৫০০ দেড় হাজার টাকা হয় ও ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে বার মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিতে হইবেক ও উপরের উক্ত জরীমানার অতিরিক্তও ঐ অপরাধি জন আইনবিরুদ্ধে আফীন ক্রয়করণ কি ঘরে রাখণের নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত ধারার লিখিত মিয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।

সরকারের এদেশীয় কার্য্যকারকদিগকে আইনবিরুদ্ধে আফীন ক্রয় কি বিক্রয়করণের কি রাখণের নিবারণ শক্তিক্রমে করিতে হুকুম হওনের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— সরকারের এদেশীয় সকল প্রকার কার্য্যকারকদিগকে বিশেষতঃ যেং জিলা কি যেং জিলার নিকটেতে সরকারের তরফহইতে আফীন প্রস্তুত করা যায় সেইং জিলার কার্য্যকারকেরদিগকে এই প্রকরণক্রমে দৃঢ় হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা যথাশক্তি আইনবিরুদ্ধে আফীন ক্রয় ও বিক্রয় ও আমদানী ও রফ্তানীহওনের ও রাখণের নিবারণ যদি তাহারা তাহা ধরিতে অর্পিত ক্ষমতা রাখে তবে ধরণদ্বারা ও তাহা না রাখিলে তাহারা যেং সাহেবের তাবে হয় সেইং সাহেবকে আইনবিরুদ্ধে যত আফীন ক্রয় কি বিক্রয় কি আমদানী কি রফ্তানীহওন কি রাখণ তাহারদিগের জ্ঞাতসার হয় তাহার সম্বাদ তৎক্ষণে দেওনদ্বারা করে এবং এদেশীয় পূর্ব্বোক্ত যে কোন কার্য্যকারক আইনবিরুদ্ধে আফীন ক্রয় কি বিক্রয় কি আমদানী কি রফ্তানী হইতে কি রাখিতে দেখিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকে কি ইহার মধ্যে কোন ক্রিয়াহওনের সম্বাদ দিতে ত্রুটি করে তবে সে

সে জন যদি জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের তাবে হয় তবে সেই সাহেবের নিকটে কি তাঁহার তাবে না হইলে ভূমির মালগুজারীর কালেক্‌টরসাহেবের কি আবকারী মহালের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবের নিকটে তাহা প্রমাণ হইলে জানিয়া শুনিয়া কিছু না বলাতে ঐ প্রকার আইনবিরুদ্ধে ক্রয় কি বিক্রয় কি আমদানী কি রপ্তানীহওয়া কিম্বা রাখা আফীনের সেরকরা ৮ আট টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক এবং তাহা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক এবং ঐ প্রকার ক্রয় কি বিক্রয় কি আমদানী কি রপ্তানী হওয়া কি রাখা আফীনের পরিমাণের নিশ্চয় জানা যাইতে না পারিলে ঐ পূর্ব্বোক্ত অপরাধের অপরাধি কার্য্যকারক জন এক হাজার টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার যোগ্য হইবেক ও তাহা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদথাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।

জানিয়া শুনিয়া কিছু না বলনের কি কর্ত্তব্য কার্য্যে তাচ্ছল্যকরণের জরীমানার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— যে আফীন আইনবিরুদ্ধে ক্রয়বিক্রয়াদিহওনের সন্দেহ হয় তাহা বলক্রমে কি তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া যে কোন জন সরকারের কোন কার্য্যকারককে ধরিতে না দেয় কিম্বা ঐ কার্য্যকারকের ঐ অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যকরণেতে বলক্রমে প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকে কোন মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটে ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে সেই জন জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকনের যে জরীমানা উপরের প্রকরণে নিরূপণ করা গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত হাজার টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার যোগ্য হইবেক ও তদতিরিক্তও তাহার প্রতিবন্ধকতাকরণেতে কাজিয়া হঙ্গামা হইয়া থাকিলে চলিত সামান্য হুকুমানুসারে ঐ নিমিত্তে যে শাস্তি হইতে পারে তাহারো যোগ্য হইবেক ইতি।

নিষিদ্ধ আফীন ধরিতে যে কোন লোক বলক্রমে সরকারের কার্য্যকারকের প্রতিবন্ধকতা করে তাহার শাস্তির কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—এই প্রকরণক্রমে আরো জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে যদি আফীন আটক করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক নিষিদ্ধ ক্রয়বিক্রয়ের আফীনহওনের সম্বাদ পাওন কি সন্দেহহওনপ্রযুক্ত চালানহওয়া কোন আফীন ধরে কি ধরিতে উদ্যত হয় কিম্বা ঐ আফীনের বারবরদারীর পশু কি গাড়ী কি নৌকা আটক করিয়া থাকে কি করিতে উদ্যত হয় ও উপরের উক্তমত প্রতিবন্ধকতাহওনের সম্ভাবনা করে তবে আপন কর্ত্তব্য কার্য্যকরণার্থে অতিনিকটের কোন দারোগার স্থানে সহায়তা প্রার্থনা করিবেক এবং যে সকল দারোগার কিম্বা থানার কি চৌকীর অন্য কার্য্যকারকের নিকটে এমত সহায়তার প্রার্থনা করা যায় সেই দরোগা কি অন্য কার্য্যকারক ঐ সম্বাদ প্রার্থনা করা গেলে কি অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত আফীন আটককরণেতে হঙ্গামা হইবেক বুঝিলে তৎক্ষণে ঐ আফীন ধরা যাওনের ও হঙ্গামার নিবারণের নিমিত্তে যত জন লোকের আবশ্যক হয় তাহা পাঠাইয়া দিবেক ইতি।

কার্য্যকারকেরা নিষিদ্ধ আফীন ধরিতে প্রতিবন্ধকতা হইবার সম্ভাবনা করিলে যাহা করিবেক তাহার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।— নিষিদ্ধ আফীন ধরিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকেরা ঐ আফীন ধরণের ভালমন্দের জওয়াব দিবার ও তাহাতে কাহারু কিছু ক্ষতি হইলে তাহা ধরিয়া

নিষিদ্ধ আফীনধরণের ভালমন্দের জওয়াব তাহা

 দিবার

ধরণিয়াদিগের দিতে হইবার কথা।

দিবার দায়ী আপনারদিগকে জানিয়া তাহা ধরিবেক এবং পোলীসের কার্য্যকারকের নিকটে যে আফীন ধরিবার সহায়তার প্রার্থনা হয় সেই আফীনধরা ন্যায় কি অন্যায় হইবার কিছু বিবেচনা করিবার ক্ষমতা ঐ কার্য্যকারক রাখিবেক না কিন্তু অনাবশ্যক উপদ্রবের নিবারণ করিতে যত্ন করিবেক ইতি।

১৯ ধারা।

বেহার ও বারাণসের আফীনের এজেণ্টসাহেবদিগকে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের লিখনক্রমে ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগকে অর্পণহওয়া জজের ন্যায় ক্ষমতার্পণকরণের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের লিখনক্রমে বিচারকর্ত্তৃত্ব যে ক্ষমতা ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর কিম্বা আবকারী মহালের কার্য্যকারক সাহেবকে অর্পণ করা গিয়াছে সেই ক্ষমতা বেহার ও বারাণসের আফীনের এজেণ্টসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের নায়েব সাহেবেরা রাখিবেন ও তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও আইনবিরুদ্ধে পোস্তের ক্ষেতকরণ কি আফীন প্রস্তুত কি ক্রয় কি বিক্রয় কি আমদানী কি রফ্তানী করণ কি রাখণের বিষয়ে সরকারের কি সম্বাদদেওনিয়ার পাওনের যোগ্য কোন দণ্ড কি জরীমানা আদায়ের নিমিত্তে যে সকল মোকদ্দমা কি নালিশ কি এজহার তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর কি আবকারী মহালের কার্য্যভারাক্রান্তদিগের কার্য্যোপদেশের নিমিত্তে যে সকল হুকুম আছে তদনুসারে করা যাইবেক ইতি।

ঐ ক্ষমতার কার্য্য কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের অধীনতায় করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কিন্তু ইহাও হুকুম করা যাইতেছে যে কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা এই ধারাক্রমে বেহার ও বারাণসের আফীনের এজেণ্টসাহেবদিগকে এবং তাঁহারদের নায়েব সাহেবদিগকে এবং ভূমির মালগুজারী তহসীলের কোন কালেক্টরসাহেব আফীনের কার্য্যের ভার রাখিলে তাঁহাকেও অর্পণহওয়া কার্য্যের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৯৬ ধারাক্রমে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর ও আবকারী মহালের কার্য্যকারক সাহেবদিগের প্রতি যে মত ক্ষমতাচরণ ও হুকুমৎ করিতে হুকুম পাইয়াছেন সেই মত ক্ষমতাচরণ ও হুকুমৎ করিতে পারিবেন এবং আফীনের এজেণ্টসাহেবের কি তাঁহার নায়েব সাহেবের করা নিষ্পত্তি কি কার্য্যের উপর ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর কি আবকারী মহালের কার্য্যকারক সাহেবের করা নিষ্পত্তি কি কার্য্যের উপর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে আপীল হইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৯৬ ধারাতে যে২ হুকুম ও নিয়ম লেখা গিয়াছে তদনুসারে কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক ইতি।

২০ ধারা।

বৈদ্যকর্ম্মকারি সাহেবেরা মালগুজারীর কালেক্

বৈদ্যকর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত সকল সাহেবদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য যে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের কি আবকারী মহালের কার্য্যকারক অন্য সাহেবের দের

দের কিম্বা বেহার ও বারাণসের আফীনের এজেণ্টসাহেবেরদের ও তাঁহারদিগের নায়েব সাহেবদিগের হুকুম পাইলে আটক কি জব্দকরা কোন আফীন উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট ইহা নিরূপণ করিয়া নীচের লিখিতব্য চারি রকমের যে২ রকম হয় সেই২ রকম লিখিয়া রিপোর্ট করেন্ ইতি।

টর কি আফীনের এজেণ্ট সাহেবের হুকুম পাইলে জব্দহওয়া সমস্ত আফীনের রকম লিখিয়া রিপোর্ট করিবার কথা।

১ প্রথম উৎকৃষ্ট আফীন অর্থাৎ নির্ভাজ শুদ্ধ আফীন।

২ দ্বিতীয় বাণিজ্যযোগ্য আফীন অর্থাৎ চতুর্থাংশ অন্য দ্রব্যমিশ্রিত।

৩ তৃতীয় অপকৃষ্ট আফীন অর্থাৎ যে আফীনের অর্দ্ধেকের অধিক দ্রব্যান্তরমিশ্রিত থাকে।

৪ চতুর্থ অকর্ম্মণ্য আফীন অর্থাৎ এমত মিশ্রিত যে ঔষধাদি আফীনের প্রয়োজনোপযুক্ত কোন কার্য্যের যোগ্য নহে ইতি।

২১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—আফীনের এজেণ্টসাহেবলোক ও তাঁহারদিগের নায়েব সাহেবেরা আপনারদিগের হুকুমের দ্বারা কি আপনারদিগের কার্য্যকারকদিগের দ্বারা আটক কি জব্দহওয়া আফীনের নিমিত্তে যে পুরস্কার পাইতেন তাহার কিছুমাত্র এখন পাইবেন না এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনেতে ও ১৮১৮ সালের ১১ আইনেতে নিষিদ্ধ ক্রয়বিক্রয়ের আফীন ধরার ও জব্দকরার নিমিত্তে যে২ পুরস্কার দিতে হয় তাহার বিষয়ে যে২ হুকুম লেখা গিয়াছে তাহা আরো শুধরা যাইবার নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল সে হুকুম এই যে আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত ক্ষমতা রাখেন্ যে ঐ কৌন্সেলের বৈঠকের হুকুমের দ্বারা অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবদিগ্‌কে ঐ সাহেবেরা কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর হইলে ঐ পুরস্কার দেওয়া মৌকুফ করিতে পারেন্ এবং সময়ে২ যেমন উপযুক্ত বোধ হয় সেইমত তাহা দেওয়ার মতান্তর করিতেও পারেন্ ইতি।

আফীনের এজেণ্টসাহেবেরা আপনারদিগের কার্য্যকারক কি হুকুমের তাবে লোকদিগের দ্বারা ধরা যাওয়া কি জব্দহওয়া আফীনের কারণ যে পুরস্কার পাইতেন তাহা এক্ষণে না পাইবার কথা।

অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরা যে পুরস্কার পাইতেন তাহা মৌকুফহওনের বিশেষ হুকুম।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সমাচার পাওনদ্বারা যদি কোন নিষিদ্ধ আফীন ক্রোক করা যায় ও ঐ আফীন সরকারে জব্দ হয় তবে যে জন কি জনেরদের সমাচার দেওনদ্বারা ঐ আফীন ধরা গিয়া থাকে সেই জন কি জনেরা যদি তত্তৎস্থানের বৈদ্যকর্ম্মের ভারাক্রান্ত সাহেব ঐ আফীন উৎকৃষ্টহওনের রিপোর্ট করেন্ তবে ঐ জব্দহওয়া আফীনের ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ১৷৷০ এক টাকা আট আনা করিয়া ইনাম পাইবেক এবং সরকারের এদেশীয় যে কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকেরা ঐ সমাচারদ্বারা ঐ আফীন আটক করিয়া থাকে কি তাহা আটককরণের উদ্যোগী হইয়া থাকে তাহারা ঐ পরিমাণেতে ইনাম পাইবেক ও ঐ আফীন কোন জনের সমাচার দেওনব্যতিরেকে কেবল সরকারের এদেশীয়

জব্দহওয়া উৎকৃষ্ট আফীনের উপর সমাচারদেওনিয়ারা ও তাহা করণিয়া এদেশীয় কার্য্যকারকেরা যেং ইনাম পাইবেক তাহার বিশেষ কথা।

এদেশীয় কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকেরদের চেষ্টাতে ধরা গিয়া থাকে তবে ঐ এদেশীয় কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকেরা ঐ ধরা ও জব্দহওয়া আফীনের ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ৩ তিন টাকা করিয়া ইনাম পাইবেক ইতি।

বাণিজ্যযোগ্য আফীন ধরার ইনামের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যদি ঐ আফীন বাণিজ্যযোগ্য আফীন রিপোর্ট করা যায় তবে সমাচারদেওনিয়া কি দেওনিয়ারা ঐ ধরা ও জব্দহওয়া আফীনের মোটের উপর তাহার ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ৸০ বার আনা করিয়া ইনাম পাইবেক এবং এদেশীয় যে কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকেরা ঐ সমাচারক্রমে তাহা ধরিয়া থাকে তাহারাও ঐ পরিমাণেতে ইনাম পাইবেক ও সমাচার পাওনব্যতিরেকে যদি কেবল ঐ কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকেরদের চেষ্টায় ঐ আফীন আটক হইয়া থাকে তবে ঐ কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকেরা ঐ ধরা ও জব্দহওয়া আফীনের মোটের উপর তাহার ৮২ বিরাশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ১।৷০ এক টাকা আট আনা করিয়া ইনাম পাইবেক ইতি।

অপকৃষ্ট আফীনধরণের ইনামের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি আফীন অপকৃষ্ট রিপোর্ট করা যায় তবে সমাচারদেওনিয়া কি দেওনিয়ারা ঐ জব্দহওয়া আফীনের মোটের উপর সেরকরা ।৷৴ দশ আনা করিয়া ইনাম পাইবেক এবং ঐ সমাচারক্রমে আফীনধরণিয়া কি ধরণিয়ারা ঐ পরিমাণে ইনাম পাইবেক ইতি।

পূর্ব্বোক্তমত হইলে সমাচারদেওনিয়ারা জরীমানার এবং নৌকা ও গাড়ী ও পশুইত্যাদি যে কোন দ্রব্য নিষিদ্ধ আফীনের সহিত ধরা যায় তাহার মূল্যের অর্দ্ধেক পাইবার ও এদেশীয় কার্য্যকারকেরা তাহার সিকী পাইবার কথা।

কিন্তু সমাচারদেওনব্যতিরেকে এদেশীয় কার্য্যকারকদিগের দ্বারা আফীন ধরা গেলে ঐ কার্য্যকারকেরা জরীমানার ও দ্রব্যের মূল্যের টাকার চারি অংশের তিন অংশ পাইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— উপরের উক্ত তিন রকমের কোন রকম হইলে অর্থাৎ ঐ বৈদ্যকার্য্যকারক সাহেবের উৎকৃষ্ট কি বাণিজ্যযোগ্য কিম্বা অপকৃষ্ট লিখিত আফীন ধরা এবং জব্দকরা গিয়া থাকিলে তৎপ্রযুক্ত যে জরীমানা হয় যে জনের কি জনেরদের সমাচার দেওয়াতে ঐ আফীন ধরা গিয়া থাকে সেই জন কি জনেরা তাহার অর্দ্ধেক পাইবেক এবং যে কোন নৌকা কি গাড়ী কি ভারবহনের অন্য কোন বস্তু কিম্বা বলদ কি ভারবহনের অন্য কোন পশু অথবা বাক্স কি সিন্দুক কি অন্য যে কোন আধার ঐ আফীনের সহিত ধরা যায় তাহারো মূল্যের অর্দ্ধেক পাইবেক এবং এদেশীয় যে কার্য্যকারকেরা ঐ সম্বাদ পাইয়া তাহা ধরিয়া থাকে তাহারা ঐ জরীমানার চারি অংশের এক অংশ ও ঐ আফীনের সঙ্গে তাহার ভারবহনের যে কোন বস্তু জব্দ হইয়া থাকে তাহারো মূল্যের ঐ অংশ ইনামরূপে পাইবেক ও যদি সমাচার পাওনব্যতিরেকে কেবল সরকারের কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকদিগের চেষ্টায় আফীন ধরা গিয়া থাকে তবে ঐ কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকেরা উপরের উক্ত ইনামের অতিরিক্ত ঐ আফীন ধরা যাওনপ্রযুক্ত হওয়া জরীমানার চারি অংশের তিন অংশ পাইবেক এবং যে নৌকা কি গাড়ী কি ভারবহনের অন্য বস্তু কি বলদ কিম্বা ভারবহনের অন্য কোন পশু কি বাক্স কি সিন্দুক কি অন্য কোন আধার ধরা ও জব্দ করা যায় তাহারো মূল্যের ঐ চারি অংশের তিন অংশ পাইবেক ইতি।

অকর্ম্মণ্য আফীনধরণের ইনাম কিছুমাত্র না দেওয়া যাইবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— ধরা ও জব্দ করা অকর্ম্মণ্য লিখিত আফীনের উপর কিছুমাত্র ইনাম দেওয়া যাইবেক না ইতি।

২২ ধারা।

এই আইনের হুকুমানুসারে কোন জনের প্রতি জরীমানা দিবার হুকুম হইলে যে কার্য্যকারক সাহেব বিচারপূর্ব্বক ঐ জরীমানার হুকুম দিয়া থাকেন্ সেই সাহেব ঐ জরীমানার টাকা তৎক্ষণে না দেওয়া গেলে ঐ জরীমানার হুকুম যাহার প্রতি হইয়া থাকে তাহাকে পূর্ব্বের হুকুমমত কয়েদরাখণের নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে পাটাইয়া দেওনের অতিরিক্ত সেই জনের অস্থাবর বস্তু ক্রোক্ ও বিক্রয় করিতে পারেন ও যদি ঐ অস্থাবর বস্তু বিক্রয়ের মূল্যেতে ঐ জরীমানার টাকা আদায় হইতে অকুলান হয় তবে মালগুজারীর বাকী আদায়করণের নিমিত্তে ভূমিবিক্রয়ের বিষয়ে যে সকল হুকুম আছে তদনুসারে ঐ জনের স্থাবর বস্তুও বিক্রয় করিবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেবইত্যাদি এই আইনানুসারে হওয়া জরীমানার টাকা উসুল করণের নিমিত্তে যাহা করিবেন তাহার কথা।

২৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই প্রকরণেতে ইহাও নির্দ্দিষ্ট করা গেল যে আফীনের এজেণ্ট সাহেবেরা ও তাঁহারদের নায়েব সাহেবেরা কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের হুকুমের অধীনতায় আপন২ আমলার মধ্যে এদেশীয় কোন কর্ম্মকারিকে ও মহতোদিগকে এবং সরকারের কার্য্যকারকের ও আফীনের প্রজারদের মধ্যবর্ত্তি অন্য কোন জনকে তাহারদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যকরণেতে কোন ক্রটিহওনপ্রযুক্ত কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কি ফৌজদারী আদালতের বিচার ও হুকুমহওনের আবশ্যকতা না হওনযোগ্য অন্য কোন উপদ্রবকরণপ্রযুক্ত কোন প্রকারে ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত মধ্যমরূপ জরীমানা করণদ্বারা শাস্তি দিতে এবং ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে এক মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ রাখিতে ক্ষমতা রাখেন্ ইতি।

আফীনের এজেণ্টসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের নায়েব সাহেবেরা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণ কি উপদ্রব করণনিমিত্তে এদেশীয় আমলাদিগকে শাস্তি দিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— আরো হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ বোর্ডের সম্মতি পাইলে আফীনের এজেণ্টসাহেবলোক ও ঐ সাহেবদিগের নায়েব সাহেবেরা এমত ক্ষমতা রাখিবেন যে পোস্তের ক্ষেতকরণিয়ার কি ঐ কারখানার তাবে কোন কর্ম্মকারি জনের কি মহতোর কি কোন মধ্যবর্ত্তি কর্ম্মকারির কিম্বা ঐ পূর্ব্বোক্ত ক্ষেতকরণিয়া কিম্বা কর্ম্মকারি কি মধ্যবর্ত্তি জনের জামিনের স্থানে হিসাবী বাকী কি আর কোন প্রকার পাওনা যত টাকা হয় তাহা ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবেরা যেপ্রকারে ও যে ক্ষমতাক্রমে প্রজাদিগের স্থানে কি খাসতহসীলেথাকা ভূমির অন্য দখলীকারের স্থানে মালগুজারীর বাকী আদায় করিবার নিমিত্তে বস্তু ক্রোক্ করিতে পারেন সেই প্রকারে ও সে ক্ষমতাক্রমে আদায় করেন্ ইতি।

ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগকে অর্পণকরা ক্ষমতাক্রমে পোস্তের ক্ষেতকরণিয়াদিগের শিরে পড়া বাকী টাকা তাহারদিগের ভূমি ক্রোক্ ও বিক্রয়ের দ্বারা উসুল করা যাইবার কথা।

কলিকাতা শহরের কারণ বিশেষ হুকুম।

২৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৬ আইনের হুকুমানুসারে সমুদ্রপথে

অনুমতিপত্র না পাওয়া

আমদানীহওয়া

কলিকাতানিবাসি জনেরা কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সেক্রেটারি সাহেবের সর্টিফিকটব্যতিরেকে আপন নিকটে এক পৌণ্ডের অধিক আফীন রাখিতে না পারিবার কথা।

কিম্বা কলিকাতাতে সরকারী কোন নীলামেতে খরীদ হইয়া থাকন ঐ সর্টিফিকটব্যতিরেকে এক পৌণ্ডের অধিক বিদেশী আফীন পাওয়া গেলে তাহার জরীমানার কথা।

আমদানীহওয়া অন্য দেশীয় আফীনের মামুল আরো সহজে তহসীল করা যাইবার নিমিত্তে এই প্রকরণে ইহা নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে কলিকাতাতে সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া দ্রব্যের মাসুল তহসীলের কালেক্টরসাহেবের কিম্বা কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবলোকের বিশেষ অনুমতিপত্ররাখণিয়াভিন্ন অন্য কোন জন ঐ আফীন আইনানুসারে সমুদ্রপথে আমদানী হইয়া থাকন ও তাহার নিরূপিত মামুল দেওয়া গিয়া থাকন বোধক ঐ বোর্ডের সেক্রেটারিসাহেবের দস্তখতী সর্টিফিকটব্যতিরেকে এক সময়ে ওজনে এক পৌণ্ডের অধিক আফীন আপন নিকটে রাখিতে পারিবেক না এবং ওজনে এক পৌণ্ডের অধিক যে আফীন তাহা রাখিবার সর্টিফিকটব্যতিরেকে পাওয়া যায় কিম্বা উপরের উক্তমত অনুমতিপত্র না পাওয়া লোকদিগের স্থানে থাকা সর্টিফিকটের লিখনের সহিত না মিলে সে আফীন সরকারেতে জব্দ করা যাইবেক এবং ঐ উপরের উক্ত কালেক্টরসাহেবের কি কলিকাতা শহরের কোন ম্যাজিষ্ট্রেট্সাহেবের পরওয়ানার দ্বারা ঐ আফীন ক্রোক্ করা যাইবেক এবং যে জনের কি জনেরদের নিকটে ঐ আফীন পাওয়া যায় তাহার কি তাহারদিগের উপরের উক্ত আইনানুসারে ঐ দ্রব্য সমুদ্রপথে আমদানী হইতে হইলে যে মামুল দিতে হয় তাহার তিনগুণ টাকা জরীমানা সরকারেতে দিতে হইবেক ইতি।

ঐ২ সর্টিফিকটে যাহা২ লিখিতে হইবেক ও তাহা যাঁহার দ্বারা রেজিষ্টরী হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এই আইনেতে কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের কাছারীহইতে যে২ সর্টিফিকট দিবার হুকুম হইল ঐ সর্টিফিকটেতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের যেমন উপযুক্ত বোধ হয় সেইমত বিশেষ২ বেওরার অতিরিক্ত ঐ সর্টিফিকটরাখণিয়ার নাম ও ঐ আফীনের পরিমাণ ও তাহা যে কারণে রাখিতে অনুমতি দেওয়া যায় সেই কারণ এবং কলিকাতার নীলামেতে খরীদ হইয়া থাকিলে ঐ নীলামের বহীর লিখিত লাটের নম্বর এবং প্রত্যেক সিন্দুকের নম্বর ও দাগ ও এক২ সিন্দুক আফীনের দাম ও নীলামের তারিখ এবং ঐ আফীন সমুদ্রপথে আমদানী হইয়া থাকিলে পরমিট ঘরের আমদানীর রেজিষ্টরী বহীর লিখিত আমদানীর তারিখ ও আফীনের নম্বর এবং আমদানী করণিয়ার নাম এবং যে জাহাজের দ্বারা আমদানী হইল তাহার নাম লেখা যাইবেক এবং ঐ প্রকারেতে যে২ সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহার প্রত্যেক সর্টিফিকটের রেজিষ্টরী ঐ উপরের উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারিসাহেবের দ্বারা হইবেক ও তাহা প্রামাণ্য হইবার নিমিত্তে ঐ সেক্রেটারিসাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।

সর্টিফিকটের দ্বারা রাখা আফীন সমুদ্রপথে রফ্তানী করণিয়াদিগের যে কার্য্য করিতে হইবেক তাহার কথা।

ঐ হুকুমলঙ্ঘনকরণের জরীমানার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে আফীনের নিমিত্তে ঐ প্রকার সর্টিফিকট পাওয়া গিয়া থাকে সেই আফীনের কতক সমুদ্রপথে রফ্তানী করাইতে ঐ আফীনরাখণিয়ার ইচ্ছা হইলে সেই রফ্তানীর ইচ্ছাকরণিয়া যে সময়েতে সমুদ্রপথের মাসুল তহসীলের কালেক্টরসাহেবের নিকটে রফ্তানীর দরখাস্ত করে সেই সময়ে ঐ সর্টিফিকট তাঁহার নিকটে ফিরিয়া দিবেক এবং সর্টিফিকট না থাকা যে কোন আফীন সমুদ্রপথে রফ্তানী হয় কি রফ্তানী করিতে উদ্যত হওয়া যায় কিম্বা সর্টিফিকটের লিখনের সহিত না মিলে তাহা পূর্ব্বোক্ত মত জব্দ করা যাইবেক এবং যে জন কি জনেরদের নিকটে তাহা পাওয়া যায় সেই জন

 কি

কি জনেরা কলিকাতা শহরে আইনবিরুদ্ধে আফীন রাখণের নিমিত্তে এই ধারার ১ প্রকরণের নিরূপিত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—উপরের লিখিত হুকুমানুসারে দেওয়া সর্টিফিকট তাহা দেওয়া যাওনের তারিখঅবধি কেবল এক বৎসরপর্য্যন্ত প্রবল থাকিবেক কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে কষ্টম ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা ঐ সর্টিফিকট যে মিয়াদের কারণ দেওয়া গিয়া থাকে তাহা পূর্ণহওনের পূর্ব্বে তাহা উপস্থিত করা গেলে আর এক বৎসরের নিমিত্তে নূতন করিয়া দিবার হুকুম দিতে পারেন এবং তাঁহারা যতবার উপযুক্ত বুঝেন্ ততবার বৎসর২ ঐ রূপ সর্টিফিকট নূতন করিয়া দিবার হুকুম দিতে পারেন ও মিয়াদগতহওয়া সর্টিফিকট সর্ব্বপ্রকারে নিরর্থক ও অকর্ম্মণ্য বোধ হইবেক ও যে আফীনের সঙ্গে দরপেশ করা যায় সে আফীন ঐ সর্টিফিকটের দ্বারা কোন প্রকারে রক্ষা পাইবেক না ইতি।

সর্টিফিকট্ কেবল এক বৎসর প্রবল থাকিবার কথা।

কিন্তু বৎসর অতীত না হইতে দাখিল করা গেলে বোর্ডের বিবেচনানুসারে নূতন সর্টিফিকট দেওয়া যাইবার কথা।

বৎসরান্তে নূতন না করা গেলে সর্টিফিকট অকর্ম্মণ্য ও বৃথা হইবার কথা।

Vol. VII. 213.

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ৪ আইন রদ করিবার এবং ভাগীরথী ও জলঙ্গী ও ইচ্ছামতি ও মাতাভাঙ্গা ও চূর্ণী নদীর পথে যে২ নৌকা ও সাড় ও কাষ্ঠইত্যাদি আইসে ওযায় তাহার উপর মাসুল নিরূপণের এবং ঐ মাসুল আরো সহজরূপে তহসীলহওনের এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত ও অন্য২ নৌকাগমনাগমনের নদী দিয়া নির্ব্বিঘ্নে নৌকা চলিতে পারিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের তারিখ ৮ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩০ সালের ২৮ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৩১ সালের ২৪ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩১ সালের ২৯ চৈত্র মওযাফেকে সম্বৎ ১৮৮১ সালের ৯ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩৯ সালের ৭ শাবানে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ৪ আইনেতে ঐ আইনের বেওরা করিযা লিখিত নদীর পথে যে সকল নৌকা চলে তাহার উপর মাসুল তহসীল করিবার বিষয়ে যে২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে তৎকার্য্যনির্ব্বাহের উপযুক্ত নহে এবং যেহেতুক পদ্মানদী অর্থাৎ বড় গঙ্গা এবং যে২ নদী ঐ পদ্মাহইতে নির্গত হইযাছে সেই২ নদী বৎসর২ স্থানে২ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র দিয়া বহে ও তৎপ্রযুক্ত হুগলীর নদী অর্থাৎ ঐ ভাগীরথী দিয়া পদ্মা অর্থাৎ বড় গঙ্গাতে অনায়াসে নৌকাগমনাগমনের পথ মুক্ত রাখিবার কারণ সরকারের হুকুমানুসারে পূর্ব্বে যে২ কর্ম্ম ইচ্ছামতি ও মাতাভাঙ্গা ও চূর্ণী নদীতে করা গিয়াছে সেই২ কর্ম্ম ভাগীরথী ও জলঙ্গীনদীতেও করা এবং ঐ সকল নদী দিয়া নৌকাগমনাগমনের যে২ বাধা হয় তাহা দূর করিবার নিমিত্তে অন্য২ যত্ন করাও আবশ্যক বোধ হইল এবং যেহেতুক ঐ২ কার্য্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে যে২ কর্ম্মের আবশ্যক হয় তাহা এবং সামান্যতঃ ঐ২ উপরের উক্ত নদী দিয়া অনায়াসে নৌকাইত্যাদি গমনাগমনের বাধা দূর করিবার নিমিত্তে যে২ কার্য্যের আবশ্যক হয় তাহা বিবেচনা করিয়া করিবার নিমিত্তে বিশেষরূপে এক জন কার্য্যকারক সাহেব নিযুক্ত করা গিয়াছে এবং যেহেতুক ঐ উপরের উক্ত কার্য্যসাধনের নিমিত্তে অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যেতে অনেক ব্যয় হইতেছে ও বৎসর২ হইবেক ও ঐ ব্যয়ের কারণ টাকা সঞ্চয় করিবার নিমিত্তে ঐ২ নদী দিয়া গমনাগমনকরণের সকল নৌকা ও কাষ্ঠইত্যাদির উপর মধ্যমরূপ মাসুল লওয়া উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ হইতেছে এবং যেহেতুক ঐ২ নদীর ভাব সময় হেতুবাদ।

বিশেষে

বিশেষে নানাপ্রকার হওনের দৃষ্টে লোকদিগের হিতার্থে ঐ মাসুল তহসীলকরণের প্রকার সময়ে২ যেমন বিহিত বোধ হয় সেই প্রকারে তহসীল করা যাওনের নিমিত্তে হুকুম নির্দ্দিষ্টকরা আবশ্যক এবং যেহেতুক যে সকল গাছ ও কাষ্ঠ ও ডুবা নৌকাইত্যাদিতে ঐ পূর্ব্বোক্ত এবং নৌকাগমনাগমনের যোগ্য অন্যং নদী ও জলপ্রবাহেতে নৌকাচলনের ও গমনাগমনের বাধা জন্মে কি জন্মিবার সম্ভাবনা হয় তাহা ঐং নদীর পথে যে লোকেরা গমনাগমন করে তাহারদিগের কার্য্যসাধন ও রক্ষা অনায়াসে হওনার্থে অবিলম্বে দূর করিবার এবং লোকেরা তাহাতে অন্য যেং বাধা জন্মায় তাহা ও দৈবঘটনীয় সকল প্রকার বাধা নিবারণ করিবার নিমিত্তে ঐ উপরের উক্ত কার্য্যকারক সাহেবকে এবং ঐ প্রকার কর্ম্মকারি অন্য সাহেবদিগকে ক্ষমতা ও হুকুমৎ দেওয়া আবশ্যক বুঝা গেল অত এব নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও তাহা এই আইন জারীহওনের তারিখ অবধি প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ৪ আইন রদের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ৪ আইন এই প্রকরণের দ্বারা রদ হইল ইতি।

বোর্ডরেবিনিউর সাহেবদিগের অধীনতায় সরকারের কার্য্যকারকের দ্বারা ভাগীরথী ও জলঙ্গী ও ইছামতি ও মাথাভাঙ্গা ও চূর্ণী নদী দিয়া গমনাগমনকরণের নৌকা ও কাষ্ঠ ও মাড়ইত্যাদির উপর নিরূপিত হারে মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এই আইনের শেষেতে ১ প্রথম নম্বরের তফসীলে বিশেস করিয়া মাসুলের যেং হার লেখা যাইবেক সেইং হারেতে এই আইনের হেতুবাদের উক্ত নদী কি জলপ্রবাহ দিয়া যে সকল নৌকা কি বাহাদুরী কাষ্ঠের কিম্বা বাঁশের কি অন্য দ্রব্যের মাড়ইত্যাদি অন্য বস্তু যায় কি তাঁহার মধ্যে আইসে তাহার উপর শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলেতে সময়েং যেং স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন্ সেইং স্থানেতে মাসুল লওয়া যাইবেক ও ঐ মাসুল তহসীল করিবার নিমিত্তে যে কার্য্যকারকসাহেব কি সাহেবদিগকে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে নিযুক্ত করেন্ সেই সাহেব কি সাহেবেরা ঐ মাসুল তহসীল করিবেন এবং ঐ প্রকারে নিযুক্তহওয়া সাহেব কি সাহেবেরা পূর্ব্বদেশীয় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের নিষেধবিধিক্রমে কার্য্য করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

ঐ মাসুল তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের নীচে এদেশীয় আমলা নিযুক্ত হইবার এবং ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবেরা আপনং আমলা নিযুক্তকরণ ও তগীরকরণ ও তাহারদিগের শা

সরকারেতে যেমত উপযুক্ত বোধ হয় সেইমত ঐ মাসুল তহসীলের কালেক্টরসাহেবের সহায়তার নিমিত্তে তাঁহার নীচেতে এদেশীয় আমলালোক নিযুক্ত হইবেক এবং ঐ আমলালোকের নির্ব্বাচন ও নিযুক্তকরণ ও তগীরকরণ ও শাস্তিদেওনের বিষয়ে ঐ কালেক্টরসাহেবেরা ঐং বিষয়ে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের ক্ষমতানিরূপণের অর্থে চলিত আইনেতে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিবেন এবং যে সকল কার্য্যকারকেরদের নিকটে সরকারী টাকা কি কাগজপত্র সমর্পণ করা যায় তাহারদিগের সহিত চলিত আইনের লিখিত যে সকল হুকুম সম্পর্ক রাখে

সেই

সেই সকল হুকুম ঐ মামুলের কালেক্টরসাহেবের আমলালোকের মধ্যে যেং কার্য্যকারকের নিকটে ঐ মত সরকারী টাকা কি কাগজপত্র সমর্পণ কারা যায় তাহারদিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

স্তিদেওনের বিষয়ে যেক্ষমতা রাখেন সেই ক্ষমতা ঐ কালেক্টরসাহেব রাখিবার কথা।

৪ ধারা।

ঐ পূর্ব্বোক্ত নদী দিয়া যে সকল নৌকাআদি আইসে কি যায় তাহাতে বোঝাইকরা বস্তু আমদানীর অথবা রফ্তানীর হউক সেই সকল নৌকাআদির উপর ঐং মামুল লওয়া যাইবেক ইতি।

ঐ নদী দিয়া যাওয়াআসায় নৌকায় বোঝাইথাকা বস্তু আমদানী কি রফ্তানীর হউক ঐ সকল নৌকার উপর মামুল লওয়া যাইবার কথা।

৫ ধারা।

নানাপ্রকার নৌকাসকলেতে যতং বোঝাই ধরিতে পারে তাহার ওজন সূক্ষ্মরূপে নিশ্চয় করিবার নিমিত্তে ঐ সকল নৌকা আটক হইলে যে বিলম্ব হয় তাহা না হইবার নিমিত্তে নৌকাসকলের যেং বোঝাইয়ের অনুসারে নিরূপিত মামুল লওয়া যাইবেক তাহার নিশ্চয় করিবার কারণ নীচের লিখিতব্য নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ইহার পরে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবেক ইতি।

নৌকাইত্যাদির বোঝাইয়ের যেং পরিমাণের উপর নিরূপিতমামুল লওয়া যাইবেক তাহার নিরূপণের নিয়মের কথা।

১ প্রথম।—৫০ পঞ্চাশ মোনের অধিক না হয় এমত বোঝাইয়ের নৌকার বোঝাইয়ের ওজন ২৫ পঁচিশ মোন ধরা যাইবেক এবং ২৫ পঁচিশ মোন বোঝাইয়ের নৌকার নিরূপিত মামুল তাহার উপর লওয়া যাইবেক।

পঞ্চাশ মোনের অনূর্দ্ধ ওজনী নৌকা পঁচিশ মোনী গণনা করা যাইবার ও তদনুসারে তাহার মামুল লওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয়।— ৫০ পঞ্চাশ মোনের উপর ৭৫ পঁচাত্তর মোনের অধিক না হয় এমত বোঝাইয়ের নৌকার বোঝাইয়ের ওজন ৫০ পঞ্চাশ মোন ধরা যাইবেক ও ৫০ পঞ্চাশ মোন বোঝাইয়ের নৌকার নিরূপিত মামুল তাহার উপর লওয়া যাইবেক।

পঁচাত্তর মোনের অনূর্দ্ধ ওজনী নৌকা পঞ্চাশ মোনী গণনা করা যাইবার ও তদনুসারে তাহার মামুল লওয়া যাইবার কথা।

৩ তৃতীয়।—৭৫ পঁচাত্তর মোনের উপর ১০০ একশত মোনের অধিক না হয় এমত বোঝাইয়ের নৌকার বোঝাইয়ের ওজন ৭৫ পঁচাত্তর মোন ধরা যাইবেক ও ৭৫ পঁচাত্তর মোন বোঝাইয়ের নৌকার নিরূপিত মামুল তাহার উপর লওয়া যাইবেক এবং বোঝাইয়ের ওজন ৫০০ পাঁচশত মোনপর্য্যন্ত উপরের ক্রমানুসারে বাদ দেওনের অঙ্ক ২৫ পঁচিশ মোনের অধিক হইবেক না ও বোঝাইয়ের ওজন ৫০০ পাঁচশত মোনের অধিক ১০০০ হাজার মোনপর্য্যন্ত বাদ দেওনের অঙ্ক উপরের ক্রমানুসারে ৫০ পঞ্চাশ মোনের অধিক হইবেক না এবং এক হাজার মোনের অধিক বোঝাইয়ের নৌকা হইলে এই আইনের শেষের২ নম্বরের তফসীলের নিখনমত বাদ দেওনের অঙ্ক এক শত মোনের অধিক হইবেক না ইতি।

একশত মোনের অনূর্দ্ধ ওজনী নৌকা পঁচাত্তর মোনী গণনা করাযাইবার ও তদনুসারে তাহার উপর এবং পাঁচ শত মোনপর্য্যন্ত তৎক্রমানুসারে মামুল লওয়া যাইবার কথা।

পাঁচশতের উপর হাজার মোনপর্য্যন্ত বাদদেওনের পরিমাণ পঞ্চাশ মোন এবং হাজার মোনের উর্দ্ধ হইলে একশত মোন বাদ পড়িবার কথা।

৬ ধারা।

৬ ধারা।

একের অধিক নৌকা কি মাড়ে কুড়িটার অধিক কাষ্ঠ ঐ নদী দিয়া না চালাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— একহইতে অধিক নৌকা কি মাড়েতে কুড়িটা কাষ্ঠের অধিক এক কালে পূর্ব্বোক্ত কোন নদীতে প্রবেশ করিতে ও তাহা দিয়া যাইতে পারিবেক না ইতি।

১ দিসেম্বরঅবধি ১ জুলাই পর্য্যন্ত ছয়টা কাষ্ঠের অধিক বহনীয় নৌকা কি মাড ঐ২ নদীতে প্রবেশ করিতে না পাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—১২ বারটা কাষ্ঠের অধিক বহনীয় কোন নৌকা কি মাড় কোন সময়ে পূর্ব্বোক্ত কোন নদীতে প্রবেশ করিতে কি তাহা দিয়া যাইতে পাইবেক না আরো জানান যাইতেছে যে ১ পহিলা দিসেম্বরঅবধি ১ পহিলা জুলাইপর্য্যন্ত যে কোন নৌকায় কি মাড়ে ছয়টা কাষ্ঠের অধিক বহে কি ভাসে তাহা ঐ২ নদীতে প্রবেশ করিতে পাইবেক না ইতি।

উপরের লিখিত হুকুম লঙ্ঘনের জরীমানার কথা।

যাহা২ হইলে কালেক্টরসাহেব প্রাপ্তব্য মাসুল কি জরীমানার টাকা আদায় না হওনপর্য্যন্ত নৌকা ও মাড়ইত্যাদি আটক করিতে ক্ষমতা রাখেন্ তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— এই আইনের লিখিত নিষেধ কি বিধির বিরুদ্ধে উপরের উক্ত ঐ২ নদী দিয়া যে২ কাষ্ঠ ভাসাইয়া কি নৌকাযোগে লইয়া যাওয়া যায় তাহার মালিকের সেই কাষ্ঠের উপর নিরূপিত যে মাসুল দিতে হয় তাহার অতিরিক্ত ফিকাষ্ঠ দশ২ টাকা জরীমানা সরকারে দিতে হইবেক এবং ঐ মাসুলের কালেক্টরসাহেব ঐ মাসুল কি জরীমানার টাকা কি ঐ দুইয়ের টাকা যাবৎ আদায় না হয় তাবৎ ঐ মালিকের যত নৌকা কি কাষ্ঠ কি মাড় কিম্বা বাঁশ কি ভাসা অন্য দ্রব্যাদি ঐ মাসুল কি জরীমানার টাকা আদায়ের নিমিত্তে উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা আটক করিয়া ক্রোক্ রাখিতে পারিবেন ও যে লোকের জিম্মাতে ঐ২ নৌকা কি কাষ্ঠ কি মাড় কি বাঁশ কি ভাসা অন্য দ্রব্যাদি থাকে কালেক্টরসাহেব তাহাকে হুকুম দিবেন যে এই আইনের লিখিত নিষেধবিধির অনুসারে ঐ নৌকাআদি চালাইবার নিমিত্তে যাহা২ করা আবশ্যক তাহা করে এবং ঐ আবশ্যক কার্য্য যাবৎ না হয় তাবৎ তাহার নিমিত্তে ঐ নৌকাআদি আটক রাখিবেন ইতি।

তাহা হইলে কালেক্টরসাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে রিপোর্ট করিবার এবং ঘোষণার দ্বারা তাহা দিবার তারিখহইতে পনের দিনের পর ঐ দ্রব্য নীলাম হইবার কথা জানাইবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতি না হওনপর্য্যন্ত কোন দ্রব্য নীলাম না হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ঐ উপরের উক্ত কোন কারণপ্রযুক্ত কোন নৌকা কি কাষ্ঠ কি মাড় কি বাঁশ কি ভাসা অন্য দ্রব্যাদি আটক থাকিলে কালেক্টরসাহেব অবিলম্বে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে তাহার সমুদয় কথা লিখিয়া রিপোর্ট করিবেন এবং এ বিষয়ের ঘোষণা দেওয়াইবেন যে ঐ ঘোষণাদেওনের তারিখঅবধি ১৫ পনের দিনের কম না হয় এমত কোন দিন ঐ নৌকাআদি যাহা বিক্রয় হয় তাহা নীলামের নিমিত্তে নিরূপণ করিবেন কিন্তু বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতি ও হুকুম যেপর্য্যন্ত না পাওয়া যায় তাবৎ ঐ দ্রব্য নীলাম করা যাইবেক না ও কোন কারণে নীলামের নিরূপিত দিনের অধিক বিলম্ব করিবার আবশ্যক হইলে কালেক্টরসাহেব তাহা করিতে পারিবেন কিন্তু সর্ব্বদা ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য যে নীলামের ১৫ পনের দিন পূর্ব্বে তাহার ঘোষণা দেওয়া যায় ইতি।

৭ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের

কালেক্টরসাহেবের চৌকীর নৌকা মাসুল লইতে নিকটে গেলে পর যদি কোন জন

মাসুল

মাসুল দেওনব্যতিরেকে কোন নৌকা কি মাড় কি কাষ্ঠ কি বাঁশ কি ভাসা অন্য দ্রব্যাদি চালাইতে উদ্যত হয় তবে ঐ নৌকা কি মাড় কি কাষ্ঠ কি বাঁশ কি ভাসা অন্য দ্রব্যাদি যাবৎ তাহার দাতব্য মাসুলের দশগুণের সমান জরীমানা দাখিল না হয় কিম্বা উপরের প্রকরণের লিখিত সরাসরী দাঁড়ামতে তাহা আদায় না হয় সেইপর্য্যন্ত আটক রাখা যাইবেক ইতি।

চৌকীর নৌকা নিকটে গেলে মাসুল না দিয়া নৌকা আদি চালাইতে উদ্যতহওনের জরীমানার কথা।

৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইনের হেতুবাদেতে বিশেষ করিয়া যে২ নদীর নাম লেখা গিয়াছে তাহা দিয়া নৌকাআদির অবাধে ও নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমনহওনের প্রতিবন্ধক যাহাতে২ হইয়াছে কি হইতে পারিবে তাহা নিবারণ ও দূর করিবার নিমিত্তে যে কার্য্যের আবশ্যক হয় তাহার অধ্যক্ষতাকরণার্থে সরকারহইতে সুপরবাইজর নামে খ্যাত এক সাহেব নিযুক্ত করা গিয়াছে অতএব ঐ সুপরবাইজরসাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং ক্ষমতা নিরূপণের নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট করা গেল এবং এই রাজধানীর তাবে দেশসকলের মধ্যবর্ত্তী ঐ উপরের উক্ত কোন নদীতে কিম্বা নৌকা গমনাগমনের যোগ্য অন্য কোন নদী কি জলপ্রবাহেতে উপরের উক্তমত কর্ত্তব্য কার্য্য করিবার নিমিত্তে অন্য যে কোন কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহার কি তাঁহারদিগের সহিত ঐ২ হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ও আরো জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের সাভাতে বসিয়া কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা যেরূপে উপযুক্ত বোধ হয় সেইরূপে ঐ২ উপরের উক্ত নদীর কিম্বা তাহার কোন অংশের কার্য্যের অধ্যক্ষতাভার পূর্ব্বোক্ত কোন কালেক্টরসাহেবকে কিম্বা অন্য যে কোন কার্য্যকারক সাহেবকে ঐ কার্য্যে নিযুক্তকরা উপযুক্ত বুঝেন্ তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারিবেন ইতি।

নদীর সুপরবাইজরসাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ক্ষমতা নিরূপণের কথা।

ঐ প্রকার ক্ষমতা কালেক্টরসাহেবেরদিগ্‌কে অর্পণহওনের বিশেষ হুকুম।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সুপরবাইজরসাহেব সামান্যতঃ পূর্ব্বদেশের বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের হুকুম এবং উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলর বৈঠকে বসিয়া কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা সময়ে২ উপযুক্ত বোধহওনমতে অন্য কোন বোর্ডের কি কমিটির সাহেবলোককে কি কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকদিগ্‌কে ঐ সুপরবাইজরসাহেবকে কার্য্যোপদেশ করাইবার ও হুকুম দিবার ভারার্পণ করিতে পারিবেন ইতি।

সুপরবাইজরসাহেব সরকারহইতে অন্য প্রকার হুকুম না পাইলে পূর্ব্বদেশের বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমানুসারে কার্য্য করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সুপরবাইজরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে ইহার পরে যে২ হুকুম লেখা যাইবেক তদনুসারে ঐ উপরের উক্ত নদীতে পতিত কি পতনশীল কোন২ বৃক্ষ এবং ডুবা নৌকা কি কাষ্ঠের কি বাঁশের মাড় এবং নৌকা গমনাগমনের অন্য যে কোন প্রকার বাধাজনক কি প্রতিবন্ধক দ্রব্য থাকে এবং ঐ নদী দিয়া নৌকা গমনাগমনের বাধাজনক কি প্রতিবন্ধক যে সকল বান্ধ কি মৎস্য ধরিবার নিমিত্তে অন্য যে২ বস্তু থাকে ঐ

এবং ঐ নদী দিয়া নৌকা গমনাগমনের বাধাজনক বৃক্ষ ও ডুবা নৌকা কি কাষ্ঠের মাড়ইত্যাদি কাটিয়া কি উঠাইয়া ফেলিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

প্রতিবন্ধক

প্রতিবন্ধক থাকনের স্থানেতে যাইয়া জিজ্ঞাসাকরণের পর যদি ঐ সাহেবের হৃদ্বোধ হয় যে ঐ২ ডুবা নৌকা কি কাষ্ঠের কি বাঁশের মাড় কি বান্ধ পূর্ব্বোক্ত ঐ২ নদী দিয়া অবাধে ও নির্ব্বিঘ্নে নৌকা গমনাগমনের প্রতিবন্ধক হইয়াছে কি হইবেক তবে সে সমস্ত উটাইয়া ফেলিতে পারিবেন ইতি।

ঐ বৃক্ষাদি যে প্রকারে উঠাইয়া ফেলা যাইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এই আইনের হেতুবাদের উক্ত নদী কি জলপ্রবাহে কি নৌকাগমনাগমনের যোগ্য আর কোন নদীতে যে সকল বৃক্ষ কিম্বা অন্য দ্রব্য এমত পড়িয়া থাকে কি পরে পড়িবেক যে তাহাতে ঐ নদী দিয়া নৌকাগমনাগমনের বাধা ও ব্যাঘাত হইবেক জানা যায় সেই বৃক্ষাদি ঐ সুপরবাইজরসাহেবের কি ঐ কর্ম্ম করিতে সরকারহইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমে যত শীঘ্র হইতে পারে ততই শীঘ্র দূর করা যাইবেক এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কি ঐ সাহেবকে হুকুম দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবেরা যেমত হুকুম দেন্ সেইমত ঐ সকল বৃক্ষাদি কাটাইতে ও কাড়াইতে ও ভাঙ্গিয়া ফেলাইতে কি নাশ করিতে কিম্বা অন্য প্রকার করিতে সুপরবাইজরসাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে এই প্রকরণক্রমে ক্ষমতার্পণ করা গেল ইতি।

যাহা হইলে বৃক্ষাদি উঠাইয়া ফেলিবার পূর্ব্বে সুপরবাইজরসাহেব তাহার মালিককে খবর দিবেন কি তাহা উঠাইয়া লইবার নিমিত্তে ইশতিহারনামা লট্‌কাইবেন তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—এই ধারার ২ প্রকরণের বিশেস করিয়া লিখিত কোন বৃক্ষ কি বা ধাজনক অন্য দ্রব্য ইহার পরে যাহা লেখা যাইবেক তাহাব্যতিরেকে উঠাইয়া ফেলিবার আবশ্যক হইলে ঐ সুপরবাইজরসাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের আবশ্যক যে পূর্ব্বোক্তমতে যে কোন বৃক্ষ কি অন্য কোন দ্রব্য উঠাইয়া ফেলিবার বাঞ্ছা করেন্ প্রথমতঃ তাহার মালিকের ঠিকানা করিয়া তাহার নিকটে এক হুকুমনামা এই মজমুনে পাঠাইয়া দিবেন যে ঐ হুকুমনামার লিখিত উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে ঐ বৃক্ষাদি উঠাইয়া লয় ও যদি ঐ মালিক গরহাজীর থাকে কি জানা না যায় তবে তাহার অতিনিকটবর্ত্তি গ্রামের সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ অর্থে এক ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কান যাইবেক ইতি।

উপযুক্তরূপে খবর দেওনের পর বৃক্ষাদির মালিক তাহা উঠাইয়া লইতে ত্রুটি করিলে সুপরবাইজরসাহেব তাহা উঠাইয়া ফেলিবার কি বিক্রয়াদি করিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—পূর্ব্বোক্ত মতে সমাচারদেওনের পরে যে কোন বৃক্ষ কি অন্য যে কোন বস্তু উঠাইয়া ফেলনের হুকুম হইয়া থাকে তাহার মালিক যদি ঐ সুপরবাইজর সাহেবের হুকুমকরা মিয়াদের মধ্যে উঠাইয়া না ফেলে তবে ঐ কার্য্যকারক সাহেব তাহা সরকারের খরচেতে উঠাইয়া ফেলিবার হুকুম দিতে পারিবেন কিম্বা নীলামেতে তাহা বিক্রয় করা উপযুক্ত বোধ হইলে খরীদারের তাহা উঠাইয়া লওনাদি অন্য যে২ নিয়ম উপযুক্ত বোধ হয় সেই২ নিয়মযুক্ত করিয়া নীলামে বিক্রয় করিতে পারিবেন ইতি।

অত্যাবশ্যক হইলে সুপরবাইজরসাহেব মালিককে খবরদেওনবিনা

৭ সপ্তম প্রকরণ।—সুপরবাইজরসাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যদি বুঝেন্ যে ঐ বৃক্ষাদি অন্য২ দ্রব্য উঠাইয়া ফেলিতে বিলম্ব হইলে নিতান্ত ক্ষতি কি আপদের বিষয় হয় তবে এপ্রকার আবশ্যক বোধ হইলে ঐ সাহেব উপরের লিখনমতে

তাহার

তাহার মালিককে খবরদেওনব্যতিরেকে তৎক্ষণে তাহা উঠাইয়া ফেলিবার হুকুম দিবেন কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ উঠাইয়া ফেলনের দ্রব্য যদি নদীর স্রোতবহনের স্থানে পতিত বৃক্ষব্যতিরিক্ত অন্য দ্রব্য হয় তবে ঐ সুপরবাইজর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেব যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র তাহার মালিককে খবর দেওয়াইবেন কিম্বা ঐ মালিক গরহাজির থাকিলে কি তাহাকে জানা না গেলে অতিনিকটবর্ত্তি গ্রামে তাহার জ্ঞাপন পত্র লটকাইয়া দেওয়াইবেন এবং তৎক্ষণে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা হুকুম দেওনের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরদের নিকটে তাহার সমস্ত বেওরার রিপোর্ট করিবেন ইতি।

বৃক্ষাদি উঠাইয়া ফেলিবার হুকুম দিবার কথা। ঐ ২ প্রকার হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার বিশেষ হুকুম।

৮ অষ্টম প্রকরণ।— আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে লোকদিগের রক্ষা এবং হিত হওনের নিমিত্তে নৌকাগমনাগমনের যোগ্য কোন নদী কি জলপ্রবাহের নিকটবর্ত্তি কোন বাটী কি ঘর কি বৃক্ষ কিম্বা অন্য দ্রব্য স্রোতেতে পতনশীল না হইলে ও তথাহইতে অন্তর করণ কিম্বা সরকারী কার্য্যে অর্পণকরণ আবশ্যক বোধ হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলেতে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১ আইনের হুকুমানুসারে ঐ দ্রব্য সরকারের নিমিত্তে লওনের এবং ক্রয়করণের হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

যাহা হইলে নদীর নিকটবর্ত্তি ঘরবাটী কি বৃক্ষাদি সরকারের নিমিত্তে ক্রয় করা যাইতে পারে তাহার কথা।

৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইনের হেতুবাদের বিশেষ করিয়া লেখা কোন নদী কি জলপ্রবাহ কি নৌকাগমনাগমনের যোগ্য অন্য নদী কি জলপ্রবাহ দিয়া নৌকাদিগমনাগমনের বাধা করিতেছে কি করিবেক এমত কোন বৃক্ষ কি নৌকা কি কাষ্ঠইত্যাদি অন্য কোন দ্রব্য এই আইনের ৮ ধারার ৪ প্রকরণের হুকুমানুসারে খরীদারের তাহা লইয়া যাওনের নিয়মযুক্ত নীলামেতে বিক্রয় হইতে পারিবেক ও খরচবাদে নীলামের মূল্যের অবশিষ্ট টাকা তাহার মাকিককে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৮ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে নীলামকরা নৌকা কি বৃক্ষাদির মূল্য তাহার স্বামিকে দেওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— উপরের উক্ত ধারা ও প্রকরণের হুকুমানুসারে সুপরবাইজরসাহেবের কি ঐ কর্ম্মের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবের হুকুমেতে উপরের উক্ত কোন দ্রব্য নদী হইতে অন্তর করিয়া ফেলিলে কি তাহার মধ্যহইতে উঠান গেলে ঐ দ্রব্যের মালিক যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কি হুকুম দিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবলোক যে মিয়াদ নিরূপণ করেন্ তাহার মধ্যে ঐ সুপরবাইজরসাহেবকে কি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেবকে সেই দ্রব্য দূরকরণের কি উঠাইবার খরচ এবং বোর্ডের সাহেবলোক কি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেবেরা সালবেজ অর্থাৎ নষ্ট দ্রব্য পুনঃপ্রাপ্তির বেতনস্বরূপে বিবেচনাপূর্ব্বক যত টাকা নিরূপণ করেন্ তাহাও দেয় তবে ঐ মালিক কি তাহার মোখ্তারকে ঐ দ্রব্য দেওয়া যাইবেক আরো জানান যাইতেছে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের নিরূপিত মিয়াদ ইশ্তিহার দেওনের পর ঐ ইশ্তিহারের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ উঠান দ্রব্য উঠাইবাতে যে খরচ হয় তাহা এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক সালবেজের নিমিত্তে যত টাকা নিরূপণ করেন্

কিম্বা স্বামী বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সুপরবাইজরসাহেবকে সাল্বেজের টাকা দিলে নৌকা কি বৃক্ষাদি পাইতে পারিবার কথা। খরচআদি না দিলে সুপরবাইজরসাহেবকে ঐ দ্রব্যাদি নীলাম করিবার ক্ষমতার্পণের বিশেষ হুকুম।

করেন্ তাহাও দিবার নিমিত্তে যদি কেহ উপস্থিত না হয় তবে সুপরবাইজরসাহেব ঐ দ্রব্য নীলামেতে বিক্রয় করিতে এবং তাহা উঠান যাওনের খরচ এবং পূর্ব্বোক্ত মত নিরূপিত মালবেজের টাকা তাহার মূল্যহইতে লইতে পরিবেন ও অবশিষ্ট টাকা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক যে খাজানাখানায় রাখিবার হুকুম দেন্ তথায় ঐ দ্রব্যের মালিকের হিতার্থে জমা রাখা যাইবেক ইতি।

১০ ধারা।

নদীতে অবাধে নৌকা গমনাগমনের প্রতিবন্ধক সকল বান্ধ কি মৎস্যাধরিবার নিমিত্তে অন্য বস্তু দেওন ও রাখণের নিষেধের কথা।

বান্ধইত্যাদি দূরকরণের কি তাহা দিতে নিষেধকরণের বিষয়ে সুপরবাইজরসাহেব যাহা করিবেন তাহার কথা।

সুপরবাইজরসাহেবের হুকুমলঙ্ঘনের শাস্তির কথা।

অপরাধি জনেরা জোর কি হঙ্গামা করিলে যে অধিক শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

এই আইনের উক্ত যে নদী নালা কিম্বা নৌকা গমনাগমনের যোগ্য অন্য যে নদী নালা ইত্যাদির অধ্যক্ষতার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে দাঁড়া নিরূপণ হয় তাহাতে কোন বান্ধ কি মৎস্য ধরিবার কিম্বা অন্য কোন কর্ম্মের নিমিত্তে নৌকা গমনাগমনের বাধাজনক বাড়ইত্যাদি দেওয়া যাইবেক না ও সুপরবাইজরসাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা তৎকর্ম্মের হুকুম দিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরদের সম্মতিপূর্ব্বক যে কোন বান্ধ কিম্বা মৎস্য ধরিবার নিমিত্তে নৌকা গমনাগমনের প্রতিবন্ধক অন্য যে কোন দ্রব্য ঐ২ নদীর কোন স্থানেতে থাকে কি জলের মধ্যে মগ্ন থাকে তাহা দূর করাইলে এবং বিশেষ করিয়া হুকুমকরা কোন সীমার মধ্যে ঐ মত কোন ব্যাঘাতজনক বস্তু রাখিতে ও জলের মধ্যে মগ্ন করিতে নিষেধ করিলে যদি কোন জন পূর্ব্বোক্তমতে দূরকরা বান্ধ কিম্বা অন্য দ্রব্য পুনর্ব্বার দেয় কি স্থাপন করে কিম্বা সুপরবাইজরসাহেবের নিষেধ না মানিয়া ঐ মত ব্যাঘাতজনক কোন বান্ধ কি অন্য কোন দ্রব্য দেয় কি রাখে কিম্বা মগ্ন করে তবে ঐ প্রকার পুনর্ব্বার কি প্রথমতঃ দেওয়া কি রাখা কি মগ্নকরা বান্ধ কি মৎস্যধরিবার নিমিত্তে অন্য বস্তু ভাঙ্গা ও দূর করা যাইবেক ও তাহা স্থাপন কি মগ্নকরণিয়া অপরাধী বোধ হইয়া জিলার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিবেচনানুসারে ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার যোগ্য হইবেক কিম্বা ঐ জরীমানার টাকা না দিলে দেনদারের জেলখানায় বিনাবেড়ীতে এক মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে ঐ অপরাধী যদি কোন জোর কি হঙ্গামা করিয়া থাকে তবে তাহা প্রমাণ হইলে চলিত আইনানুসারে তাহার যে দণ্ড হইতে পারে তদতিরিক্ত ফৌজদারী জেলখানাতে পরিশ্রমকরণের সহিত তিন মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক এবং মাজিষ্ট্রেট্সাহেব উপযুক্ত বুঝিলে হঙ্গামা না করণের নিমিত্তে মাতবর জামিন তাহার দিতে হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

যে জন কালেক্টরসাহেবের কি সুপরবাইজরসাহেবের কর্ত্তব্য কার্য্য

১ প্রথম প্রকরণ।— এই আইনের লিখনক্রমে কালেক্টরসাহেব কি সুপরবাইজরসাহেবের যে২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য যদি কোন জন বলক্রমে কি তর্জ্জনগর্জ্জনক্রমে ঐ কালেক্টর কি সুপরবাইজরসাহেবের কিম্বা তাঁহারদিগের কর্ম্মকারিরদের তাহা করণের বাধা জন্মায়

কিম্বা

কিম্বা ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যাঘাত বলক্রমে করে কিম্বা ঐ ব্যাঘাতের পরামর্শ কিম্বা প্রবৃত্তি দেয় তবে ঐ জন জিলা কি শহরের ফৌজদারী আদালতে ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হুকুমমত কার্য্যকরণের প্রতিবন্ধকতাকরণ অপরাধেতে যেং দণ্ডের হুকুম হয় ঐ দণ্ডের যোগ্য হইবেক এবং ঐ প্রতিবন্ধকতাকরণেতে কোন ঝকড়া ও হঙ্গামা ইত্যাদি হইয়া থাকিলে ঐ অপরাধি জন উপরের উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত চলিত আইনানুসারে যেং দণ্ড ঐং অপরাধেতে সম্পর্ক রাখে সেইং দণ্ডেতে দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।

করণেতে তাঁহারদিগের কি তাঁহারদিগের কর্ম্মকারিদিগের বাধা ও ব্যাঘাত করে তাহার যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কালেক্টর কি সুপরবাইজরসাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কোন কর্ম্মকারি জনের যদি বোধ হয় যে ঐ কার্য্যেতে বলক্রমে প্রতিবন্ধকতা হইবেক তবে তাঁহারা আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের নির্ব্বাহের নিমিত্তে অতিনিকটবর্ত্তি দারোগার নিকটে সহায়তা করিবার নিমিত্তে সম্বাদ পাঠাইবেন এবং ঐ সম্বাদ পাঠান গেলে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে সহায়তাকরণের আবশ্যকতা বোধ হইলে সকল দারোগা কিম্বা থানাতে কি চৌকীতে অন্য যে কার্য্যকারক থাকে সে তৎক্ষণে ঐ আবশ্যক সহায়তা করিবেক ও না করিলে কর্ম্মচ্যুত হইবেক এবং তদতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেটসাহেব যেরূপ হুকুম দেন্ সেই মত ২০০ দুই শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে তিন মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ থাকিবেক আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে যদি কোন জমীদার কি তালুকদার কি ভূমির অন্য অধিকারি কিম্বা ইজারদার কিম্বা নায়েব কি গোমাস্তা কিম্বা সেই স্থানের অন্য মোখ্তারকার আপনার দখলে থাকা গ্রাম কি ভূমির মধ্যে কোন জনকে ইচ্ছাক্রমে ঐ কালেক্টর কি সুপরবাইজরসাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মকারি জনের প্রতিবন্ধকতা করিতে দেয় তবে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সমক্ষে ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে ঐ জমীদারইত্যাদি ২০০ দুই শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার যোগ্য হইবেক ও ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহার পরিবর্ত্তে উপরের লিখিত মতে কয়েদ থাকিবেক ইতি।

বলক্রমে প্রতিবন্ধকতা হওনের সম্ভাবনা হইলে কালেক্টরসাহেব কি সুপরবাইজরসাহেব যাহা করিবেন তাহার কথা।

ভূম্যধিকারি কি ইজারদারেরা কালেক্টরইত্যাদি সাহেবের কর্ম্মকরণের প্রতিবন্ধকতা হইতে দেখিয়া কিছু না বলিলে তাহারদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

১২ ধারা।

কালেক্টর কি সুপরবাইজরসাহেব এবং তাঁহা হুকুম পাইলে তাঁহারদের আমলার ও এই আইনের ইহার পূর্ব্ববর্ত্তি ২দুই ধারার লিখিত কোন অপরাধের অপরাধি জনকে কি জনেরদিগকে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে পাঠাইবার কারণ ধরিতে এবং অতিনিকটবর্ত্তি পোলীসের দারোগা কিম্বা ফৌজদারী নালিশ গ্রাহ্যকরণের ক্ষমতাপন্ন পোলীসের অন্য কোন কর্ম্মকারি জনকে সমর্পণ করিতে ক্ষমতা রাখেন এবং পূর্ব্বোক্ত পোলীসের সকল কর্ম্মকারি জনেরদিগকে এই ধারাক্রমে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ইহার পর যাহাং লেখা যাইবেক তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া ঐ প্রকার সমর্পণকরা সকল অপরাধিদিগকে আপন জিম্মায় লইয়া ৬০ দণ্ডের মধ্যে তথাকার জিলাইত্যাদির মাজিষ্ট্রেটসাহেবের

উপরের ধারার উক্ত সকল অপরাধিকে ধরিতে ও পোলীসের কর্ম্মকারিদিগের নিকটে সমর্পণ করিতে কালেক্টর কি সুপরবাইজরসাহেবেকে ক্ষমতা দিবার কথা।

নিকটে

মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে সুপরবাইজরইত্যাদি সাহেব ঐ অপরাধের ও অপরাধির বেওরা লিখিয়া পাঠাইবার ও মোকদ্দমার সমপূর্ণ রিপোর্ট করিবার প্রতিজ্ঞা পাঠাইবার কথা।

যে অপরাধের অপবাদ হয় তাহা জামিনের যোগ্য হইলে অপবাদগ্রস্ত জনের জামিন গ্রাহ্য হইবার কথা।

নিকটে সাবধানপূর্ব্বক পাঠাইয়া দেয় কিন্তু ইহা হুকুম করা যাইতেছে যে সুপরবাইজর সাহেব কি তাঁহার কর্ম্মকারি জনেরা ঐ সময়ে উপযুক্তরূপে দস্তখৎ ও তারিখযুক্ত এক পত্র তদর্থে লিখিয়া দিবেন ও তাহাতে ঐ অপরাধির নাম ও তাহার অপরাধের প্রকার লিখিতে হইবেক এবং তাহাতে এপ্রতিজ্ঞাও লিখিতে হইবেক যে ঐ অপরাধি কি অপরাধিদিগকে ধরা যাওনের তারিখঅবধি ১০ দশ দিনের মধ্যে ঐ বিষয়ের সমপূর্ণ রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং তাঁহার মোকদ্দমা করিবার নিমিত্তে অন্য যেং কর্ম্মকরণের আবশ্যক হয় তাহাও করা যাইবেক আরো হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ প্রকার অপরাধ হইলে ঐ অপরাধেতে অপবাদিত জন যদি মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে হাজির হইবার নিমিত্তে মাতবর জামিন দিতে চাহে এবং চলিত আইনানুসারে যেং অপরাধের নিমিত্তে জামিন গ্রাহ্য না হয় এমন অপরাধের অপরাধী না হয় তবে দারোগা কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মকারি জন ঐ জামিন গ্রাহ্য করিয়া আসামীকে ছাড়িয়া দিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

সুপরবাইজরসাহেব নালিশআদি না করিলে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব দশ দিনের অধিক কয়েদীকে কয়েদ না রাখিবার কথা।

সুপরবাইজরসাহেব ১০ দিনের মধ্যে যদি নালিশ উপস্থিত না করেন্ এবং হুকুম করা প্রকারেতে মোকদ্দমা করিবার আবশ্যক কর্ম্ম না করেন্ তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব এই আইনের ১২ ধারানুসারে ধরাপড়া কোন কয়েদী জনকে ১০ দশ দিনের অধিক কাল কয়েদ রাখিতে পারিবেন না ইতি।

১৪ ধারা।

বোর্ডের কোন হুকুমেতে কি সুপরবাইজরইত্যাদি সাহেবের করা কোন কর্ম্মেতে কোন জন আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করিলে দেওয়ানী আদালতে ঐ কার্য্যকারকদিগের এক জন কি সকলের নামে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

তাহা হইলে জজসাহেব যে কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা।

সুপরবাইজরসাহেবইত্যাদি অর্পিত ক্ষমতার অতিক্রম না করিলে তাঁহার

বোর্ডের সাহেবদিগের কোন হুকুমের দ্বারা কিম্বা সুপরবাইজরসাহেব কিম্বা তাঁহার কোন আমলা এই আইনের লিখনক্রমে অর্পিত ক্ষমতার কর্ত্তব্য কার্য্যকরণের মধ্যে কোন কর্ম্মকরণের দ্বারা যদি কোন জন আপনাকে ক্লেশযুক্ত কিম্বা অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তবে সেই জন যে শহর কি জিলাতে ঐ বোধ করা অন্যায় হইয়া থাকে সেই শহর কি জিলার দেওয়ানী আদালতে তাঁহারদের এক জনের কি কোন এক জনের কি সকল জনের নামে নালিশ করিতে পারে এবং তাহা হইলে ঐ শহরের কি জিলার জজসাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা হুকুমদাতা অন্য সাহেবেরদের নিকটে ঐ দরখাস্ত কি নালিশী আরজী পাঠাইবেন এবং এই ধারাক্রমে ঐ বোর্ডের কি হুকুমদাতা অন্য সাহেবেরদিগকে ও জিলা ও শহরের জজসাহেবেরদিগকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা ঐ মত সকল মোকদ্দমাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২ আইনের লিখিত হুকুম ও নিয়মানুসারে কার্য্য করেন্ কিন্তু ইহাও হুকুম করা যাইতেছে যে এই আইনের লিখনক্রমে সুপরবাইজরসাহেব কিম্বা অন্য কর্ম্মকারি জনকে যে ক্ষমতা ও অনুমতি দেওয়া গিয়াছে ঐ সাহেব কি কর্ম্মকারী তাহার অতিক্রম যদি না করিয়া থাকেন্ তবে বহুমূল্যের বৃক্ষ কাটা

 যাওন

যাওন এবং ঐ বৃক্ষ কাটা যাওনের তারিখঅবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ বৃক্ষ যে ভূমির উপর ছিল ঐ ভূমি নদীতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার কিছু সম্ভাবনা না থাকন প্রমাণহওনব্যতিরেকে এই আইনের ৮ ধারার ৩ প্রকরণের বিশেষ করিয়া লিখিত কোন বৃক্ষ কি নৌকা কি কাষ্ঠ কি মাড় কি বাঁশ কি ভাসনীয় অন্য দ্রব্য এই আইনের লিখিত নদী নালা দিয়া অবাধে নৌকা গমনাগমনের নিমিত্তে উঠাইয়া ফেলাইবার আবশ্যক না থাকনের দাওয়ার কোন নালিশ কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না আরো হুকুম করা যাইতেছে যে যদি কালেক্টর কি সুপরবাইজরসাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কোন কর্ম্মকারি জন ঐ নালিশকরণিয়াকে উপযুক্ত পরিবর্ত্ত দিতে চাহিয়া থাকেন তবে ঐ পরিবর্ত্তের টাকা নালিশকরণিয়ার নিমিত্তে আদালতেতে লওয়া যাইবেক এবং ঐ নালিশকরণিয়া ব্যক্তির মোকদ্দমা নান্‌সুট ও মোকদ্দমার সমস্ত খরচা তাহার দিতে হইবেক ইতি।

নামে নালিশ গ্রাহ্য না হইবার বিশেষ হুকুম।
উপযুক্ত কারণ বিনা বহুমূল্যের বৃক্ষ কাটাগেলে অন্য বিশেষ হুকুম।
কালেক্টর কি সুপরবাইজরসাহেব উপযুক্ত পরিবর্ত্ত দিতে চাহিয়া থাকিলে নালিশকরণিয়ার মোকদ্দমা নান্‌সুট হইবার ও মোকদ্দমার সমস্ত খরচা তাহার দিতে হইবার কথা।

১৫ ধারা।

সুপরবাইজরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে এই আইনের হুকুমানুসারে ফৌজদারী আদালত তাঁহার করা সকল নালিশের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে এবং দেওয়ানী যে সকল মোকদ্দমাতে তাঁহার নামে নালিশ হয় তাহার জওয়াবদেওনের অর্থে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা হুকুমদাতা অন্য সাহেবেরদের হজুরহইতে হুকুম হইলে সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব করিতে সরকারের উকীলকে হুকুম দেন এবং রাজস্বের কালেক্টরসাহেবকে এই ধারাক্রমে ক্ষমতার্পণ হইল যে সুপরবাইজরসাহেবের দরখাস্ত পাইলে তিনি উপরের লিখিত কার্য্যের নিমিত্তে উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজ সরকারের উকীলকে দেন ইতি।

সুপরবাইজরসাহেব এই আইনের অনুসারে ফৌজদারীতে তাঁহার করা সমস্ত নালিশের এবং তাঁহার নামে হওয়া সমস্ত দেওয়ানী নালিশের কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে সরকারী উকীলকে হুকুম দিবার কথা।

১ প্রথম তফসীল।

উপরের লিখিত আইনে বিশেষ করিয়া লেখা নদী নালাইত্যাদি দিয়া যে সকল নৌকা কি কাষ্ঠ কি বাঁশ কি মাড় কি ভাসনীয় অন্য দ্রব্য আইসে কি যায় তাহার উপর যে২ মাসুল লইতে হইবেক তাহার তফসীল।

১ দশ দাঁড়ের এবং তাহার কমের প্রত্যেক পিনিসের উপর।	৫ টাকা।
দশ দাঁড়ের অধিক দাঁড়ের প্রত্যেক পিনিসের উপর।	৮ টাকা।
২ দশ দাঁড়ের ও তাহার কমের প্রত্যেক বজরার উপর।	৩ টাকা।
দশ দাঁড়ের অধিক দাঁড়ের প্রত্যেক বজরার উপর।	৬ টাকা।

৩ উপরের লিখিত পিনিস ও বজরাব্যতিরেকে সওয়ারীর প্রত্যেক ভাউলিয়া ও কটর ও নৌকা ও পলওয়ার ও পান্সী ও দ্রব্যজাত লইয়া যাওনের নৌকার ফি দাঁড়। ।০

৪ খালী

৪ খালী নৌকার এবং ইট কিম্বা টাইল কিম্বা কাঁচা কি পোড়া মৃত্তিকার অন্য কোন বস্তু বোঝাইথাকা নৌকার উপর তাহাতে যত বোঝাই ধরণের কুত হয় তাহার ফি শত মোন। ৵০

৫ চূণ কি বিচালি কি জ্বালানিঁ কাষ্ঠ কি গরান্ কাষ্ঠ কি ঘর ছাইবার খড়ইত্যাদি বোঝাইথাকা নৌকার উপর তাহাতে যত বোঝাইধরণের কুত হয় তাহার ফি শত মোন।।৷০

৬ শস্য কিম্বা কলাই কি বীজ কি কোন প্রকার তরকারী কিম্বা নীলের বীজ বোঝাই থাকা নৌকার উপর তাহাতে যত বোঝাইধরণের কুত হয় তাহার ফি শত মোন। ৸০

৭ কাষ্ঠ এবং বাঁশ এবং উপরের লিখিত দ্রব্যসকলের কোন দ্রব্যভিন্ন অন্য দ্রব্যেতে বোঝাইথাকা নৌকার উপর তাহাতে যত বোঝাইধরণের কুত হয় তাহার ফি শত মোন। ১

৮ নৌকায় বোঝাইকরণব্যতিরেকে মাড়েতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া যায় যে চৌকর কি দোকর কাষ্ঠ তাহার ফি কাষ্ঠ। ৷৷০

উপরের লিখিত মত ভাসান কোষ না করা গোল কাষ্ঠের উপর ফি কাষ্ঠ। ।৵০

দুই শত বাঁশ কি তাহার কমের প্রতিমাড়েতে। ৷৷০

দুই শত বাঁশঅবধি চারি শতপর্য্যন্ত বাঁশের প্রতিমাড়েতে। ৸০

চারি শত বাঁশঅবধি হাজারপর্য্যন্ত বাঁশের প্রতিমাড়েতে। ৫ টাকা।

জাহাজের অধিক বাঁশের প্রতিমাড়েতে। ১০ টাকা

 ২ দ্বিতীয় তফসীল।

২ দ্বিতীয় তফসীল।

নৌকার কুত এবং মামুলের নিরূপণ।

নৌকায় যত মোনের অধিক না ধরে তাহার কুত অর্থাৎ ওজন।	যত মোনের উপর মামুল লওয়া যাইবেক তাহার ওজন।	মামুল।			
		ফি শতমোন ১ এক টাকা হইলে।	ফি শতমোন ৸০ বারআনা হইলে।	ফি শতমোন ॥০ আট আনা হইলে।	ফি শতমোন ৵০ দুই আনা হইলে।
৫০	২৫	।০	৶০	৵০	(১০
৭৫	৫০	॥০	।৵০	।০	৴০
১০০	৭৫	৸০	॥৴০	।৵০	৴১০
১২৫	১০০	১৲	৸০	॥০	৵০
১৫০	১২৫	১।০	৸৶০	॥৵০	৵১০
১৭৫	১৫০	১॥০	১৵০	৸০	৶০
২০০	১৭৫	১৸০	১।৴০	৸৵০	৶১০
২২৫	২০০	২৲	১॥০	১৲	।০
২৫০	২২৫	২।০	১॥৶০	১৵০	।১০
২৭৫	২৫০	২॥০	১৸৵০	১।০	।৴০
৩০০	২৭৫	২৸০	২৴০	১।৵০	।৴১০
৩২৫	৩০০	৩৲	২।০	১॥০	।৵০
৩৫০	৩২৫	৩।০	২।৶০	১॥৵০	।৵১০
৩৭৫	৩৫০	৩॥০	২॥৵০	১৸০	।৶০
৪০০	৩৭৫	৩৸০	২৸৴০	১৸৵০	।৶১০
৪২৫	৪০০	৪৲	৩৲	২৲	॥০
৪৫০	৪২৫	৪।০	৩৶০	২৵০	॥১০
৪৭৫	৪৫০	৪॥০	৩।৵০	২।০	॥৴০
৫০০	৪৭৫	৪৸০	৩॥৴০	২।৵০	॥৴১০
৫৫০	৫০০	৫৲	৩৸০	২॥০	॥৵০
৬০০	৫৫০	৫॥০	৪৵০	২৸০	॥৶০
৬৫০	৬০০	৬৲	৪॥০	৩৲	৸০
৭০০	৬৫০	৬॥০	৪৸৵০	৩।০	৸৴০
৭৫০	৭০০	৭৲	৫।০	৩॥০	৸৵০
৮০০	৭৫০	৭॥০	৫॥৵০	৩৸০	৸৶০
৮৫০	৮০০	৮৲	৬৲	৪৲	১৲
৯০০	৮৫০	৮॥০	৬।৵০	৪।০	১৴০
৯৫০	৯০০	৯৲	৬৸০	৪॥০	১৵০
১০০০	৯৫০	৯॥০	৭৵০	৪৸০	১৶০
১১০০	১০০০	১০৲	৭॥০	৫৲	১।০
১২০০	১১০০	১১৲	৮।০	৫॥০	১।৵০
১৩০০	১২০০	১২৲	৯৲	৬৲	১॥০
১৪০০	১৩০০	১৩৲	৯৸০	৬॥০	১॥৵
১৫০০	১৪০০	১৪৲	১০॥০	৭৲	১৸০
১৬০০	১৫০০	১৫৲	১১।০	৭॥০	১৸৵০
১৭০০	১৬০০	১৬৲	১২৲	৮৲	২৲
১৮০০	১৭০০	১৭৲	১২৸০	৮॥০	২৵০
১৯০০	১৮০০	১৮৲	১৩॥০	৯৲	২।০
২০০০	১৯০০	১৯৲	১৪।০	৯॥০	২।৵০

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY;

Bengalee Translator of Regulations

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ৯ নবম আইন।

কোনং বিষয়ব্যতিরেকে ও কোনং নিয়ম রক্ষা করিয়া জয়করা দেশসকলে এবং বুন্দেলখণ্ডে হালবন্দোবস্ত আর ৫ পাঁচ বৎসর মিয়াদপর্য্যন্ত বহাল রাখিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের তারিখ ১ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩১ সালের ১৯ আষাঢ় মওযাফেকে ফসলী ১২৩১ সালের ২০ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩১ সালের ২০ আষাঢ় মওযাফেকে সম্বৎ ১৮৮১ সালের ৫ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৩৯ সালের ৩ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক জয়করা দেশসকলে ও বুন্দেলখণ্ডে হাল বন্দোবস্তের মিয়াদ আগামি ফসলী ১২৩১ সালের শেষেতে পূর্ণ হইবেক এবং যেহেতুক যেং মহালের বন্দোবস্ত যেং জমীদার কি অন্য লোকদিগের সহিত হইয়া তাহারদিগের নাম ঐং মহালের সর্ব্বকালের অধিকারী কি দখীলকার কি তাহারদিগের স্থলাভিষিক্ত জনস্বরূপে বহীতে লেখা গিয়াছে সেই জমীদারইত্যাদির সহিত ঐ বন্দোবস্ত অন্য মিয়াদের কারণ বহাল রাখণের স্থির করা উচিত বোধ হইল এবং যেহেতুক হালের মিয়াদ পূর্ণ হইবার যে সময় নিরূপণ করা গিয়াছে ঐ সময় গত হইবার পূর্ব্বে ঐ বন্দোবস্ত যত্নক্রমে পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক যেপর্য্যন্ত শুধরা না যায় সেইপর্য্যন্ত ঐ উপরের উক্ত জমীদারেরদের এবং অন্য লোকেরদের সহিত হওয়া বন্দোবস্ত বহাল রাখিবার উপায়করা উপযুক্ত বোধ হইল এবং যেহেতুক ঐং দেশের মঙ্গলবৃদ্ধির নিমিত্তে অন্যং উপায়করা উপযুক্ত বোধ হইল অতএব ইহার পরে যেং হুকুম লেখা যাইতেছে সেইং হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তাহা জারীকরণের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে ব্রিটনের অধিকৃত সকল দেশে প্রবল হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইহার পরে বিষয় ও যেং নিয়ম লেখা যাইবেক সেইং বিষয় ব্যতিরেকে ও নিয়ম রক্ষা করিয়া জয়করা দেশসকলে ও বুন্দেলখণ্ডে যে জমীদারেরদের ও নম্বরদারেরদের কিম্বা অন্য লোকেরদের নাম তাহারা যেং মহালের নিমিত্তে কবুলিয়ৎ

কোনং বিষয় হইলে জয়করা দেশসকলের ও বুন্দেলখণ্ডের হাল বন্দোবস্ত আর ৫ পাঁচ বৎসর মিয়াদ

পর্য্যন্ত বহাল রাখা যাই বার কথা।

কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে সেইং মহালের সর্ব্বকালের অধিকারি কিম্বা দখীলকার কিম্বা তাহারদিগের স্থলাভিষিক্ত জনস্বরূপে বহীতে লেখা গিয়াছে সেই জমীদারইত্যাদির সহিত ঐ বন্দোবস্ত আর ৫ পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত অর্থাৎ ফসলী ১২৩৩ সালঅবধি ১২৩৭ সালের শেষপর্য্যন্ত বহাল রাখাযাইবেক ইতি।

যে জমীদারেরা অন্য মিয়াদের নিমিত্তে আপনং কবুলিয়ৎ বহাল রাখিতে না চাহে তাহারা আগামি ১৫ অক্তোবরে কি তাহার পূর্ব্বে মালগুজারী তহসীলকারি সাহেবদিগের নিকটে তাহা জানাইবার কথা।

যাহারা তাহা জানাইতে কসুর করে তাহারা আর পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত হাল জমার দায়ী হইবার কথা।

তাহা হইলে জমার ন্যূনাতিরেক না হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যদি পূর্ব্বোক্ত কোন জমীদার এবং অন্যং লোকেরা এই আইনের লিখিত বিশেষ নিয়মানুসারে আর পাঁচ বৎসর মিয়াদপর্য্যন্ত আপন কবুলিয়ৎ বহাল রাখিতে অসম্মত হয় তবে তাহারা আগামি অক্তোবরের ১৫ তারিখের পূর্ব্বে কি সেই তারিখে তাহারা যে কালেক্টরসাহেবের তাবে থাকে সেই কালেক্টরসাহেবের কিম্বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেবের নিকটে তাহা নিবেদন করিবেক এবং পূর্ব্বোক্ত *যে সকল জমীদারেরা এবং অন্য লোকেরা উপরের লিখিত মিয়াদের মধ্যে ঐ অর্থে নি*বেদন না করে তাহারা হাল বন্দোবস্তের মিয়াদ পূরাহওনের পর আর ৫ পাঁচ বৎসরের প্রত্যেক বৎসরের মালগুজারীর দায়ী হইবেক এবং এই প্রকরণক্রমে জানান যাইতেছে যে ঐ মালগুজারী তাহারদিগের দিতেই হইবেক অর্থাৎ ফসলী ১২৩২ সালের নিমিত্তে তাহারদিগের কবুলিয়তে বিশেষ করিয়া যে মত লেখা থাকে সেইমত ফসলী ১২৩৩ সালঅবধি ১২৩৭ সালের শেষপর্য্যন্ত মালগুজারীর দায়ী হইবেক এবং তাহা হইলে ইহার পর যাহা বিশেষ করিয়া লেখা যাইবেক তদ্ব্যতিরেকে ঐ ৫ পাঁচ বৎসর মিয়াদ পূর্ণ না হইলে ঐং লোকদিগের দখলে থাকা মহালাতের বাবৎ সরকারের তলবী জমার কিছু ন্যূনাধিক হইবেক না ইতি।

বিশেষ কোন হেতু থাকিলে কোনং মহাল উপরের উক্ত হুকুমের বহির্ভূত করিতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

এবং ঐং মহালের বন্দোবস্ত পুনর্ব্বার করিতে কি অন্য মিয়াদের নিমিত্তে নূতন পাট্টা দিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

ঐ কার্য্যকরা স্থিরকরণের সম্বাদ কালেক্টরসাহেবদিগের দিতে হইবার বিশেষ হুকুম।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে কালেক্টরসাহেবেরা এবং কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবেরা যেং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের তাবে থাকেন তাঁহারা ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুমের অধীনতায় ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের হুকুমানুসারে যে কিম্বা যেং মহালের বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরা গিয়াছে কিম্বা এক্ষণে শুধরা যাইতেছে কিম্বা ঐ সাহেবদিগের বিবেচনানুসারে অবিলম্বে যেং মহালের বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক শুধরা যাওনের বিশেষ হেতু থাকে ঐ সকল মহাল উপরের লিখিত হুকুমের বহির্ভূত করিতে পারেন এবং শেষের উক্ত মত মহাল হইলে কালেক্টরসাহেবেরা কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মকারি সাহেবেরা বোর্ডের সাহেবেরা যে মত হুকুম দেন তদনুসারে হালের পাট্টার মিয়াদ পূর্ণ হইলে ঐ মহালের বন্দোবস্ত পুনর্ব্বার তৎক্ষণে করিতে কিম্বা ৫ পাঁচ বৎসরের অধিক না হয় এমত অন্য মিয়াদের নিমিত্তে ঐ কবুলিয়ৎদেওনিয়া লোকেরদিগকে নূতন পাট্টা দিতে ক্ষমতা রাখেন। আরো হুকুম করা যাইতেছে যে কোন মহাল কি কোনং মহালের বিষয়ে বিশেষরূপে পূর্ব্বোক্ত মত কার্য্য করা স্থির হইলে কালেক্টরসাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মকারি সাহেব ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ১ পহিলা মার্চে কি তাহার পূর্ব্বে ঐ কবুলিয়ৎদেওয়া জনের নিকটে তাহা স্থির করা যাওনের জ্ঞাপনপত্র পাঠাইবেন ও কালেক্টরসাহেবের হুকুমানুসারে ঐ মালগুজারের সামান্য বাসস্থানে দেওয়া

কিম্বা

কিম্বা রাখা কিম্বা ঐ মহালের মধ্যগত সকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কান পরও য়ানাই তাহার উপযুক্ত সমাচার পত্রবোধ হইবেক ইতি।

উপরের হুকুম ইহার পূর্ব্বে দেওয়া কবুলিয়তের কিছু হানি না করিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—হালবন্দোবস্ত করা গেলে তাহার পরের কোন বৎসর কিম্বা কোন২ বৎসরের নিমিত্তে যে২ বিশেষ কবুলিয়ৎ দেওয়া গিয়া থাকে উপরের লিখিত হুকুম ঐ২ কবুলিয়তের কিছু হানি করিবেক না ইতি।

ঐ২ পাট্টার মিয়াদ গত হওনের পর যে২ জমীদারইত্যাদির কবুলিয়ৎ বহাল রাখা যায় তাহারা পুনর্দৃষ্টিপূর্ব্বক বন্দোবস্ত শুধরানা যাওনপর্য্যন্ত পূর্ব্বের জমা দিয়া আপন২ ভূমি দখল করিবার কথা।

উপযুক্ত সময়ে সম্বাদ না পাইলে জমীদারেরদের বেশী জমা দিতে না হইবার বিশেষ হুকুম।

আদালতের হুকুম না হইলে ঐ সম্বাদ পাওনব্যতিরেকে ঐ লোকেরা আপনারদিগের ভূমির কর্ত্তৃত্বহইতে বেদখল না হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ —। পূর্ব্বোক্ত যে জমীদারেরদের এবং অন্য লোকেরদের কবুলিয়ৎ উপরের লিখিত হুকুমমতে অন্য ৫ পাঁচ বৎসর মিয়াদপর্য্যন্ত বহাল রাখা যাইবেক তাহারা এবং অন্য যে সকল লোকেরা ইহার পরে ভূম্যধিকারিরদের কিম্বা ভূম্যধিকারিদিগের স্থলাভিষিক্তস্বরূপে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবেক তাহারা ও যে২ মহালের নিমিত্তে কবুলিয়ৎ দিয়াছে কিম্বা ইহার পরে দিবেক সেই২ মহাল বহাল রাখা কি নূতন দেওয়া পাট্টার মিয়াদ গত হওনের পরেও দখল করিতে থাকিবেক এবং কালেক্টর কিম্বা কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন অন্য কর্ম্মকারি সাহেব ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের লিখিত হুকুমানুসারে যাবৎ ঐ বন্দোবস্ত পুনর্দৃষ্টিকরণ ও তাহার বেওরা লিখনপূর্ব্বক শুধরিতে না পারেন কিম্বা সরকারহইতে নূতন বন্দোবস্ত করিতে বিশেষ হুকুম না পান্‌ তাবৎ পর্য্যন্ত পাট্টার লিখিত মিয়াদের শেষ বৎসরের নিমিত্তে যে জমা তাহারদিগের দাতব্য বৎসর২ সেই জমার দায়ী হইবেক আরো হুকুম করা যাইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত কোন জমীদার কিম্বা অন্য মালগুজার জ্যৈষ্ঠমাসে কি তাহার পূর্ব্বে বোর্ডের সাহেবদিগের হুজুরে নূতন জমা নির্দ্ধার্য্যহওয়া মঞ্জুরহওনের সম্বাদ না পাইলে উপরের হুকুমানুসারে যে জমার দায়ী আছে কোন প্রকারে কোন বৎসরে তাহার অধিকের দায়ী হইবেক না এবং ঐমত কোন জমীদার কিম্বা অন্য কোন মালগুজার অন্য কোন জন তাহার দখলে থাকা ভূমির অধিকারিত্বের দাওয়া করাতে আদালতের হুকুম তাহার পাওনের অর্থে হওনব্যতিরেকে আপনার কবুলিয়ৎ দেওয়া কোন মহালের কর্ত্তৃত্বহইতে ঐ প্রকার সমাচারপত্র না পাইলে বেদখল হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

যে২ জমীদারী এক্ষণে ইজারাবিলিতে আছে তাহার হালপাট্টার মিয়াদ পূরা হইলে তাহার বন্দোবস্ত পুনর্ব্বার করিবার এবং যে জমীদারেরা ঐ২ মহালেতে সর্ব্বকালিক স্বত্ব রাখে তাহারা অগ্রগণ্য হইবার কথা।

যে২ জমীদারী এক্ষণে ইজারা দেওয়া গিয়াছে তাহার হাল পাট্টার মিয়াদ পূর্ণ হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে যে মিয়াদের হুকুম দেন্‌ ঐ মিয়াদের নিমিত্তে তাহার বন্দোবস্ত করা যাইবেক ও যে জমীদারেরা কিম্বা অন্য জনেরা ঐ২ মহালেতে সর্ব্বকালিক স্বত্বাধিকার রাখে তাহারা যদি সরকারের উপযুক্ত মালগুজারী আদায় করিবার নিমিত্তে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিতে সম্মত হয় তবে তাহারা অন্যাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবেক আরো হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ২ মহাল ইজারা দেওয়া গেলে ঐ ইজারদারেরদের পাট্টার মিয়াদ ইহার পরে যাহা লেখা যাইবেক তদ্ব্যতিরেকে ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক হইবেক না ও যে২ জমীদারী এক্ষণে খাস তহসীলে আছে উপরের

লিখিত

ঐ২ পাট্টার মিয়াদ ১২ বৎসরের অধিক না হইবার বিশেষ হুকুম।

খাস তহসীলে থাকা মহালের সহিত উপরের উক্ত হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

জমীদারইত্যাদি আপন২ কবুলিয়ৎ বহাল রাখিতে অসম্মত হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন২ ভূমি অপকৃষ্ট করে তাহারা তাহাহইতে বেদখল হইবার বিশেষ হুকুম।

তাহাহইলে এবং বিশেষ অবস্থাপ্রযুক্ত আবশ্যক হইলে ১৫ বৎসর মিয়াদে ঐ ভূমির পাট্টা দেওয়া যাইবার কথা।

লিখিত নিয়ম ঐ২ জমীদারীতেও সম্পর্ক রাখিবেক ও ঐ মত জমীদারেরা এবং অন্য ভূমির অন্য অধিকারিরা উপযুক্ত মালগুজারী আদায় করিবার নিমিত্তে হালের কবুলিয়ৎ বহাল রাখিতে অসম্মত হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেমন নিরূপণ করেন্ সেইমত ইহার পরে যে নিষেধ লেখা যাইবেক তাহা দৃষ্টি করিয়া মালগুজারী তহসীলকারি সাহেবেরা ঐ২ ভূমি ঐ মিয়াদের নিমিত্তে ইজারা দিতে কিম্বা ঐ পূর্ব্বোক্ত মিয়াদপর্য্যন্ত কিম্বা যেরূপ উপযুক্ত বুঝা যায় সেমত তাহাহইতে কম মিয়াদপর্য্যন্ত ঐ ভূমি খাস তহসীলে রাখিয়া তাহার কর্ত্তৃত্ব আপনারা করিতে ক্ষমতা রাখিবেন আরো হুকুম করা যাইতেছে যে জমীদারেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনারদের ভূমির আবাদের কমী করাইলে কিম্বা আপনারদের দখলে থাকা যে ভূমির নিমিত্তে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়া থাকে তাহা আর কোন প্রকারে অপকৃষ্ট করিলে তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবেরা ঐ অপরাধি জনেরদিগকে ঐ ভূমিহইতে বেদখল করিতে এবং ১৫ বৎসর মিয়াদে ঐ ভূমি ইজারা দিতে ক্ষমতা রাখিবেন ও জঙ্গলা ভূমি আবাদ করিবার নিমিত্তে কিম্বা দেশের হিতার্থে কৃষি কার্য্যের আধিক্য কি আর কোন কার্য্য করিবার জন্যে কোন কারখানাইত্যাদি করিবার নিমিত্তে ঐ স্থানের বিশেষ কোন২ অবস্থাপ্রযুক্ত ঐ ভূমির পাট্টা দিবার আবশ্যক হইলে ঐ মিয়াদের নিমিত্তে জমীদারেরদিগকে এবং ইজারদারেরদিগকে তাহার পাট্টা দেওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩ ও তাহার পরের অন্য২ ধারার হুকুম উপরের উক্ত শুধরণ ও মতান্তরের সহিত জয়করা দেশ ও বুন্দেলখণ্ডেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

বিশেষ অবস্থা হইলে ঐ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণের কোন২ কথা যাহাতে খাটিবেক তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩ তৃতীয় এবং তাহার পরের অন্য২ ধারার লিখিত হুকুম উপরের লিখিত শুধরণের এবং তারিখ ও মিয়াদের আবশ্যকরূপ মতান্তরহওনের সহিত যেমন দত্ত দেশসকলেতে সম্পর্ক রাখে সেইমত জয়করা দেশসকলে ও বুন্দেলখণ্ডেতে সম্পর্ক রাখিবেক আরো হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত যে২ কথা ঐ প্রকরণের লিখিত বিশেষ প্রকারেতে দেওয়া কবুলিয়ৎ ৫ পাঁচ বসরের অধিক কাল প্রবল থাকনের প্রতিবন্ধক হয় সেই২ কথা উপরের ধারার বিশেষ লিখনানুসারে ইজারদারদিগকে দেওয়া পাট্টার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা বিশেষ কোন২ অবস্থাপ্রযুক্ত আবশ্যক বুঝিলে সরকারের অনুমতি লইয়া দত্ত দেশসকলের মত জয়করা দেশসকলেও ১৫ পনের বৎসরের অধিক না হয় এমত কোন মিয়াদের নিমিত্তে জমীদারদিগকে কিম্বা ইজারদারদিগকে ভূমির পাট্টা দিতে ক্ষমতা রাখিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ১০ দশম আইন।

যে লোকেরা অপরাধকরণের অপবাদগ্রস্ত কিম্বা অপরাধকরণের বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া থাকে তাহারদিগের অপরাধ ক্ষমাকরণের বিষয়ে এক্ষণে যে২ হুকুম চলিতেছে ঐ২ হুকুম মতান্তরকরণ ও শুধরণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের তারিখ ৮ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩১ সালের ২৬ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২৩১ সালের ২৭ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩১ সালের ২৭ আষাঢ় মওযাফেকে সম্বৎ ১৮৮১ সালের ১২ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৩৯ সালের ১০ জীকাদে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক এমত বোধ হইতেছে যে আসল অপরাধী কে২ ইহা জানা যাইবার ও অপরাধিদিগের অপরাধকরণের প্রমাণ পাইবার ও চুরীকরা দ্রব্য পাওয়া যাইবার নিমিত্তে ঐ অপরাধিদিগের সহায় কিম্বা সহকারিদিগের অপরাধ কোন২ নিয়মে ক্ষমা করিবার অঙ্গীকারকরণের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট ও পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের ক্ষমতার আধিক্য করিলে ফৌজদারী আদালতের কার্য্য আরো সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে অতএব ইহার পরে যে২ হুকুম লেখা যাইতেছে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল এবং এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে ঐ২ হুকুম প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

কোন২ হুকুম রদ হওনের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৪ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮১১ সালের ১ আইনের ৯ ধারা এই ধারাক্রমে রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

কোন২ অপরাধ হইলে মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটদিগকে কাহারু২

১ প্রথম প্রকরণ।—খুনকরণ ও ডাকাইতীকরণ ও বাটপাড়ীকরণের ও ঠগেরদের দ্বারা হত্যাহওনের ও কৃত্রিম টাকাআদি ও কৃত্রিম নোটইত্যাদিকরণের ও অপরাধবর্দ্ধক কোন কার্য্যকরণের সহিত রাত্রিতে বাটীঘরে প্রবেশ করিয়া চুরীকরণ কিম্বা

সামান্য

অপরাধ ক্ষমাকরণের অঙ্গীকার করিতে ক্ষমতা দিবার কথা।

সামান্য চুরীহওনের বিষয়েতে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেব দিগকে এই প্রকরণক্রমে এমত ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা আজ্ঞাদাতা অন্য সাহেবদিগের নিকটে এত্তেলাকরণব্যতিরেকে প্রধান অপরাধিভিন্ন অন্য যে জনেরা স্বয়ং কিম্বা অন্য কাহার দ্বারা ঐ অপরাধকরণের সহকারী ছিল কিম্বা তাহা জ্ঞাত ছিল ঐ অপরাধকরণের সরদারব্যতিরেকে এমত এক জনের কি তাহাহইতে অধিক জনের অপরাধ সে কিম্বা তাহারা ঐ অপরাধের কর্ম্মহওনের বেওরা যাহা২ জানে তাহা পূর্ণ ও সত্য ও অকপটরূপে কহিলে এবং যে২ জন ঐ অপরাধের কর্ম্মকরণেতে লিপ্ত ছিল তাহারা কে২ ইহা এবং ঐ অপরাধের কর্ম্ম ডাকাইতী কি রাত্রিতে চুরী কি সামান্য চুরী হইলে ঐ অপহরণকরা দ্রব্য যেরূপে বিক্রয়আদি হইয়াছে তাহার বেওরা জানাইলে তাহারদের অপরাধ ক্ষমা করিবার অঙ্গীকার করিতে পারিবেন ইতি।

দিব্যব্যতিরেকে ঐ২ লোকের জোবানবন্দী করা যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের লিখিত নিয়মানুসারে যে২ লোকদিগের অপরাধ ক্ষমাকরণের অঙ্গীকার করা যায় দিব্যব্যতিরেকে তাহারদিগের জোবানবন্দী করা যাইবেক ইতি।

ক্ষমাকরণের অঙ্গীকার করণের কারণের কথা রুবকারীতে লেখাইবার ও তাহার নকল পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেব এই ধারার লিখনক্রমে প্রাপ্তক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে হইলে তাঁহার আবশ্যক যে তিনি যে২ কারণপ্রযুক্ত তাহা করা উপযুক্ত বুঝেন্ সেই কারণের কথা ইঙ্গরেজী কি পারসী ভাষায় আপন করা রুবকারীতে লেখান্ এবং তৎক্ষণে ঐ রুবকারীর নকল পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের জ্ঞাপনার্থে তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।

সহায়ের সাক্ষ্য পাইবার নিমিত্তে তাহার অপরাধ ক্ষমাকরা উপযুক্ত বোধ হইলে তদর্থে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের সম্মতি পূর্ব্বে লইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেব উপরের প্রকরণের উক্তমত অপরাধকরণের কোন সহায় কি সহকারি জনের সাক্ষ্য অন্য অপরাধি কি অপরাধিদিগের অপরাধের বিচারহওনের সময়ে পাইবার নিমিত্তে ঐ সহায় কি সহকারি জনের অপরাধ ক্ষমাকরণের অঙ্গীকার করা উপযুক্ত বুঝেন্ তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ঐ বিষয়ে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের সম্মতি পাইবার নিমিত্তে তাঁহার নিকটে পত্র পাঠাইবেন ইতি।

সহায় জনের দিব্যব্যতিরেকে হওয়া জোবানবন্দীর নকল পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—উপরের উক্তমত হইলে প্রথমতঃ দিব্যব্যতিরেকে ঐ সহায় ব্যক্তির জোবানবন্দী মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে করা যাইবেক এবং ঐ জোবানবন্দীর এবং ঐ বিষয়েতে অন্য যে২ কার্য্য করা যায় তাহার রুবকারীর নকল পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং ঐ সাহেব মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবের রুবকারী দৃষ্টি ও বিবেচনাকরণের পরে ঐ পত্রের লিখিত বিষয়ে অনুমতিদেওয়া উপযুক্ত বটে কি না ইহার নিশ্চয় করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা ইহাতে সাবধান থাকিবেন যে প্রধান অপরাধিদিগের অপরাধ ক্ষমাকরণের অঙ্গীকার না করেন্ এবং যে জন কি জনেরদিগ্কে নিয়মপূর্ব্বক ক্ষমাকরণের অঙ্গীকার করা যায় তাহার কি তাহারদিগের দ্বারা চুরীর বস্তু পুনর্ব্বার পাওয়া যাইবার সন্ধান কিম্বা যেং প্রধান অপরাধিদিগের দ্বারা অপরাধের কর্ম্ম হইয়া থাকে তাহারদিগের কিম্বা চুরীর বস্তুলওনিয়াদিগের ধরাপড়ন ও অপরাধ প্রমাণহওনের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবেক ইহা বোধ না হইলে কোন সহায় কি সহকারি জনের অপরাধ ক্ষমাকরণের অঙ্গীকার কদাচ করা যাইবেক না ইতি।

ঐ বিষয়েতে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্ কি পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব যাহাতে সাবধান থাকিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—অপরাধ প্রমাণহওনের নিমিত্তে সহায় কিম্বা সহকারি জনের সাক্ষ্যব্যতিরেকে অন্য প্রমাণ পাওয়া যাইবার ভরসা না থাকিলে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব অপরাধ ক্ষমাকরণের অঙ্গীকার করিতে অনুমতি দিবেন-না ইতি।

যাহা হইলে ক্ষমাকরণের অঙ্গীকার করিতে অনুমতি হইবেক না তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই আইনের লিখনক্রমে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগকে যে ক্ষমতার্পণ করা যাইতেছে সেই ক্ষমতাক্রমে ঐ সাহেবদিগের দ্বারা যেং অনুচিত ব্যাপার হয় পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই সকল ব্যাপার নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের জ্ঞাতসার করান ইতি।

মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটসাহেব প্রাপ্ত ক্ষমতাক্রমে অনুচিত কার্য্য করিলে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব তাহার রিপোর্ট করিবার কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের দওরার বৈঠকের সময়ে তাঁহার কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে চূড়ান্ত হুকুম হইতে হইলে তাহারদের এ ক্ষমতা থাকিবেক যে এই আইনানুসারে যে কোন জনের অপরাধ ক্ষমাকরণের অঙ্গীকার করা গিয়াছে সেই জন কোন সার কথা ইচ্ছাপূর্ব্বক ছাপাইয়া রাখিয়া কিম্বা নিরপরাধি কোন লোক কি লোকদিগের প্রতি অপরাধ প্রমাণ হইবার নিমিত্তে মিথ্যা সাক্ষ্য কিম্বা সমাচার দিয়া যে নিয়মেতে অপরাধ ক্ষমাকরণের অঙ্গীকার করা গিয়াথাকে সেই নিয়মের অন্যথা করিয়াছে ইহা যদি প্রমাণ হয় তবে সেই জনকে কয়েদ করিতে হুকুম দেন্ ইতি।

যে জনকে ক্ষমাকরণের অঙ্গীকার করা যায় সে জন ঐ অঙ্গীকারের নিয়ম পূর্ণ না করিলে দায়েরসায়েরসাহেব কি নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা তাহাকে কয়েদকরণের হুকুম দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ মত দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের ক্ষমতা থাকিবেক যে মোকদ্দমার বিচারকরণের সময়ে সাক্ষির মত দিব্যপূর্ব্বক কোন সহায় কি সহকারির স্থানে সাক্ষ্য লইবার নিমিত্তে ঐ সহায় কি সহকারির অপরাধ ক্ষমাকরণের অঙ্গীকার করিতে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে অনুমতি করেন্ ইতি।

কিম্বা আবশ্যক বুঝিলে ক্ষমাকরণের অঙ্গীকার করিতে মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে অনুমতি দিবার কথা।

অনুপযুক্তরূপে ক্ষমাকরণের অঙ্গীকার করা গেলে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্ ও পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের কৃত কার্য্যের পুনর্ব্বিচার ও হুকুম রদ করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের এ ক্ষমতা থাকিবেক যে কোন সহায় কিম্বা সহকারি জনের অপরাধ ক্ষমাকরণের অঙ্গীকার করা গিয়া থাকিলে মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্ ও পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের রুবকরী দৃষ্টিপূর্ব্বক তাঁহারদিগের করা কার্য্যের পুনর্ব্বিচার করেন্ এবং অনুপযুক্ত হেতুতে অপরাধ ক্ষমাকরণের অঙ্গীকার করা গিয়াছে ইহা ঐ প্রধান আদালতের সাহেবদিগের বোধ হইলে ঐ রুবকারীর লিখিত হুকুম রদ করেন্ ইতি।

৬ ধারা।

এই আইনের দ্বারা মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে অর্পণহওয়া ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে এই আইনের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগকে যে ক্ষমতার্পণ করা গেল সেই ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের সহিত কিছু সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ১১ একাদশ আইন।

কোন২ কারণ থাকিলে সরেজমীনে যাইয়া অনুসন্ধান করিবার নিমিত্তে আপন২ রেজিষ্টর কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেবকে পাঠাইতে জিলা ও শহরের জজ ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরদিগকে ক্ষমতার্পণ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের তারিখ ১৫ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩১ সালের ১ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩১ সালের ৪ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩১ সালের ২ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮১ সালের ৪ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৯ সালের ১৭ জীকাদে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ২ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণক্রমে জিলা ও শহরের আদালতের জজ ও রেজিষ্টরসাহেবদিগকে এ ক্ষমতার্পণ করা গিয়াছে যে তাঁহারা যে২ আদালতে নিযুক্ত থাকেন ঐ আদালতের হুকুমের তাবে কোন স্থানে খাজানা কি ভূমি কি ফসলহইতে বেদখলহওনের বিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে সরেজমীনে যাইয়া সরাসরীমতে মোকদ্দমার বিচার করেন কিন্তু সরেজমীনে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্তে আপন রেজিষ্টর কি আসিষ্টাণ্টসাহেবকে পাঠান আবশ্যক বোধ হইলে ঐ সাহেবদিগকে পাঠাইতে পারিবার সামান্য ক্ষমতা জিলা ও শহরের জজ ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগকে অর্পণ করা যায় নাহি এবং ঐ সাহেবদিগকে পাঠান যাওনের খরচ বিবাদিরা দিবেক কি সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক ইহার কোন নিয়ম চলিত আইনের মধ্যে লেখা যায় নাহি অতএব এই সকলের প্রতিকারের নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে দেশসকলেতে জারী হইবামাত্র প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

জজ ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা আপন২ সরহদ্দের মধ্যে হওয়া সীমার বিবাদের বিষয়ের অনুসন্ধানের নিমিত্তে আপন২ রেজিষ্টর কি আসিষ্টাণ্টকে পাঠাইবার কথা।

ভূমির সীমার কি তাহা দখলকরণের অধিকারের বিষয়ের বিবাদ অতিশীঘ্র ও সুন্দররূপে নিষ্পত্তি পাইবার নিমিত্তে কিম্বা দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাসম্পর্কীয় কোন বিষয় অনুসন্ধানের নিমিত্তে এদেশীয় আমীন কি তথাকার মুনসেফ কি পোলীসের কার্য্যকারককে নিযুক্তকরণাপেক্ষা বিষয় বুঝিয়া ইউরোপীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবকে নিযুক্তকরা উপযুক্ত বোধ হইলে অনুসন্ধান ও তদন্ত শীঘ্র ও বিনাপক্ষপাতে হইবার নিমিত্তে যদি কোন জিলা কি শহরের জজ কি

 মাজিষ্ট্রেট্সাহেব

এবং তাঁহারদিগকে উপযুক্ত হুকুম ও উপদেশ দিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব, ইহা আবশ্যক বুঝেন্ যে আপন রেজিষ্টর কি আসিষ্টাণ্ট কি কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর আপনভাবে অন্য কোন সাহেবকে আপন সরহদ্দের মধ্যে কোন সরেজমীনে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্তে পাঠান উপযুক্ত তবে ঐ জিলা কি শহরের জজ কি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের এ ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ কার্য্যার্থে ঐ কোন সাহেবকে পাঠান্ এবং ঐ সরেজমীনে যে বিষয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত করিবার ভার ঐ সাহেবের প্রতি অর্পণ করা যায় তাহা করণের নিমিত্তে যে২ হুকুম কি উপদেশ উপযুক্ত বোধ হয় তাহা ঐ সাহেবকে দিতে পারেন্ কিন্তু ইহাতে সাবধান থাকিবেন যে ঐ২ হুকুম কি উপদেশ চলিত আইনের বিরুদ্ধ কোনরূপে না হয় ইতি।

৩ ধারা।

সরেজমীনে অনুসন্ধান করিতে পাঠাইবাতে যে খরচ হয় তাহার যাহা যে ব্যক্তির দিতে হইবেক তাহার কথা।

দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হওয়া কোন মোকদ্দমার কিম্বা দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে দুই জন কি তাহাহইতে অধিক জনের মধ্যে আপন২ স্বত্বের বিষয়ে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহার সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের অনুসন্ধান সরেজমীনে করণের নিমিত্তে উভয় পক্ষের এক পক্ষের দরখাস্তমতে উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে কোন ইউরোপীয় কার্য্যকারক সাহেবকে পাঠাইবার হুকুম হইলে যে জজ কি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব ঐ সাহেবকে সরেজমীনে যাইবার হুকুম দেন কিম্বা ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন তিনি ইহার নিরূপণ করিতে ক্ষমতা রাখিবেন যে ঐ পাঠান কার্য্যকারকসাহেব ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে যাহা পাইবেন তাহা সমুদয় কি তাহার কোন অংশ এবং ঐ সরেজমীনে অনুসন্ধানকরণের বিষয়ে সরকারহইতে হুকুমহওয়া ও আবশ্যক খরচ ঐ মোকদ্দমাতে যে জনের পরাজয় হয় সেই জনের দিতে হইবেক কি সকল বিষয়ে দৃষ্টি ও তাহার বিবেচনাপূর্ব্বক ন্যায়মতে হারহারীক্রমে উভয় পক্ষের দেওয়া উপযুক্ত। আরো হুকুম করা যাইতেছে যে উপস্থিত কোন মোকদ্দমাতে জজ কি মাজিষ্ট্রেটসাহেবের যদি ইহা বোধ হয় যে উভয় পক্ষের কি তাহার কোন পক্ষের দরিদ্রতাহেতুক সরেজমীনে পাঠান ঐ ইউরোপীয় কার্য্যকারক সাহেবের প্রাপ্তব্য টাকা সমুদয় কিম্বা তাহার কোন অংশ ঐ লোকদিগের কি লোকের স্থানে লওয়া উপযুক্ত নহে তবে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে ঐ টাকা সরকারের খরচের বিবেচনার অধ্যক্ষসাহেবের বিবেচনাক্রমে সরকারের তরফহইতে দেন্ ইতি।

৪ ধারা।

সরেজমীনে অনুসন্ধানার্থে করা প্রেরণসকলের রিপোর্ট সরকারের আদালতের সিরিশ্তার সেক্রেটারিসাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

এই আইনানুসারে কোন জজ কি মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব কোন রেজিষ্টর কি আসিষ্টাণ্ট কিম্বা ইউরোপীয় অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে সরেজমীনে পাঠাইলে এমত সকল প্রেরণের ও তাহার সকল বেওরাসমেত রিপোর্ট সরকারের আদালতের সিরিশ্তার সেক্রেটারিসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং ঐ প্রেরণকরা সাহেব সরেজমীনহইতে

 আপন

আপন মোকামে ফিরিয়া আসিবামাত্র তাহারো সমাচার ঐ সেক্রেটারিসাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এই আইনের হুকুমানুসারে ইউরোপীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবকে সরেজমীনে প্রেরণ করা গেলে তাহার রিপোর্ট যে সিরিশ্‌তাহইতে ঐ প্রেরণের হুকুম হয় তদনুসারে ঐ সরেজমীন যে খণ্ডের মধ্যগত হয় সেই খণ্ডের প্রবিন্স্যল কোর্ট আপীলে কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতে যে জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব ঐ প্রেরণের হুকুম দিয়া থাকেন তাঁহার ঐ বিষয়ের রুবকারীর নকলের সহিত অবিলম্বে পাঠান যাইবেক এবং ঐ প্রেরণের যেং হেতু ঐ রুবকারীতে লেখা থাকে তাহা যদি উপযুক্ত বোধ না হয় এবং প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবেরা অন্যং আবশ্যক বেওরা লিখিয়া পাঠাইতে হুকুম করিলে তদ্দৃষ্টে ঐ প্রেরণ অনাবশ্যক কিম্বা অনর্থক বোধ করেন্ তবে ঐ প্রবিন্স্যল কোর্ট আপীলের সাহেবেরা কি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবলোক তাহার নিবারণের হুকুম দিতে পারিবেন এবং ঐ সময়ে আপনারদিগের দেওয়া হুকুমের নকল এবং তাহার সম্পর্কীয় সমস্ত রুবকারী ও কাগজপত্র বিষয় বুঝিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের জ্ঞাপনার্থে পাঠাইবেন এবং ঐ সাহেবেরা যে চূড়ান্ত হুকুম ঐ বিষয়েতে দেওয়া উপযুক্ত ও ন্যায্য বুঝেন তাহা দিবেন ইতি।

সরেজমীনে পাঠান যাওনের রিপোর্ট জজ কি মাজিষ্ট্রেটের রুবকারী সমেত খণ্ড বুঝিয়া প্রবিন্স্যল কোর্ট কি দায়েরসায়েরী আদালতে পাঠান যাইবার কথা।

ঐ প্রেরণ অনাবশ্যক কি অনর্থক বোধ হইলে তথাহইতে বারণের হুকুম হইবার কথা।

তাহা হইলে ঐ আদালতের রুবকারী চূড়ান্ত হুকুমের নিমিত্তে সদর দেওয়ানী কি নিজামৎ আদালতে পাঠাইতে হইবার কথা।

৬ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরদিগ্‌কে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে এই আইনানুসারে তাঁহারদিগের প্রতি যে বিবেচনাকরণের ক্ষমতার্পণ করা গেল তদনুসারে আপনং রেজিষ্টরসাহেবকে সরেজমীনে প্রেরণকরণের বিষয়ে অতিসাবধান হইবেন যে কোন রেজিষ্টরসাহেব আপন আদালতে অনেক দিন উপস্থিত না থাকনপ্রযুক্ত সরকারের কার্য্যের ব্যাঘাত না হয় অতএব অত্যাবশ্যক এবং অত্যল্প কালের কারণব্যতিরেকে সরেজমীনে রেজিষ্টরসাহেবকে প্রেরণ করা যাইবেক না এবং ঐ রেজিষ্টরসাহেবকে সরেজমীনে যেং বিষয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত করিবার ভার অর্পণ হয় তাহাতে ঐ রেজিষ্টরসাহেবের আদালতের সিরিশ্‌তার উকীলদিগের সওয়াল জওয়াব করিতে যাইবার হুকুম হইবেক না কিন্তু উভয়পক্ষ নিজে কিম্বা আপনং তরফহইতে হাজির থাকিবার নিমিত্তে উপযুক্তরূপে আদালতের গ্রাহ্য যে মোখ্তার নিযুক্ত করে সেই মোখ্তার সওয়াল জওয়াব করিবার নিমিত্তে হাজির হইবেক ইতি।

অত্যাবশ্যক হওনব্যতিরেকে জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা আপনং রেজিষ্টরকে সরেজমীনে না পাঠাইবার কথা।

সরেজমীনে অনুসন্ধান করণের সময়ে রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে উভয় পক্ষ নিজে কি তাহারদিগের নিযুক্ত মোখ্তার হাজির হইবার ও রেজিষ্টর সাহেবের আদালতের উকীল হাজির না হইবার কথা।

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক মালগুজারীর বাকী পাড়ে তাহারদিগের নিমিত্তে পূর্ব্বে যে দণ্ডনিরূপণহইয়াছিল সেই দণ্ড পুনর্ব্বার বহাল করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের তারিখ ২২ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩১ সালের ৮ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩১ সালের ১১ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩১ সালের ৯ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮১ সালের ১১ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৯ সালের ২৪ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক সুবে বাঙ্গালা ও বেহারে ও বারাণসদেশে অনেক জমীদারেরা তাহারদিগের জমীদারীর ইস্তমরারী জমানিরূপণ হওয়াতে তাহারদিগের যেং ফলোদয হইযাছে তাহা হইযাও আপনং কবুলিযৎ অনুসারে মালগুজারী আদায করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করে এবং যেপর্য্যন্ত নীলামের নিমিত্তে তাহারদিগের জমীদারীর লাটবন্দী না করা যায সে পর্য্যন্ত মালগুজারী দাখিল করিতে অকারণ বিলম্ব করে এবং যেহেতুক এই প্রকার ত্রুটি করণেতে সরকারী কার্য্যের অনেক হানি হয এপ্রযুক্ত উপযুক্ত বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বে যে হুকুমানুসারে নিরূপিত সুদের অতিরিক্ত বাকীদারেরা আপনং বাকীর উপর শতকরা বৎসরে ১২ বার টাকা করিয়া দণ্ড দিবার যোগ্য হইত সেই হুকুম এক্ষণে বহাল করা যায এ নিমিত্তে নীচেতে যে হুকুম লেখা যাইতেছে তাহা এই আইন জারীহওনের তারিখ অবধি প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারার ১ প্রকরণ রদ হইবার এবং ঐ প্রকরণের দ্বারা রদহওয়া দণ্ডের হুকুম পুনর্ব্বার বহাল হওনের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারার ১ প্রকরণ এই ধারাক্রমে রদ করা গেল এবং ঐ প্রকরণের দ্বারা যে দণ্ডের হুকুম পূর্ব্বে রদ করা গিয়াছে এবং এই ধারাক্রমে তাহা পুনর্ব্বার নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে সেই দণ্ডের টাকা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আদায় করিবার হুকুম দিলে মালগুজারীর বাকী টাকা আদাযকরণের মতে উসুল করা যাইবেক ইতি।

Vol. VII. 241.

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

সদর আমিনী কার্য্যের বিষয়ে অতিরিক্ত কোন২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের তারিখ ২২ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩১ সালের ৮ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩১ সালের ১১ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩১ সালের ৯ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮১ সালের ১১ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৯ সালের ২৪ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যে২ মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে সদর আমীনদিগের নিকটে সোপর্দ্দ করা যায় সেই২ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি আরো অধিক ন্যায্য ও যথার্থরূপে হইবার নিমিত্তে এবং কোন২ বিষয়েতে ঐ কার্য্যকারকেরা আরো নির্দ্ধারিত মতে আপনারদিগের করা কার্য্যের বেতন পাইবার ও তাহা তাহারদিগের করা কার্য্যের উপযুক্ত হইবার নিমিত্তে ইহা উপযুক্ত বোধ হইল যে ঐ সদর আমীনেরা তাহারদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমাতে কিম্বা তাহারদিগের নিকটে রাজীনামা দাখিলহওনদ্বারা নিষ্পত্তিপাওয়া মোকদ্দমাতে সেই২ মোকদ্দমার নালিশী আরজীদেওনের সময়ে দাখিলহওয়া যে রসুমের টাকা কিম্বা তাহার বদলে ইষ্টাম্পের যে মূল্য বেতনস্বরূপ পাইত তাহা মৌকুফ করা যায় এবং তাহারদিগকে সরকারহইতে এমত নিরূপিত বেতন দেওয়া যায় যে তাহাতে তাহারা আপনারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ধর্ম্মানুসারে নির্ব্বাহ করে এবং তাহা তাহারদিগের করা কার্য্যের উপযুক্ত পরিবর্ত্ত হয় এবং তাহারদিগের ঐ কার্য্যকরণ দ্বারা জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের অধিক সাহায্যহওন উপযুক্ত বোধ হইল অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট করা গেল এবং ঐ সকল হুকুম এই আইন জারীহওনের তারিখ অবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশেতে প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ও ১৮২১ সালের ২ আইনের কোন২ কথা রদ হওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের এবং ১৮২১ সালের ২ আইনের এবং চলিত অন্য যে কোন আইনের লিখিত যে২ কথাক্রমে সদর আমীনেরা প্রথমতঃ কি আপীলরূপে উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করে কিম্বা তাহারদিগের নিকটে রাজীনামা দাখিল হওনদ্বারা যে সকল মোকদ্দমার রফা হয় তাহার নালিশী

নালিশী আরজী দেওনের সময়ে দাখিলহওয়া রসুমের কিম্বা তাহার বদলে ইষ্টাম্পের মূল্যের যে টাকা ঐ কার্য্যের বেতনস্বরূপ পাইতে পারিত তাহা এই প্রকরণের দ্বারা রদ হইল এবং ঐ সকল কথা ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ৩০ আপ্রিলের পরে প্রবল থাকিবেক না ইতি।

ফীসের পরিবর্ত্তে সদর আমীনেরা মাহিয়ানা পাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের মাই মাসের ১ তারিখঅবধি সদর আমীনেরা উপরের উক্ত রসুমের কি তাহার বদলে ইষ্টাম্পের মূল্যের টাকার পরিবর্ত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলেতে তাহারদিগের প্রত্যেক জনের নিমিত্তে যেং মাহিয়ানা নিরূপণ করেন্ তাহা পাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২ ধারার ও ১৮১৭ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার কোনং কথা রদ হওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২ ধারার এবং ১৮১৭ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার কিম্বা চলিত অন্য যে কোন আইনের লিখিত যেং কথার দ্বারা প্রথমতঃ কি আপীলরূপে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা রাজীনামার দ্বারা রফা করিবার পরামর্শ দিবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্টহওয়া ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ১১ ধারার ১ ও ২ প্রকরণের লিখিত সামান্য হুকুমমতে প্রথমতঃ কি আপীলরূপে উপস্থিত হওয়া যেং মোকদ্দমা সদর আমীনদিগের নিকটে রাজীনামার দ্বারা রফা হয় সেইং মোকদ্দমাতে তাহা উপস্থিতহওনের সময়ে দাখিলহওয়া রসুমের সমুদয় টাকা কিম্বা তাহার কতক ফরিয়াদীর কি আপেলাণ্টের ফিরিয়া পাওনের নিষেধ হইয়াছে সেই সকল কথা এই প্রকরণের দ্বারা রদ হইল ইতি।

প্রথমতঃ কি আপীলরূপে উপস্থিতহওয়া যেং মোকদ্দমা সদর আমীনদিগের নিকটে সোপর্দ্দ হয় রাজীনামার দ্বারা তাহার রফা হইলে ইষ্টাম্পের মূল্য ফিরিয়া দেওয়া যাইবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের মাই মাসের ১ তারিখের পরে প্রথমতঃ কি আপীলরূপে উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমা সদর আমীনেরদিগের নিকটে সোপর্দ্দ হইয়া রাজীনামার দ্বারা তাহার রফা হয় তাহার সওয়াল ও জওয়াব দাখিল হওনের ও পড়া যাওনের পূর্ব্বে যদি রাজীনামা দাখিল হয় তবে ঐ মোকদ্দমা প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতকরণের সময়ে নালিশী আরজীর নিমিত্তে দাখিলকরা ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য সমুদয় তাহা দাখিলকরণিয়াকে কি আইনানুসারে তাহার স্থলাভিষিক্ত হওয়া জনকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও যদি সওয়াল ও জওয়াব দাখিলহওনের ও পড়া যাওনের পরে রাজীনামা দাখিল হয় তবে ঐ দাখিলহওয়া ইষ্টাম্পের মূল্যের অর্দ্ধেক ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

ইষ্টাম্পের মূল্য ফিরিয়া পাওনের যোগ্য লোকেরা যত ফিরিয়া পাইতে

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— সদর আমীনেরা যেং জজ এবং রেজিষ্টরসাহেবের আদালতের তাবে নিযুক্ত থাকে সেইং জজ কি রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে উপরের প্রকরণের অনুসারে ইষ্টাম্পের মূল্য ফিরিয়া পাওনের যোগ্য লোকেরা তাহা যত ফিরিয়া পাইতে

পারে

পারে তাহার ফর্দ্দ মাস২ দাখিল করিবেক এবং জজসাহেবেরা ঐ ফর্দ্দের লিখিত টাকা বিবেচনাপূর্ব্বক যথার্থ জানিলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২৫ ধারানুসারে যেং লোক তাহা পাইবার যোগ্য হয় তাহারদিগকে ঐ টাকা ফিরিয়া দেওনের নিমিত্তে যাহা আবশ্যক হয় তাহা করিবেন ইতি।

পারে সদর আমীনেরা মাস২ তাহার ফর্দ্দ দাখিল করিবার কথা।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬৮ ধারাতে এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৬ ধারাতে কিম্বা চলিত অন্য যে কোন আইনে যেং কথা এ বিষয়ে লেখা গিয়াছে যে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনরূপে যেং লোকেরা মোকদ্দমা করিতে গ্রাহ্য হয় তাহারদিগের কোন মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে সদর আমীনদিগের নিকটে সোপর্দ্দ করা যাইবেক না ঐং কথা এই প্রকরণের দ্বারা রদ হইল ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬৮ ধারার ও ২৮ আইনের ৬ ধারার লিখিত কোনং কথা রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনেতে যোত্রহীন লোকদিগের নিমিত্তে যেং হুকুম আছে সেইং হুকুমানুসারে কোন জন যোত্রহীনরূপে মোকদ্দমা করিতে জিলা কি শহরের আদালতের কোন জজ কি রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে গ্রাহ্য হইলে যদি আরং সকল প্রকারে তাহার মোকদ্দমা সদর আমীনের নিকটে সোপর্দ্দ করণের যোগ্য হয় তবে জজসাহেব আপন জিলা কি শহরের আদালতসম্পর্কীয় কোন সদর আমীনকে কিম্বা আপন সরহদ্দের মধ্যগত অন্য কোন স্থানের রেজিষ্টরসাহেবের আদালতসম্পর্কীয় কোন সদর আমীনকে বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ ঐ মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিতে পারেন এবং সদর আমীন আপনার নিকটে সোপর্দ্দহওয়া অন্যং মোকদ্দমাতে যেমত আচরণ করে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের লিখিত হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া আপনার নিকটে ঐ প্রকারে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমাতেও সেই মতআচরণ করিবেক ইতি।

জজসাহেব যোত্রহীনরূপে উপস্থিতকরা মোকদ্দমা সদর আমীনের নিকটে সমর্পণ করিতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার যোত্রহীন আসামীর বিষয়ে উপরের লিখিত আইনেতে যে সকল হুকুম আছে এবং মোকদ্দমার আপীল হইলে যোত্রহীন আপেলাণ্ট ও রিস্পাণ্ডেণ্টের বিষয়ে যেং হুকুম আছে তাহা সদর আমীনেরদিগকে সমর্পণকরা প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার আসামীর সহিত ও আপীলরূপে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার আপেলাণ্ট ও রিস্পাণ্ডেণ্টের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের হুকুমানুসারে কোন জন যোত্রহীনরূপে মোকদ্দমা করিতে গ্রাহ্য হওনের হুকুমনামা জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটহইতে কিম্বা যে রেজিষ্টরসাহেবের তাবেতে আমীন নিযুক্ত থাকে তাঁহার নিকটহইতে হুকুমনামা পাওনব্যতিরেকে সদর আমীনেরা কোন জনকে প্রথমতঃ কি আপীলরূপে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে যোত্রহীনরূপে বাদী কি প্রতিবাদী হইবার কারণ গ্রাহ্য করিতে পারিবেক না ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের কোনং হুকুম সদর আমীনকে সমর্পণহওয়া আপীলের মোকদ্দমার আপেলাণ্ট ও রিস্পাণ্ডেণ্টের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

বর্জ্জনীয়ের কথা।

 ৪ চতুর্থ

ঐ আইনের ৫ ধারার লিখিত হুকুম সদর আমীনের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

কিন্তু জজ কি রেজিষ্টর সাহেবের অনুমতিব্যতিরেকে যোত্রহীনের মোকদ্দমা গ্রাহ্যহওনের চূড়ান্ত হুকুম দিতে না পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—উপরের লিখিত আইনের ৫ ধারানুসারে যে জজ ও রেজিষ্টরসাহেবেরা ঐ ধারার লিখিত কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্তে উভয় পক্ষের ও সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দী লইবার নিমিত্তে আদালতের কোন কার্য্যকারককে হুকুম দিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা ঐ২ জোবানবন্দী লইবার কারণ এবং সামান্যত ঐ আইনেতে বিশেষ করিয়া লেখা অন্য২ জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান করিবার কারণ আপন২ আদালতসম্পর্কীয় সদর আমীনদিগকেও ভার দিতে পারিবেন কিন্তু কোন সদর আমীন কোন জনকে যোত্রহীনরূপে গ্রাহ্য করিতে চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারিবেক না এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১১ ধারানুসারেঐ ২ বিষয়েতে সদর আমীনের নিষ্পত্তিমতে কার্য্য করিবার হুকুম দিতে যে জজ কি রেজিষ্টরসাহেব ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহার অনুমতিব্যতিরেকে কোন সদর আমীন কোন যোত্রহীন ফরিয়াদীকে কয়েদ করিবার হুকুম দিতে পারিবেক না ইতি।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৬ ধারার ২ ও ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ প্রকরণের লিখিত সমুদয় কথা এই আইনের দ্বারা রদহওয়া ৫ প্রকরণ ব্যতিরেকে বহাল থাকিবার কথা।

বিশেষ হুকুমের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৬ ধারার ১ প্রকরণেতে হুকুম লেখা গিয়াছে যে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের নিকটে জাবেতামতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে কিম্বা অন্য সামান্য মোকদ্দমাতে যদি আদালতের হুকুমমত কার্য্য করিবার বিষয়ে মহাজনী কি রাজস্বের বিষয়ের হিসাবকিতাব দুরস্ত করণের কিম্বা জমীদার ও প্রজার মধ্যে হওয়া বিবাদের বিষয় অনুসন্ধানকরণের কিম্বা হিসাবের কি ভাবগতিকের কি রীতি ব্যবহারের অন্য বিশেষ কোন বিষয়ের অনুসন্ধানকরণের আবশ্যক হয় এবং জজসাহেব নিজে তাহা করিতে হইলে তাহা নির্ব্বাহ করিতে যে কাল লাগে সে কালপর্য্যন্ত অন্য২ কর্ম্মের ব্যাঘাত হইবেক বোধ হয় তবে এই প্রকরণের দ্বারা জজসাহেব ক্ষমতা রাখিবেন যে আপন তাবে কোন সদর আমীনকে ঐ হিসাবকিতাব দুরস্ত কি অনুসন্ধান করিতে হুকুম দেন্ ও ঐ উপরের লিখিত ধারার ২ ও ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ প্রকরণেতে ঐ২ প্রকরণের লিখিত বিষয়ে অন্য২ হুকুম আছে এবং ঐ ধারার ঐ২ প্রকরণ ইহার পরে সদর আমীনেরা সরকারহইতে মাহিয়ানা পাওনের অবধারণহওনপ্রযুক্ত রদ হইল যে ৫ প্রকরণ তাহাব্যতিরেকে বহাল থাকিবেক ও ইহাও জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত হিসাবকিতাব শুধরণ কি অনুসন্ধানকরণের বিষয়ে কোন আবশ্যক খরচ হইলে ঐ শুধরণ কি অনুসন্ধানকরা সারা হইলে পর জজসাহেবের যাহা ন্যায্য ও উপযুক্ত বোধ হয় সেই খরচ ঐ বিবাদের এক পক্ষের কিম্বা উভয় পক্ষের দিতে হইবার হুকুম দিতে তাঁহার ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

W. CAREY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

মালগুজারীর বাকীপড়নের বিষয়ে কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের বিষয়ে সরাসরীমতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবদিগকে সোপর্দ্দ করিবার অর্থে যেং হুকুম আছে তাহা শুধরিবার কারণ এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের তারিখ ২২ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩১ সালের ৮ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩১ সালের ১১ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩১ সালের ৯ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮১ সালের ১১ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৯ সালের ২৪ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

মালগুজারীর বাকী পড়িলে কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করা গেলে তাহার বিষয়ে সরাসরীরূপে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ও তাহার রিপোর্ট পাঠাইবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবদিগকে সোপর্দ্দ করণের অর্থে জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগকে ক্ষমতা অর্পণের নিমিত্তে চলিত আইনেতে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে তদ্দারা ঐং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির নির্ব্বাহ অবিলম্বে হইতে পারে না এবং যেহেতুক ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবার নিমিত্তে আবশ্যক হইল যে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগকে জমীদার কি ইজারদারেরদের ও তাহারদিগের প্রজালোকের কিম্বা ভূমির মালগুজারী দেওয়া লওয়ার সম্পর্কীয় অন্য কোন লোকেরদের মধ্যে উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমা ও দাওয়া ও মালগুজারী তলবকরণ ও মালগুজারীর বাকীপড়ন কিম্বা তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের বিষয়ে উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা তাঁহারদিগকে সোপর্দ্দ করেন্ তাহা সরাসরীরূপে এবং জাবেতামতে দেওয়ানী আদালতে তাহার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তথাকার নিষ্পত্তির অধীনতায় শুনিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা দেওয়া যায় অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুম সকল নির্দ্দিষ্ট করা গেল এবং তাহা এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের এবং ১৮০০ সালের ৫ আইনের ও ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ও ১৮১২ সালের ৫ আইনের ও ১৮১৩ সালের পূর্ব্বের আইনের কোনং কথা শুধরিবার কথা।

সালের ৭ আইনের ও ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের কিম্বা চলিত অন্য যে কোন আইনের লিখিত যে কোন কথাক্রমে জিলা কি শহরের আদালতের জজসাহেবদিগ্‌কে মালগুজারীর বাকী পড়ন কি তাহা অন্যায়ক্রমে তহসীলকরণের বিষয়ে সরাসরীরূপে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কিম্বা উপরের লিখিত আইনের প্রস্তাবিত অন্য সরাসরী মোকদ্দমা তাহার নিষ্পত্তি করিবার ও তাহার রিপোর্ট করিবার নিমিত্তে ভূমির মালগুজারীর কালেক্‌টরসাহেবদিগ্‌কে সমর্পণ করিতে হুকুম আছে কি ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই সকল কথা নীচের লিখনানুসারে শুধরা যাইতেছে ইতি।

কোন জজসাহেব ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ১৩ ধারানুসারে সরাসরীমতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে কালেক্‌টরসাহেবকে সোপর্দ্দকরণের সময়ে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে তাহার নিষ্পত্তি করিবার ও তাহার রিপোর্ট পাঠাইবার হুকুমনামার দ্বারা সোপর্দ্দ করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ১৩ ধারার লিখনদ্বারা জিলা কি শহরের জজসাহেবদিগ্‌কে যে ক্ষমতা অর্পণ করা গিয়াছে তদনুসারে কোন জজসাহেবের ঐ আইনের লিখনমত সরাসরীমতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি অবিলম্বে হইবার নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমা ঐ জিলার কালেক্‌টরসাহেবকে সোপর্দ্দ করা উপযুক্ত বোধ হইলে সেই জজসাহেব ঐ কালেক্‌টরসাহেবকে সে মোকদ্দমা তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ও আপন করা নিষ্পত্তির রিপোর্ট নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে পাঠাইবার কিম্বা তাহা না হইয়া ঐ মিয়াদ গত হইলে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওনের কারণ জানাইবার এবং তাহার সরাসরী নিষ্পত্তির নিমিত্তে আর কত দিন মিয়াদের আবশ্যক তাহা লিখিয়া পাঠাইবার হুকুমনামার দ্বারা সোপর্দ্দ করিবেন ইতি।

না হইলে তাহার হেতু লিখিবার কথা।

অনেক বিলম্ব হইলে জজসাহেব কালেক্‌টরের নিকটহইতে মোকদ্দমা তলব করিয়া লইতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কোন কালেক্‌টরসাহেবের নিকটে ঐ মতে সোপর্দ্দহওয়া কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওনেতে অতিবিলম্ব হইলে জজসাহেব সে মোকদ্দমা তলব করিয়া লইতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি স্বয়ং করিতে কি আপন রেজিষ্টরসাহেবকে সোপর্দ্দ করিতে ক্ষমতা রাখেন্ ইতি।

৩ ধারা।

উপরের ধারানুসারে সমর্পিত মোকদ্দমা সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিতে কালেক্‌টরসাহেবের ক্ষমতার কথা।

উপরের ধারার লিখিত হুকুমক্রমে জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা উপরের লিখিত প্রকারের যেং মোকদ্দমা কালেক্‌টরসাহেবদিগের নিকটে সমর্পণ করেন্ ঐ কালেক্‌টরসাহেবেরা সরাসরীরূপে তাহা শ্রবণ ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা রাখিবেন ইতি।

৪ ধারা।

কালেক্‌টরসাহেবেরা ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যে হুকুমে দৃষ্টি রাখিয়া করিবেন তাহার কথা।

ঐ প্রকার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণেতে কালেক্‌টরসাহেবেরা এই আইনের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করিবেন এবং যেং বিষয়েতে এই আইনের লিখিত হুকুমসম্পর্ক না রাখে সে সকল বিষয়েতে ঐ প্রকার সরাসরী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি দেওয়ানী আদালতে হইবার নিমিত্তে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে সেইং হুকুমমতে কার্য্য করিবেন

 এবং

এবং উভয় পক্ষীয় লোকদিগকে ও সাক্ষিদিগকে হাজির করাইবার বিষয়ে এবং নিষ্পত্তির হুকুম জারীকরণের বিষয়ব্যতিরেকে সামান্যতঃ ঐ প্রকার মোকদ্দমাতে আবশ্যক যে সকল হুকুম ইত্যাদি দিবার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে যে ক্ষমতা অর্পণ করা গিয়াছে কালেক্টরসাহেবও সেই ক্ষমতা রাখিবেন ও নিষ্পত্তির হুকুম জারীকরণের বিষয়ে নীচের লিখিতব্য হুকুম মতাচরণ করা যাইবেক ইতি।

হাজির হইবার হুকুম দিবার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতেতে যে ক্ষমতা আছে হুকুম জারীব্যতিরেকে কালেক্টরসাহেব সেই ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৫ ধারা।

এই আইনের হুকুমক্রমে কালেক্টরসাহেবেরা যেং নিষ্পত্তি করেন্ তবে ওাহারা পত্র যত শীঘ্র হইতে পারে কালেক্টরসাহেব আপন পদসম্পর্কীয় মোহর ও দস্তখৎযুক্তে যে আদালতের জজসাহেব ঐ মোকদ্দমা তাঁহার নিকটে সোপর্দ্দ করিয়া থাকেন্ সেই আদালতের জজসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং ঐ মোকদ্দমাতে দাখিলহওয়া সমস্ত কাগজ ও তাহার সমুদয় রুবকারী যে হুকুমনামার দ্বারা ঐ মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ উত্তর সহিত ঐ সময়ে ঐ আদালতে পাঠাইবেন ও কোন জন সংখ্যানিরূপিত কতক টাকার দায়ী হইবার কিম্বা কোন খরচা কি ক্ষতিপূরণ দিবার অর্থে নিষ্পত্তি হইলে জজসাহেব উপরের লিখিত হুকুমমতে কালেক্টরসাহেবের রেওরাপত্র পাইবামাত্র দেওয়ানী আদালতের অন্যং মোকদ্দমার নিষ্পত্তির হুকুমমতাচরণকরণের মতে কালেক্টরসাহেবের ঐ নিষ্পত্তির মতাচরণ করিবেন এবং সামান্যতঃ কালেক্টরসাহেব আইনানুসারে সরাসরী বিচারপূর্ব্বক যেং হুকুম দেন্ দেওয়ানী আদালতে ঐ মত অন্যং কার্য্যকরণের রীতিমতে ঐং হুকুমের কার্য্য করা যাইবেক ইতি।

যে আদালতের জজসাহেবের দ্বারা মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইয়া থাকে তাঁহার নিকটে কালেক্টরসাহেব তাহার নিষ্পত্তির সকল রেওরা জানাইবার কথা।

৬ ধারা।

এই আইনের লিখনক্রমে যেং মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবদিগকে সমর্পণ করা যায় ঐ সকল মোকদ্দমার উভয় বিবাদিরা আপনং পক্ষের সওয়াল ও জওয়াব করিবার নিমিত্তে যে কোন লোককে মোখ্তার কি উকীল কি প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করা উপযুক্ত বোধ করে সেই জনকে লিখিত পত্রের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত করিয়া আপন মোখ্তার কি উকীল কি প্রতিনিধি করিতে পারে ও ঐ মোখ্তার কি উকীলের মেহনতানার ধার্য্য ঐ মোখ্তার কি উকীল ও তাহার নিয়োক্তা একত্র হইয়া করিবেক কিন্তু ঐ প্রকার মোখ্তারইত্যাদির করা কার্য্যের দৃষ্টে ঐ কার্য্যের পরিবর্ত্তে যাহা কালেক্টরসাহেব উপযুক্ত বুঝেন্ যে জনের পরাজয় নিষ্পত্তি হয় সেই জনের তাহার অধিক দিতে হইবার হুকুম দিবেন না ইতি।

ঐ উভয়বিবাদিরা আপনং সম্মত উকীল কি প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।
উকীলের মেহনতানা সে ও তাহার নিয়োক্তা থাকিয়া চুকাইবার কথা।

৭ ধারা।

ঐ প্রকার মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী ও আসামীর স্থানে নালিশী আরজী ও তাহার জওয়াবব্যতিরেকে আর কোন সওয়াল ও জওয়াব লওনের আবশ্যক হইবেক না ও যদি

নালিশী আরজী ও তাহার জওয়াবব্যতিরেকে

ফরিয়াদী

আর কোন সওয়ালজওয়াব না লওয়া যাইবার কথা।

ফরিয়াদী কি আসামী কোন সময়ে আপন শুধরা নালিশী আরজী কি শুধরা জওয়াব কি বেওরা আপনার্থে আর কোন কাগজ দাখিল করিতে চাহে তবে তাহা লওয়া যাইবেক ইতি।

৮ ধারা।

সওয়াল, ও জওয়াব ইত্যাদি ।।০ আট আনা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার কথা।

দরপেশ করা কাগজের উপর ফীস্ না লওয়া যাইবার কথা।

ঐ প্রকার মোকদ্দমাতে মোখ্তারনামা ও ওকালৎনামা ও সওয়াল ও জওয়াব ও নিষ্পত্তিপত্র ঐ মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা যত টাকা হউক ।।০ আটআনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক এবং ঐ প্রকার মোকদ্দমাতে যে২ কাগজ দরপেশ করা যায় কিম্বা উভয়পক্ষের যে২ সাক্ষী তলব করা যায় তাহার নিমিত্তে কোন ফীস লওয়া যাইবেক না ও উভয় বিবাদির ঐ কাগজ দাখিল করিবার ও সাক্ষী তলব করাইবার দরখাস্ত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক হইবেক না ইতি।

৯ ধারা।

মোকদ্দমার বিচার সকল লোকের সমক্ষে যদি হয় তবে কালেক্টরসাহেব জিলার যে সে স্থানেতে তাহার নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

কালেক্টরসাহেব আপন জিলার মধ্যে যে কোন স্থানে কোন সময়ে যান্ কি থাকেন্ সেই স্থানেই ঐ প্রকার মোকদ্দমাসকল শুনিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ কিন্তু আবশ্যক যে ঐ শ্রবণ ও নিষ্পত্তি সরকারী কোন কাছারীতে কিম্বা সকল লোকের সমাগমের অন্য স্থানেতে এবং উভয় পক্ষ কি তাহারদিগের নিযুক্তকরা মোখ্তার কি উকীলেরা হাজির হইলে তাহারদিগের সাক্ষাৎকারে করা যায় ইতি।

১০ ধারা।

তাহাতে অসম্মত হইলে দেওয়ানী আদালতে জাবেতামতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

যে কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে কালেক্টরসাহেবের করা সরাসরী নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইয়া তাহাঅপেক্ষা সুন্দররূপে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করাইতে চাহে সে ব্যক্তি জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতে জাবেতামতে সে মোকদ্দমার নালিশ করিতে পারিবেক এবং ঐ মোকদ্দমার নালিশ দরপেশ করণের সময়ে ঐ সরাসরী নিষ্পত্তির রুবকারী নালিশী আরজীর সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক ইতি।

VOL. VII. 250.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

W. CAREY,

Bengalee Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

বলক্রমে ভূমি কি অন্য কোন বস্তু বেদখলকরণের কিম্বা দখলের প্রতিব
ারৎ সরাসরী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি তাহা জাবেতামতে দেওয়া
উপস্থিত হইয়া যে নিষ্পত্তি হইতে পারে তাহার অধীনতায় করিতে মাজি
াজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগ্‌কে ক্ষমতার্পণ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত ন
জনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের তারিখ ২২ জু
াঙ্গলা ১২৩১ সালের ৮ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩১ সালের ১
েক বিলায়তী ১২৩১ সালের ৯ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮১ সা
াতাবেকে হিজরী ১২৩৯ সালের ২৪ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক দেশের শান্তি আবে। সুন্দররূপ হইবার ও হঙ্গামাব নি
উচিত বোধ হইল যে ভূমির সীমার বিষয়ে হওয়া বিবাদের কিম্বা ভূমি
কি নদীনালা কিম্বা বাটীঘরইত্যাদির দখলের বিষযে মোকদ্দমা উপস্থি
যে সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তি এক্ষণে দেওযানী আদালতে হয অ
ফৌজদারী আদালতে করা যায এবং ঐ মোকদ্দমার উভয় পক্ষের ম
মাজিষ্ট্রেটসাহেবের করা নিষ্পত্তিতে অসম্মত হয় তবে তাহার আ
ষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে জাবেতা
নালিশ করিবার ক্ষমতা থাকে এবং যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালে
ধারার ২ প্রকরণের লিখিত নিয়মানুসারে কোনং জিলাতে ভিন্নং
াজিষ্ট্রেটের পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন ও তৎপ্রযুক্ত ১৮১৩ সালের ৬
১ প্রকরণের লিখিত হুকুমানুসারে ফৌজদারী আদালতহইতে
নী আদালতে প্রেরণকরণেতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি ঐ প্র
প্রায় সর্ব্বদা হইতে পারে না ও অবিলম্বে তাহার নিষ্পত্তি
পর্য্য সিদ্ধ হয় না অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নি
আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিক
সমস্ত দেশেতে প্রবল হইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

২ ধারা।

াক্রমে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনের ও ১৭
। ১৪ আইনের ও ১৮০৩ সালের ৩২ আইনের ও ১৮১৩ সালের ৬ আই
৫ যে২ হুকুম ভূমি কি অন্য বস্তু বলক্রমে বেদখলকরণ কি তাহা দখলকরণের
করণের বিষয়ে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তির
াখে সেই সকল হুকুম নীচের লিখনক্রমে শুধরা গেল ইতি।

৩ ধারা।

কোন কার্য্যকারকের রিপোর্টের দ্বারা কিম্বা ফৌজদারী অদালতে কোন
চারকরণের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবের যদি ইহা বোধ
কি বাটীঘরইত্যাদির কিম্বা ভূমি সেঁচিবার নিমিত্তে জললওনের অধিকা
মত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে যে তাহার সমাধা শীঘ্র না হইলে হঙ্গামা
ক তবে সেই মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেব সেই বিবাদের উভয়
ই তাহারা স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা ফৌজদারী আদালতে হাজিরহওনের
দর দখলের নিদর্শনপত্র দাখিল করিবার এবং পক্ষান্তরহইতে বেদখল
খলের প্রতিবন্ধকতাহওনের প্রমাণ দিবার অর্থে আপন হুকুম পরওয়া
ঃ তাহা করা গেলে আদালতের সাহেবেরা উভয় পক্ষের দাখিলকরা
পস্থিতকরা সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য বিবেচনাকরণানন্তর ঐ মোকদ্দমার সরা
রিবেন এবং যেপর্য্যন্ত ঐ মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে জাবেতামতে
ওয়া নিষ্পত্তির দ্বারা ঐ সরাসরী নিষ্পত্তির মতান্তর কি তাহা রদ করা
ন্ত ঐ সরাসরী নিষ্পত্তির দ্বারা যে পক্ষের জয় হইয়া থাকে বিরোধের
া দখলে রাখা যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

হুকুমানুসারে যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব মোকদ্দমার সরাসরী বিচার করেন্
মার সওয়াল জওয়াব করিতে তাহার উভয় বিবাদিকে তলবকরণের
... মধ্যে ঐ বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে সেই জিলা কি শহরের
মাকদ্দমা তথায় জাবেতামতে উপস্থিতহওনব্যতিরেকে আর
ার কারণ ঐ মোকদ্দমাতে হওয়া আপন আদালতের রুবকা
ন এবং ঐ সময়ে যদি ঐ মোকদ্দমা সরাসরীরূপে দেওয়ানী
থাকে তবে জজ কি রেজিষ্টরসাহেব যাঁহার নিকটে উপস্থিত
হব মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের বিবেচনার ও হুকুমহওনের নিমিত্তে তাঁ
ই মোকদ্দমাতেযে রুবকারী করিয়া থাকেন্ তাহা পাঠাইয়া দিবেন

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

৫ ধারা।

এই আইনের অভিপ্রায় এই যে দেশের শান্তি রক্ষাপাওনের নিমিত্তে দ
কারের বিষয়ে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সরাসরীরূপে কেবল যে
দালতে করা যায় অতএব ঐ প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহাতে মা
বের ক্ষমতা থাকিবেক না যে ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার হুকুম দেন এবং ফ
ণের কিম্বা বেদখলহওনজন্য ক্ষতি বুঝিয়া পাওনের দাওয়া যে সকল লোক
তাহারা চলিত আইনানুসারে আপনারদিগের ক্ষতিপূরণ বুঝিয়া পাইবার
যানী আদালতে নালিশ করিতে প্রেরণ করা যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এই ধারাক্রমে জানান যাইতেছে যে এই আইনের হুকুমমতে সরাসর
মার বিচারহওন জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতে জাবেতামতে ঐ
স্থিতহইলে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির অনুকূল হয় অতএব জিলা কি শহ
কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবের করা সরাসরী নিষ্পত্তির উপর কোন আ
নানুসারে ঐ বিচার ও নিষ্পত্তি করা গিয়া থাকে সেই আইন ঐ বিচার
সহিত সম্পর্ক না রাখণের আপত্তিকরণরূপ হেতুব্যতিরেকে গ্রাহ্য হ
ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ৩ আইনের ৫ ধারার লিখিত সামান্য হুকু
সরী নিষ্পত্তির তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে দায়েরসায়েরী আদাল
মেতে তাহার উপর আপীলের দরখাস্ত করা গেলে ঐ আদালতের সা
হেতুতে ঐ আপীল গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতা রাখেন এবং দায়েরসায়েরী আ
বেরা ঐ আপীল গ্রাহ্য করিলে ও তাহার রুবকারী আনাইলে পর
মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক না রাখণরূপ হেতু স্পষ্ট প্রমাণ না হয় তবে ঐ
হইবেক ও তাহাতে হওয়া খরচা ঐ আপীলকরণিয়ার দিতে হইবেক
হুকুম যদি ঐ মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক না রাখে ইহা বোধ হয় তবে দ
লতের সাহেব ঐ মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আ
রদ করিবেন এবং ঐ মোকদ্দমার সহিত চলিত আইনের যে
সারে আপনি যাহা ন্যায্য ও উপযুক্ত বুঝেন্ তদনুরূপে অন্য হুকু
ইতি।

Vol. VII. 253. সমাপ্তঃ।

A True Transl

W. C

Bengalee Translator,

ইষ্টাম্পের মূল্যের বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত
বার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওযাব গবর্নর্ জেনর
জী ১৮২৪ সালের তারিখ ১৮ নবেম্বর মোতাবেকে
মওয়াফেকে ফসলী ১২৩২ সালের ১২ অগ্রহায়ণ
লের ৫ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮১ সালের
১২৪০ সালের ২৬ রবীয়ল্ াউওলে জারী করিলে

যেহেতুক কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজ না হইতে পাইব
নিমিত্তে বিলায়তে প্রস্তুতকরা কাগজেতে অধিক মূ
ঐ কাগজে ওয়াটর মার্ক অর্থাৎ জলীয় অঙ্কেতে
কোম্পানি বাহাদুরের বিশেষ চিহ্ন এবং ঐ আর্মে
লিখনের অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট ইষ্টাম্প এই শব্দ ইঙ্গরে
অক্ষরেতে তদর্থক শব্দ এবং হিন্দী ভাষা ও নাগরী
ভাষা ও অক্ষরেতে আলামত হুকুমত কোম্পানি এই
অঙ্কেতে অঙ্কিত হইলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের
ওনার্থে তাহাতে দস্তখৎকরণের আবশ্যকতা থাকে
হইতে কম মূল্যের কোন প্রকার ইষ্টাম্পকাগজে
অনাবশ্যক বোধ হইল এবং সরকারের রাজস্বের
ণের বিষয়ে যে২ আইন চলন আছে তাহার কে
অতএব নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হই
রীহওনের তারিখহইতে এক মাসের পরে ফোর্ট
তাবে সমস্ত দেশে প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এই আইনের হেতুবাদের উক্ত যে সে মূল্যের
অধিক না হয় এমত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ ইঙ্গরে

হুওন বিনা বিক্রয় ও ব্যবহার করা যাইবেক কিন্তু ইহাও
লিখিত প্রকার কিম্বা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ ঐ প্রকারেতে
লেও পূর্ব্বমত চলিবেক। ও পূর্ব্বোক্ত ধারাতে যে হুকুম
ইনের হেতুবাদেতে বিশেষ করিয়া লেখা ইষ্টাম্পকাগজ
তাহাহইতে অধিক মূল্যের আর সমস্ত ইষ্টাম্পকাগজের
ত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সময়েং যেমন
কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা ঐ হুকুম মতান্তর করিতে কি
ঐ প্রকার হুকুমের দ্বারা ইষ্টাম্পকাগজের উপর আর
চিহ্ন ছাপা করাইতে ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

ইনের ৯ ও ১১ ও ১২ ধারা এবং ঐ আইনের ১৮
তে সম্পর্ক রাখে তাহা ং ১৮১৪ সালের ২৬ আ
ধা কোন আদালতের কোন সাহেবের কিম্বা কোন কা
লীর কি মালগুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত অন্য কোন
ন যে জামিনীনামা অর্থাৎ মালজামিনী কি ফেয়ালজা
তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে সেইং কথাব্যতিরেকে ঐ
ধারা ও রদ হইল ইতি।

৪ ধারা।

স এবং তাহার পরে এক আইনের শেষের লিখিত
লেখা যাইবেক ঐ তফসীলের লিখিত সকল প্রতিজ্ঞা
কাগজের ইষ্টাম্পের সেইং মূল্য লওয়া যাইবেক
কথা লেখা যাইবেক সুতরাং তাহাব্যতিরিক্ত ঐ
গাপড়ার কাগজের যে মূল্য লেখা গিয়াছে সেই
তফসীলের লিখিত কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শন
পার্চমেণ্ট কি বেলম কি তালপত্র কি ঐ কর্ম্মের উপ
ও ছাপা করা যাইবেক না কিন্তু ইহা জানান যাই
যা লেখা কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রাদি লি
বন্দ কাগজের আবশ্যক হয় তবে তাহার এক বন্দে
পত্র কি নিদর্শনপত্রাদি যে জন কি জনেরা লিখি
বং সাক্ষিদিগের দস্তখৎ থাকিলে দ্বিতীয় বন্দে
ইতি।

৫ ধারা।

৫ ধারা।

ভূমির কি অন্য বস্তুর মূল্যানুসারে মূল্যের ইষ্টা
পত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়ার সহিত সম্পর্ক
তাহা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধ
অর্থ স্পষ্ট করিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সা
লেখা গিয়াছে তদনুসারে করা যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—আগামি ১ পহিলা জানুআ
কোন বেলম কি পার্চমেণ্ট কি কাগজ কি অন্য ব
না হইয়া থাকে তাহাতে এই আইনের কি চ
কোন কথা কি বিষয়ের কথা ইষ্টাম্পকাগজে লেখা
কথা লেখে কি নকল করে কিম্বা লেখায় কি ন
কোন জন ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার কো
পড়া ইষ্টাম্পযুক্তভিন্ন অন্য কাগজইত্যাদি বস্তুর
কি তাহা সিদ্ধ হওনার্থে অন্য আবশ্যক কার্য্য
ব্যবহার করে ঐ জন কি জনেরা ঐ প্রত্যেক ত
ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের বিংশতিগুণ টাকা জরী

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যেং দেশের সহিত এ
যে কোন জন কি জনেরা নিরূপিত মূল্য না দিবা
কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখা
লিখিয়া কি লেখাইয়া উপরেতে যে সকল দে
নের মধ্যগত অন্য কোন স্থানে তাহা সিদ্ধহ ও
ঐপ্রকারে সিদ্ধকরা কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদ
কি ব্যবহার করে সেই জন উপরের প্রকরণে
বেক ও তাহা তাহার দিতে হইবেক ও তাহার

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই আইন যেং
স্থানের মধ্যগত কোন অস্থাবর কি স্থাবর
বিক্রয়করণের কি তাহা হস্তান্তরকরণের কি
হস্তগতকরণের বিষয়ে কিম্বা ঐং বস্তুর কে
কোন নিয়মের কি একরারের কিম্বা কৌলক
মধ্যগত দেশসকলের কোন দেশে কি স্থানে

' প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া এই
নের হুকুমানুসারে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা কর্ত্তব্য ঐ
নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পের হুকুম হইয়াছে সে ইষ্টাম্প
ম কি অন্য কোন বস্তুতে লেখা ও তাহা সিদ্ধহওনের
তাহার উপর নিরূপিত ইষ্টাম্পছাপা করা যাওনব্য
কি অন্য কোন কারণে উপস্থিত করা গেলে গ্রাহ্য
।

রা যাইতেছে যে কোম্পানি বাহাদুরের হিন্দুস্থানের
দেশহইতে এই আইন যে সকল দেশেতে চলিবেক
কা পাওয়া যাইবার অর্থে যে হুণ্ডী লেখা যাইবেক
হা এই আইনের হুকুমানুসারে নিরূপিত ইষ্টাম্প
ম্বা ঐ হুণ্ডী লিখনের উপযুক্ত ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ
জনের দস্তখৎ হইয়া থাকে সেই জনের দস্তখৎ
ষ্ঠ গাঁথা না থাকিলে সে হুণ্ডী লইতে ও তাহার
ষেপ না মানিয়া তাহা করে সে জনের এই আইন
পযুক্ত ইষ্টাম্পছাপা না হওয়া কাগজইত্যাদিতে
ব্যবহারকরণের বিষয়ে যে জরীমানা নিরূপণ
তি।

যাইতেছে যে যদি কোন জন কি জনেরা ইষ্টাম্প
ান কথা কি বিষয় ইষ্টাম্পছাপা না হওয়া কোন
ব্যের উপর লেখে কি নকল করে কিম্বা লেখায়
ওয়া কাগজআদিতে লেখা কোন প্রতিজ্ঞা পত্র
ও তাহার দ্বারা লভ্য করিবার ইচ্ছা করে ঐ
াহেবের নিকটে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি লইয়া
দি যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজআদিতে লেখা উপ
যত টাকা লেখা যাইবেক তাহা ঐ কালেক্টর
ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া
ঃ ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে
নেরা উপরের প্রকরণের উক্ত জরীমানা দি
' হওয়া যে কাগজআদিতে প্রতিজ্ঞাপত্র কি
সই প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদিতে লেখা থাকা টাকা
র কি তাহার লিখিত কর্ম্ম করা যাওনের
খৎহওনের তারিখহইতে ৩০ ত্রিশ দিনের
পত্রইত্যাদি উপরের উক্ত মতে কালেক্টর

সাহেবের

সাহেবের নিকটে দাখিল করিলে ও নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে টাকা দিতে কি বিশেষ কোন কর্ম্ম করিতে হইবার নিয়ম না থাকা প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রাদি হইলে তাহা ও তাহাতে দস্তখৎহওনের পর ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে কালেক্টরের নিকটে দাখিল করিলে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি যে মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে লেখা উপযুক্ত সেই মূল্যের পাঁচগুণ টাকা দিতে হইবেক ও যদি পূর্ব্বোক্ত ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রাদি উপরের উক্ত মিয়াদের মধ্যে উপরের উক্ত মতে উপস্থিত না করা যায় তবে যে জন তাহা ঐ মিয়াদের পরে কালেক্টরসাহেবের নিকটে উপস্থিত করে সেই জনের ঐ কাগজের উপযুক্ত ইষ্টাম্পের মূল্যের দশগুণ টাকা দিতে হইবেক ও ইহাও জানান যাইতেছে যে যেং হুণ্ডী দেখিবামাত্র তাহার লিখিত টাকা দিতে হয় কিম্বা যেং হুণ্ডীর টাকা তাহা দেখান যাওনের পর নিরূপিত দিনেতে দিতে হয় এবং টাকা পাওনের নিমিত্তে তাহা উপস্থিত না করা গিয়া থাকে সেইং হুণ্ডী পাকা জানা যাইবার নিমিত্তে তাহা যেং স্থানহইতে আসিয়া থাকে সেইং স্থানহইতে সরকারী ডাকের দ্বারা টাকা পাওনের স্থানে আসিতে যত দিন লাগে তাহার অতিরিক্ত আর দুই হপ্তা ঐ হুণ্ডী উপস্থিত করিতে প্রতীক্ষা করিতে হইবেক ইতি।

ত্রিশ দিনের মধ্যে না হইলে যাহা হইবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র তাহা যে মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদিতে লেখা উপযুক্ত তাহাহইতে কম মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন দ্রব্যেতে লেখা গেলে এই ধারাতে পূর্ব্বে যেং প্রকরণ লেখা গেল সেই প্রকরণের উক্ত জরীমানা দিতে হইবেক অর্থাৎ ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি যে মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদিতে লেখা উপযুক্ত সেই মূল্যহইতে যত টাকা কম মূল্যের কাগজআদিতে তাহা লেখা গিয়া থাকে তত টাকার বিংশতি গুণ টাকা জরীমানা যদি ঐপ্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কিম্বা লেখাপড়া উপস্থিতকরণের যোগ্য ব্যক্তি উপরের উক্ত মতে ও মিয়াদের মধ্যে আসিয়া তাহা উপস্থিত করণদ্বারাব্যতিরেকে ঐ কম মূল্যের কাগজআদিতে তাহা লেখা যাওনের ভ্রান্তি আর কোন প্রকারে জানা যায় তবে দিতে হইবেক এবং ঐ জন যদি উপরের উক্ত মতে ও মিয়াদের মধ্যে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রাদির কাগজেতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার নিমিত্তে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আসিয়া তাহা দাখিল করে তবে উপযুক্ত মূল্যহইতে যত কম হইয়া থাকে তাহার পাঁচ গুণ দাখিল করিতে হইবেক ও মিয়াদ গত হইলে দশগুণ দিতে হইবেক ইতি।

উপযুক্ত মূল্যের কম মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদিতে ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার কোন লেখাপড়া করিলে যে জরীমানা দিতে হইবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— কিন্তু ইহাও জানান ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে যে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রাদি ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হয় তাহা যদি ইষ্টাম্প ছাপা না হওয়া কাগজ কি অন্য বস্তুতে কিম্বা উপযুক্তহইতে কম মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা যায় ও ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি লিখিয়া দেওনিয়া কি তৎসম্পর্কীয় অন্য ব্যক্তি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের প্রত্যয়যোগ্য প্রমাণের দ্বারা ইহা নিশ্চয় জানায় যে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র নিয়মের ব্যতিক্রমে ভ্রান্তিতে কি অনবধানতায় কিম্বা অনিবার্য্য অন্য কোন কারণেতে লেখা গিয়াছে তবে উপরের

দৈব ঘটনায় কি অনবধানতায় ভ্রান্তি হইলে তাহার বিষয়ের বিশেষ হুকুম।

উক্ত

উক্ত কার্য্যকারক সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা উপযুক্ত বুঝিলে উপরের নিরূপিত জরীমানার কোন অংশ কি তাহা সমুদয় মাফ করেন্ এবং ঐ ব্যক্তি ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি লিখিবার উপযুক্ত ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদির মূল্য দিলে ইষ্টাম্প ছাপা না হওয়া কি কম মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা যাওয়া ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদির উপর উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপা হইবার হুকুম দেন্ এবং ঐ বোর্ডের কি পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা এ ক্ষমতাও রাখেন্ যে ক্ষমা করা উপযুক্ত কি আবশ্যক হয় এমন কোন হেতু থাকিলে কালেক্টরসাহেবকে উপযুক্ত এক ইষ্টাম্প যুক্তকাগজে আদায়করা টাকার সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্য এবং যে নিদর্শনপত্রাদির বিষয়ে ঐ টাকা আদায় করা গিযা থাকে তাহার প্রকার ও তারিখ ও ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র ঐ জনের কোন আদালতে কিম্বা সরকারের অন্য কোন কাছারীতে উপস্থিত ও দাখিল করিতে এ কাগজসুদ্ধ ও তাহা বহীতে লেখাইতে অনুমতি লিখিয়া ঐ জনকে দিবার হুকুম দেন্ এবং ঐ সংখ্যাদিজ্ঞাপক বাক্য ও অনুমতিযুক্ত ঐ কাগজের সহিত ঐ নিদর্শনপত্র উপস্থিত করিলে ঐ নিদর্শনপত্র উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিত হইলে যেমন করা যাইত সেই মত গ্রহণ করা ও বহীতে লেখা ও রাখা ও তদনুসারে কর্ম্ম করা যাইবেক ইতি।

এই আইন নির্দ্দিষ্টহওনের পূর্ব্বে ইষ্টাম্পছাপা না হওয়া কাগজআদিতে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রাদির উপর ইষ্টাম্প ছাপা করিবার হুকুম দিতে বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—এই প্রকরণের দ্বারা ইহাও জানান যাইতেছে যে যে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া এই আইন নির্দ্দিষ্টহওনের পূর্ব্বে ইষ্টাম্পছাপা না হওযা কাগজআদিতে লেখা গিয়া থাকে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া যে ব্যক্তি রাখে ও তাহা প্রবল করিতে চাহে সে ব্যক্তি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য বোর্ড কি কমিস্যনর সাহেবলোক কি সাহেব তাহার স্থানে যে দণ্ড তলব করেন্ তাহা দিলে ঐ সাহেবেরা কি সাহেব তাহার ঐ প্রতিজ্ঞা পত্রইত্যাদির উপর নিরূপিত ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখেন্ এবং ঐ প্রকারে ইষ্টাম্পছাপাহওয়া প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া প্রথমেতেই উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজআদিতে লেখা গেলে যেমন প্রবল হইত চলিত আইনেতে বিপরীত কোন কথা লেখা থাকিলেও সেই মত প্রবল হইবেক ইতি।

ঐ২ বিষয়েতে দরখাস্ত করা যাইবার মতের কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—যে জনেরা ইষ্টাম্প ছাপা না হওয়া কি উপযুক্তহইতে কম মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রাদির উপর হুকুমহওয়া জরীমানা দেওনব্যতিরেকে উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপা করাইতে চাহে তাহারা একেবারে বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে কিম্বা ইষ্টাম্প আফীসের কার্য্যভারাক্রান্ত কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে তদর্থে দরখাস্ত করিবেক ও ঐ দরখাস্ত বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে দেওয়া গেলে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যেমন উপযুক্ত বুঝেন্ হয় ঐ দরখাস্তের বিষয়ের বিবেচনা আপনারা করিবেন কিম্বা তাহা ঐ কালেক্টরসাহেবের নিকটে রিপোর্টের নিমিত্তে পাঠাইয়া দিবেন এবং ঐ দরখাস্ত পূর্ব্বোক্ত কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে দেওয়া গেলে ঐ সাহেব তৎক্ষণে তাহার লিখিত বিষয়ের বিবেচনাদি

করিবেন এবং ঐ সাহেব যে বোর্ডের তাবে থাকেন্ সেই বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে অবিলম্বে ঐ বিষয়ের রিপোর্ট পাঠাইবেন ইতি।

৭ ধারা।

উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপা না হওয়া কাগজআদিতে লিখিত পত্রাদির বিষয়ে যে জরীমানা দিতে হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে কোন জন কি জনেরা কোন আদালতে কিম্বা কোন কালেক্টর সাহেবের কি রেজিষ্টরসাহেবের কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের কাছারীতে ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার কিন্তু নিরূপিত ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদিভিন্ন অন্য কাগজআদিতে লেখা কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়ালজওয়াব কি অন্য কোন লেখাপড়া প্রমাণের কি এস্তেলাকরণের কি রেজিষ্টরী করাইবার কিম্বা অন্য কোন কার্য্যের কারণ কি কোন প্রকারে দাখিল কি উপস্থিত করে কি রিকার্ড করায় কি অন্যের দ্বারা দাখিল কি উপস্থিত কি রিকার্ড করায় তাহা দাখিলআদিকরণিয়া ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়ালজওয়াব কি অন্য লেখাপড়া যে জনের কি জনেরদের নিমিত্তে দাখিল কি উপস্থিত কি রিকার্ড হইয়া থাকে সেই জন কি জনেরাই হউক কিম্বা তাহার কি তাহারদিগের উকীল কি মোখ্তার হউক অথবা এই আইনের ৮ ধারাতে যেং জনের প্রস্তাব করা যাইবেক সেইং জনব্যতিরেকে ঐ আদালতের কিম্বা কাছারীর কার্য্যকারক কোন ব্যক্তিইবা হউক তাহারদিগের ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়ালজওয়াব কি অন্য লেখাপড়া যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদির উপর লেখা উপযুক্ত সেই মূল্যের বিংশতিগুণ টাকা জরীমানা সরকারে দিতে হইবেক ও ঐ অপরাধী সরকারের কোন কার্য্যকারক কি আদালতের মোকররী উকীল হইলে ঐ জরীমানার অতিরিক্ত আপন কর্ম্মহইতে ছাড়া হইবেক ইতি।

উকীলইত্যাদিরা উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপা না হওয়া কাগজআদিতে কাহারু কোন লেখাপড়া করিলে তাহারদিগের যে জরীমানা দিতে হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন আদালতের সিরিশ্তাতে নিযুক্তথাকা যে কোন উকীল কি সওয়ালজওয়াব করিতে মোকররহওয়া অন্য ব্যক্তি কিম্বা যে কোন কাজী অথবা সরকারী কার্য্যকারক ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লিখিতে হইবার কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া নিরূপিত ইষ্টাম্পছাপা না হওয়া কাগজআদিতে লেখে কি লেখায় কিম্বা নিরূপিত ইষ্টাম্পছাপা না হওয়া কাগজআদিতে লেখা প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়ার উপর সাক্ষিস্বরূপ দস্তখৎ করে কি রেজিষ্টরী করে কি তাহা বহীতে লেখায় কিম্বা আসল প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়ার নিমিত্তে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ নিরূপণ করা গিয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য মূল্যের কাগজইত্যাদিতে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়ার নকল প্রামাণ্যের নিমিত্তে প্রস্তুত করে সেই জন কর্ম্মচ্যুতহওনের অতিরিক্ত ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়ার নিমিত্তে যে মূল্যের ইষ্টাম্প নিরূপণ হইয়াছে সেই মূল্যের বিংশতিগুণ টাকা জরীমানা সরকারে দিবেক ইতি।

৮ ধারা।

৮ ধারা।

মূল্যের আধিক্যেতে কোন দোষ না হইবার কথা।

কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কিম্বা অন্য লেখাপড়া এই আইনানুসারে যে মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদিতে লেখা উপযুক্ত তত মূল্যের কি তাহাহইতে অধিক মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদিতে লেখা গেলে সে প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়া তাহা নিরূপিতভিন্ন অন্য ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা যাওনজন্য দোষ গ্রহণ করা যাইবেক না ইতি।

৯ ধারা।

শ্রীযুত যে কাগজে ও যে প্রকারে হুকুম করেন সেই কাগজে ও সেই প্রকারে ইষ্টাম্প ছাপান যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১আইনের যেং কথাক্রমে এ হুকুম করা গিয়াছে যে ঐ আইনের ৫ ধারার বিশেষ করিয়া লেখা ইষ্টাম্পকাগজে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের আফীসে ইষ্টাম্প ছাপা করা যাইবেক সেইং কথা এবং ঐ আইনের অন্য যেং কথাক্রমে বিশেষ কোন প্রকার কাগজেতে ইষ্টাম্প ছাপা হইবার হুকুম হইয়াছে কি তাহার হুকুম আছে বোধ হয় ঐ সকল কথা এই প্রকরণের দ্বারা রদ হইল ও পূর্ব্বোক্ত যেং ইষ্টাম্পকাগজ ইহার পরে ব্যবহার করা যাইবেক ঐং ইষ্টাম্প শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে সময়েং যে স্থানে ও যে প্রকারে ও যে কাগজআদিতে ছাপা করিবার হুকুম হয় সেই স্থানে ও সেই প্রকারে ও সেই কাগজআদিতে ছাপা করা যাইবেক ইতি।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা উপযুক্ত ছেনি প্রস্তুত করিতে হুকুম দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ৫ ধারা উপরের লিখনের অতিরিক্ত শুধরণের নিমিত্তে এই প্রকরণেতে ইহা নির্দ্দিষ্ট হইল যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা এ ক্ষমতা রাখেন্ যে সরকারের অনুমতি লইয়া তাঁহারা এই আইন কি অন্য কোন আইনের অনুসারে ইষ্টাম্পের যেং ভিন্নং মূল্যের হুকুম করা গিয়াছে সেইং মূল্য জ্ঞাপনের ও তাহার অঙ্ককরণের নিমিত্তে যেমনং মুদ্রা উপযুক্ত বুঝেন সেইং মুদ্রার ছেনি যত প্রস্থ প্রয়োজন হয় তাহা প্রস্তুত করিতে হুকুম দেন্ এবং বেলম কি পার্চমেণ্ট কি কাগজ কি অন্য দ্রব্যের প্রত্যেক ফর্দ্দের যেং মূল্য নিরূপণ করা যায় তাহা জ্ঞাপনার্থে দুই কি ততোধিক মুদ্রা তাহার উপর ছাপা করিতে হুকুম দেন্ কিন্তু ইহাও আবশ্যক যে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের আফীসে কি তথায় না হইলে নিরূপিত অন্য কোন স্থানে ছাপাকরা ইষ্টাম্প অর্থাৎ মুদ্রার নম্বর ও মূল্য জেনরল ত্রেজরীতে ছাপাহওয়া প্রতিমুদ্রার নম্বর ও মূল্যের.সহিত মিলে এবং সকল ইষ্টাম্পের মুদ্রার ছেনিতে তাহার মূল্যজ্ঞাপক কথার অতিরিক্ত ইহার পরে যে কথা লেখা যাইতেছে সেই কথা খোদা যাইবেক অর্থাৎ ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের আফীসে কি পূর্ব্বোক্ত অন্য স্থানেতে যে ইষ্টাম্পের মুদ্রা ব্যবহার করা যায় সেই মুদ্রাতে ইষ্টাম্প আফীস্ এই কথা খোদা যাইবেক ও জেনরল ত্রেজরীতে যে প্রতিমুদ্রা ছাপা করা যায় সেই মুদ্রাতে ঐ মত জেনরল ত্রেজরী এই কথা খোদা থাকিবেক ইতি।

১০ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১০ ধারার লিখিত যে২ কথাক্রমে এ হুকুম আছে যে প্রত্যেক জিলাতে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রযের অধ্যক্ষতা কার্য্যকরণের নিমিত্তে কেবল এক আফীস্ করা যাইবেক এবং ঐ আফীসের অধ্যক্ষের বেতনের প্রকার ও পরিমাণের নিরূপণ হইযাছে সেই২ কথা এবং পূর্ব্বোক্ত ধারার যে২ কথাক্রমে এ হুকুম আছে কি না আছে বোধ হয় ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণের অনুমতিপত্র এতদ্দেশজাত জনভিন্ন অন্য কাহাকে দেওয়া যাইবেক না সে সকল কথা এই ধারার লিখনদ্বারা রদ হইল এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত ধারার লিখিত যে২ হুকুম অনুমতিপত্রপাওয়া ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রযকরণিয়াদিগ্‌কে যে সনদ দিতে হয় ও তাহারদিগের যে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিতে হয তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে সেই২ হুকুম ইহার পরের লিখনক্রমে খণ্ডিত যাইতেছে অর্থাৎ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলেতে সমযে২ যেমন হুকুম করেন সেই মতে ভিন্ন২ জিলাতে উপরের লিখিত কার্য্যের নির্ব্বাহের নিমিত্তে আফীস করা যাইবেক এবং এক্ষণে যে২ ইষ্টাম্প আফীস্ আছে কি ইহার পরে করা যাইবেক সেই২ আফীসের কর্ম্মে নিযুক্ত জনেরদের বেতনের নিরূপণ সমযে২ করণের ক্ষমতা সরকারেতে থাকিবেক এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের লিখনদ্বারা ভূমির মালগুজারীর কালেকটরসাহেবদিগকে এ বিষয়ে সামান্যতঃ যে ক্ষমতা ও কার্য্যের ভার অর্পণ করা গিয়াছে ঐ কর্ম্মকারিরা যে২ সরহদ্দের মধ্যে ঐ ক্ষমতাচরণ ও কার্য্য করিবেক সেই২ সরহদ্দ সমযে২ নিরূপণ করিবার ক্ষমতা সরকারেতে থাকিবেক আরো হুকুম করা যাইতেছে যে এই আইনের কি এক্ষণে যে২ আইন চলিতেছে কিম্বা ইহার পরে যে কোন আইন নির্দিষ্ট করা যাইবেক তাহার মধ্যে যে২ কথা ইষ্টাম্পের দ্বারা যে রাজস্ব হয় সেই রাজস্বসম্পর্কীয় কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবেরা যে ক্ষমতা রাখেন্ ও কার্য্য করেন্ ও বেতন পান সেই ক্ষমতা ও কার্য্য ও বেতনের সহিত সম্পর্ক রাখে সেই২ কথা অন্যপ্রকার হুকুম না হইলে উপরের লিখিত হুকুমানুসারে ইষ্টাম্প আফীসের কার্য্যভারাক্রান্ত সরকারের অন্য কার্য্যকারকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও কালেকটরসাহেবেরা কি ইষ্টাম্প আফীসের কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকেরা যে২ লোকদিগ্‌কে উপযুক্ত বুঝেন্ বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের অনুমতি লইযা সেই২ লোকদিগ্‌কে ইষ্টাম্পবিক্রয়ের কার্য্যেতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন আরো হুকুম করা যাইতেছে যে এই আইনের শেষের লিখিতব্য ২ নম্বরের তফসীলের উক্ত কথামতে তাহার অনুমতিপত্র সেই২ লোকদিগ্‌কে দিতে হইবেক এবং অনুমতিপত্রপাওয়া ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিযা লোকদিগের নামের ফর্দ্দ জিলার কালেক্টরসাহেবের কাছারীতে এবং নিকটবর্ত্তি দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানেতে এবং বোর্ড রেবিনিউর কি পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা অন্য যে২ স্থানে দিবার হুকুম দেন্ সেই স্থানেও লটকান যাইবেক ও আরো হুকুম করা যাইতেছে যে কালেক্টরসাহেবের কি জিলার ইষ্টাম্পআফীসের কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের তাবেতে যে সকল

শ্রীযুতের বিবেচনাক্রমে প্রত্যেক জিলাতে ইষ্টাম্প আফীসের কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে লোক নিযুক্ত ও তাহারদিগের বেতন নিরূপণ হওনের কথা।

ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিযাদিগের নিযুক্ত হওনের বিসযের হুকুম খণ্ডনের কথা।

ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রযকরণিযাদিগের নিয়োজন যে প্রকারে হইবেক তাহার কথা।

নিয়োজনের নিয়ম।

লোক ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করিতে এক্ষণে নিযুক্ত আছে কি হুকুম পাইয়াছে কিম্বা ইহার পরে নিযুক্ত হইবেক কি হুকুম পাইবেক তাহারদিগের এই আইনের শেষের লিখিতব্য ৩ তৃতীয় নম্বরের তফসীলের লিখিত মত কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিতে হইবেক এবং তাহার লিখিতব্য দণ্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার লিখিতব্য সকল নিয়মমত কার্য্য করিবার নিমিত্তে মাতবর জামিন দিবেক আরো হুকুম করা যাইতেছ যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক অন্য যেং নিয়ম ঐ কবুলিয়তের অতিরিক্ত উপযুক্ত বুঝেন্ এবং আইনানুসারী হয় চলিত আইনেতে তাহার বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলেও ইষ্টাম্প বিক্রয় কি বিলিকরণিয়া সেইং নিয়মমত কার্য্য করিবার পত্র লিখিয়া দিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি।

১১ ধারা।

বিক্রয়করণিয়ারা সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে ইষ্টাম্পের মূল্যের তফসীলের নকল ও আপনারদিগের অনুমতিপত্র সর্ব্বদা লট্কাইয়া রাখিবার কথা।

তদতিরিক্ত আপনারদিগের নিযুক্তহওনের কথা প্রচারার্থে হুকুমমতে ইশ্তিহারনামা লট্কাইয়া রাখিবার কথা।

তাহা না করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিয়া লোকসকলের অনুমতিপত্র এবং এই আইনের শেষেতে যেং তফসীল লেখা যাইবেক তাহার নকল কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে সাহেবের নিকটহইতে ঐ অনুমতিপত্র দেওয়া যায় সেই সাহেবের পদসম্পর্কীয় দস্তখৎ ও মোহরযুক্তে যে কাছারী কি অন্য স্থানে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করা যায় তথায় সকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানেতে সর্ব্বদা লট্কাইয়া রাখা যাইবেক ও তদতিরিক্ত তাহারদিগের ঐ কর্ম্মেতে নিযুক্তহওন সকল লোকের জ্ঞাপনার্থে কালেক্টর কি ঐ অন্য সাহেবের হুকুমানুসারে ঐ কাছারী কি অন্য স্থানের সদর দরওয়াজার উপর ঐ নিযুক্তহওনের কথা লেখা একং ইশতিহারনামা লট্কাইয়া রাখিতে হইবেক ও যে বিক্রয়করণিয়া এই হুকুমমতে কার্য্য না করে সেই জন ৫০ পঞ্চাশ টাকা জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিয়ারা আপনারদিগের বিক্রয়করা ইষ্টাম্পকাগজ আদির পৃষ্ঠে আপনং নাম দস্তখৎ করিবার কথা।

তাহা না করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যাহারা ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করিতে অনুমতিপত্র পায় তাহারা যত ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করে কিম্বা অন্য প্রকারে কোন কার্য্যের নিমিত্তে কোনং ব্যক্তিরদিগ্কে দেয় তাহার পৃষ্ঠে তাহারা অন্যং কাগজে যেমন সামান্যতঃ আপন নাম দস্তখৎ করে সেই মত নাম দস্তখৎ করিবেক এবং ঐ বিক্রয়করণিয়ারা কি পূর্ব্বোক্ত অন্য জনেরা তদতিরিক্ত ঐ কাগজের প্রত্যেক ফর্দ্দের কি খণ্ডের পৃষ্ঠে ঐ বিক্রয়ের কি দেওনের তারিখ লিখিবেক ও ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিয়া কি দেওনিয়া কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত মত আপন নাম ও বিক্রয়করণ কি দেওনের তারিখ ঐ কাগজের প্রত্যেক ফর্দ্দের কি খণ্ডের পৃষ্ঠে না লিখিয়া বিক্রয় করিলে কি দিলে যদি সেই বিক্রয় করা কাগজের মূল্য ১৬ টাকার অধিক না হয় তবে তাহার প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ঐ ব্যক্তির ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক কিন্তু যদি ঐ প্রকার দস্তখৎবিনা ঐ মত বিক্রয় করা কাগজের মূল্য ১৬ ষোল টাকার অধিক হয় তবে ঐ বিক্রয়করণিয়া আইনের বিরুদ্ধে যেং ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয় করে সেইং কাগজ বিক্রয়জন্য প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ঐং কাগজের

মূল্যের

মূল্যের তিনগুণ করিয়া জরীমানা তাহার দিতে হইবেক ও ঐ কাগজের কোন বিক্রয়করণিয়া কি দেওনিয়া আপনার বিক্রয় করা কি দেওয়া কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্টের পৃষ্ঠে মিথ্যা তারিখ লিখিয়া দিলে ঐ প্রকার প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে তাহার ১০০ এক শত টাকা করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক ও যদি ঐ বিক্রয়করা ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য ঐ এক শতের অধিক হয় তবে সেই ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের ছয়গুণ জরীমানা দিতে হইবেক এবং তদতিরিক্তও আপন কবুলিয়তের লিখিত নিয়মের অন্যথাকরণপ্রযুক্ত যে জরীমানা দিবার কথা লিখিয়া দিয়াছে তাহাও দেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

তারিখ মিথ্যা লিখিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিয়া কি দেওনিয়া কোন জন কালেক্টর সাহেবের কি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের বিশেষ হুকুম কি অনুমতিপত্রপাওনব্যতিরেকে কোন ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি তাহার ইষ্টাম্পের দ্বারা জানান মূল্য সমুদয় না পাইলে কোন জনকে দিবেক না ও অর্পণ করিবেক না ও যে কোন বিক্রয়করণিয়া কি দেওনিয়া কালেক্টরসাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটহইতে বিশেষরূপে লিখিত হুকুম কি অনুমতিপাওনব্যতিরেকে কোন ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট ইত্যাদি ঐ কাগজআদিতে ছাপাহওয়া ইষ্টাম্পের দ্বারা জানান মূল্য সমুদয় না পাইয়া যদি দেয় কি অর্পণ করে তবে সেই জন আপনার ঐ দেওয়া কি অর্পণকরা প্রত্যেক ফর্দ্দের কি খণ্ডের নিমিত্তে ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানা দিবেক এবং তদতিরিক্ত ঐ কাগজের মূল্য সমুদয় না পাওয়া গেলে যত বাকী থাকে তাহাও ঐ জনের দিতে হইবেক এবং যে কোন জন পূর্ব্বোক্ত সমুদয় মূল্য না দিয়া কোন ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদি লয় কি গ্রহণ করে সেই জনের ঐমত লওয়া কি গ্রহণকরা প্রত্যেক ফর্দ্দ কি খণ্ড কাগজআদির নিমিত্তে ঐ জরীমানা দিতে হইবেক ইতি।

বিক্রয়করণিয়া অনুপযুক্ত মূল্যেতে ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয় না করিবার কথা।

পূর্ণ মূল্য না পাইয়া ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয় করিলে কি দিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

অনুপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিয়া কি দেওনিয়া সমস্ত জনেরা তাহারদিগের স্থানে যে২ লোক যে২ মূল্যের কাগজ ক্রয় করিতে চাহে তাহা সেই২ লোককে অনাবশ্যক বিলম্বকরণবিনা দিবেক এবং কোন জন ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিয়া কোন জনের স্থানে কোন প্রকার ইষ্টাম্পকাগজআদি চাহিলে যদি সেই বিক্রয়করণিয়া কি দেওনিয়া তাহার নিকটে তাহা থাকিতে ঐ চাহনিয়া রোক টাকায় কি সরকারের রাজস্ব আদায়করণেতে যে নোট চলে সেই নোটের দ্বারা তাহার মূল্য দিতে উদ্যত হইলেও তাহাকে সেই কাগজআদি দিতে অসম্মত হয় কি ইচ্ছাপূর্ব্বক বিলম্ব করে সেই জন এমন প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানা দিবেক ইতি।

কাগজআদি দিতে অসম্মত হইলে কি বিলম্ব করিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিয়া কি দেওনিয়া কোন জন আপন বিক্রয়করা কি দেওয়া কাগজ কি পার্চমেণ্টইত্যাদির উপর ছাপা করা ইষ্টাম্পের দ্বারা যে মূল্য জানান গিয়াছে তাহাহইতে অধিক মূল্য কাহার স্থানে কোন কারণ বশিয়া কি ছল করিয়া লইবেক না ও গ্রহণ করিবেক না ও চাহিবেক না এবং যে লোক ঐ ইষ্টাম্প

কোন বিক্রয়করণিয়া আপন বিক্রয়করা কোন কাগজআদির মূল্য নিরূপিতহইতে অধিক না লইবার কথা।

কাগজআদি

উপযুক্তহইতে অধিক মূল্য লইলে কি চাহিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

কাগজআদি ক্রয় করিতে আইসে তাহারদিগের স্থানে কোন ফীস্ কি ইনাম কি পরিবর্ত্ত লইবেক না ও যে কোন বিক্রয়করণিয়া কি দেওনিয়া কোন কর্ম্মের নিমিত্তে কোন জনের স্থানে ইষ্টাম্পযুক্ত কোন কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে কি দিতে কোন ছলেতে সেই কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য দ্রব্যের উপর ছাপাকরা ইষ্টাম্পের দ্বারা যে মূল্য জানান গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত টাকা লয় কি তলব করে সেই বিক্রয়করণিয়ার এমন প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে সিক্কা ১০০ এক শত টাকা করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক ইতি।

বিক্রয়করণিয়াদিগের হিসাব রাখিতে হইবার কথা।

বিক্রয়করণিয়ারা আপনারদিগের ইষ্টাম্পকাগজাদি বিক্রয়করাতে পাওয়া টাকা বিনা কসুরে দাখিল করিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— যে সকল লোক ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করিবার কি দিবার নিমিত্তে অনুমতিপত্র পায় তাহারা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুম মত আপনারদিগের পাওয়া ও বিক্রয়াদিকরা ইষ্টাম্পকাগজআদির হিসাব রাখিবেক এবং কালেক্টরসাহেবের সময়েং তলব করণানুসারে ঐ হিসাবের কোন আবশ্যক অংশের কি সমুদয়ের নকল ঐ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেক ও ঐ পূর্ব্বোক্ত জনেরা সরকারের তরফহইতে বিক্রয়ের নিমিত্তে তাহারদিগকে সমর্পণকরা ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়করণেতে যত টাকা পায় তাহা কালেক্টরসাহেবের হুকুমমতে নিরূপিত সময়ে বিনাকসুরে ঐ সাহেবের নিকটে দাখিল করিবেক এবং যখন হুকুম হয় তখনি কালেক্টরসাহেবকে কিম্বা তাহারদিগের রাখা হিসাব দৃষ্টি করিবার নিমিত্তে ঐ সাহেবের নিযুক্তকরা অন্য কোন জনকে ঐ হিসাব দৃষ্টি করিতে দিবেক এবং যে সে কোন সময়ে তাহারদিগের নিকটে মৌজুদথাকা ইষ্টাম্পকাগজআদি দেখিতে ও তজবীজ করিতে দিবেক ইতি।

হিসাব দাখিল করিতে অসম্মতহওনের কি ত্রুটি করণের জরীমানার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিয়া কি দেওনিয়া যে কোন জন কে কালেক্টরসাহেবের তাবে থাকে সেই জন সেই সাহেবের নিকটহইতে হুকুমনামা কি অনুমতিপত্র পাইয়া তাহার লিখিত সময়ে আপনার রাখা কোন হিসাব দাখিল করিতে ত্রুটি করে এবং বোর্ড রেবিনিউর কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে ঐ হিসাব দাখিল করিতে ত্রুটিকরণের প্রত্যয়জনক হেতু না জানায় সেই জনের ৫০ পঞ্চাশ টাকা জরীমানা দিতে হইবেক এবং তাহার অতিরিক্ত ঐ হিসাব দাখিল করিবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবের হুকুমনামাতে যে তারিখ নিরূপণ করা গিয়া থাকে সেই তারিখঅবধি ঐ হিসাব দাখিল না করণের তারিখপর্য্যন্ত বোর্ডের সাহেবলোক কি পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা যেমন হুকুম করেন্ সেই মত প্রতিদিন জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

হিসাব ও মৌজুদথাকা কাগজআদি দৃষ্টি ও তজবীজ করিতে কালেক্টর সাহেবকে না দিলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।— যদি কোন বিক্রয়করণিয়া কি দেওনিয়া কালেক্টরসাহেবকে কিম্বা তাঁহার মোহর ও দস্তখতী হুকুমনামার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য জনকে হুকুম পাইবামাত্র ঐ হিসাব দৃষ্টি করিতে এবং ঐ সময়ে তাহার নিকটে মৌজুদথাকা ইষ্টাম্পকাগজআদি দেখিতে ও যাঁচিতে দিতে অসম্মত হয় তবে সেই বিক্রয়করণিয়াদি অসম্মতিসূচক বাক্য যতবার কহে তাহার প্রত্যেক বারের নিমিত্তে সিক্কা ১০০ এক শত টাকা করিয়া

জরীমানা

জরীমানা ঐ বিক্রয়করণিয়াদির দিতে হইবেক এবং তদতিরিক্ত ঐ বিষয়েতে তাহার সম্মতি না হওনপর্য্যন্ত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যেমত হুকুম করেন্ সেইমত প্রতিদিন জরীমানাদেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৯ নবম প্রকরণ।— কোন বিক্রয়করণিয়ার কি দেওনিয়ার অনুমতিপত্র যখন ফিরিয়া লওয়া যায় কি সে যখন কর্ম্ম ত্যাগ করে সেই সময়ে তাহার নিকটে মৌজুদথাকা সকল ইষ্টাম্পকাগজআদি এবং যে সময়ে যত ইষ্টাম্পকাগজআদি তাহাকে সমর্পণ করা গিয়া থাকে তাহা বিক্রয়ের ও দেওনের সমস্ত হিসাব এবং তাহার অনুমতিপত্র ফিরিয়া লওনের কি তাহার কর্ম্ম ত্যাগকরণের তারিখপর্য্যন্ত ঐ কাগজআদি বিক্রয়করণ ও দেওনের দ্বারা পাওয়া টাকার মধ্যে যত টাকা ইষ্টাম্পের কালেক্টরসাহেবের নিকটে দাখিল না করিয়াছে কি তাহার হিসাব না দিয়াছে সে সমস্ত টাকা ও তাহার হিসাব এবং ঐ বিক্রয করণিয়া কি দেওনিয়া ঐ ইষ্টাম্পের কালেক্টরসাহেবের নিকটহইতে যেং সনদ ও পরওয়ানা কিম্বা অন্যং লেখাপড়া পাইয়া থাকে তাহাও সমস্ত ঐ কালেক্টরসাহেবের নিকটে কি তাঁহার মোহর ও দস্তখতী হুকুমনামার দ্বারা তাহা লইবার ক্ষমতাপন্ন অন্য জন কি জনেরদিগকে তৎক্ষণে দিবেক এবং এই আইনের ১৬ ধারার ৫ প্রকরণের লিখনানুসারে ঐ বিক্রয়করণিয়া কি দেওনিয়া ঐ প্রকরণের হুকুম মতে তাহাকে দেওয়া ইষ্টাম্প কাগজআদির মূল্য যত টাকা দিয়া থাকে ঐ টাকা তাহাকে ফিরিয়া দেওযা যাইবেক ও এই প্রকার কর্ম্মচ্যুত কি কর্ম্মত্যাগকরা কোন বিক্রয়করণিযা কি দেওনিযা লোক আপনার নিকটে থাকা উপরের উক্ত হিসাব ও কাগজআদি ও ঐ হিসাবের বাকী রোক টাকা কি তাহার কোন অংশ দাখিল করিতে অসম্মত হয় কি ক্রটি করে তবে ঐ লোকের ঐ অসম্মতহওন ও ক্রটিকরণপ্রযুক্ত কালেক্টরসাহেবের সিরিশ্তাতে থাকা হিসাবানুসারে তাহার নিকটে মৌজুদথাকা ইষ্টাম্পকাগজআদির মূল্যের ও রোক টাকার তিনগুণ পরিমাণে জরীমানা দিতে হইবেক এবং তদতিরিক্ত ঐ হিসাবাদি দাখিল করিতে যত দিন বিলম্ব করে বোর্ড রেবিনিউর কি পূর্ব্বোক্ত তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা যেমন হুকুম করেন্ সেই মত ঐ বিলম্বের দিনং জরীমানা দিতে হইবেক ইতি।

কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কি কর্ম্মচ্যুত হইলে ইষ্টাম্পকাগজআদি ও হিসাব দাখিল করিতে হইবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।— কোন বিক্রয়করণিয়া কি দেওনিয়ার মৃত্যু হইলে কালেক্টরসাহেব এমত ক্ষমতা রাখেন্ যে তাহার উত্তরাধিকারিকে কি ধনাধ্যক্ষ জনকে কিম্বা মৃত ব্যক্তির কি তাহার ধনাধ্যক্ষ ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত জনকে হুকুম দেন্ যে ঐ বিক্রয়করণিয়া কি দেওনিয়ার মরণ কালে তাহার নিকটে যে সকল ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট ইত্যাদি মৌজুদ ছিল এবং ঐ কাগজআদির বিক্রয় ও দেওনসম্পর্কীয় সকল হিসাব এবং পূর্ব্বোক্ত যে সকল সনদ ও পরওয়ানা ও অন্য লেখাপড়া ঐ মৃত ব্যক্তির দ্রব্যজাতের মধ্যে পাওয়া যায় সে সমস্ত তাঁহার নিকটে দাখিল করে এবং ঐ উত্তরাধিকারী কি ধনাধ্যক্ষ কিম্বা অন্য যে কোন জন মৃত ব্যক্তির ধনের রক্ষণাবেক্ষণ করে সে জন যদি ঐ হিসাবাদি দাখিল করিতে না চাহে কিম্বা কালেক্টরসাহেবের হুকুম হইলে ঐ হিসাব ও কাগজআদি

বিক্রয়করণিযার মৃত্যু হইলেও ঐ মত করিতে হইবার কথা।

তালাশ

তালাশ করিতে দিতে না চাহে তবে ঐ উত্তরাধিকারির কি ধনাধ্যক্ষের কি ধনের রক্ষণা বেক্ষণকারির এমন প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক এবং তদতিরিক্ত তলবকরা ইষ্টাম্প কাগজইত্যাদি ও হিসাব ও অন্য লেখাপড়া দাখিল করিতে যত দিন বিলম্ব করে তত দিন বোর্ড রেবিনিউর কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা যেমন হুকুম করেন সেই মত দিন২ জরীমানা দিতে হইবেক ইতি।

বাকীথাকা টাকা ও কাগজের নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবের নালিশ করিতে হইবার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—আরো হুকুম করা যাইতেছে যে কালেক্টরসাহেবের এক্ষমতা থাকিবেক যে এই প্রকরণের পূর্ব্বের দুই প্রকরণের উক্ত প্রকার হইলে এবং বিক্রয়কর ণিয়া কি দেওনিয়া কোন ব্যক্তি সরকারহইতে বিক্রয়করণের নিমিত্তে তাহার স্থানে দেওয়া কোন ইষ্টাম্প কাগজআদির হিসাব এবং তাহার মূল্যের টাকা দাখিলকরণে কোন প্রকারে ত্রুটি কি বিলম্ব করিলে তৎক্ষণে ঐ বিক্রয়করণিয়া কি দেওনিয়ার জামিনকে ঐ মৌজুদথাকা কাগজআদি কি তাহার মূল্যের বাকী টাকা দাখিল করিতে হুকুম দেন ও ঐ জামিন কি জামিনেরা ইহাতে ত্রুটি করিলে তাহার কি তাহারদিগের জামিনীনামা আদালতে উপস্থিত করণ দ্বারা জাবেতামতে কিম্বা ইহার পরে এই আইনে যেমন২ লেখা যাইবেক সেইমত সরাসরীমতে তাহার কি তাহারদিগের নামে নালিশ করেন ইতি।

কালেকটরসাহেব তালাশীর পরওয়ানা দিতে পারিবার কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—আরো হুকুম করা যাইতেছে যে এই প্রকরণের পূর্ব্বের চারি প্রকরণের প্রস্তাবিত কোন জন পূর্ব্বোক্ত মত কার্য্য করিতে ত্রুটি করিলে কি অসম্মত হইলে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ পূর্ব্বোক্ত জনেরা যে কোন কাগজ কি টাকা কি হিসাব দাখিল না করিয়া আপন নিকটে রাখে তাহার অনুসন্ধানের নিমিত্তে আপন পদসম্পর্কীয় মোহর ও দস্তখৎযুক্ত তালাশীর পরওয়ানা পাঠান ও তাহা আব কারী মহালের কার্য্যকারক সাহেবদিগের নিকটহইতে হওয়া পরওয়ানা জারীকরণের সহিত যে নিষেধবিধি সম্পর্ক রাখে সেই নিষেধবিধিক্রমে জারী করা যাইবেক ইতি।

১২ ধারা।

উপযুক্তরূপে পৃষ্ঠে দস্তখৎ না থাকা কাগজ দাখিল করিলে কি বহীতে লেখাইলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শন পত্র কি দরখাস্ত কি সওয়ালজওয়াব কি অন্য লেখাপড়া ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়কর ণের অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত কিম্বা ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয় করিতে কি দেওনের নিমিত্তে উপ যুক্তরূপে নিযুক্তহওয়া অন্য কোন লোকের দস্তখৎ পৃষ্ঠেতে থাকনবিনা হুকুমানুসারে নিরূপণহওয়া ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা গিয়াও কোন আদালতে কি সরকারের অন্য কোন কাছারীতে কিম্বা কোন জজ কি কালেক্টর কি রেজিষ্টর কি সরকারের অন্য কার্য্যকারকের নিকটে উপস্থিত কি দাখিল করা কি বহীতে লেখান যায় তবে যে জন কি জনেরা ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়ালজওয়াব কি অন্য লেখা পড়া দাখিল কি উপস্থিত করিয়া কি বহীতে লেখাইয়া থাকে কি অন্যের দ্বারা উপস্থিত কি দাখিল করাইয়া কি বহীতে লেখাইয়া থাকে সেই জনের কি জনেরদের ইষ্টাম্পযুক্ত

কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজে লেখা কাগজ দাখিল হইলে যে কার্য্য করিতে হইবেক তাহার কথা।

ঐ কাগজ কি অন্য বস্তুর মূল্যের পাঁচগুণ টাকা জরীমানা দিতে হইবেক এবং যদি কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়ালজওয়াব কি অন্য লেখাপড়া কৃত্রিম ইষ্টাম্পযুক্ত কি পৃষ্ঠেতে কৃত্রিম দস্তখৎযুক্ত কাগজআদিতে লিখিত হইয়া দাখিল কি উপস্থিত করা কি বহীতে লেখান যায় তবে যে জন ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়া দাখিল করে কি উপস্থিত করে কি বহীতে লেখায় কি অন্যের দ্বারা তাহা দাখিল কি উপস্থিত করায় কি বহীতে লেখায় সেই জন ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি যে কাগজআদিতে লেখা গিয়া থাকে তাহার পৃষ্ঠে এই আইনের ১১ ও ১৪ ও ১৫ ধারার হুকুমমত দস্তখৎ ও তারিখ লেখা থাকন এবং ঐ কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদির পৃষ্ঠে যে ব্যক্তির নাম দস্তখৎ থাকে ঐ কাগজইত্যাদি তাহারি স্থানেতে ঐ কাগজআদির পৃষ্ঠের লিখিত তারিখেতে ক্রয়করা কি লওয়া গিয়াছে ইহার প্রমাণ দিতে পারণব্যতিরেকে তাহার ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি লেখা যাওনের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পকাগজ উপযুক্ত হয় তাহারি মূল্যের বিশগুণ টাকা সরকারে জরীমানা দিতে হইবেক ও যদি কৃত্রিম ইষ্টাম্প ছাপাহওয়া ঐ কাগজইত্যাদির পৃষ্ঠে উপরের উক্ত ঐ দস্তখৎ ও তারিখ উপযুক্তরূপে লিখিত হইয়া থাকে এবং যে জজ কিম্বা অন্য কর্ম্মকারি সাহেবের নিকটে কি কাছারীতে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়া দাখিল কি উপস্থিত করা কি বহীতে লেখান যায় সেই জজসাহেবইত্যাদি ঐ কাগজআদি দ্রব্যের ক্রয় ও দস্তখৎহওনের বিষয়ে যেং প্রমাণ দেওয়া যায় তাহা প্রবল বোধ করেন্ তবে ঐ সাহেব নিজে কালেক্টরের ভার না রাখিলে ঐ কাগজইত্যাদি কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন এবং ঐ বিষয়েতে আপনি যে বিবেচনা করেন্ তাহার বেওরাও ঐ কালেক্টরসাহেবকে লিখিয়া পাঠাইবেন এবং কালেক্টরসাহেব ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কিম্বা নিদর্শনপত্রাদি যে ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কি অন্য বস্তুর উপর লেখা উপযুক্ত ঐ ব্যক্তি তাহার অর্দ্ধেক মূল্য দিলে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদিতে প্রকৃত ইষ্টাম্প উপযুক্তরূপে ছাপা করা যাইবার নিমিত্তে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

যে লোকেরা জানিতে পায় যে আপনারদিগের নিকটে কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজে লেখা কাগজ আছে তাহারদিগের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কোন ব্যক্তি যদি ইহা জানিতে পায় যে এই আইনের ১১ ও ১৪ ও ১৫ ধারার উক্ত মত দস্তখৎ ও তারিখযুক্ত কৃত্রিম ইষ্টাম্প ছাপাহওয়া কাগজ কি অন্য বস্তুতে লেখা কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়া আপনার স্থানে আছে এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবলোকের কিম্বা কালেক্টরসাহেবের অথবা ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয় ও বিলিকরণার্থে স্থাপনকরা আফীসের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য সাহেবের নিকটে তাহা এত্তেলা করে তবে ঐ জন সেই কাগজ কি অন্য বস্তুর পৃষ্ঠে যাহার নাম দস্তখৎ হইয়া থাকে তাহারি নিকটে তাহা ঐ কাগজআদির পৃষ্ঠের লিখিত তারিখে ক্রয়করণ কি পাওয়া যাওনের প্রত্যয়যোগ্য প্রমাণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবলোকের নিকটে দিতে পারিলে সেই প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়ার উপর কোন ফীস কি খরচা লওনব্যতিরেকে প্রকৃত ইষ্টাম্প ছাপা হওনের হুকুম হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

১৩ ধারা।

যেং মতে দণ্ডের বিষয়ে বোর্ডের সাহেবদিগের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইনের ১০ ও ১১ ধারার লিখিত হুকুমের ব্যতিক্রমকরণপ্রযুক্ত কি আপনং কবুলিয়তের লিখিত কোন নিয়মের ব্যতিক্রমকরণপ্রযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিয়া কি দেওনিয়ারা যে সকল দণ্ড ও জরীমানার যোগ্য হইবেক তাহার বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক এবং কালেক্টরসাহেবদিগের যেং প্রকারে ও নিয়মমতে কার্য্য করিতে হইবেক তাহা এবং ঐ বিষয়ে যেং বিষয়েতে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা জজের মত ক্ষমতা রাখেন্ সেইং বিষয়ে আপনারা যে নিয়মমতে কার্য্য করিবেন তাহাও বোর্ড রেবিনিউর কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবলোক নিরূপণ করিতে পারিবেন ও করিবেন ইতি।

বিক্রয়করণিয়া ও দেওনিয়াদিগের জরীমানার টাকা ও তাহারদিগের স্থানে বাকীথাকা টাকা উসুল করা যাওনের মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐং জরীমানা বোর্ডের সাহেবলোক কি পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপন্ন সাহেবদিগ্‌হইতে নিরূপণ হইলে তাহা এবং উপরের উক্ত ঐ বিক্রয়করণিয়া কি দেওনিয়ার কিম্বা ইষ্টাম্পের সিরিশ্‌তাসম্পর্কীয় অন্য কোন কর্ম্মকারির স্থানে যত টাকা বাকী থাকে তাহাও কালেক্টরসাহেবেরা ভূমির কোন ইজারদারের কি তাহার জামিনের স্থানে ভূমির মালগুজারীর বাকী টাকা যেং মতে উসুল করা উপযুক্ত সেইং মতে ঐ বিক্রয়করণিয়া কি দেওনিয়ার কি কর্ম্মকারির কি তাহারদিগের জামিনদিগের স্থানহইতে উসুল করিবেন ইতি।

উপরের লিখিত জরীমানাব্যতিরেকে অন্য জরীমানা উসুল করা যাওনের মতের কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের জরীমানা মাফকরণের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই ধারার ১ প্রকরণের লিখিত জরীমানাব্যতিরেকে এই আইনের হুকুমমতে হওয়া আর সমস্ত জরীমানা কালেক্টরসাহেবের কি ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় কি বিলি করা যাওনের অর্থে স্থাপনকরা আফীসের কার্য্যকারকের নালিশ কি এত্তেলাকরণদ্বারা কিম্বা অনুপযুক্ত নিদর্শনপত্রাদি কোন লেখাপড়া সরকারের কোন কাছারীতে দাখিল কি উপস্থিত হইলে কি বহীতে লেখা গেলে ঐ কাছারীর কার্য্যভারাক্রান্তের কি তাঁহার কোন আমলার কি অন্য কোন জনের নালিশ কি এত্তেলাকরণ দ্বারা দেওয়ান আদালতে সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তিপূর্ব্বক উসুল করা যাইবেক কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে এই আইনের হুকুমানুসারে যে সকল দণ্ড ও জরীমানা করা যায় তাহার নিরূপণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কি আদালতের সাহেবেরাই করুন্ অপরাধ যে বোর্ডের সরহদ্দের মধ্যে হইয়া থাকে সেই বোর্ডের সাহেবেরা আপনারদিগের বিবেচনানুসারে ঐ হুকুমকরা জরীমানা কমাইতে কিম্বা তাহার কোন অংশ কি সমুদয় মাফ করিতে পারিবেন এবং ঐ বোর্ডের সাহেবলোকের হজুরহইতে জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠান হুকুমনামা আদালতের সাহেবের সম্বন্ধে এই আইনের হুকুমের ব্যতিক্রমকরণহেতুক হওয়া জরীমানার টাকা না দেওনপ্রযুক্ত কয়েদহওয়া কোন জনকে ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতার প্রমাণ হইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

৪ চতুর্থ প্রকরণ —। এই আইনানুসারে যেং কার্য্যকরণপ্রযুক্ত দণ্ড কি জরীমানাহওনের হুকুম হয় ঐং কার্য্যকরণি[redacted] কোন জনের ঐ অপরাধ প্রমাণহওনের সন্ধান পাওয়া যাওনের সম্বাদ যে জনেরা দেয় ঐ অপরাধির অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহার যত টাকা দণ্ড কি জরীমানা হয় তাহার অর্দ্ধেক ঐ সম্বাদদেওনিয়া পাইবেক ও আর অর্দ্ধেক এবং এই আইনের ৬ ধারার ৫ ও ৬ ও ৭ও ৮ প্রকরণানুসারে যে লোকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ইষ্টাম্প ছাপা না হওয়া কাগজআদিতে কি অনুপযুক্ত ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজআদিতে লিখিত নিদর্শনপত্রাদি উপস্থিত করে তাহারদিগের স্থানে উসুলকরা সমস্ত জরীমানার টাকাও সরকারের নামে জমা করা যাইবেক ইতি।

সম্বাদদেওনিয়ার ইনামের কথা।

১৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ৯ প্রকরণের লিখিত হুকুম শুধরণের নিমিত্তে এই ধারাক্রমে ইহা হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে যে অনুমতিপত্রব্যতিরেকে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণসম্পর্কীয় লোকদিগের দণ্ডের নিমিত্তে ঐ প্রকরণেতে যে হুকুম লেখা গিয়াছে তাহা যে লোক আপন কার্য্যের নিমিত্তে অনুমতিপত্রপাওয়া বিক্রয়কর নিয়া কি দেওনিয়া কোন জনের নিকটে পৃষ্ঠেতে হুকুমমতে দস্তখৎকরা ইষ্টাম্পকাগজআদি ক্রয় করিয়া ঐ কাগজ কি অন্য বস্তুতে ছাপাহওয়া ইষ্টাম্পের দ্বারা জানান মূল্যের তুল্য মূল্য পাইয়া অন্যেরে ঐ কাগজ কি অন্য বস্তু দেয় সে লোকের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না কিন্তু হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ প্রকারে যেং জন ইষ্টাম্পকাগজআদি হস্তান্তর করে সেইং জন এক কি ততোধিক বিশিষ্ট লোকের সাক্ষাৎকারে ঐ কাগজআদির পৃষ্ঠে আপনং নাম দস্তখৎ করিয়া দিবেক এবং ঐ কাগজআদি পূর্ব্বোক্ত মতে ক্রয় করা যাওনের প্রমাণ দিবার দায় ঐ হস্তান্তরকরণিয়ার শিরে থাকিবেক আরো হুকুম করা যাইতেছে যে যদি কোন জন যে কোন কাগজ কি অন্য দ্রব্যের উপর সরকারী ইষ্টাম্প কিম্বা সরকারী ইষ্টাম্পবোধক অন্য ইষ্টাম্প ছাপা হইয়া থাকে এমন ইষ্টাম্পকাগজআদি তাহার ইষ্টাম্পের দ্বারা জানান মূল্যহইতে কম মূল্যেতে বিক্রয় কিম্বা ক্রয় করে তবে ঐ জনের ক্রয় কি বিক্রয়করা ঐ কাগজ কি অন্য বস্তুর প্রত্যেক খণ্ডের নিমিত্তে ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া সেই জনের জরীমানা হইবেক এবং তদতিরিক্ত ঐ জন ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ৯ প্রকরণের লিখিত দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

কোন জন ইষ্টাম্পকাগজ হস্তান্তরকরণের বিষয়ের হুকুম শুধরণের কথা।

ইষ্টাম্পকাগজ হস্তান্তর করা যাওনের মতের কথা।

১৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যে মহাজনেরা ও নীলকরেরা এবং অন্য জনেরা আপনারদিগের যেং বিষয়ের নিদর্শনপত্রাদি সরকারী ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজইত্যাদিতে লেখা যাইবার আবশ্যক হয় তাহার নিমিত্তে আপনার দিগের নিকটে নানা প্রকার ইষ্টাম্প ছাপাহওয়া কাগজ কি পার্চমেণ্টইত্যাদি সর্ব্বদা রাখিতে চাহে তাহারদিগের কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে চলিবার নিমিত্তে এই প্রকরণেতে হুকুম করা যাইতেছে যে যে কোন জন যত ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ

উত্তর কালের কার্য্যের নিমিত্তে যে লোকেরা ইষ্টাম্পকাগজআদির আবশ্যক হয় তাহারা তাহা পাইবার মতের কথা।

কি

কি অন্য বস্তু লইতে ইচ্ছা করে সেই জন চব্বিশ্পরগনার কালেক্টরসাহেবের কিম্বা সময়ে২ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে যে সাহেব কি সাহেবদিগের প্রতি ঐ কার্য্যের ভার দেন্ সেই সাহেব কি সাহেবদিগের নিকটে দরখাস্ত করিলে ও যে২ ইষ্টাম্পকাগজআদি লইতে চাহে তাহার মূল্য ঐ সাহেবের খাজানাদফ্তরে দাখিল হইলে ঐ দাখিলকরা টাকার সংখ্যা ও বাঞ্ছিত ইষ্টাম্পকাগজআদির সংখ্যা ও তাহার মূল্যজ্ঞাপক এক সর্টিফিকট্ পূর্ব্বোক্ত ঐ কালেক্টর কি অন্য সাহেবের নিকট হইতে পাইবেক ও ঐ সর্টিফিকট্ ও যত আবশ্যক তত সাদা কাগজ কি পার্চমেণ্ট কি অন্য বস্তু ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের কিম্বা ইষ্টাম্প আফীসের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য সাহেবের নিকটে দিলে ঐ সাহেব তৎক্ষণে ঐ কাগজআদির উপর ঐ সর্টিফিকটের লিখিত মূল্যজ্ঞাপক ইষ্টাম্প ছাপা করিবার হুকুম দিবেন এবং জেনরল ত্রেজরীতে তাহার উপযুক্ত প্রতিমুদ্রা ছাপা করা যাইবার নিমিত্তে ঐ কাগজ ও পার্চমেণ্ট ও অন্য দ্রব্য পাঠাইবেন কিন্তু ইহাও জানান যাইতেছে যে যে কোন জন যে২ ইষ্টাম্পের নিমিত্তে টাকা দিতে উদ্যত হয় ঐ২ ইষ্টাম্পের মূল্য যদি মোটে ১০০ এক শত টাকার কম হয় এবং যে কাগজ কি বেলম কি অন্য দ্রব্যের উপর ইষ্টাম্প ছাপা করাইতে ইচ্ছা করে তাহা যদি ২০ কুড়ি খানের কম হয় তবে তাহার নিমিত্তে কোন জন কালেকটরসাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেবের নিকটে সর্টিফিকট্ পাইবার দরখাস্ত করিতে পারিবেক না ইতি।

যাহারা কাগজে ইষ্টাম্প ছাপা করাইয়া লইতে চাহে তাহারদের রসীদ উপস্থিত করণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কোন ব্যক্তির কারণ ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার নিমিত্তে যে কোন কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট উপস্থিত হয় তাহাতে যে২ ইষ্টাম্পছাপা করাইতে হইবেক তাহার মূল্য সমুদয় ঐ কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেবের নিকটে দাখিলহওনের রসীদ ঐ কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেবের দস্তখৎযুক্ত সঙ্গে থাকনব্যতিরেকে কিম্বা এই আইনানুসারে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে অর্পণকরা ক্ষমতানুসারে ঐ সাহেবদিগের নিকটহইতে ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার নিমিত্তে পাঠান যাওনব্যতিরেকে ঐ কাগজআদি ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব কোন প্রকারে লইবেন না ও ঐ কালেক্টর কি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেবের দেওয়া রসীদেতে দাখিলহওয়া টাকার মোট সংখ্যা ও বাঞ্ছিত ইষ্টাম্পের সংখ্যা ও প্রকার এবং তাহা যত ফর্দ্দ কি খণ্ডের উপর ছাপা করিতে হইবেক তাহার ঠিক সংখ্যা লেখা থাকিবেক এবং ঐ সকল রসীদ যাহা করিতে হয় সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমানুসারে করিবেন ইতি।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব অন্য কাহারু উপস্থিত করা কাগজে ইষ্টাম্প ছাপা করাইতে হইলে তাহার বিবেচনা ও নিশ্চয় করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব আপনার এক কি ততোধিক আমলাকে উপরের উক্ত মত ছাপা করাইবার নিমিত্তে উপস্থিতকরা সমস্ত কাগজআদি দ্রব্য লইতে এবং জিলা চব্বিশপরগনার কালেক্টরসাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেবের রসীদের সহিত তাহা মিলাইতে নিযুক্ত করিবেন এবং ঐ কাগজইত্যাদির উপর ইষ্টাম্প ছাপা করা গেলে পর ঐ আমলা পুনর্ব্বার তাহা গণনা করিবেক ও ঐ কাগজ কি অন্য দ্রব্যের প্রত্যেক ফর্দ্দ কি খণ্ডের পৃষ্ঠে আপন নাম দস্তখৎ করিবেক এবং ঐ কাগজআদি

ফিরিয়া

ফিরিয়া দিবার নিমিত্তে যে তারিখে প্রস্তুত হয় ঐ তারিখ তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের পৃষ্ঠে লিখিবেক এবং তদতিরিক্তও ঐ কর্ম্মের কারণ আপনার নিকটে রাখা এক বহীতে ঐ সকল করা যাওনবোধক কথা এবং যতং কাগজইত্যাদিতে যেং ইষ্টাম্প ছাপা হইয়াছে তাহারো কথা তাহাতে লিখিবেক ও ঐ কাগজ কিম্বা অন্য বস্তু উপরের উক্ত মতে প্রস্তুত হইলে পরে তাহার এক পুলিন্দা করা গিয়া সেই পুলিন্দার উপর ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের মোহর করা যাইবেক এবং যে জন ঐ কাগজআদি তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া থাকে ঐ প্রকারে তাহার নিকটে তৎক্ষণে পাঠাইতে হইবেক কিম্বা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের ইচ্ছা হইলে এমন খবর দেওয়া যাইবেক যে ঐ কাগজআদি প্রস্তুত হইয়াছে তাহা লইবার নিমিত্তে যখন কোন লোক আসিবেক তখনি দেওয়া যাইবেক ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—কোন জন কি জনেরা ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার নিমিত্তে কোন কাগজআদি ইষ্টাম্প আফীসে পাঠাইতে চাহিলে এবং সুতরাং পূর্ব্বে তাহার পূরা মূল্য উপরের উক্ত মতে দাখিল করিয়াথাকিলে কালেক্টরসাহেবকি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেব তাহার এক সময়ে দাখিলকরা মূল্যের টাকা যদি ৫০০ পাচ শতের অধিক হয় তবে তাহার দেওয়া মূল্যের মোটের উপর শতকরা ৪ চারি টাকার হিসাবে কিম্বা সময়েং শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে খবর দেওন দ্বারা অন্য যে হার নিরূপণ করেন সেই হারে শতকরা ছুট ঐ টাকা দাখিলকরণিয়াকে ফিরিয়া দিবেন এবং ঐ ছুটের মোট টাকা কালেক্টরসাহেবের কি পূর্ব্বোক্ত অন্য সাহেবের হিসাবের খাতাতে খরচ লেখা যাইবেক ইতি।

যাহা হইলে ছুট দিতে ও তাহা শতকরা যত দিতে হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের এক্ষমতা থাকিবেক যে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত যে বিক্রয়করণিয়ারা ইষ্টাম্প কাগজআদি ক্রয় করিতে চাহে এই ধারার লিখিত হুকুমানুসারে তাহারদিগকে ইষ্টাম্প কাগজআদি দিবার হুকুম দিতে পারেন ও তাহা দেওয়াইতে পারেন কিন্তু ঐ সকল লোকেরা আপনারদিগের ঐ মতে পাওয়া ইষ্টাম্পকাগজআদি সরকারের তরফহইতে বিক্রয়করণার্থে সামান্যতঃ দেওয়া ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়ের বিষয়ে যেং হুকুম করা গিয়াছে সেইং হুকুমের অনুসারে বিক্রয় করিবেক ও আরো হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে যদি ঐ বিক্রয়করণিয়া কর্ম্মত্যাগ করে কি কর্ম্মচ্যুত হয় কি আর কোন প্রকারে তাহার অনুমতিপত্র রদ হয় তবে সেই বিক্রয়করণিয়া কি তাহার প্রতিনিধি কি তাহার মোখ্তারকার ইষ্টাম্পের কালেক্টরসাহেবের নিকটে কিম্বা ঐ সাহেবের নিযুক্তকরা অন্য জনের নিকটে এই ধারার হুকুমানুসারে যত ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলমইত্যাদি তাহাকে দেওয়া গিয়া থাকে তাহা কিম্বা তাহার মধ্যে যাহা বিক্রয় না হইয়া থাকে তাহা ফিরিয়া দিবেক এবং ঐ কাগজআদির নিমিত্তে ঐ বিক্রয়করণিয়া যত টাকা পূর্ব্বে দিয়া থাকে অর্থাৎ ঐ ইষ্টাম্পকাগজ কি পূর্ব্বোক্ত অন্য বস্তুর মূল্য তাহার মোটের উপর যত টাকা ছুট তাহাকে দেওয়া গিয়া থাকে তাহা বাদে ঐ বিক্রয়করণিয়া কি তাহার প্রতিনিধি কি মোখ্তারকার ফিরিয়া পাইতে পারিবেক ইতি।

বোর্ডের সাহেবেরা উপরের লিখিত নিয়মানুসারে বিক্রয়করণিয়াদিগকে ইষ্টাম্পকাগজআদি দিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।

উপযুক্ত সর্টিফিকট্ পাওনব্যতিরেকে কোন জনের উপস্থিতকরা কাগজে ইষ্টাম্প ছাপা করাইলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যদি ইষ্টাম্পের কোন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কি অন্য কোন কর্ম্মকারি সাহেব ইষ্টাম্প ছাপা কি অঙ্কিত হইবার নিমিত্তে ইষ্টাম্প আফীসেতে উপস্থিতকরা কোন বেলম কি পার্চমেণ্ট কি কাগজ কি অন্য দ্রব্যেতে সমপূর্ণ মূল্য পাওয়া যাওনের অর্থে কালেক্‌টর সাহেবের দেওয়া উপযুক্ত সর্টিফিকট কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের পাঠান বিশেষ হুকুমনামাব্যতিরেকে ইষ্টাম্প ছাপা করান্ তবে ঐ প্রকার প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ঐ সাহেবের ১০০০ এক হাজার টাকা করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক এবং ঐ মত কোন কালেক্‌টরসাহেব কি ইষ্টাম্পকাগজআদির মূল্য লইবার নিমিত্তে নিযুক্ত অন্য কোন সাহেব উপযুক্ত মূল্যহইতে হুকুমকরা ছুট বাদে বাকী টাকা না পাইয়া যদি উপরের উক্ত সর্টিফিকট দেন্ তবে এমত প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ১০০০ এক হাজার টাকা করিয়া জরীমানা তাঁহার দিতে হইবেক এবং তদতিরিক্ত ঐ সাহেব ঐ ইষ্টাম্পের মূল্য যত টাকা না পাওয়া গিয়া থাকে তাহাও দেওনের যোগ্য হইবেন ইতি।

পূরা মূল্য না পাইয়া সর্টিফিকট্ দেওনেরো জরীমানার কথা।

অনুপযুক্তরূপে ইষ্টাম্প ছাপা করাইলে কি সর্টিফিকট্ দেওয়াইলে যে জরীমানা হইবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— এতদ্দেশজাত কোন কার্য্যকারক কিম্বা অন্য কোন জন পূর্ব্বোক্ত মতে কোন ইষ্টাম্প ছাপা কি অঙ্কিত করাইলে কি দিতে হইবার কোন সর্টিফিকট দেওয়াইলে কিম্বা যে কর্ম্মকারী ঐ ইষ্টাম্প ঐ প্রকারে ছাপা কি অঙ্কিত করান্ কি ঐ সর্টিফিকট্ দেন্ তাঁহার সহিত একবাক্য হইলে ঐ প্রকার প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ১০০০ এক হাজার টাকা করিয়া জরীমানা তাহার দিতে হইবেক এবং তদতিরিক্ত ঐ সর্টিফিকটের লিখিত মূল্যের মোট টাকা দেওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

দৈবঘটনাতে নষ্টহওয়া ইষ্টাম্পকাগজআদি পুনর্ব্বার পাওয়া যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয়করণিয়া কোন জনের কি ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয় কি বিলিকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মকারি জনের নিকট হইতে পাওয়া উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপাকরা কাগজ কি পার্চমেণ্ট কি বেলমইত্যাদির পুলিন্দা কিম্বা তাহার কোন ফর্দ্দ কি খণ্ড অগ্নির দ্বারা কি অন্য দৈবঘটনাতে নষ্ট হইলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা ঐ ইষ্টাম্পকাগজ আদি উপযুক্তরূপে পাওয়া যাওনের এবং কহতমত দৈবঘটনাতে নষ্টহওনের ঐ সাহেবদিগের প্রত্যয়জনক প্রমাণ পাওয়া গেলে তাঁহারা আপন সেক্রেটারীসাহেবকে হুকুম দিতে পারিবেন যে ঐ নষ্টহওয়া কাগজ কি অন্য দ্রব্যের মালিক কি তাহার মোখ্তারকারের স্থানে সিক্কা২ দুই টাকা ফীস্ পাইলে তাহার যত খণ্ড যে২ মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ আদি নষ্ট হইয়া থাকে তত খণ্ড সেই২ মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদি তাহাকে দেন্ ইতি।

ময়লাহওয়াতে কি অন্যরূপে নষ্টহওয়া ইষ্টাম্প কাগজআদিও পুনর্ব্বার পাওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ঐ মত কোন ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্টইত্যাদি উপযুক্ত মতে পাওয়া যাওনের পরে ময়লা হইলে কি নষ্ট হইলে কি কোন দৈবঘটনাপ্রযুক্ত কিম্বা ঐ কাগজআদিতে যে বিষয় লেখা কি নকল করা যায় তাহাতে দস্তখৎহওন ও তাহা দেওয়া যাওনের পূর্ব্বে ঐ লেখাপড়াতে ঐ কাগজ ব্যর্থ হইবার মত কোন ভ্রান্তি

প্রকাশহওনপ্রযুক্ত

প্রকাশহওনপ্রযুক্ত অকর্ম্মণ্য হইলে কিম্বা ঐ লেখাপড়া সাব্যস্তহওনের নিমিত্তে তাহাতে যাহারদিগের দস্তখতের আবশ্যক তাহারদের মধ্যে কোন জনের কি জনেরদের মরণ কি দস্তখৎ করিতে অসম্মতহওনপ্রযুক্ত ঐ লেখাপড়া অপূর্ণ কি অকর্ম্মণ্য হইলে কিম্বা ঐ লেখাপড়ার দ্বারা অর্পিত কোন পদ কি ভার স্বীকার করিতে কোন জনের অসম্মতি হওন প্রযুক্ত ঐ কাগজইত্যাদি ঐ অভিপ্রেত কর্ম্মের নিমিত্তে অকর্ম্মণ্য হইলে কিম্বা যে২ করারী তমঃসুক কিম্বা হুণ্ডীইত্যাদি তাহার লিখিত টাকা যাহার স্থানে পাওয়া যাইবেক তাহার কি তাহার মোখ্তারকারের নিকটে ঐ টাকা পাওনিয়া জন উপস্থিত না করণপ্রযুক্ত কিম্বা আর কোন কারণপ্রযুক্ত কখন কার্য্যে না আইলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের কি পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ ময়লা কি নষ্ট কি অকর্ম্মণ্য হওয়া ইষ্টাম্পকাগজ কি পার্চমেণ্ট কি বেলমইত্যাদি তাহার মালিকের তরফহইতে দাখিল করা গেলে ও ২ দুই টাকা ফীস্ দেওয়া গেলে তাহাকে কি তাহার মোখ্তারকারকে তত্তুল্য ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজইত্যাদি দেন কিন্তু যে হুণ্ডী দোকর তেকর পাঠান যায় তাহার মধ্যে কোন হুণ্ডী টাকাদেওনিয়ার নিকট পঁহুছিলে সে হুণ্ডীর সহিত ঐ হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— পূর্ব্বোক্ত মতে যে ইষ্টাম্পকাগজআদি নষ্ট কি ময়লা হয় তাহার মালিক যে জিলাতে ঐ কাগজআদি ক্রয় করিয়া থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে সে নিমিত্তে দরখাস্ত করিতে পারে ও যদি ঐ কালেক্টরসাহেব ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করা উপযুক্ত বুঝেন তবে ঐ সাহেব যে বোর্ড রেবিনিউর তাবে থাকেন্ সেই বোর্ডের কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের নিকটে ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ বোর্ডের সাহেবলোকের কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে যে২ ইষ্টাম্প কাগজআদি নষ্ট কি ময়লা হইয়া গিয়া থাকে তাহার মালিককে কি তাহার মোখ্তারকারকে উপরের লিখিত হুকুমমতে ও তাহার লিখিত নিয়মেতে দৃষ্টি রাখিয়া তত্তুল্য ইষ্টাম্পকাগজআদি দিতে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম দেন্ ইতি।

ঐ প্রকার হইলে ইষ্টাম্প কাগজআদির মালিক যে রূপে দরখাস্ত করিবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ইহাও জানান যাইতেছে যে যে ইষ্টাম্পকাগজআদি দৈবাৎ নষ্ট কি ময়লাহওয়া প্রমাণ হয় সে সমুদয়ের মোট মূল্য কি লিখনের ভ্রান্তিতে অকর্ম্মণ্যহওয়া কাগজআদির প্রত্যেক ফর্দ্দের মূল্য দশ টাকা কি তাহার অধিক না হইলে বোর্ড রেবিনিউর কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা উক্তমত অনুগ্রহ কাহারু প্রতি করিবেন না এবং অধিক হইলে যে দৈবঘটনা কি কার্য্যক্রমে ঐ ইষ্টাম্পকাগজআদি ময়লা কি নষ্ট কি অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে ঐ দৈবঘটনা কি কার্য্য পুনর্ব্বার তত্তুল্য কাগজ পাইবার দরখাস্তের লিখিত তারিখহইতে ছয় হফ্তা পূর্ব্বে হইয়া থাকনের প্রত্যয়যোগ্য প্রমাণ বোর্ডের সাহেবদিগের কি পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবলোকের নিকটে দিতে হইবেক ইতি।

নষ্ট কি অকর্ম্মণ্যহওয়া ইষ্টাম্পকাগজআদির মূল্য দশ টাকা কি তাহার ঊর্দ্ধ্ব হইলেই উপরের উক্ত অনুগ্রহ প্রকাশ হইবার কথা।

দরখাস্তকরণের সময় নিরূপণের কথা।

১৭ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকেরা কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা এবং ইষ্টাম্পের

বোর্ডের সাহেবেরা ও

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট

কালেকটরসাহেবেরা ও ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দিব্য করাইতে ক্ষমতাপন্ন হইবার কথা।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব ও কালেক্টরসাহেবেরা কিম্বা ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয় কি বিলি করা যাওনের নিমিত্তে স্থাপনকরা আফীসের কার্য্যভারাক্রান্ত অন্য সাহেবেরা জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা সাক্ষি তলবকরণের ও তাহারদিগকে দিব্য করাইবার কি তাহারদিগের স্থানে একরারনামা কি সুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইবার বিষয়ে হুকুম কি আজ্ঞালঙ্ঘন কি অবজ্ঞা হইলে যেমন২ করিতে ক্ষমতা রাখেন ইষ্টাম্পজন্য রাজস্বের বিষয়ে কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয়ে কোন অনুসন্ধান ও জোবানবন্দী করা যাওনের সময়ে দিব্য করাণ কি সুকৃতিপত্র লওয়া আবশ্যক বোধ হইয়া তাহা করাইতে উদ্যত হইবাতে হুকুম কি আজ্ঞালঙ্ঘন কি অবজ্ঞা করা গেলে সেই২ মত করিতে ক্ষমতা রাখিবেন এবং যদি কোন জন বোর্ডের সাহেবদিগের কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবলোকের কি ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের কিম্বা কালেক্টরসাহেবদিগের অথবা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবেরদের নিকটে কোন বিষয়ের অনুসন্ধান ও জোবানবন্দী হওনের সময়ে দিব্য করিয়া কি সুকৃতিপত্র লিখিয়া দিয়া ইচ্ছা ও বিবেচনাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা কহে তবে সেই জন মিথ্যা সাক্ষ্যদেওনাপরাধেতে অপরাধী বোধ হইবেক এবং ঐ অপরাধের নিমিত্তে যে দণ্ডনিরূপণ হইয়াছে দায়েরসায়েরী আদালতে ঐ অপরাধকরা প্রমাণ হইলে ঐ জনের সেই দণ্ড হইবেক এবং যে২ লোক দিব্য করিতে কিম্বা সাক্ষ্য দিবার হুকুম হইলে তাহা দিতে অসম্মত হয় কি অবজ্ঞা করণাপরাধেতে অপরাধী হয় তাহারদিগকে দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ রাখিবার নিমিত্তে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগকে যে ক্ষমতার্পণ করা গিয়াছে ঐ ক্ষমতাক্রমে ঐ জজসাহেবেরা বোর্ডের সাহেবদিগের কি কালেক্টরসাহেবদিগের উপরের উক্ত ক্ষমতাক্রমে দেওয়া হুকুম জারী করিবেন ইতি।

১৮ ধারা।

বিক্রয়করণিয়া হুকুম পাইলে আপন হিসাবের সত্যতার নিমিত্তে দিব্য করিবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোক কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবেরা ইষ্টাম্পকাগজআদি বিক্রয় কি বিলি করণার্থে যে২ জনকে নিযুক্ত করেন সেই সকল জনেরা বোর্ডের সাহেবলোকের কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবদিগের হজুরহইতে একরারনামা কি সুকৃতিপত্রের দ্বারা আপনারদিগের হিসাবের সত্যতা জানাইবার হুকুম পাইলে তাহা করিবেক এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কি তাঁহারদিগের মধ্যে কোন সাহেব যে মিয়াদ নিরূপণ করেন ঐ মিয়াদের মধ্যে আপন হিসাব সত্য জানাইতে কোন বিক্রয়করণিয়া কি দেওনিয়া যদি অসম্মত হয় কি তাচ্ছল্য করে তবে তাহার এমন প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ৫০০ পাঁচ শত টাকা করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১০ আইন শুধরণের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১০ আইনের যে২ কথানুসারে এমত হুকুম হইয়াছে যে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের বাণিজ্যের নিমিত্তে যে সকল দ্রব্য

লওয়া

লওয়া যায় তাহার বিষয়ে সরকারের ও অন্য২ লোকদিগের মধ্যে যে২ নিয়মপত্রহওনের প্রয়োজন হয় যাহা ইষ্টাম্প ছাপা না হওয়া কাগজে লেখা যাইবেক সেই২ কথা এই প্রকরণদ্বারা রদ হইল ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— ঐ প্রকার সমস্ত নিয়মপত্র ও সামান্যতঃ ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে লিখিতে হইবার যে সকল প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিদর্শনপত্র ও লেখাপড়া কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্য ব্যাপারের বিষয়ে সরকারের তেজারতের সিরিশতার কোন কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা লিখিয়া দেওয়া যায় কিম্বা লওয়া যায় তাহা সামান্য লোকদিগের ঐ২ প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রাদি লেখা যাইবার নিমিত্তে যে২ মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজ নিরূপণ করা গিয়াছে সেই২ মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা যাইবেক ইতি।

কোম্পানি বাহাদুরের তেজারতের সিরিশতাসম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে যে নিদর্শনপত্র ও লেখাপড়া হয় তাহা সামান্য লোকদিগের নিমিত্তে হুকুমকরা মূল্যের কাগজআদিতে লিখিতে হইবার কথা।

তফসীল ১ প্রথম নম্বর।

হস্তান্তরকরণপত্র কি চুক্তিপত্র কি তমঃসুক কিম্বা জামিনী নামা এবং সামান্যতঃ সকল প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র যে২ মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজআদিতে লেখা যাইবেক তাহার বিষয়ে এই আইনেতে যে তফসীলের প্রস্তাব করা গিয়াছে সেই তফসীল নীচে লেখা যাইতেছে।

আগ্রীমেণ্ট অর্থাৎ একরারনামা এতাবতা ৫০০ পাঁচ শত কি ততোধিক টাকা নগদের কি মূল্যের বস্তুর বিষয়ে কোন পত্র কিম্বা একরারনামাতে লেখা যাইবার নিমিত্তে স্মরণার্থে যে২ পত্র কিম্বা কাগজ লেখা যায় তাহার কাগজের মূল্য এই তফসীলেতে স্পষ্টরূপে অন্য প্রকার লেখা না গেলে কিম্বা তাহা ইষ্টাম্পের নিমিত্তে নিরূপিত সকল মূল্য হইতে বহির্ভূত না হইলে তাহা চুক্তিহওনের প্রমাণমাত্র কি কোন বিষয়েতে একরার করণিয়ার বদ্ধহওনের নিমিত্তেই বা হউক যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .... ৮ টাকা

বর্জনীয়।

কর্ম্মের বেতনের নিমিত্তে একরারনামা।

৫০০ পাঁচশত টাকার কম মূল্যের দ্রব্য বিক্রয়ের নিমিত্তে যে একরারনামা এবং চল্লিশ মাইল অন্তরনিবাসি মহাজন এবং অন্য লোকদিগের পরস্পর পত্রদ্বারা যে সকল কৌলকরার হয় তাহা।

আসাইনমেণ্ট অর্থাৎ অর্পণপত্র হস্তান্তরকরণপত্রের ও নিরূপণপত্রের স্বরূপ না হইলে এবং বিশেষরূপ ইষ্টাম্পহইতে বর্জিত না হইলে তাহা যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .... ৮ টাকা

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

হুণ্ডী অর্থাৎ এক কি তাহাহইতে অধিক সাক্ষির দস্তখৎযুক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়াব্যতিরেকে দৃষ্টিমাত্র দিতে হইবার কি লেখা যাওনের তারিখহইতে তিন মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদী কিম্বা দর্শনানন্তর নর্ব্বই দিন মিয়াদী বরাৎচিঠী কি করারী তমঃসুক কি হুণ্ডী কি টীপ কি বরাৎ কি টাকা দিবার অনুজ্ঞাপত্র কি অঙ্গীকার পত্র যাহার টাকা এই রাজধানীর তাবে কোন দেশেতে পাওয়া যাইবেক তাহা এবং ঐ সকল দেশের বাহিরে দিতে হইবার টাকার সমস্ত হুণ্ডী তাহার মিয়াদ যাহা হউক ২৫ পঁচিশ টাকার অধিকের না হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৴০

অধিকের হইলে।

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত।	মূল্য।
২৫৲	৫০৲	৵০
৫০৲	১০০৲	।০
১০০৲	২০০৲	।।০
২০০৲	৪০০৲	৸০
৪০০৲	৮০০৲	১৲
৮০০৲	১৬০০৲	১।।০
১৬০০৲	৩০০০৲	২৲
৩০০০৲	৫০০০৲	২।।
৫০০০৲	১০০০০৲	৪৲
১০০০০৲	২০০০০৲	৬৲
২০০০০৲	৩০০০০৲	৮৲
৩০০০০৲	৫০০০০৲	১২৲
৫০০০০৲	১০০০০০৲	১৬৲
১০০০০০ এক লক্ষের উপর যত হয়।		২০৲

প্রমিসোরিনোট অর্থাৎ উপরের নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে যে করারী তমঃসুক লেখা যায় তাহার লিখিত টাকা দেওযা গেলে পর সে করারী তমঃসুক আর চলিবেক না।

যেং করারী তমঃসুক পরস্পর চলিবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যায় তাহা নীচের লিখিতব্য মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত।	মূল্য।
১৲	২৫৲	৵০
২৫৲	৫০৲	।০
৫০৲	১০০৲	।।০

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত	মূল্য।
১০০৲	২০০৲	৸০
২০০৲	৪০০৲	১৲
৪০০৲	৮০০৲	১৷৷০
৮০০৲	১৬০০৲	২৲
১৬০০৲	৩০০০৲	২৷৷০
৩০০০৲	৫০০০৲	৪৲
৫০০০৲	১০০০০৲	৬৲
১০০০০৲	২০০০০৲	৮৲
২০০০০৲	৩০০০০৲	১২৲
৩০০০০৲	৫০০০০৲	১৬৲
৫০০০০৲	১০০০০০৲	২০৲
১০০০০০৲ এক লক্ষের উপর যেপর্য্যন্ত হউক।		৩২৲

মন্তব্য কোন বেঙ্ক কি সমাজহইতে যে সকল নোট প্রকাশ করা যাইবেক সে সমস্ত নোটের কারণ যে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজের আবশ্যক হয় তাহার নিমিত্তে মোটে কতক টাকা লইবার নিয়ম করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলেতে ক্ষমতা থাকিবেক ও এমত নিয়মের সমাচার গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ছাপা যাইবেক।

বিদেশী হুণ্ডী অর্থাৎ ভিন্নাধিকারহইতে যে টাকার নিমিত্তে দোকর তেকর একরূপ হুণ্ডী পাঠান যায় তাহার লিখিত দাতব্য টাকার সংখ্যা ৪০০ চারি শতের অধিক না হইলে তাহার প্রত্যেক হুণ্ডী যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৷৷০

অধিক হইলে।

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত	মূল্য।
৪০০৲	৮০০৲	৸০
৮০০৲	১৬০০৲	১৲
১৬০০৲	৩০০০৲	১৷৷০
৩০০০৲	৫০০০৲	২৲
৫০০০৲	১০০০০৲	২৷৷০
১০০০০৲	২০০০০৲	৪৲
২০০০০৲	৩০০০০৲	৬৲
৩০০০০৲	৫০০০০৲	৮৲
৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজারের উপর যেপর্য্যন্ত হউক।		১২৲

বর্জনীয়।

হুণ্ডী ও করারী তমঃসুক অর্থাৎ সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে সরকারের যেং কার্য্য কারক সাহেবেরা সরকারের খাজানাদফ্তরের উপর হুণ্ডী দিবার ও তথাহইতে টাকা দেওয়াইবার অর্থে করারী তমঃসুকইত্যাদি লিখিয়া দিবার ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহারদের দেওয়া হুণ্ডী ও করারী তমঃসুক।

লিখনের স্থানহইতে কুড়ি মাইলের মধ্যগত কোন বেঙ্কের কি বেঙ্কের কোন মালিকের কি মোখ্তারের নামে চাহিবামাত্র লইয়া যাওনিয়াকে টাকা দিবার নিমিত্তে লিখনের স্থানের নামযুক্তে যে সকল বরাৎ কি অনুজ্ঞাপত্র লেখা যায় তাহা।

বিললেডিং অর্থাৎ রসীদ এতাবতা জাহাজে রফ্তানী হইবার কোন জিনিসের যে রসীদ জাহাজের কাপ্তান ঐ দ্রব্যের স্বামিকে দেয় তাহা যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। .... ১৲

বিক্রয়পত্র অর্থাৎ নিতান্ত বিক্রয়পত্রের ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। — হস্তান্তরকরণপত্রের প্রকরণ দেখ।

কোন টাকার জামিনবোধক কোন বস্তুর বিক্রয়পত্র যদি ঐ বিক্রয়পত্র মুখ্য হয় কিম্বা তাহার লিখিত বস্তুরঅন্য বিক্রয়পত্র না থাকে তাহার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। — বন্ধকপত্র দেখ।

বিক্রয়পত্র অর্থাৎ হস্তান্তরকরণপত্রের নিমিত্তে নিরূপণকরা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা আসল প্রতিজ্ঞাপত্রের কি নিদর্শনপত্রের প্রতিপোষক যে পত্র জামিনস্বরূপে রাখা যায় তাহা লিখিবার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য। .... ৮৲

বণ্ড অর্থাৎ তমঃসুক এতাবতা টাকা আদায়ের কারণ এক কি ততোধিক সাক্ষির দস্তখৎ যুক্ত তমঃসুক কি প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়া এবং পূর্ব্বোক্ত অন্য যে করারী তমঃসুকইত্যাদিতে তাহার তারিখের পর তিন মাসের অধিক কি দর্শনের পর নব্বই দিনের অধিক মিয়াদ থাকে তাহা ২৫ পঁচিশ টাকার অধিকের না হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৵০

অধিকের হইলে।

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত	মূল্য।
২৫৲	৫০৲	।০
৫০৲	১০০৲	৷৷০
১০০৲	২০০৲	১৲
২০০৲	৩০০৲	২৲

যাহার উপর	যেপর্য্যন্ত	মূল্য।
৩০০৲	৫০০৲	৪৲
৫০০৲	১০০০৲	৬৲
১০০০৲	২০০০৲	১০৲
২০০০৲	৩০০০৲	১৬৲
৩০০০৲	৫০০০৲	২০৲
৫০০০৲	১০০০০৲	৩২৲
১০০০০৲	২০০০০৲	৪০৲
২০০০০৲	৩০০০০৲	৫০৲
৩০০০০৲	৫০০০০৲	৬৪৲
৫০০০০৲	৭৫০০০৲	৭০৲
৭৫০০০৲	১০০০০০৲	৮০৲
১০০০০০৲	১৫০০০০৲	১০০৲
১৫০০০০৲	২০০০০০৲	১২০৲
২০০০০০৲ দুই লক্ষের উপর যেপর্য্যন্ত হউক।		১৫০৲

তমঃসুক অর্থাৎ জাহাজে বোঝাইকরা জিনিসের উপর লওয়া টাকার নিমিত্তে রেস্পণ্ডেন্সিয়াবণ্ড নামে যে তমঃসুক দেওয়া যায় এবং জাহাজের উপর লওয়া টাকার নিমিত্তে বটমরীবণ্ড নামে যে তমঃসুক দেওয়া যায় তাহা লেখা যাইবার ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য।

দ্রব্যের মূল্যানুসারে উপরের লিখন মত।

তমঃসুক অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ হস্তান্তরকরণের কিম্বা নিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা সংখ্যানিরূপিত টাকা দিবার অথবা মূল্য নিরূপণকরণযোগ্য কোন বিষয় কি বস্তু অর্পণের কি তাহার হিসাব দেওনের নিমিত্তে জামিনস্বরূপ যে তমঃসুক দেওয়া যায় তাহা।

যে টাকা দিবার কি তাহার হিসাব দিবার কিম্বা যে দ্রব্য অর্পণ করণের কি হস্তান্তরকরণের কথা ঐ তমঃসুকে লেখা যায় সেই টাকার সংখ্যার কি দ্রব্যের মূল্যানুসারে নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

তমঃসুক অর্থাৎ যাবজ্জীবনইত্যাদির ন্যায় অনিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা টাকা দিবার তমঃসুক।

সনং যত টাকা দিতে হইবেক তাহার দশগুণ সংখ্যার নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।